# শ্রীমদ্ভাগবত

অর্থাৎ

## মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মহাপুরাণ

## শ্রীমদ্ভাগবতের

ষড় দর্শন ও বেদ যুক্ত বাঙ্গলা টীকার

সহিত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ।

---

কাশীনিবাসী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীভগবৎ তারক ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী

( গৌড় স্বামী ) তথা মহামহোপাধ্যায বৈয়াকরণকেশরীপূজ্যপাদ ৺ রাজারাম

শাস্ত্রী এবং গুর্জ্জরদেশীয ত্রিবেদবিদ্যাবিশারদ

পূজ্যপাদ ৺নন্দরাম ত্রিবেদী মহাশয়ের ছাত্র

**শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য**

কর্ত্তৃক অনুবাদিত শোধিত ও প্রকাশিত।

নবদ্বীপনিবাসীমহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তথা মহা মহোপাধ্যায়

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র তর্করত্ন এবং ভাগবত শাস্ত্র পারঙ্গত

মানকরাধিপতি শ্রীযুক্তহিতলালমিশ্রগোস্বামিভাগবতসিদ্ধান্তবাগীশ

প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায় গণের যত্নতঃ পরীক্ষিত।

---

**কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে**

শ্রীকালিদাস সেন যন্ত্র-কার্য্য-সম্পাদক দ্বারা

অতিযত্নে মুদ্রিত।

১২৮৪।

( সম্পাদকীয় মঙ্গলাচরণ ও ভূমিকা। )

৩২উ ৩ ১২ ৩১ ২৮ ৩১২

" উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যাগমত্।

১৮ ২৮৩ ১২ ৩২৩ ১২

সা শন্তাতা ময়স্করদপ স্রিধঃ ,, (সাম৹পূর্ব্বার্চ্চি৹)

সেই প্রসিদ্ধ মতিস্বরূপা অদিতি (অক্ষিণশক্তি) প্রকৃতি, সত্ত্বগুণাশ্রয় (বিষ্ণু) হইয়া, আমাদের নিকট দিবা 'উত' রাত্রি, সর্ব্বদাই আগমন করুন। আসিয়া শান্তিকর সুখ প্রদান করুন। এবং আমাদের অহিতকারী জনগণকে, তিনি দূরীভূত করুন ॥

আহা কি আশ্চর্য্য !! এই জগতে মানবগণ কতপ্রকারই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন!—যে জগতে, প্রায় সর্ব্বসাধারণেরই নিকটে ঈশ্বর এক সময়ে এরূপ প্রত্যক্ষ ছিলেন—যে, তাহারা স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থেই সেই কল্যাণময়ের অবিনশ্বর ভাস্বর সদ্রূপ সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন। এবং সেই পরাৎপর পরমজ্যোতির্ম্ময়ের অনন্ত অনির্ব্বচনীয় জ্বলন্ত জ্যোতিটি প্রত্যেক পরমাণুতেই প্রত্যক্ষ করিতেন। আহা!—এই প্রত্যক্ষ-ফলেই তখন নাস্তিকগণের অধঃপতন হয়,—এই প্রত্যক্ষ-ফলেই, আর্য্য-জীবন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপিত হয়,—এই প্রত্যক্ষ-ফলেই, প্রাবাদির (প্রস্তর) ও অর্চ্চনা হইয়াছিল,—এই প্রত্যক্ষ-ফলেই, অনন্ত অনন্ত অবতারাদিরও আবির্ভাব হইয়াছিল;—এবং এই প্রত্যক্ষ-ফলেই, সর্ব্বসাধারণের হৃদয়-ক্ষেত্রে, দৃঢ়রূপে বিশ্বাসভিত্তি স্থাপিত ছিল,—যে বিশ্বাস-ফলে, ধর্ম্মগ্রন্থে গ্রথিত সামাজিক দৈহিক প্রভৃতি নিয়ম গুলিতেও অপৌরুষেয় অনাদিসিদ্ধ পরম্পরাগত শ্রুতির স্মৃতিমাত্র বলিয়া একেবারে হততর্ক হইয়া পরম প্রীতি করিতেন। সম্প্রতি, এরূপ কাল উপস্থিত,—যাহাতে ঈশ্বরের তাদৃশ প্রত্যক্ষ নাই, কেবল নামমাত্র আছে। বেদ, সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ না থাকিলেও নামে আছে—তাহাও অলীকবেদে, অলক্ষিতভাবে মিশ্রিত। অবতার, নাই—কেননা সেরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিদ্বারা প্রীতিভাবে দেখিবার লোক নাই। ফলতঃ যে দর্শন-বলে, যে বিশ্বাস-ফলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি প্রচলিত ছিল,—সে দর্শন নাই,—সে বিশ্বাসও নাই; কেবল বাগাড়ম্বর এবং অনুকরণমাত্র প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আহা! সে অনুকরণেরও আদর্শ, নূতন ব্যাপার, এবং সেই নূতন ব্যাপার বিজাতীয় হওয়া চাই, দেশীয় হইলে, পরিতৃপ্তি জনক হয় না। ধন্য রে চপলমানবপ্রকৃতি !! ধন্য রে, হতভাগ্য দেশের অদৃষ্ট !! এইরূপ দুঃখকর, দুঃখকর কেন—সর্ব্বনাশ-কর ধর্ম্মবিপ্লব, কেন উপস্থিত হইল? পূজ্যজাতি দ্বিজগণের ম্লেচ্ছ ভাষায় অধিকারই, এই সর্ব্বনাশের মূল কারণ। এতদ্বিষয়ের বিশেষ রূপ সমালোচন এখানে অপ্রাসঙ্গিক, অতএব এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, আর্য্য-ধর্ম্মগ্রন্থে, এই নিমিত্তই দ্বিজগণের সম্বন্ধে, বিশেষ তাহার মধ্যেও ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে, ম্লেচ্ছভাষার একেবারে উচ্চারণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর সে নিষেধে কি হয় !!

# সম্পাদকীয় প্রার্থনা ও ভূমিকা।

যাহাহউক,—এই ভাগবত গ্রন্থটি নূতন না হইলেও, বিজাতীয় প্রকারের না হই-লেও—ইহার প্রকৃতভাব-প্রকাশক অনুবাদকে, একরূপ নূতন বলা যাইতে পারে,—ইহার প্রকৃত-ভাব-প্রকাশিকা সংস্কৃত টিপ্পনী রচিত হইলে, তাহাকেও এক প্রকার নূতন বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনায় পরম প্রাচীন হইলেও উহাকে, ঐরূপ অনুবাদাদি দ্বারা নূতন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অধ্যক্ষ কর্তৃক এক্ষণে উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টি-গোচর হইতে চলিল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি,—তাঁহারা যেন নিজ নিজ মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহাকে অবহেলা না করেন। (ওঁ)॥

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলায় ভাগবতানুবাদ হয় নাই, এমত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনুবাদ গুলিতে যথার্থরূপে মূল-ভাব রক্ষিত হয় নাই। অনুবাদকেরা কোন কোন স্থলে, শ্রুতিমধুর করিতে গিয়া, প্রকৃতভাবের ব্যত্যয় করিয়াছেন; স্থলবিশেষে, প্রকৃতভাব রাখিতে গিয়া, অবোধ্যপ্রায়ঃ করিয়া তুলিয়াছেন। বিশেষতঃ তাহার প্রতি অরুচির এই —আর একটি কারণ হইযাছে যে, প্রায়ঃ সর্ব্বত্রই টীকার ভাব অত্যধিক পরিমাণে গৃহীত হওয়াতে, উহার আদর্শ টীকা, অথবা মূল, ইহা হঠাৎ বুঝিয়া উঠা ভার। অধ্যক্ষ মহাশয় এই সমস্ত বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যথাস্থিত মূলমাত্রের অনুবাদ-প্রকাশে বদ্ধ-পরিকর হন এবং অবশেষে আমারি উপর ঐরূপ অনুবাদের ভারার্পণ করেন। আমি অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, টীকাকার শ্রীশ্রীধরস্বামী নিজপাণ্ডিত্যবাগুরায় লোকদিগকে বিমোহিত করিবার নিমিত্তই হউক, বা অনবধানতা বশতই হউক, স্থানে স্থানে অপ্রযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ শব্দের এবং স্থলবিশেষে, যাহা ব্যাকরণদ্বারাও অনিষ্পন্ন, তাদৃশ অর্থেরও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন সুতরাং ঘোর বিপদে পড়িলাম; কি করি—যদি তাঁহার অনুরোধে অনুবাদ করি—তাহা হইলে, মূলের অবিকৃত অপক্ষপাতী ভাবটী একেবারেই বিলীন হইয়া উঠে। অগত্যা তাঁহার ঐরূপ ভ্রম প্রমাদগুলি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া, তাঁহার রচিত টীকা, ও তৎসহ স্বয়ং একটি টিপ্পনী রচনা করিয়া, প্রকাশ করাও বিধেয় বিবেচনা করিলাম; এদিকে অনুবাদ গুলিতে এক্ষণে নির্ভীক হই-য়াই মূলমাত্র অবলম্বন করিতে পারিলাম। বোধ করি—সৎপক্ষপাতি সুসভ্য সজ্জন সদাশয়গণ ঈদৃশ কঠোরতর কার্য্যের সম্পাদনে, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না; তবে শ্রীধরস্বামীর, কচ্ছু-নিস্সার (কাছা খোলা) পাণ্ডিত্যে বিমোহিত কতকগুলি লোকেরা হঠাৎ খড়্গহস্ত হইবেন, হউন। যে পক্ষ সঙ্গত, সত্যপ্রবণ হইবে, অবশেষে তাহাই প্রবল হইবে! (ওঁ)॥ ইতি ১২৮১ ভাদ্র॥

শ্রীব্রহ্মব্রত শর্ম্মা।

# অথ শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ।

( ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায )

যিনি কার্য্য বস্তুমাত্রেই, সত্তা রূপে অন্বিত রহিয়াছেন, কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে অর্থাৎ গগনকুসুমাদি অলীক বস্তুতে অন্বিত নহেন ; সুতরাং কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণ স্বরূপ,—এতাদৃশ কারণ স্বরূপ যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ হইতে এই বিশ্ব সমস্তের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক ত্রিবিধ কার্য্য আবহমান হইয়া আসিতেছে, অথচ যিনি জড়স্বভাবা প্রকৃতিও নহেন ; কিন্তু " আমি লোক সমূহ সৃষ্টি করি " এতাদৃশ চৈতন্য বিশিষ্ট। এবং যিনি ঈদৃশ সচেতন স্বরূপ হইয়াও জীবের ন্যায় নহেন ; কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধচেতন স্বরূপ—যে স্বয়ং সিদ্ধচেতন পরাৎপর পুরুষ, আদিকবি, হিরণ্যগর্ভে( ব্রহ্মাতে)ও বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরক স্বরূপ হইয়া বেদধর্ম্মের প্রকাশ করিয়াছিলেন—যাহার ( বেদের ) তত্ত্ব-নির্ণয়ে দেবগণও মুগ্ধ হইয়া, থাকেন। এবং তেজঃ, জল, মৃত্তিকা—এই সমস্ত পদার্থগুলি পরস্পরে ভ্রমাধীন বিনিময় ( একেতে অপর জ্ঞান ) প্রাপ্ত হইলে, যেমন আশ্রয় বস্তুগত সত্যত্ব (সত্তা) লইয়াই আশ্রিত বস্তু সত্য ( সৎ ) বলিয়া প্রতীত হয় ; তদ্রূপ যাঁহাতে এই ত্রিসর্গাত্মক ( ভূত ইন্দ্রিয় দেবরূপী ) জগৎ বিনিময় প্রাপ্ত হইয়া তদ্গত সত্যত্ব ( অস্তিত্ব ) লইয়াই সত্য ( অস্তি ) রূপে প্রতীত হইতেছে। এবং যাঁহাতে আপন স্বভাব-সুলভ তেজোদ্বারা সর্ব্বদাই মায়াজাল নিরস্ত রহিয়াছে!—তাদৃশ পরম সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা চিন্তা করি॥ ওঁ॥

# ভাগবত-শাস্ত্র-প্রশংসা।

যাহাতে কপটতা নাই, অর্থাৎ " অমুক কার্য্য কর,—অমুক ফল পাইবে " এতাদৃশ প্রলোভন নাই, তাদৃশ পরম ধর্ম্মই, ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। আর যাঁহারা সজ্জন পরশ্রী-কাতর নহেন, তাঁহারাই ইহার অধিকারী। এবং মহামুনি( ব্যাস )-কৃত এই সুন্দর ভাগবত গ্রন্থে, প্রতিপাদ্য মুখ্য বিষয়টি প্রকৃত রূপে হৃদয়ঙ্গত হইলে, উহা তাপ-ত্রয়ের (*) সমূলে উচ্ছেদ করে, ও কল্যাণ-প্রদ হয়; সুতরাং পরমার্থ স্বরূপ হই-তেছে। অন্যান্য শাস্ত্রের শ্রবণমাত্রেই কি, ঈশ্বর হৃদয়ে আবদ্ধ হন! (†) আহা! এ শাস্ত্রে যে পুণ্যাত্মারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণতৎপর হন, তাঁহারা সদ্যই ঈশ্বরকে হৃদয়ে আবদ্ধ করেন (‡) ( সন্দেহ নাই )।

---

(*) আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,—এই ত্রিবিধ তাপ হইতেছে। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক তাপ, দ্বিবিধ,—শারীরিক ও মানসিক। আমরা যত প্রকারই বা দুঃখ-ভোগ করি না কেন—সমস্তই —এই ত্রিবিধের অন্তর্গত।

(†) ' অর্থাৎ—হন না '। এইরূপ কাকুদ্বারা গ্রন্থকারের এস্থলে, একটি আভ্যন্তরিক ভাব ধ্বনিত হইতেছে। তাহা এই— " মুমুক্ষুরা মোক্ষাভিলাষে যে কোনও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করুন না কেন, সেসকল শাস্ত্র হইতে তাঁহাদের অল্প প্রয়াসে কোন ইষ্ট-লাভ হইবে না; কিন্তু আদৌ যথাবিহিত শ্রবণ করিতে হইবে, পরে শ্রুতার্থের বিশেষ রূপে চিন্তন করিতে হইবে;—যে চিন্তা দ্বারা প্রথমে উপাসনার অবলম্বন স্বরূপ একটি ব্যাপক সাকারভাব সামান্যাকারে চিত্তবৃত্তিতে ভাসমান হইবে; অনন্তর ঐরূপে ভাসমান পরাৎ-পরের নিরন্তর উপাসনা করিতে করিতে, যখন তিনি চিত্তবৃত্তিতে অনুক্ষণই প্রতিফলিত হইয়া উঠিবেন, দৃঢ় হইয়া যাইবেন;—তখন ' ঈশ্বর হৃদয়ে, আবদ্ধ হইয়াছেন ' এরূপ নিশ্চয় করিতে পারিবে; কিন্তু এসমস্ত অত্যধিক প্রয়াস। "।

(‡) অর্থাৎ—এশাস্ত্রে অয়স্কান্তমণির ( চুম্বকশিলার ) ন্যায় একরূপ এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ শক্তি আছে যে,—শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা ভক্তান্তঃকরণে যৎসামান্যমাত্র সম্বন্ধ হইতে পারিলে, উহা সেই অন্তঃকরণের মধ্যরেখাতে পতিত ঈশ্বর দূরাবস্থিত হইলেও আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত প্রশংসাই হইয়াছে। এবং এস্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, ঈশ্বর যেসকল পামরান্তঃকরণের মধ্যরেখা হইতে প্রচ্যুতই আছেন—সেসমস্ত পামরান্তঃকরণে, এ শাস্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সহস্র সহস্র বার প্রবিষ্ট হইলেও কি করিতে পারে।॥

# ভাগবতশাস্ত্রভূমিকা।

১) এই ভাগবত শাস্ত্র নিগমরূপী (বেদরূপী) কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ ২) হইতেছে, সুতরাং ইহা এক প্রকার অলভ্য; আহা!—এতাদৃশ অলভ্য ফলও শুক ৩)-মুখ হইতে অমৃত রসযুক্ত ৪) হইয়া পৃথিবীতে গলিত ৫) হওয়াতে সুখলভ্য হইয়াছে,—অতএব হে ভাবুকগণ! ৬) হে রসিকগণ! ৭) তোমরা সকলে সমবেত হইয়া এই ভাগবত-ফলামৃত মুহুর্মুহুঃ পান কর। একি সামান্যরস!—ইহার একবারও স্বাদ পাইলে, মোক্ষ অবস্থা-তেও অপরিত্যাজ্য হইবে ৮)॥

---

১) এই ভূমিকাটি ভাবদ্বয়ে রচিত হইয়াছে।

২) একপক্ষে—বেদসমস্তের সারাংশ স্বরূপ; দ্বিতীয় পক্ষে— ফলের ন্যায় সরস, সুতরাং এও এক প্রকার ফল।

৩) একপক্ষে—শুক ব্যাসপুত্র; দ্বিতীয় পক্ষে—শুক নামক পক্ষি।

৪) একপক্ষে— বাক্যামৃতসম্বন্ধি রসযুক্ত; অপরপক্ষে—লালামৃত সম্বন্ধি রসযুক্ত।

৫) প্রথম পক্ষে—নিঃসৃত, দ্বিতীয় পক্ষে—মুখস্থিত লালাযুক্ত হওয়ায় হঠাৎ স্খলিত বা পতিত।

৬) যাঁহারা ইহা বেদসমস্তের সারভূত, এতাদৃশ ভাবনাচতুর।

৭) যাঁহারা,—ইহা বেদসমস্তের সারভূত বটে, কি না, তাহার অনুসন্ধানে সমর্থ নহেন, কিন্তু মোক্ষ-রসমাত্রের আস্বাদন করিতে সমর্থ।

৮) প্রথমপক্ষে—স্পষ্টই আছে। দ্বিতীয় পক্ষে—মরণকালেও বিস্মৃত হইবে না— এইমাত্র বিশেষ॥

# অথ শ্রীমদ্ভাগবত ॥

## প্রথমস্কন্ধ, নৈমিশীয় উপাখ্যান ॥

নৈমিশ নামক প্রসিদ্ধ অনিমিষ-ক্ষেত্রে *) শৌনকাদি কতিপয় ঋষিগণ স্বর্গ-লোক প্রাপ্তি কামনায় সহস্র বৎসর সাধ্য 'দীর্ঘসত্র' নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ১ ॥ এক দিবস তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রাতর্হোম ক্রিয়া সমাধা করিয়া, সম্মানের সহিত উপবিষ্ট সূতদেবকে, সমাদর পুর্ব্বক এইরূপ (৬টী) প্রশ্ন করিলেন ॥ ২ ॥

[ ঋষিরা বলিলেন ]—"হে নিষ্পাপ! ইতিহাসের সহিত যে সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র আছে, আর যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে,—সে সমস্তই তোমাকর্ত্তৃক অধীত হইয়াছে। কেবল অধীত হইয়াছে—এমতও নহে, শিষ্যদিগের নিকট কীর্ত্তিতও হইয়াছে ॥ ৩ ॥ এবং পণ্ডিতবর ভগবান বাদরায়ণ (বেদব্যাস) যে সমস্ত শাস্ত্র অবগত ছিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত অতীতানাগতজ্ঞ অন্যান্য ঋষিরাও যে সমস্ত অবগত ছিলেন ॥ ৪ ॥ হে প্রিয়দর্শন! তুমি তাঁহাদিগের অনুগ্রহে সে সমস্ত যথার্থ রূপে অবগত আছ, কেননা—স্নিগ্ধ (প্রেমী) শিষ্যের নিকট গুরুরা গুহ্য কথা গুলিও প্রকাশ করিবেন! সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥।

অতএব সেই সকল শাস্ত্রে মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে একান্তই শ্রেয়স্কর বলিয়া যাহা কিছু আপনাকর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে, হে আয়ুষ্মন্! তাহা আমাদিগের নিকট অবিলম্বেই বলিতে যোগ্য হইতেছেন" ॥ ৬ ॥ [ ১ম প্রশ্ন ]

---

(*) 'অনিমিষ' = অলুপ্তদৃষ্টি,- অর্থাৎ পরমেশ্বর—তাঁহার 'ক্ষেত্র' = উপাসনার্থ সিদ্ধস্থান। ফলতঃ চিরকাল হইতে মুনিঋষিরা যে স্থলে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, উপাসনা করিয়া প্রায়ঃ সিদ্ধও হইয়া যাইতেন—তাদৃশ স্থানকে 'অনিমিষ ক্ষেত্র' বলে, এই নিমিত্তই নৈমিশারণ্যের বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবক্ষেত্র' বলিযা যেমন ব্যবহার অসঙ্গত নহে, তদ্রূপ শৈবদিগের সম্বন্ধে 'শাম্ভব ক্ষেত্র' বলিয়া ব্যবহারও অসঙ্গত নহে। ॥

হে সভ্য মহাশয়! সম্প্রতি এই কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যই স্পায়ু হইতেছে অলস হইতেছে। মন্দমতি হইতেছে। হতভাগ্য হইতেছে। অধিকন্তু রোগাদিদ্বারাও উৎপীড়িত হইতেছে ॥ ৭ ॥ সুতরাং এমত অবস্থায় যেমন এক এক খণ্ড করিয়া ক্রমশঃ শাস্ত্রসমূহের ভূরি ভূরি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ তদনুযায়ী ভূরি ভূরি ক্রিয়াগুলিরও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অতএব হে সাধো! যে সকল শাস্ত্রে অনুষ্ঠের ক্রিয়াগুলির বিধান রহিয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র হইতে বুদ্ধি পূর্ব্বক যেটুকু সার কথা, সেইমাত্র উদ্ধৃত করিয়া, ভূতসমস্তের কল্যাণার্থ বল,—যাহার শ্রবণ করিলে আত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ [ ২য় প্রশ্ন ]

হে সূত! তোমার মঙ্গল হউক। ভক্ত-পালক ভগবান্ যে কার্য্যবিশেষ করিবার ইচ্ছায় বসুদেব-পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন্, তাহা তুমি জান ॥ ৯ ॥ মহাশয়! সেই লীলা কার্য্য গুলি শ্রবণ করিতে আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াই আসিয়াছি; অতএব উহা আমাদিগের নিকট বর্ণন করিতে যোগ্য হইতেছ ॥ [ ৩য় প্রশ্ন ]

আহা! যাঁহার অবতার টি ( শরীর টী ) কেবল ভূতসমস্তের কল্যাণ করিবার নিমিত্ত এবং সমৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই হইয়াছিল; ॥ ১০ ॥ এবং এই ভয়াবহ সংসার প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেও যাঁহার নাম মাত্র উচ্চারণ করিলে, সদ্যই সেই ভয় হইতে মুক্ত হয়; কেননা যে নামের ভয়ে, ভয়ই স্বয়ং ভীত হয় ॥ ১১ ॥ আর, যাঁহার চরণযুগলমাত্র আশ্রয় করিয়া মুনিগণ শান্তি-পথের পথিক হইয়া থাকেন,—হে সূত! আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা পতিত পাবনী গঙ্গা হইতেও পবিত্র। দেখ,—গঙ্গাজল স্নানাশনাদি দ্বারা সেবিত হইলে পবিত্র করেন; কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকর্ত্তৃক চরণ-বন্দনাদিচ্ছলে ঈষন্মাত্র স্পৃষ্ট হইয়াই তৎক্ষণাৎ পবিত্র করেন ॥ ১২ ॥ ফলতঃ, এতাদৃশ ব্যক্তি—কে আছেন্ —যিনি চিত্ত-শুদ্ধির অভিলাষী হইয়াও পবিত্রযশোদ্বারা স্তবনীয়-কীর্ত্তি ভগবানের কলিকলুষহর যশঃ শ্রবণ করিবেন্ না! ॥ ১৩ ॥

অতএব লীলা ( ক্রীড়া ) শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাদিরূপধারী তাদৃশ ভগবানের উদার কর্ম্ম সকল আমাদিগকে বল;—যাহা পূর্ব্বে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল; মহাশয়! আমরা শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়াই আসিয়াছি ॥ ১৪ ॥ [ ৪র্থ প্রশ্ন ]

অনন্তর—হে ধীমন্! যিনি স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা স্বেচ্ছামত লীলা করিয়া থাকেন,—সেই ঈশ্বর হরির অবতার সম্বন্ধি শুভকথাগুলি আমাদিগকে বলুন ॥ ১৫ ॥ [ ৫ম প্রশ্ন ]

আমরা চিত্ত-তমোহরকীর্ত্তি ভগবানের পরাক্রম-শ্রবণে একদাই পরিতৃপ্ত হই না, বরং উত্তরোত্তর আমাদিগের শ্রবণ-স্পৃহা, বলবতীই হইয়া উঠে। আহা! যে

পরাক্রম-শ্রবণে, অমৃতরসিকগণ পদে পদে ( প্রতি শব্দে ) স্বাদু বোধ করেন! ॥ ১৬ ॥

*· যে হরি মায়া করিয়া মনুষ্যরূপী হন্—অতএব প্রচ্ছন্ন। সেই প্রচ্ছন্ন ভগবান, রামের ( বলরামের ) সহিত একত্র হইয়া, যে সমস্ত অমানুষিক, আশ্চর্য্য-জনক কার্য্যগুলি করিয়া গিয়াছেন, — সে সমস্ত আমাদিগকে বল ॥ ১৭ ॥

আমরা কলি আগত হইয়াছে জানিয়া, এই বৈকুণ্ঠক্ষেত্রে 'দীর্ঘসত্র' যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলাম, সম্প্রতি হরি-কথা শ্রবণ করিতে, অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৮ ॥ আহা! এমত সময়ে তোমাকে বিধাতাই দেখাইয়া দিয়াছেন!— মহাশয়! এক্ষণে, যাহারা সত্ত্ববুদ্ধি-অপহারক দুস্তর কলিসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি কর্ণধার সদৃশ হইতেছ ॥ ১৯ ॥

যাহাহউক, সম্প্রতি আমাদিগকে আর একটি কথা বলিতে হইবে। যিনি যোগেশ্বর, অর্থাৎ যোগবলে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, বেদবিপ্রাদির হিতকারী এবং ধর্ম্মের কবচ স্বরূপ,—এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যখন কপটতনু (মনুষ্যশরীর) পরিত্যাগ করতঃ যথাস্থিত স্বরূপ প্রাপ্ত হন্—সে অবস্থায় ধর্ম্ম, কাহার শরণাপন্ন হয়? ॥ ২০ ॥ [ ৬ষ্ঠ প্রশ্ন ]

## শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের নৈমিশীয় উপাখ্যানের

ঋষিপ্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥
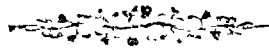
*) কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি কথাগুলির জিজ্ঞাসা করাতেই তাঁহার চরিত বিষয়ক জিজ্ঞাসাও সুতরাং সম্পন্ন হইয়াছে, তথাপি 'তাঁহার চরিত্রকথাগুলি শুনিয়া আমাদিগের একদাই স্পৃহা-নিবৃত্তি হয় না'—এইরূপ নিজভাব প্রকাশ করণার্থ, পুনশ্চ বিশেষ করিয়া তাঁহার চরিত্রগুলিও জিজ্ঞাসিতেছেন। ফলতঃ, এপ্রশ্নটি পঞ্চম প্রশ্নের অঙ্গমাত্র ॥

## অথ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণের এইরূপ প্রশ্নগুলি দ্বারা রোমহর্ষণি (সূত) অত্যন্তই হৃষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের সেই সমস্ত প্রশ্ন বাক্যগুলির সৎকার (প্রশংসা) পূর্ব্বক উত্তর বলিতে উপক্রম করিলেন্ ॥ ১ ॥

[ সূত বলিলেন্ ]—যিনি আশ্রমোচিত যথাবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান করিলেন্ না—অথচ অনুপনীত অবস্থাতেই নির্ম্মম হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনদেশাভিমুখে ধাবমান হইতেছেন,—এরূপ অবস্থায় যাঁহাকে দ্বৈপায়ন মুনি, (ব্যাসদেব) পুত্র-বিরহে কাতর হইয়া, 'বাপু হে!' বলিয়া সম্বোধন করেন্। আহা! তাহার সেই অনিবার্য্য স্বভাবসিদ্ধ কাতরতা নষ্ট করিবার নিমিত্ত, যিনি সে অবস্থায় যোগবলে বৃক্ষাদিরূপী হইয়া উত্তর প্রদান করেন্;—সেই সর্ব্বভূত-হৃদয় স্বরূপ মুনিবরকে আমি সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যাঁহারা সংসারাত্মক ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত যিনি দয়া করিয়া নিখিল শ্রুতির সারভূত, আত্মতত্ত্বের প্রদীপ স্বরূপ, অসাধারণ প্রভাবিশিষ্ট; সুতরাং পুরাণ সমস্তের মধ্যেও অতিগোপনীয়, উপমা রহিত,—এতাদৃশ পুরাণটি বলিয়াযান;—সেই মুনি-গুরু ব্যাসতনয়ের আমি শরণাগত হইতেছি ॥ ৩ ॥

"সর্ব্বাদৌ আদিনারায়ণকে নমস্কার করিয়া, নরোত্তম নারায়ণকে( হরিকে ), দেবী সরস্বতীকে, ব্যাসদেবকে—ক্রমান্বয়ে নমস্কার করিবে; অনন্তর এই সমস্তের একদা জয় কীর্ত্তন করিবে *)" ॥ ৪ ॥

মুনিগণ! আপনারা সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন।—উহা লোকদিগের পক্ষে বড়ই হিতকারক। কেননা—উক্ত প্রশ্নগুলি, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে করা হইয়াছে,—যাঁহাদ্বারা আত্মা শান্তিলাভ করিয়াথাকে ॥ ৫ ॥

---

*) অর্থাৎ—আদিনারায়ণের জয়। নরোত্তম নারায়ণের জয়। দেবী সরস্বতীর জয়। মহামুনি ব্যাসদেবের জয়।—এইরূপে বক্তা শ্রোতা সকলেই বলিবে ॥

লোকদিগের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহাই হইতেছে—যে কার্য্য হইতে নিঃস্বার্থ নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবান্ 'অধোক্ষজে' ( বিষ্ণুতে ) প্রীতি জন্মে—যাহাদ্বারা আত্মা শান্তিলাভ করিয়াথাকে *) ॥ ৬ ॥

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ ( প্রীতি সম্বন্ধ ) করিতে পারিলে, সেই ভক্তিযোগই আশু বৈরাগ্য ফল প্রসব করিবে এবং যে জ্ঞান—শুষ্ক তর্কাদির অগোচর, কেবল উপনিষদ্-গোচর—তাহার লাভ করাইবে ॥ ৭ ॥ ফলকথা,—ধর্ম্ম, ভালরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি বিষ্বক্সেন কথা ( হরিকথা ) তে প্রীতিই না জন্মায়! তাহা হইলে, লোকদিগের পক্ষে উহা কেবল শ্রমই হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥ ৮ ॥

যাহারা বলে,—' ইহলোকে মুক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব, যাহা কিছু ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়,—সে সমস্ত অর্থলাভের নিমিত্ত ',—তাহা জল্পনা মাত্র। কেন না, এমত অনেক স্থল আছে—ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অর্থের নাম গন্ধও থাকে না। এইরূপে যাহারা বলে,—'অর্থের ফল—কাম ' ( উপভোগ ) তাহাও অযুক্ত। যেহেতু, উহা নিস্ফল হইতেছে।—উহাদ্বারা জীবের ফলাশা—দুবাশামাত্র। কেন—ইন্দ্রিয়সমস্তের প্রীতি-লাভ,—এই ফল হইতেছে?—সত্য।—কিন্তু তাহা অকিঞ্চিৎকর,—অর্থাৎ জীবিতকালমাত্র স্থায়ী; সুতবাং অনিত্য ॥ ৯ ॥

এইরূপে যাহাবা বলে,—' ইহ লোকে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলের ফল—স্বর্গাদি, ' বস্তুতঃ তাহাও নহে।—ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া অবশেষে স্বর্গাদি-ফলেও বঞ্চিত হইতে হয়; সুতরাং মুমুক্ষুবা উহাকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই জানেন্। অতএব জীবগণের সম্বন্ধে ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত ফল—' তত্ত্ব '-বস্তুর জিজ্ঞাসা মাত্র ॥ ১০ ॥

যিনি অখণ্ডচিদ্ঘন স্বরূপ, অদ্বিতীয়—তত্ত্বজ্ঞানিরা তাঁহাকেই ' তত্ত্ব ' পদার্থ বলিয়া থাকেন; এবং এই তত্ত্ব পদার্থকেই—কেহ ' ব্রহ্ম ',—কেহ ' পরমাত্মা ',—কেহ বা ' ভগবান্ ' শব্দদ্বারা ব্যবহার কবিতেছেন্ ॥ ১১ ॥

শ্রদ্ধা-যুক্ত মুনিগণ সেই তত্ত্ব বস্তুটি প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, আদৌ প্রীতি পূর্ব্বক মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণ করেন, শ্রুত হইয়া তদর্থের চিন্তা করেন্—পরে, চিন্তা-ফলেই জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সম্পন্ন হন্।—ঐরূপে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আপন আত্মাতে পরমাত্মার অভেদ-দর্শন করেন্ ॥ ১২ ॥

---

*) অর্থাৎ এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মই লোকদিগের সম্বন্ধে একান্ত শ্রেয়স্কর।—ইহা প্রথম অধ্যায়ের ঋষিগণ-কৃত প্রথম প্রশ্নেব উত্তর হইল ॥

*) অতএব, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরুষগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বর্ণবিভাগানুযায়ী, আশ্রম-বিভাগানুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রকৃত ফল—শ্রীহরির সন্তোষ মাত্র ॥ ১৩ ॥

তোমরা সকলে একাগ্রচিত্তে ভক্ত-পালক ভগবানের কথা শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর, পূজা কর এবং অনুক্ষণ তাঁহারই অনুধ্যান করিতেথাক ॥ ১৪ ॥—যে অনুধ্যানরূপি খড়্গ-যুক্ত হইয়া, পণ্ডিতগণ সংসার-গ্রন্থি-দায়ক কর্ম্ম ছিন্ন করিতেছেন্—তাঁহারও কথাতে প্রীতি করিবে না—এমত কে আছে! ॥ ১৫ ॥

ফলতঃ, যিনি পুণ্যতীর্থে অবস্থিতি করতঃ মহৎলোকের সেবা (উপদেশ গ্রহণ) করেন,—তিনিই সেই সেবা-ফলে শ্রদ্ধা-যুক্ত ও শুশ্রূষু হন।—হে বিপ্রগণ! সেই শ্রদ্ধা-যুক্ত শুশ্রূষু মহাত্মারই বাসুদেব-কথায় প্রীতি হইবে! ॥ ১৬ ॥

যে সকল মহাত্মারা, একাগ্র মনে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেছেন,—পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন †) ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের সুহৃৎ হইতেছেন, সুহৃৎ হইয়া অন্তরস্থ অশুভগুলি নষ্ট করিতেছেন্ ॥ ১৭ ॥

—এইরূপ প্রত্যহ ভাগবত-শ্রবণদ্বারা অশুভগুলি প্রায়ঃ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া আসিলে, যখন চিত্ততমো-হরকীর্ত্তি ‡) ভগবানে অচলা ভক্তি হয় ॥ ১৮ ॥ তখন আর রজস্তমোগুণোৎপন্ন কাম ক্রোধাদিদ্বারা চিত্ত ব্যথিত হইবে না,—মাত্র শুদ্ধ সত্ত্বস্বভাবে অবস্থিত হইয়া শান্তিসুখ লাভ করিবে ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বরে অচলাভক্তি-যোগ-ফলে, যাঁহার চিত্ত এইরূপ শান্তিলাভ করিতেছে, তিনি 'মুক্তসঙ্গ' (সংসারে অনাসক্ত)—মুক্তসঙ্গ পুরুষেরই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেছে ॥ ২০ ॥

ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-ফলে, যখন জীবের আপন আত্মাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ লাভ হইবে, তখন হৃদয়-স্থিত গ্রন্থিটি (সংসার বাসনা) ভগ্ন হইয়া যাইবে। সংশয় সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ভাবিফল-প্রসব কর্ম্ম সকল ক্ষীণ হইয়া যাইবে ॥ ২১ ॥—এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ ভগবান্ বাসুদেবে, পরম হর্ষের সহিত, নিয়ত আত্ম-প্রসাদ-কারিণী ভক্তি করিতেছেন্ ॥ ২২ ॥

---

*) এক্ষণে সারকথা বিষয়ক দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন্।

†) 'পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন' = অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন—উভয়ই পবিত্র।

‡) 'চিত্ততমো-হরকীর্ত্তি' = চিত্তস্থিত তমের (পাপের), হর = হরণকারক = কীর্ত্তি যশঃ যাঁহার।—এইরূপ বহুব্রীহি শব্দ মধ্যে২ দিতে হইয়াছে, অন্যথা প্রতিশ্লোক মহাভারত হইয়া উঠে!

প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর এক, অদ্বিতীয় *) হইয়াও তিনি—এই বিশ্ব সমস্তের পালনাদি ত্রিবিধ কার্য্য করিবার নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই ত্রিবিধ প্রকৃতি-গুণ যুক্ত হইয়া তদনুরূপ, হরি, বিরিঞ্চি, হর—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করিতেছেন।—এই সগুণ মূর্ত্তি ঈশ্বরত্রয়ের মধ্যে, যিনি সত্ত্ব-শরীর ( হরি )—মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে শুভকর্ম্ম-ফল সকল, তাঁহা হইতে লাভ হইবে ! ॥ ২৩ ॥

†) কাষ্ঠ—প্রকাশ বা প্রবৃত্তিশালী নহে—অর্থাৎ তমঃ-প্রধান বস্তু, তাহা হইতে প্রথমে ধূম নির্গত হয়—ধূম প্রকাশ-শীল না হউক, প্রবৃত্তি( গতি )শাল বটে,—অর্থাৎ রজঃ-প্রধান বস্তু।—অনন্তর, সেই রজোগুণ ধূম হইতে, প্রকাশাত্মক অগ্নি উৎপন্ন হয়—এই অগ্নি, সত্ত্ব-প্রধান বস্তু।—ইনি আমাদিগের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বেদময় হইতেছেন,—যেহেতু, ইহাদ্বারা সমস্ত বৈদিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াথাকে—যে বৈদিক কার্য্যদ্বারা অবশেষে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়।—এস্থলে যেমন তম হইতে আদৌ রজোদর্শন, অনন্তর রজ হইতে সত্ত্বের—সেই সত্ত্বদ্বারাই অবশেষে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-দর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তমোদ্বারা, অথবা রজোদ্বারা, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-দর্শন সিদ্ধ হয় না,—এইরূপ তমোরজঃসত্ত্বরূপী ত্রিবিধ ঈশ্বরের মধ্যেও ইতরবিশেষ জানিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

—এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াই পূর্ব্বতন মুনিগণ, বিশুদ্ধ=রজস্তমঃসম্পর্ক রহিত, সত্ত্ব-তনু ভগবান্ হরির উপাসনা করিতেন্। অধুনা যাঁহারা সেই সকল মহাত্মাদের অনুকরণ করিয়া চলিতেছেন্, তাঁহারাই প্রকৃত কল্যাণ( মোক্ষ )-লাভে উপযুক্ত হইতেছেন্॥ ২৫ ॥

ফলতঃ, যাঁহাদের মুক্তিমাত্র প্রার্থনা,—তাঁহারা, ‘ ভূতপতি ’ ‘ পিতৃপতি ’ ‘ প্রজাপতি ’ প্রভৃতি ভয়ানক-দর্শন দেবগণের উপাসনা করেন না ; এবং কাহারো গ্লানিও করেন্ না—একমাত্র ভগবন্নারায়ণেরই শান্তমূর্ত্তি অবতারগুলির উপাসনা করিয়াথাকেন॥ ২৬ ॥

বস্তুতঃ, ‘ পিতৃপতি ’ ‘ ভূতপতি ’ ‘ প্রজাপতি ’ প্রভৃতি দেবগণ—কেহ রজঃপ্রকৃতি, কেহ বা তমঃপ্রকৃতি ; সত্ত্বপ্রকৃতি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহও নহেন্।—যে সকল মানবগণ, ইহাঁদিগের ন্যায় রজঃ বা তমঃপ্রকৃতি, তাহারাই ধন, পুত্র, ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সাংসারিক-সুখ-কামনায়, তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন॥ ২৭ ॥

---

*) ‘অদ্বিতীয় ’ শব্দে দ্বৈতমতে—ভেদসহিষ্ণু, অনুপম—অর্থাৎ কার্য্যবিলক্ষণ—কারণ স্বরূপ। অদ্বৈতবাদিমতে—স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ত্রিবিধ ভেদশূন্য—অনির্ব্বচনীয়।

†) সত্ত্বতনু হরি হইতে শুভফল সকল হইবে !—পূর্ব্বোক্ত এতাদৃশ বিশেষ সম্ভাবনাটির এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতেছেন্।

*) জ্ঞান-পর শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য বিষয়, বাসুদেব হইতেছেন। কর্ম্মপরশ্রুতি-বিহিত যজ্ঞ সমস্তের তাৎপর্য্য বিষয় ( আরাধ্য ) বাসুদেব হইতেছেন। যোগ-শাস্ত্র-বিহিত সমাধিগুলিও বাসুদেব পর হইতেছে। সমাধি-সাধন ক্রিয়াগুলিও বাসুদেব-পর ( বাসুদেব-নিমিত্ত ) হইতেছে। মোক্ষ-জনক জ্ঞান,—মত-বৈবিধ্যে বিবিধ হইলেও সে সমস্তের তাৎপর্য্য বিষয়—এক বাসুদেব হইতেছেন—তপশ্চর্য্যা, নানামুনি-মতে নানাবিধ হউক,—সে সমস্তের তাৎপর্য্য বিষয়—সেই বাসুদেবই হইতেছেন। ধর্ম্ম—দান, ব্রতাদি অনুষ্ঠান ভেদে, বিবিধ হউক,—সে সমস্তের তাৎপর্য্য বিষয়—বাসুদেবই হইতেছেন। এবং এইরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম জন্য, স্বর্গাদি গতিও—সেই এক বাসুদেব-পরই ( বাসুদেব-সাযুজ্য ) হইতেছে †) ॥ ২৮ ॥

সেই নিখিল-তাৎপর্য্য-বিষয় ভগবান্ বাসুদেবই আদৌ সদসদ্রূপা ( কার্য্যকারণ উভয়াত্মিকা ) ত্রিগুণময়া ( সত্ত্বরজস্তমোরূপা ) স্বীয় মায়াশক্তিকে অবলম্বন করেন্; অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বিভু ( ব্যাপক ) স্বভাবতঃ নির্গুণ ( মায়াগুণ বর্জ্জিত, অর্থাৎ অশরীরী ) হইলেও এই বিশ্ব-সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমেই মায়াযুক্ত হওয়াতে সগুণ ( সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট শরীরী ) হইয়া যান॥ ২৯ ॥

সেই ত্রিগুণময়ী মায়া-বিরচিত সমস্ত গুণময় পদার্থের অন্তরে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া যেন গুণবান্ ( সুখ দুঃখাদি বিশিষ্ট )— বলিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ফলতঃ, তিনি—যে অত্যূর্জ্জিত বিজ্ঞান স্বরূপ ‡) তাহাই আছেন ॥ ৩০ ॥

---

*) ভগবান্ নারায়ণের শান্তমূর্ত্তি অবতারগুলির উপাসনাই মুক্তি-প্রার্থনায় উপযুক্ত, পূর্ব্বে এইমাত্র বলা হইয়াছে ; এক্ষণে, সেই উপাসনার আকারটি কিরূপ ? তাহাই দেখাইতেছেন।

†) ইহার আদর্শ শ্লোকটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত—সূত্রের ন্যায়, সুতরাং তাহার প্রকৃত ভাব লইয়া এইরূপ বাড়াইতে হইয়াছে, ( এইরূপ পূর্ব্বেও এক আধ স্থলে বাড়াইয়াছি ) অন্যথা পাঠকগণের নিকট অনুবাদককে স্বয়ং অনুবাদের সহিত উপস্থিত হইতে হয় ! ফলতঃ প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে এরূপ বাহুল্য-ভয় পরিত্যক্ত হইবে। নিবেদন মিতি ॥

‡) অর্থাৎ বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ, যাহা হইতে আর বৃহৎ জ্ঞান নাই।

*) অগ্নি, যেমন বস্তুতঃ এক হইয়াও নিজ উৎপত্তি-যোনি কাষ্ঠসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া নানার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ; তদ্রূপ, সেই বিশ্বাত্মা পুরুষও ভূতসমস্তে প্রবিষ্ট হইয়া নানার ন্যায় ভাসমান হইতেছেন । ৩১ ॥

অতএব, ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, এই হরিই ভূতসূক্ষ্ম (শব্দাদি পঞ্চ), ইন্দ্রিয় (শ্রোত্রাদি একাদশ) বুদ্ধি, এই সমস্ত গুণময় পদার্থদ্বারা স্বয়ং ভূতসমস্ত (জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ) নির্ম্মাণ করিতেছেন ; এবং নিজ-নির্ম্মিত সেই সমস্ত ভূতবর্গে, স্বয়ংই প্রবিষ্ট থাকিয়া যথাযোগ্য উপভোগ্য গুলির উপভোগ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

ইনি নিজ সত্ত্বগুণ দ্বারা লোক সমস্ত উৎপন্ন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত ইহাঁকে 'লোকভাবন' বলা যায়। †) এই লোকভাবন হরিই 'লীলাবতার গুলিতে' অনুরত ; অর্থাৎ— দেব-যোনীতে, তীর্য্যক্‌যোনীতে এবং মনুষ্য যোনীতে যে সমস্ত লীলাবতার দেখা যায়—সে সমস্তই ইহাঁর কার্য্য ॥৩৩॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের নৈমিশীয় উপাখ্যানে ভগবদ্গুণ-বর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

---

*) অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সুখদুঃখাদিমান্ বলিয়া আরোপিত হইয়াছেন—স্বীকার্য্য ; কিন্তু অদ্বিতীয়ত্ব তাঁহার কিরূপে সঙ্গত হয় ?—এইরূপ আশঙ্কায়—নানাত্বও তাঁহাতে উপাধিগত—আরোপিত মাত্র,—ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন।

†) এক্ষণে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় প্রশ্নের একটি সাধারণভাবে উত্তর দিতেছেন।

## প্রথমস্কন্ধ।

## অথ-তৃতীয় অধ্যায়।

[ সূত বলিলেন ] —*) ভগবান্ লোক-সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রথমে, মহদাদি পদার্থ হইতে †) ষোলটি পদার্থ ‡) উৎপন্ন করিয়া—সেই ষোলটি অংশ বিশিষ্ট এক সমষ্টি স্বরূপ পৌরুষ রূপ গ্রহণ করেন ¶) ॥ ১ ॥

যোগনিদ্রা ০) বিস্তার করত একার্ণবশায়ী যে মূর্ত্তির নাভিহ্রদজাত কমল হইতে বিশ্ব-সৃজ-পতি ¿) ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন ॥ ২ ॥ এবং যে মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি হইতে বিস্তর লোক ¡) কল্পিত হয়—সেই মূর্ত্তিই ভগবানের বিশুদ্ধ নিরতিশয়সত্ত্ব ( অপরিমেয় প্রকাশ স্বরূপ হইতেছে ॥ ৩ ॥

---

*) প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর বলিতে উপক্রম করিয়া, সর্ব্বাদৌ সর্ব্ববাদি-সম্মত বিরাট্ পুরুষের রূপ দেখাইতেছেন।

†) অর্থাৎ—মহত্তত্ত্ব ( বুদ্ধি ), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা, ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ) ।—এই সাতটি পদার্থ হইতে।

‡) অর্থাৎ—একাদশ ইন্দ্রিয় ( শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, পায়ুঃ, উপস্থ, বাক্, পাণি, পাদ ও মন ), এবং পঞ্চ মহাভূত ( আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, মৃত্তিকা )।

¶) যদিচ—আমরাও উক্ত ষোল অবয়ববিশিষ্টই বটি, তথাপি অনেক বিভেদ আছে,—তিনি ব্যাপক= সেই সমস্ত পদার্থ বিশিষ্ট—সমষ্টি স্বরূপ; আমরা ব্যাপ্য= সেই সমস্ত পদার্থ বিশিষ্ট—এক একটি ব্যষ্টি স্বরূপ; অর্থাৎ তাদৃশ সমষ্টীভূত বিরাট্ পুরুষের এক একটি খণ্ডমাত্র।

০) প্রলয় কালে কার্য্যসকল নিজ নিজ কারণে লয় হইতে হইতে অবশেষে মূল প্রকৃতি= অব্যক্ত কারণে পঁহুছিলে, যখন সমুদয়েরই যোগ ( লয় ) হইয়া পড়ে, তখন আর কিছুমাত্র জাগ্রত ব্যাপার থাকে না, নিদ্রা ( সুষুপ্তি ) অবস্থার ন্যায়ই হইয়া উঠে।—এস্থলে এই লয়াত্মক নিদ্রাই গ্রন্থকারের 'যোগনিদ্রা' বলিয়া অভিপ্রেত।

¿) যিনি 'মরীচি' প্রভৃতি দশ প্রজাপতিরও পতি= স্রষ্টা, তিনি 'বিশ্বসৃজ-পতি'।

¡) শুক্লযজুর মাধ্যন্দিনীশাখার ৩১ অধ্যায়ের ১৩ কণ্ডিকার ১ম মন্ত্রটিতে ইহা স্পষ্ট আছে। যথা,—

"নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্" অর্থ,—ভগবানের নাভি হইতে অন্তরিক্ষ হয়। মস্তক হইতে স্বর্গ হয়। পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী হয়। শ্রোত্র হইতে দিগ্ সকল হয়।—অন্তরিক্ষ প্রভৃতি লোকগুলিকে উক্ত প্রকারে উৎপন্ন বলিয়া ( বুদ্ধিমানেরা ) কল্পনা করিয়াছেন।

জ্ঞানিরা জ্ঞানলোচনদ্বারা অনন্ত-হস্ত-পদ-উরু-বিশিষ্ট দেখিয়া, ইহাঁকে আশ্চর্য্য ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।—অনন্ত-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-মস্তকবিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।—তথা, অনন্ত-কিরীটি-অভ্র-কুণ্ডলাদিদ্বারা সুশোভিত দেখিতেছেন ॥ ৪ ॥

বস্তুতঃ—এই অবিনশ্বর সত্ত্বমূর্ত্তিই সমস্ত অবতারের বীজ স্বরূপ হইতেছে, অথচ নিধান (প্রলয় স্থান) স্বরূপও হইতেছে ॥ ৫ ॥

*) সেই ভগবান্ (বিরাট্ পুরুষ) আদৌ ব্রহ্মা রূপে অবতীর্ণ হইয়া, সনৎকুমারাদি কৌমার-সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত অখণ্ডিত ভাবে দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ [ ব্রহ্মা অবতার,—১ ]

যজ্ঞেশ, এই সকল জীবের উৎপত্তি করিবার নিমিত্ত, রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া, দ্বিতীয় বরাহশরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ [ বরাহ অবতার,—২ ]

তিনি ঋষি-সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত, তৃতীয় দেবর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়াছিলেন—যে শাস্ত্র হইতে কর্ম্মসকল, নিষ্কাম রূপে অনুষ্ঠিত হওয়াতে, শুদ্ধ মোক্ষফল-প্রসব করে ॥ ৮ ॥ [ নারদ অবতার,—৩ ]

চতুর্থ অবতারে, যিনি ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ স্বরূপ ভার্য্যা সৃষ্টি করিতে, নরনারায়ণাত্মক যুগল †) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রশান্তচিত্তে দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

[ 'অর্দ্ধনারীশ্বর' অবতার,—৪ ]

'কপিল' নামা মহাত্মা তাঁহার পঞ্চম অবতার।—সেই সিদ্ধেশ, অর্থাৎ— অণিমাদি সিদ্ধি‡) সম্পন্ন যোগিগণের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ, কপিলদেবই কাল পদার্থেরখণ্ডন-কারি ও তত্ত্ব বস্তু সকলের নির্ণয়-কারি 'সাঙ্খ্য' শাস্ত্রটি প্রথমে আচার্য্য আসুরিকে বলিয়া যান ॥ ১০ ॥ [ কপিল অবতার,—৫ ]

---

*) অশরীরী অবতার বলিয়া, এক্ষণে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ শরীরী অবতারগুলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥

†) নর অংশটী নারী, ও নারায়ণ অংশটী নর,—এইরূপ অর্দ্ধ নারী—অর্দ্ধ নরের যে যুগ্মমূর্ত্তি, তাহাই 'নরনারায়ণাত্মক যুগল মূর্ত্তি' বুঝিতে হইবে ॥

‡) অণিমাদি সিদ্ধি বলিতে—অণিমা ১, গরিমা ২, লঘিমা ৩, মহিমা ৪, প্রাপ্তি ৫, প্রাকাম্য ৬, ঈশিত্ব ৭, বশিত্ব ৮,—এই অষ্ট প্রকার।—ইহার সবিশেষ লক্ষণাদি সাংখ্য শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অবতারে, " আমার ন্যায় পুত্র কামনা করিয়া, আমাকেইত পুত্র করিতে বাসনা করিয়াছে! " এইরূপ দোষ-দৃষ্টি না করিয়া, শুদ্ধ দয়া করিয়াই যিনি অত্রির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন,—সেই 'দত্তাত্রেয়' *) ভগবান্ আচার্য্য অলর্ককে আন্বিক্ষীকিশাস্ত্র ( তর্কশাস্ত্র ) উপদেশ করিয়া যান ॥ ১১ ॥ [ দত্তাত্রেয় অবতার,—৬ ]

অনন্তর যিনি সপ্তম অবতারে, ' আকূতী ' দেবীর গর্ভে ' রুচি ' দেবের ঔরসে, যজ্ঞ নামে জন্ম গ্রহণ করেন,—সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ আত্মজ ' যামা ' প্রভৃতি সুরগণের সহিত 'স্বায়ম্ভুব ' মন্বন্তরকে রক্ষা করিয়া যান ॥ ১২ ॥ [ যজ্ঞ অবতার,—৭ ]

অষ্টম অবতারে, ' মেরু ' দেবীর গর্ভে, ' নাভি ' দেবের ( অগ্নীধ্রপুত্রের ) ঔরসে, ' উরুক্রম ' ( ঋষভ ) দেব জন্ম গ্রহণ করেন,—যিনি ধীর স্বভাব মানবগণের সম্বন্ধে সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত ( মান্য ) কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া, লীলা সংবরণ করেন ॥ ১৩ ॥ [ ঋষভ অবতার,—৮ ]

ঋষিগণ কর্তৃক যাচিত হইয়া, নবম ' পৃথু ' শরীর গ্রহণ করেন,—সেই ভগবান্ পৃথুদেব,—এই সর্ব্বরত্নপরিপূর্ণা কামদুঘা পৃথিবী হইতে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তুর দোহন ( আবিষ্কার ) করিয়াছিলেন।—হে বিপ্রগণ! ইনি সেই কারণে, লোকদিগের নিকট, বিশেষ আদরণীয় ছিলেন ॥ ১৪ ॥ [ পৃথুরাজ অবতার,—৯ ]

দশম অবতারে, মৎস্যরূপ গ্রহণ করেন,—সেই মৎস্য রূপী ভগবান্ ' চাক্ষুষ ' মন্বন্তরে যখন সমুদ্র-প্লাবন হয়, তখন মহীময়ী নৌকাতে †) আরোহণ করাইয়া ' বৈবস্বত ' মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ [ মৎস্য অবতার,—১০ ]

একাদশ অবতারে,—সুরাসুরগণ সকলে সমবেত হইয়া, যখন সমুদ্র-মন্থন করিতে ' মন্দর ' পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করেন, তখন বিভু ' কমঠ ' রূপে নিজ পৃষ্ঠদেশে উহা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ [ কূর্ম্ম অবতার,—১১ ]

দ্বাদশে ' ধন্বন্তরি ' রূপ ধারণ করিয়া, অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক, ত্রয়োদশে মোহিনী স্ত্রী মূর্ত্তি দ্বারা অসুরগণকে মোহিত করতঃ সুরগণকে উহা পান করান ॥ ১৭ ॥

[ ধন্বন্তরি ও মোহিনী স্ত্রী অবতার,—১২—ও ১৩ ]

---

*) বর, দত্ত হইয়াছে, যাহাতে—সে ' দত্তাত্রি ' ; তাহার পুত্র=' দত্তাত্রেয় ' ॥

†) অর্থাৎ পার্থিব পদার্থের মধ্যে নৌকামাত্র একটি ভাসিতেছিল।

চতুর্দ্দশ নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া, মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যেন্দ্রকে ( হিরণ্যকশিপুকে ) উরুদেশে স্থাপন করতঃ কটকৃতের*) এরকা†) বিদীর্ণ করার ন্যায়, অনায়াসেই বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ [ নরসিংহ অবতার,—১৪ ]

পঞ্চদশ বামনরূপ ধারণ করিয়া, বলিরাজার যজ্ঞে গিয়াছিলেন,—তাঁহার নিকট ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রার্থমান হইয়া, পদদ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া, লইতে ইচ্ছুক হন ॥ ১৯ ॥ [ বামন অবতার,—১৫ ]

ষোড়শ অবতারে, রাজন্য বর্গকে ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহী দেখিয়া, কুপিত হওতঃ পৃথিবীকে ত্রিসপ্ত ( ২১ ) বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন ॥ ২০ ॥ [ পরশুরাম অবতার,—১৬ ]

তাহারপর সপ্তদশ অবতারে, সত্যবতীর গর্ভে, পরাশরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন,—যিনি মনুষ্যগণকে অল্পমেধাবী দেখিয়া বেদবৃক্ষের শাখা করিয়া যান ॥ ২২ ॥

[ বেদব্যাস অবতার,—১৭ ]

ইহার পর—সুর-কার্য্য সাধিবার ইচ্ছায় নরদেবত্ব ( রাম-রূপ ) প্রাপ্ত হন,—যিনি সমুদ্র-বন্ধন প্রভৃতি বিস্তর বীর্য্যকর কার্য্য করিয়াযান ॥ ২৩ ॥ [ রাম অবতার,—১৮ ]

ঊনবিংশ অবতারে, ও বিংশতি অবতারে, রাম ও কৃষ্ণ—এই দুই ভগবান্, বৃষ্ণিবংশে জন্মিয়া, পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া যান ॥ ২৪ ॥ [ বলরাম, ও কৃষ্ণ,—১৯—ও ২০ ]

তার পর—যখন ভাল রূপে 'কলি' প্রবৃত্ত হইবে, তখন দেব-বিদ্বেষী প্রাণিগণকে সম্মোহিত করিবার নিমিত্ত কীকট ( গয়া ) প্রদেশে 'বুদ্ধ' নামক 'অঞ্জন'-পুত্র‡) হইবেন ॥ ২৫ ॥ [ বুদ্ধ অবতার,—২১ ]

অনন্তর—এই জগৎ-রক্ষক ভগবান্ই, যখন যুগের ( কলিযুগের ) সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ—যে অবস্থায় প্রায় সমুদয় রাজারাই দস্যু হইয়া উঠিবে,—তখন বিষ্ণুযশার ঔরসে ¶) 'কল্কি' নামে জন্মিবেন ॥ ২৫ ॥ [ কল্কি অবতার,—২২ ]

হে দ্বিজগণ!—যেমন উপক্ষয় রহিত এক অকৃত্রিম সরোবর হইতে সহস্র সহস্র কুল্যা §) বাহিত হয়, তদ্রূপ এক সত্ত্বগুণার্ণব হরি হইতে অসংখ্য অসংখ্য এইরূপ অবতার বাহিত হইয়াথাকে ॥ ২৬ ॥

---

*) 'কটকৎ'—যাহারা মাদুর চেটাই প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

†) 'এরকা'—গ্রন্থিশূন্য তৃণ বিশেষ ;—বোধ হয়—মাদুর যাহাদ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই তৃণ।

‡) 'অঞ্জ' নামক ব্যক্তি বিশেষের পুত্র।

¶) 'বিষ্ণুযশা' শ্রীধরের মতে ব্রাহ্মণ।—কিরূপে জানিয়াছিলেন? ॥

§) 'কুল্যা' বলিতে অল্পপ্রবাহ কৃত্রিম সরিৎ—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী।

ঋষিগণ*) মনুগণ†) মহাপরাক্রান্ত তাঁহার পুত্রগণ‡) সমস্তই হরির কলা ( ১৬ ) মাত্র। এমন কি, প্রজাপতিগণও¶) হরির কলামাত্র বলিয়াই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

এই সকল বর্ণিত অবতারের মধ্যে কেহ বা নারায়ণের অংশ ( ৪ ) মাত্র—কেহ বা তাঁহার কলা ( ১৬ ) মাত্র ; কিন্তু কৃষ্ণাবতার ভগবান্ স্বয়ংই ( ১৬ কলাই ) ছিলেন।—ইহাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্ট দৈত্যগণের উপদ্রবে ব্যাকুলিত লোকগণকে সুখী করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

যে মানব পবিত্র হইয়া ভক্তির সহিত ভগবানের এই জন্ম রহস্য দুই সন্ধ্যা পাঠ করে, সে সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৯ ॥

চিদাত্মা ( জীব ) প্রকৃত পক্ষে নীরূপ হইলেও—এই স্থূল রূপ ( ব্রহ্মা প্রভৃতি ) তাঁহারই হইতেছে ; কেন না মহদাদি মায়াগুণদ্বারা আত্মাতেই উহা ( স্থূলরূপ ) বিরচিত ( কল্পিত ) হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

ফলতঃ, মেঘ সকল বায়ুর আশ্রিত হইলেও যেমন আকাশে, ধূসরত্ব গুণ পার্থিব পরমাণুগত হইলেও যেমন বহ্নিতে কল্পিত হইয়া থাকে,— তদ্রূপ ঐ সমস্ত স্থূল রূপ, দৃশ্য পদার্থ গত হইলেও অজ্ঞানী কর্তৃক দ্রষ্টৃ স্বরূপ আত্মাতে কল্পিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩১ ॥

চিদাত্মার ঐরূপ আপনাতে কল্পিত আরো একটি রূপ আছে, তাহা সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত স্বরূপ।—উহা করচরণাদিরূপে পরিণামকারি মায়াগুণদ্বারা বিরচিত নহে, সুতরাং উহার কোন এক দৃশ্য আকার ব্যক্ত নাই—এই হেতুই উহাকে সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত বলা যায়। দৃশ্য আকার যে নাই— তাহাত নিঃসন্দেহ ; কেন না—যাহার দৃশ্য আকার থাকে, সে কখন না কখন—দৃষ্ট হইয়াথাকে—না হয়—ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় আকার বিশিষ্ট বলিয়া শ্রুতও হইয়াথাকে ! যদি বল !—নাই—না—তাহাও বলা যায় না ; কেন না—

*) ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি-সন্তান। মৎস্যপুরাণ ১২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

†) স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি সাত, সাবর্ণি প্রভৃতি সাত—সমষ্টি ১৪। ভা০ ৮ম স্ক০।

‡) সায়ম্ভুব মনু-পুত্র—অগ্নীধ্র প্রভৃতি দশ। স্বারোচিষ মনু-পুত্র—'নভ' প্রভৃতি ১০। ঔত্তমি মনু-পুত্র —'ঊষ' প্রভৃতি ১০। এইরূপ সকল মনুরই দশ দশটি করিয়া পুত্র আছেন ॥ মৎস্য ০ তে ৯ অবধি ॥

¶) মনু সংহিতোক্ত মরীচি প্রভৃতি ১০ ও মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মোক্ত ব্রহ্মা স্থাণু প্রভৃতি ২১ ॥

জীবের উপাধিরূপে ঐরূপ একটি শরীর অবশ্য কল্পিত রহিয়াছে;—কল্পিত তাদৃশ জীবোপাধি একটি না মানিলে, জীবগণের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্মাদি কিরূপে হয়?॥ ৩২ ॥

এই কল্পিত স্থূল সূক্ষ্ম উপাধি দুইটি—যখন প্রতিবিম্ব হইবে, অর্থাৎ ' অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কল্পিত মাত্র '—এইরূপ প্রত্যক্ষ লভিয়া উক্ত উভয় শরীরে, যখন আত্মার সম্বন্ধাধ্যাসটি বিনষ্ট হইবে,—তখন জীবের ব্রহ্ম-দর্শন ( মোক্ষ ) হইবে ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানিরা—এইরূপ জানিতেন,— " যদি এই বৈশারদী ( ঈশ্বর সম্বন্ধি ) মায়াদেবী বিদ্যারূপে পরিণতা হইয়া, স্বয়ংই উপরতা হন। তাহা হইলে, জীবের ব্রহ্ম-দর্শন সম্পন্নই হয়!—সেই সম্পন্নদর্শন জীব, সে অবস্থায় স্বীয় যথাস্থিত প্রকৃত স্বরূপেই বিরাজ মান হইতেথাকেন॥ ৩৪॥

বস্তুতঃ, জীব অজন্মা, অকর্ত্তা হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে জন্ম কর্ম্ম সকল, পণ্ডিতেরা যেরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—অন্তর্যামি পরমেশ্বরেরও সম্বন্ধে জন্ম কর্ম্ম সকল তদ্রূপই জানিবে;—অর্থাৎ জীবের যেমন জন্মাদি মায়া—তদ্রূপ ঈশ্বরেরও জন্ম কর্ম্মাদি—সমস্তই মায়া মাত্র॥ ৩৫॥

সেই অমোঘ লীলা সমর্থ ভগবান্ এই বিশ্বসমস্ত সর্জন করিতেছেন, পালন করিতেছেন, ও সংহার করিতেছেন; কিন্তু জীবগণ যেমন জগতে আসক্ত, ফলাফলভাগী, তিনি তদ্রূপ নহেন। যদিও সকল ভুতের অন্তরে থাকিয়া কামক্রোধাদি ষড়বর্গের নিয়মন তিনিই করিতেছেন, তথাপি নাসিকা যেমন ঘ্রাণ-গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্ত না হইয়া দুর হইতেই গন্ধ গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনিও ষাড়্বর্গিক বিষয়ে আসক্ত না থাকিয়া দুর হইতেই উহার ( ষড়্বর্গের ) নিয়মন করিতেছেন, অর্থাৎ দ্রষ্টৃভাবে অবস্থিত হইয়া উপলব্ধি করিতেছেন মাত্র॥ ৩৬॥

অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নটের নাট্য কৌশল অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াও বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ কোনো দুষ্ট-বুদ্ধি প্রাণিও এই বিশ্বসংসারাভিনয়কারী নটরাজরাজের লীলাগুলি অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না; তবে যাঁহারা তাঁহার অনন্ত আকারগুলি মনোদ্বারা বিস্তার করিতেছেন এবং তাঁহার অনন্ত অভিধাগুলি বাক্যদ্বারা বিস্তার করিতেছেন, তাঁহারাই তাঁহার ঈদৃশ লীলাগুলি বুঝিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ ফলতঃ, অনন্তসামর্থ্য পরাৎপর জগদ্বিধাতা চক্রপাণির ( বিষ্ণুর ) পদবী তিনিই অবগত হন। যিনি নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহার চরণকমলের সৌরভ গ্রহণ করেন॥ ৩৮॥

অনন্তর, ইহাও বলা উচিত যে, এক্ষণে আপনারাও ধন্য; কেননা, আপনারা এক অখিল-লোক-পতি ভগবান্ বাসুদেবে সর্ব্বতোভাবে এরূপ মনঃসংযম করিতেছেন,—যাহাতে আর জন্ম মরণাদি রূপী ভয়াবহ পরিবর্ত্ত ( আসা যাওয়া ) হয় না॥ ৩৯॥

এই কৃষ্ণ-চরিত ভাগবত পুরাণ বেদ-তুল্য হইতেছে।—ঋষি (ব্যাস) মনুষ্যগণের হিতার্থই ইহা রচিয়া যান ; সুতরাং অস্মদাদির পক্ষে ইহা ধন্য হইতেছে, এবং স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ হইতেছে ॥ ৪০ ॥

যাহাতে বেদ সমস্তের, ইতিহাস সমস্তের সার সার কথাগুলি সমুদ্ধৃত রহিয়াছে—সেই এই ভাগবত পুরাণটি আদৌ ঋষিবর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ-প্রধান আত্মজকে লওয়াইয়া যান॥ ৪১ ॥ তিনি আবার, অনশনব্রতী ও সতত পরমর্ষিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যু মাত্রের অপেক্ষায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত পরীক্ষিত মহারাজকে শুনাইয়া যান ॥ ৪২ ॥

কলিযুগ প্রাপ্তে, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কপট শরীর পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্ম জ্ঞানাদির সহিত নিজ-ধামে পহুছিলে পর, অধুনা অকার্য্য-চক্ষু মানবগণের সম্বন্ধে, পুরাণ রূপী—এই সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

হে বিপ্রগণ ! সেই স্থানে ( পরীক্ষিত-সভায় ) বিপুলতেজা বিপ্রর্ষি (শুক) যেরূপ কীর্ত্তন করিতেছিলেন—আমি আবার তাঁহার অনুগ্রহে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেইরূপই অধিগত হই; অতএব আমি—যথাধীত—যথামতি, আপনাদিগকে শুনাইব ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের নৈমিশীয়
উপাখ্যানে জন্মগুহ্য নামক তৃতীয়
অধ্যায় সমাপ্ত॥
(৩)

## অথ চতুর্থ অধ্যায় ॥

স্তুতদেব এইরূপ বলিলে পর, দীর্ঘসত্র যাগ কারিদিগের মধ্যেও যিনি প্রধান, অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ, কুলীন, অথচ ঋগ্বেদী যে, শৌনক নামক মুনি, তিনিই অগ্রসর হওতঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন *) ॥ ১ ॥

[ শৌনক বলিলেন ]—স্তুত !—হে স্তুত !—হে মহাভাগ !—হে বাক্যবিশারদ !—ভগবান শুকদেব ভাগবত সম্বন্ধি যে পবিত্র কথা বলিয়া যান ॥ ২ ॥ সেই—এই হরিকথাটি কোন যুগে প্রবৃত্ত হয় ? কোন স্থানে, কি হেতুই বা প্রবৃত্ত হয় ?, আর কাহার আদেশেই বা কৃষ্ণ মুনি ঈদৃশ সংহিতা রচিয়া যান ? ॥ ৩ ॥

যাঁহার পুত্র মহাযোগী, সমদর্শন, বাহ্যজ্ঞানরহিত, মহামায়ানিদ্রোত্থিত, এক ব্রহ্মান্ত-মতি সুতরাং একপ্রকার অত্যন্তই অগোচর ; পক্ষান্তরে সাধারণের নিকট জড়বৎ গোচর ॥ ৪ ॥—এতাদৃশ আত্মজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী ঋষিকে অনগ্ন দেখিয়াও জলবিহারিণী কামিনীগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিলেন; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার আত্মজ সেই পথ দিয়া নগ্ন অবস্থাতেই চলিয়া যান, কিন্তু তখন তাঁহারা বস্ত্র পরেন নাই,—সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি দেখিয়া, মুনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সেই সকল কামিনীরা তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"মহাশয় ! আপনার এখনও স্ত্রী, পুরুষ বলিয়া বাহ্যভেদ আছে, কিন্তু সেই পবিত্রদৃষ্টি ভবদীয় আত্মজের সেটুকুও নাই" ॥ ৫ ॥—আহা ! এতাদৃশ বাহ্য-জ্ঞান রহিত মহাত্মাকে পুরবাসীগণ কিরূপেই বা জ্ঞাত হয় ? এদিগে,—তিনিই বা কিরূপে কুরুজাঙ্গলাদিদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন ? এবং যিনি হস্তিনাপুরে উন্মত্তের ন্যায়, মূকের ন্যায় ( অথবা ) জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৬ ॥—তাদৃশ মুনির সহিত

---

*) ইহাদ্বারা এই নীতি পাওয়া গেল যে, জিজ্ঞাসু বহু সংখ্যক হইলেও এক জনেই জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তাহার মধ্যেও যিনি প্রধান, তিনিই জিজ্ঞাসা করিবেন।

কিরূপেই বা এত অধিক কাল পর্য্যন্ত রাজর্ষি পরীক্ষিতের সংবাদ (প্রশ্নোত্তর, সদালাপ) ঘটিয়াছিল ?—পিতঃ ! সেই সংবাদের মধ্যেই এইরূপ একটি ভাগবত শ্রুতি (বচন) রহিয়াছে যে, ॥ ৭ ॥ "মহাত্মা ব্যক্তি গৃহস্থদের বাটিতে গো-দোহন কাল মাত্র অপেক্ষা করিবেন, তিনি সেই মাত্র অবস্থানেই তাহাদেব আশ্রমটি তীর্থস্বরূপ করিয়া-থাকেন" ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বতন ঋষিরা অভিমন্যু-পুত্রকে (পরীক্ষিতকে) পরম ভাগবত বলিয়া গিয়াছেন; অতএব হে সুত ! তাঁহার মহাশ্চর্য্য জন্ম এবং মহাশ্চর্য্য কর্ম্মসকল আমাদিগকে বল ॥ ৯ ॥ আব সেই পাণ্ডুমানবর্দ্ধন মহাত্মা কি নিমিত্তই বা সম্রাট্ হন ?—আবার কি নিমিত্তই বা তাদৃশ সাম্রাজ্য লক্ষ্মীকে অপহেলা করত, অনশনব্রতী হইয়া, আমরণান্ত গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হন ? ॥ ১০ ॥

হে মহাশয ! শত্রুরা নিজ নিজ কল্যণার্থ ধন সম্পত্তি সকল আনয়ন করতঃ যাঁহার পাদপীঠ (সিংহাসন) নমস্কার করিতেছে—এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দুস্ত্যাজ্য রাজ্যলক্ষ্মীকে সেই যুবা বীর পুরুষ কিরূপেই বা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ?—কি আশ্চর্য্য, আবার নিজ জীবনের সহিত ! ॥ ১১ ॥

বস্তুতঃ, যাঁহারা চিত্ত-কলুষঘ্নকীর্ত্তি ভগবানের উপাসক হন, তাঁহারা কিছু নিজের নিমিত্ত জীবিতেছেন না,—লোকসাধারণের সুখের নিমিত্ত, সমৃদ্ধির নিমিত্ত এবং তাহাদেরই ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তই জিবিতেছেন।—অতএব ইনি সংসারে বিরক্ত হইলেও তাঁহার তাদৃশ পর-কার্য্য-সাধনাশ্রয় শরীর, কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করেন ? ॥ ১২ ॥

সুত ! অধুনা যাহা কিছু জিজ্ঞাসিত হইলে, সে সমস্ত আমাদিগকে বল ; তোমাকে এক বৈদিক বাক্য ব্যতিরিক্ত *) সকল বিষয়েই পারঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। ১৩॥

[সুত বলিলেন]—দ্বাপর যুগ যখন উত্তমরূপে ভুক্ত হইতেছে—অর্থাৎ তৃতীয় যুগেব পরিবর্ত্তন সময় যখন উপস্থিত হয়—সেই সময়ে যোগী (ব্যাস) পরাশরের ঔরসে, বাসবীদেবীর গর্ভে, হরির অংশে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১৪॥

তিনি কদাচিৎ সরস্বতী-তটে উপস্থিত হন, এবং সূর্য্যোদয় সময়ে সেই নদীনীরে মার্জ্জনাদি করতঃ পবিত্র হইয়া, একটি নির্জ্জন স্থান লইয়া একাকীই উপবিষ্ট হন ॥১৫ ॥

---

*) পাঠকগণ এই অধ্যায়েরই (২৫) শ্লোকের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

সেই একাকী উপবিষ্ট ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা ঋষি, পৃথিবীতে প্রতিযুগের অন্তেই একদা যুগ-ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য *) হইয়া থাকে, অধুনা অব্যক্ত বেগশীল কাল দ্বারা সেই সাঙ্কর্য্যটি উপস্থিত—এইরূপ পর্য্যালোচনা করতঃ ॥ ১৬ ॥ দেখিতে লাগিলেন যে, সেই যুগ-ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য জন্যই ভৌতিক পদার্থ গুলির শক্তি-হ্রাস হইতেছে এবং মনুষ্যগণ ক্রমে শ্রদ্ধা-শূন্য, ধৈর্য্য-শূন্য, দুর্ম্মতিশালী, অল্পায়ুঃ ॥ ১৭ ॥ ও হতভাগ্য হইয়া উঠিল; এইরূপ দিব্য-চক্ষুর্দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া, সেই অব্যর্থপর্য্যালোচনকারী মুনি, সকল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেরই হিত চিন্তা করেন,—অর্থাৎ 'এমত কোন কর্ম্ম আছে—যাহা দ্বারা বর্ণ-ধর্ম্মের ও আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতি হয়'—এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর, তিনি প্রজাগণের সম্বন্ধে, বৈদিক চাতুর্হোত্র †) কর্ম্মই চিত্ত-শুদ্ধি-কারক (হিতজনক) এইরূপ আলোচনা করিয়া, যাজ্ঞিক কর্ম্মকলাপ গুলি যাহাতে চিরকালই থাকে, নষ্ট না হয়, তন্নিমিত্ত এক বেদকে চতুর্বিধ করিয়াছিলেন। ১৯ ॥ অর্থাৎ এক বেদ হইতেই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিটি বেদ বিভক্ত করেন মাত্র। এবং ইতিহাস পুরাণ (তাঁহা কর্তৃক রচিত হইলেও উহা বেদমূলক বিধায়) পঞ্চম বেদ বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে ॥ ২০ ॥

এই সমস্ত বেদাদির মধ্যে, পৈল ঋষি ঋগ্বেদাধ্যায়ী হন, জৈমিনি কবি সামাধ্যায়ী হন, আর যজুর্বেদে বৈশম্পায়ন ঋষিই অদ্বিতীয় পারগ হন ॥ ২১ ॥ অথর্ব্ববেদে সুমন্ত মুনি ঘোরতর অভিচারী হন। এবং ইতিহাস পুরাণ সমস্তে আমার পিতা রোমহর্ষণ, তিনিই অধিকারী ছিলেন। ২২ ॥

উল্লিখিত এই সকল ঋষিরা নিজ নিজ বেদকে শিষ্য প্রশিষ্য ও তচ্ছিষ্য দ্বারা বহুবিধ বিভাগ করিয়া ফেলেন; তন্নিমিত্তই বেদসকল শাখা বিশিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

সেই সমস্ত বেদই ‡) আছে, বিশেষের মধ্যে অল্পমেধাবী-জনগণের সহজে যাহাতে ধারণা হয়, তন্নিমিত্তই ভগবান ব্যাস কৃপালু হইয়া এইরূপ (বিভাগ) করিয়া যান ॥ ২৪ ॥

*) যেমন সায়ংকালে, ও প্রাতঃকালে অহোরাত্রের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ যুগ-সন্ধিকালেও জানিতে হইবে।

†) চারিটি ঋত্বিক্ দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকে 'চাতুর্হোত্র' কর্ম্ম কহে।

‡) এস্থলে 'বেদ' বলিতে বেদের মন্ত্র বুঝিতে হইবে; ফলত সমষ্টির নামযে, 'বেদ,' তাহা আধুনিক ব্যবহার, তন্নিমিত্তই ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম।

স্ত্রী, শূদ্র, ও দ্বিজবন্ধু *) ইহাদিগের সম্বন্ধে বেদ শ্রুতিগোচর করাই অকর্ত্তব্য; কেননা, ইহারা স্বভাবতই মূঢ়, অর্থাৎ অনধিকারী,—ইহাদিগের সম্বন্ধে ইহলোকে কর্ম্মরূপি মঙ্গল সাধনে, এইরূপেই †) মঙ্গল হইবে ! অতএবই মুনি কৃপা করিয়া তাহাদের নিমিত্ত 'ভারত' ইতিহাস রচিয়া দিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

হে দ্বিজগণ ! ভূতসমস্তের হিতকামনায় এইরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিয়াও যখন তাঁহার (বেদব্যাসের) হৃদয় (মন) পরিতুষ্ট হইল না ॥ ২৬ ॥—তখন সেই অনতিপ্রসন্নহৃদয় ধর্ম্মজ্ঞ, সেই সরস্বতী তটিনীর পবিত্র তীরে একাকী উপবিষ্ট থাকিয়া, হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট না হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে স্বগত এইরূপ বলিলেন ॥ ২৭ ॥

(স্বগত) "যদিও আমি দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক ধৃতব্রত (ব্রহ্মচারী) হইয়া বেদ, গুরু, অগ্নি,—সমস্তেরই উপাসনা করিয়াছি এবং চাপল্যবর্জ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাও প্রতিপালন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥—এদিগে সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ 'ভারত-কথা' চ্ছলে বেদার্থও দেখাইয়া দিয়াছি, এমন কি—যাহাতে স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি মূঢ়স্বভাবেরাও আপন আপন ধর্ম্ম দেখিতেছেন ॥ ২৯ ॥ তথাপি—হায় ! আমার দেহ-স্থিত আত্মা, স্বভাবতঃ পরিপূর্ণ হইয়াও—ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ‡)দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইয়াও, অসম্পন্নের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ! ॥ ৩০ ॥ কিংবা—আমাকর্ত্তৃক ভাগবত ধর্ম্মটি ভালরূপে নিরূপিত হয় নাই, তন্নিমিত্তই বুঝি এরূপ হইতেছে ! যেহেতু পরমহংস ¶)দিগের যে সকল ধর্ম্ম প্রিয় হইয়াথাকে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই যে আবার বিষ্ণুরও প্রিয় হইয়াথাকে ∘) " ॥ ৩১ ॥

*) 'দ্বিজবন্ধু' বলিতে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে চ্যুত, অর্থাৎ—অব্রাহ্মণ—অক্ষত্রিয়—অবৈশ্য।

†) 'এইরূপেই' অর্থাৎ এইরূপ নিষেধ বচনের মান্য করিয়া চলিলেই।

‡) 'ব্রহ্মবর্চ্চস্বী'—বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন জন্য—উৎকর্ষজনিত—তেজঃ—'ব্রহ্মবর্চ্চস্'—তাহাতে যাঁহারা সাধু= উৎকৃষ্ট—তাঁহারাই ব্রহ্মবর্চ্চস্বী।

¶) 'পরমহংস' বলিতে এস্থলে 'পরমভাগবত' অর্থাৎ পরমবৈষ্ণব বুঝিতে হইবে।—প্রণবোপাসক যতীরা এস্থলে নহেন ; তাঁহারা অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন ; সগুণোপাসনা-প্রিয়তাটি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কল্পনা করা—গালি দেওয়া মাত্র ॥

∘) অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রিয় হইবার প্রতি কারণ—বৈষ্ণব-প্রিয় হওয়া ; অতএব যখন আমি বৈষ্ণব-প্রিয় হইতে পারি নাই, তখন ইহাদ্বারা অবশ্যই বোধ হইতেছে যে, আমার প্রতি বিষ্ণুও প্রীত হন নাই—কাজে কাজেই আমার মন,—এইরূপ অকৃতকৃত্যের ন্যায় অসম্পন্নই রহিয়াছে।

সেই কৃষ্ণ ঋষি আপনাকে এইরূপ অকৃতকার্য্য মানিয়া কিছু খিন্ন রহিয়াছেন, এমত অবস্থায় তাঁহার সেই পূর্ব্বোক্ত তীরাবস্থিত আশ্রমে, হঠাৎ নারদ ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩২ ॥—অকস্মাৎ আশ্রমে তিনি আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া, মুনি সেই দেব-পূজিত নারদকে প্রত্যুত্থান করতঃ বিধিমত পাদ্য অর্ঘ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের নৈমিশীয় উপাখ্যানে নারদাগমন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

## অথ পঞ্চম অধ্যায়।

[ সূত বলিলেন ]—অনন্তর—বীণাপাণি, দেবর্ষি, বৃহচ্ছ্রবাঃ ( নারদ ) সুখে উপবিষ্ট হইয়া, স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই বিপ্রর্ষিকে ঈষৎ-বিকসিত-বদনে বলিলেন ॥ ১ ॥

[ নারদ বলিলেন ]—হে পরাশরাত্মজ! মহাশয়! আপনার শারীর আত্মা কি, শরীর মাত্রে তুষ্ট হবে!—কিংবা, মানস আত্মাই কি, আপনার মনোমাত্রে তুষ্ট হবে—কখনই না,—ইহা ইতর সাধারণেরই হইয়াথাকে ॥ ২ ॥

আহা! যে তুমি ধর্ম্মাদি সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ এক আশ্চর্য্য 'মহাভারত' রচিয়াছ, তাহা দ্বারা বেশ জানা যায় যে, তোমার জিজ্ঞাসিত অর্থটি ভালরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥ এবং যিনি নিত্য, পরব্রহ্মপদ-বাচ্য, তাঁহাকে যেমন তুমি জানিতে ইচ্ছুক ছিলে, তেমনি প্রাপ্তও হইয়াছ; প্রভো! তথাপি তুমি আপনাকে অকৃতকার্য্যের ন্যায় ভাবিয়া শোক করিতেছ? ॥ ৪ ॥

[ ব্যাসদেব বলিলেন ]—তুমি যাহা যাহা বলিলে, আমার এ সকল সমস্তই আছে বটে,—তথাপি আমার আত্মা পরিতুষ্ট হইতেছে না; সুতরাং তাহার নিগূঢ়—মূল কারণ তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তুমি অগাধবুদ্ধি—স্বয়ং স্বয়ম্ভু-পুত্র ॥ ৫ ॥ অতএব তুমি সেই প্রসিদ্ধ মহাশয় ব্যক্তি,—তুমি সমস্ত গুহ্য কথাই জান; যেহেতু—যিনি কার্য্য-কারণের নিয়ন্তা—এবং আমাদের প্রভু—এবং যিনি গুণ সমস্তে অসঙ্গ হইয়াও সঙ্কল্পমাত্রে এই বিশ্বসংসার উৎপন্ন করিতেছেন, পালন করিতেছেন, তথা অবশেষে সংহারও করিতেছেন—সেই সনাতন পুরুষটি যে, সততই তোমাকর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

তুমি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবন পর্য্যটন করতঃ সর্ব্বদর্শী হইয়াছ। তুমি বায়ুর ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট হওতঃ আত্মসাক্ষী ( বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞ ) হইয়াছ।—অতএব তুমি ভাবিয়া দেখিবে যে, আমি যোগদ্বারা পরব্রহ্মে মগ্ন থাকিলেও,—আমি বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা অবরব্রহ্মে ( জীবে ) মগ্ন থাকিলেও, আমার যে কার্য্য পর্য্যাপ্ত ( সম্পূর্ণ ) বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা অবশ্য কোনো না কোন অংশে ন্যূনই রহিয়াছে! ॥ ৭ ॥

[ নারদ বলিলেন ]—মহাশয়! ভগবানের বিমল যশটি আপনার বর্ণন করারই মধ্যে হয় নাই; কেননা যাদৃশ যশো-বর্ণনদ্বারা নিজ আত্মাই পরিতুষ্ট হইল না—আমি তাদৃশ যশোবর্ণনকে ন্যূন বলিয়াই স্বীকার করি ॥ ৮ ॥—মুনিবর! আপনাকর্ত্তৃক ধর্ম্মাদি অর্থ সকল যেমন বর্ণিত হইয়াছে,—বাসুদেবের মহিমা কিন্তু তদ্রূপ বর্ণিত হয় নাই ॥ ৯ ॥

বস্তুতঃ, যে বাক্যের বিচিত্র পদ *) হরির জগৎপবিত্র যশোবর্ণনই ভালরূপে না করে,—কমনীয়-ব্রহ্মপদ-নিবাসী জনগণ তাদৃশ পদকে ( স্থানকে ) কাকতীর্থ †) তুল্য বিবেচনা করেন,—যেখানে মানসহংসেরা ‡) কখনই ক্রীড়া করে না ॥ ১০ ॥

---

*) একপক্ষে, শব্দ। অপরপক্ষে, স্থান। শব্দপক্ষে, শব্দালঙ্কারে বা অর্থালঙ্কারে চিত্রিত পদকে ‘বিচিত্র পদ’ কহে। স্থানপক্ষে স্পষ্টই আছে।

†) শব্দপক্ষে ‘কাকতীর্থ’—কাকের ন্যায় কামীগণের আদিরস-জনক পদ। স্থানপক্ষে ‘কাকতীর্থ’—কাকদিগের বক্তিস্থান; অর্থাৎ অতিকুস্থান।

‡) কাকতীর্থ শব্দের স্থানপক্ষে ‘মানসহংস’—মানস নামে প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সরোবরের রাজহংস। আর যখন কাকতীর্থ শব্দে আদিরস জনক পদ বুঝাইবে, তখন ‘মানসহংস’ বলিতে সত্ত্বগুণ প্রধান মানসে বর্ত্তমান পরমহংস অর্থাৎ পরমজ্ঞানী বা পরমবিষ্ণুভক্ত বুঝাইবে ॥

বস্তুতঃ, অশুদ্ধ পদসমূহে পরিপূর্ণ থাকিলেও যাহাতে প্রতিশ্লোকেই অনন্তের যশেতে নামগুলি অঙ্কিত থাকে, তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগই জনসমূহের পাপ-বিনাশী হয়; যেহেতু, সাধুমহাত্মারা ঐ সকল নামগুলিই শ্রবণ করিতেছেন, কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন কি, মনেমনেও সর্ব্বদা ঐ সকল নামগুলিই গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

যে জ্ঞান, নিরঞ্জন ( নিরুপাধিক ) এবং কর্ম্ম-সম্বন্ধ-রহিত কিন্তু অচ্যুতভাব বর্জ্জিত হয়, সে প্রকার জ্ঞান কখনো ভাল শোভা পায় না; ফলতঃ সাধনকালে দুঃখরূপ যে, কাম্য কর্ম্ম এবং ফলকালে সুখঃপ্রায় যে, নিষ্কাম কর্ম্ম—তাহা যদি পরমেশ্বরেই অর্পিত না হইল, তাহা হইলে কিরূপে উহা শোভা পাইবে ? ॥ ১২ ॥

অতএব, মহাশয় ! আপনিত অমোঘদর্শন—বিশুদ্ধ-কীর্ত্তি—সত্যধর্ম্মে অনুব্রত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে সততই ব্রতী রহিয়াছেন; সম্প্রতি আপনি, নিখিল বন্ধ হইতে মুক্তি হইবার নিমিত্ত, একাগ্রচিত্তে উরুক্রমের ( হরির ) লীলা খেলাগুলি স্মরণ করুন ( অর্থাৎ স্মরণ পূর্ব্বক বর্ণন করুন ) ॥ ১৩ ॥

ফলতঃ, যে ব্যক্তি কৃষ্ণ-বর্ণনাতিরিক্ত অন্যথা যাহা কিছু বর্ণিতে ইচ্ছা করে, সে, অতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনাকারী; তাহার অন্যথা বর্ণনকৃত সেই২ বিশেষ২ রূপদ্বারা ও সেই২ বিশেষ২ নামদ্বারা কখন কোনও অংশে বুদ্ধি আশ্রয় পাইবে না; কেবল প্রবল-বায়ুদ্বারা বিতাড়িত, ঘূর্ণ্যমান নৌকার ন্যায় অস্থিরই হইয়া যাইবে ॥ ১৪ ॥

স্বভাবতঃ কর্ম্মে অনুরক্ত যে সকল মানবগণ, তাহাদের সম্বন্ধে জুগুপ্সিত ( কাম্য ) কর্ম্মের অনুশাসন করিতে গিয়া, তোমার বড় ব্যতিক্রম ( উল্ট,—ভ্রম ) ঘটিয়াছে; কেননা অগ্রে যে বাক্য হইতে 'ধর্ম্ম—ইহাই হইতেছে'—এরূপ আস্থা যাহাদের ছিল, সেই সকল অজ্ঞলোকেরা এখন আর সেই ধর্ম্ম-বিধায়ক বাক্যের নিষেধ বিধিটি তেমন মানিতেছে না ( অর্থাৎ উহা নিবৃত্তিমার্গ-বিষয়ক বলিয়াই বিবেচনা করিয়া রাখিয়াছে ) ॥ ১৫ ॥

বস্তুতঃ, বিচক্ষণ ব্যক্তি এমত বিরল আছেন,—যিনি সমস্ত ক্রিয়া-নিবৃত্তিদ্বারাই অনন্ত-পাররূপী এই বিভুর 'নির্বিকল্প' স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ সুখানুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন ! অতএব হে বিভো ! যিনি গুণসমূহদ্বারা প্রবর্ত্তমান—দেহাভিমানী—তাদৃশ ভগবানের ক্রিয়াগুলিই এক্ষণে আপনি সকলকে বিদিত করুন ॥ ১৬ ॥

যিনি স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরির চরণকমল ভজিতেছেন—তাঁহার ঐরূপ ভজন করিতে করিতে যদি অপক্ক অবস্থাতেই দেহপাত হয়। তাহা হইলে, তিনি যে সে যোনীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন,—বিবেচনা করুন না কেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি—মন্দ হইয়াছে ?—( কিছুই না ) পক্ষান্তরে, যাঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, তদনুযায়ী উপাসনা করিতে ব্যগ্র,—তাঁহাদেরই বা—কি—কিছু অভীষ্ট-লাভ হইয়াছে ?—(কিছুই না) ॥ ১৭ ॥

বস্তুতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি যে সুখ, উর্দ্ধে বা অধে—কুত্রাপি(*) ভ্রমণ করিয়া পাইবেন না, তিনি সেই সুখেরই জন্য যত্ন করিবেন, যেহেতু জীবের বিষয়-গত সুখত, পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে, গভীর-বেগশীল-কালদ্বারা, দুঃখের ন্যায় (†), সর্ব্বত্রই, অপ্রার্থিত রূপে, লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ফলতঃ, মুকুন্দ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি ঐরূপ অপক্কাবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়া, কোনোরূপ নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইলেও তিনি অন্যের ন্যায় (‡) সংসারে আসিয়া আবদ্ধ হয়েন না। মহাশয় ! তিনি তখন পূর্ব্ব জন্মে যে, মুকুন্দ-চরণ-যুগলে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই আলিঙ্গনটি স্মরণ করিবেন, সুতরাং আর তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন না, কেননা তাঁহার সে বিষয়ে যে একবার রস-বোধ হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

এই বিশ্বসংসার ভগবানই হইতেছেন। কিন্তু তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্, অর্থাৎ বিশ্ব-সংসার ঈশ্বর হইতে পৃথক্ না হইলেও ঈশ্বর তাহা হইতে পৃথক্। যেহেতু জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক ত্রিবিধ কার্য্য, যাঁহা হইতে হইতেছে, ( তিনি কারণ স্বরূপ—কারণ কি কখন কার্য্য হইতে অভিন্ন হইতে পারে ? ) মহাশয় তাহা স্বয়ংই জানেন, তথাপি আমি—আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ দিক্ প্রদর্শন মাত্র করিয়া দিলাম (¶) ॥ ২০ ॥

হে অমোঘদর্শন ! তুমি প্রকৃতপক্ষে অজ হইয়াও কেবল জগতের কল্যাণের নিমিত্ত আপনাদ্বারা আপনাকে জাত করিয়াছ জানিবে; যেহেতু, তুমি পরাৎপর

---

*)—অর্থাৎ উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং অধে স্থাবর পর্য্যন্ত।

†)—অর্থাৎ দুঃখ যেমন অপ্রার্থিত হইলেও স্বয়ংই আইসে, তদ্রূপ।

‡)—অন্যের ন্যায়—অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাঁহাদের ন্যায়।

¶)—এই শ্লোকের শেষ কথা দ্বারা এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, নিজে সর্ব্ববিদ্ হইলেও একবার যৎকিঞ্চিৎও গুরূপদিষ্ট হইতে হয়।

পরমপুরুষের অংশ স্বরূপ ; অতএব এক্ষণে মহানুভাব শ্রীহরির অভ্যুদয়-জনক পরাক্রম সকল, বিস্তার করিয়া সকলের নিকটে বর্ণন করুন ॥ ২১ ॥

মহাশয় ! মানবগণের সম্বন্ধে তপস্যার বল—শ্রবণের বল—অথবা, বুদ্ধিদত্ত স্বভাব-সিদ্ধ সুন্দর ইচ্ছা, ও সুন্দর বাক্যের বল—এ সমুদয়েরই এক অবিনশ্বর ফল বলিয়া যাহা কিছু পণ্ডিতগণদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা—এই চিত্তমোহরকীর্ত্তি ভগবানের গুণ-বর্ণনই হইতেছে ॥ ২২ ॥

(*) হে মুনি ! পূর্ব্বকল্পে বেদবাদি ব্রাহ্মণের কোনো এক দাসী থাকে, আমি তাহা-রই গর্ভে পূর্ব্বজন্মে জন্ম গ্রহণ করি, পরে একদা বর্ষাকালে, যোগীগণ আমাকে লইয়া সহবাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, আমি বালক অবস্থাতেই তাহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হই ॥ ২৩ ॥

সেই সকল যোগীরা যদিও সমদর্শন ছিলেন,—অর্থাৎ তাঁহাদের দৃষ্টি—সকলের উপ-রেই সমান ভাবে থাকিত—তথাপি, তাঁহারা আমার উপরে কিছু বিশেষ রূপেই কৃপা করিতেন, যেহেতু আমি তখন বালক হইয়াও স্বভাবসুলভ সমস্ত চাপল্য হইতে বর্জ্জিত ছিলাম। শান্ত ছিলাম। এবং ক্রীড়া কাহাকে বলে ?—জানিতাম না।—কেবল মিতভাষী হইয়া নিয়ত তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতাম ॥ ২৪ ॥

সেই সকল দ্বিজগণদ্বারা আমি তাঁহাদের উচ্ছিষ্টপাত্রসংস্থ অন্নাহার করিতে অনু-মোদিত হইয়া, সেইমাত্র অন্ন—তাহাও একবার মাত্র, আহার করিতাম—মহাশয় ! আমি তাঁহাদের সেই উচ্ছিষ্ট অন্নাহার করিয়াই তখন নিষ্পাপ হই। ফলতঃ, এইরূপে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া—তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিয়ত প্রবৃত্ত থাকিয়া, আমার তখন তাঁহাদেরই ধর্ম্মে আন্ত-রিক রুচি জন্মিয়া যায় ॥ ২৫ ॥

সেখানে, তাঁহারা প্রত্যহই মনোহর কৃষ্ণ-কথা গান করিতেন। আমি তাঁহাদের অনু-গ্রহে সে সমস্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতাম। মহাশয় ! এইরূপে শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন সেই সকল কৃষ্ণ-গান শ্রবণ করতঃ, আমার প্রিয় শ্রবণ ভগবানে, বিশুদ্ধ প্রীতি জন্মিয়া যায় । ২৬ ॥

হে মহামতি ! তখন সেইরূপ প্রীতিলাভ হওয়ায়, সেই প্রিয়শ্রব ভগবানে আমার

(*)—এক্ষণে, নারদ মুনি সৎসঙ্গে থাকিয়া হরিকথা শ্রবণ করিলে যে ফল হয়, তাহা নিজ-বৃত্তান্ত-বর্ণন দ্বারা জানাইতেছেন।

অচলা মতি জন্মে—আহা! যাহাদ্বারা আমি সে অবস্থায় এইরূপ দেখিতে পাই—"আমি পদার্থ (জীব) প্রপঞ্চ হইতে অতীত—পরব্রহ্ম স্বরূপ,—এবং সেই আমাতে যে, স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ—উপাধি শরীরদ্বয় রহিয়াছে, তাহা স্বাজ্ঞান-কল্পিত মাত্র বাস্তবিক নহে" ॥ ২৭ ॥

এইরূপে বর্ষা ও শরৎ,—এই দুই ঋতু সমানে—ত্রিসন্ধ্যা,—সেই সকল মুনি-মহাত্মা-কীর্ত্তিত নির্ম্মল হরি যশঃ শ্রবণ করিতে২ আমার তাঁহাতে এরূপ ভক্তি যাইয়া পড়ে যে, তাহাদ্বারা আমার চিত্তের রজস্তমোভাব একেবারে নষ্টপ্রায় হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

আমি এইরূপ সেই বিশুদ্ধ ত্বংপদার্থজ্ঞ (*) হইয়া অত্যন্তই বিনীত হই।—নিষ্পাপ হই—শ্রদ্ধালু হই,—এবং যদিও তখন আমি সেই বালক!—তথাপি সম্পূর্ণ রূপেই সংযেতন্দ্রিয় হই, ও তাঁহাদেরই আজ্ঞাবহ হই ॥ ২৯ ॥

এক দিন সেই দীনদয়ালু মহাত্মাগণ কৃপা করিয়া আমাকে সমভিব্যাহারী করতঃ ভবপারাবার পার হইবেন এমত অভিলাষ করিয়া—অর্থাৎ আমাকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণু-লোকে যাইবেন, এমত সঙ্কল্প করিয়া। অতি গুহ্যতম, সাক্ষাৎ ভগবদুপদিষ্ট, (ভাগবত) জ্ঞান শাস্ত্র আমাকে উপদেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

মহাশয়! আমি যে জ্ঞানের প্রভাবে জগদ্বিধাতা ভগবান্ বাসুদেবের মায়াবিল-সিত কার্য্য তখনই জানিতে পারিলাম—অর্থাৎ সাধুলোকেরা যে মায়িক কার্য্যের প্রত্যক্ষ করিয়া, ভগবানের চিরস্থায়িপদ (বিষ্ণুলোকে) গমন করিয়া থাকেন,—আমি সেই মায়া-নুভাবের প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৩১ ॥

হে ব্রহ্মন্! সেই জ্ঞানশাস্ত্রে একটি এইরূপ সারকথা সূচিত হইয়াছে যে,—"পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, সেই কর্ম্মই জীবগণের তাপত্রয়-বিনাশি হয়" ॥ ৩২ ॥

হে সুব্রত! দেখ—যে বস্তু-দোষে জীবগণের শরীরে রোগ-সঞ্চার হয়—সেই-রোগ-কারক বস্তুই আবার দ্রব্যান্তরদ্বারা সংস্কৃত হইয়া তাহাদিগকে কি রোগ হইতে মুক্ত করে না? ॥ ৩৩ ॥

মহাশয়! মনুষ্যগণের ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে ও এইরূপ জানিতে হইবে, ( অর্থাৎ ) মনুষ্য-

---

*)—ত্বংপদার্থ জীব, সেই জীবের তৎপদার্থ যে ব্রহ্ম, তাহার সহিত জহদজহল্লক্ষণা (ভাগত্যাগ ল ক্ষণা) দ্বারা যে অভেদগ্রহ, তাদৃশ অভেদগ্রহবান্ পুরুষকেই 'ত্বংপদার্থজ্ঞ' কহে।

গণের ক্রিয়াযোগ সকল—সমস্তই সংসাররোগ-জনক, কিন্তু ঐ ক্রিয়াযোগগুলিই আবার পরব্রহ্মে সমর্পিত হইলে, নিজেরই(*) নাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ যেহেতু এ সংসারে, ভগবৎ-পরিতোষ-কারক ভক্তিযোগ-পরিপূর্ণ হইয়া, যে কর্ম্ম করা যায়,—কর্ম্ম-নাশন জ্ঞান, সেই কর্ম্মেরই অধীন,—অর্থাৎ কর্ম্ম-নাশি জ্ঞান তাহাহইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে (†) ॥ ৩৫ ॥

ফলতঃ কর্ম্মসকল যখন ভগবানেরই অনুজ্ঞাতে বার বার অনুষ্ঠিত হইতেছে (‡) তখন ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছেন এবং সকলেই তাঁহার গুণনামসকলও গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

"ভগবান্—তোমাকে নমস্কার। বাসুদেব—তোমাকে নমস্কার। প্রদ্যুম্ন—তোমাকে নমস্কার। অনিরুদ্ধ—তোমাকে নমস্কার। এবং সঙ্কর্ষণ—তোমাকেও নমস্কার" ॥ ৩৭ ॥

"প্রকৃতপক্ষে, অমূর্ত্তী অথচ মন্ত্রমাত্র মূর্ত্তী, যে যজ্ঞপুরুষ—তাঁহাকে যিনি এইরূপ মন্ত্রাত্মক মূর্ত্তির অভিলাপদ্বারা উপাসনা করিতেছেন—তিনি সুন্দর জ্ঞান লাভ করিছেন" ॥ ৩৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! তাঁহার এইরূপ স্বীয় উপদেশ, আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা জানিয়া আমাকে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য (অষ্টবিধ) প্রদান করেন, এবং সকলের মূলীভূত আপনাতে (তাঁহাতে) প্রীতি-ভাবও প্রদান করিয়া যান ॥ ৩৯ ॥

---

*)—অর্থাৎ নির্ম্মলি (কতকরেণু) জলে দিলে, সে যেমন অন্যান্য মল নিবারণ পূর্ব্বক স্বয়ংও নিবৃত্ত হয়, যেহেতু সে স্বয়ংও মল, তদ্রূপ এখানেও জানিতে হইবে।

†)—অর্থাৎ ভক্তিযোগ-পরিপূর্ণ নিষ্কাম কর্ম্ম-করার নামই—কর্ম্মের পরব্রহ্মে সমর্পণ। এইরূপে পরব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পিত হইলে সংসার-নিবর্ত্তক প্রবোধের উদয় হইয়া থাকে, সুতরাং তখন সংসারান্তর্গত অন্যান্য কর্ম্মের যেমন নিবৃত্তি হয়, তেমনি নিজ-জনক যে, পরব্রহ্মে সমর্পিত কর্ম্ম, তাহারও নিবৃত্তি হয়, কেননা সেও সংসারেরই অন্তর্গত * * *।

‡)—আমরা যাহা কিছু করিতেছি—অর্থাৎ যাহা কিছু আহার করিতেছি, যাহা কিছু হবন করিতেছি, যাহা কিছু দান করিতেছি এবং যাহা কিছু তপস্যা করিতেছি, সে সমস্তই যদি এক ভগবানেই অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে সুতরাং আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল—সমস্তই ভগবানের অনুজ্ঞাতে হইতেছে, এবংবিধপ্রকার নিশ্চয় হইয়া যায়।

অতএব হে অনল্পশ্রুত! তুমিও বিভুর বিখ্যাত নির্ম্মল যশঃ বর্ণন কর। যাহা বর্ণিত হইলে, বিদ্বান ব্যক্তিগণের জানিতে আর কিছুমাত্র বাকী থাকে না—সমস্ত বুভুৎসাই তাহাদের সমাপ্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সাধুপুরুষগণ, দুঃখ সমূহে পুনঃ পুনঃ প্রপীড়িত জনগণের দুঃখ-শান্তি হইবার উপায় এ ভিন্ন আর অন্য কোনো রূপই স্বীকার করেন না ॥ ৪০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের নৈমিশীয় উপাখ্যানে ব্যাসনারদ সংবাদ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

(ওঁ)

## অথ ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সত্যবতী-পুত্র ভগবান ব্যাস, দেবর্ষি নারদের এইরূপ জন্ম-কর্ম্ম-বিবরণ শ্রুত হইয়া পুনশ্চ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন্—তোমার জ্ঞানদাতা সেই সকল ভিক্ষুগণের সঙ্গে তুমি প্রবাসিত হইলে—তার পর প্রথম বয়সে আর কিরূপ আচরণ কর? ॥ ২ ।

হে স্বয়ম্ভু-কুমার! তোমার শেষ বয়ঃক্রমই বা কিরূপ আচরণে অতিবাহিত হয়? এবং কালপ্রাপ্ত হইলে, তোমার সেই দাসী-গর্ভ জ শরীরই বা কিরূপে পরিত্যক্ত হয়? ॥ ৩ ॥

মুনিবর! এই কল্পান্ত লক্ষণ (*) বৃহৎ কাল—তোমার পূর্ব্বকল্প-বিষয়ক স্মৃতিকেই বা কিরূপ ব্যবধান করিতেছে না?—এতাদৃশ বৃহৎকাল যে, সমস্ত বিষয়েরই বিনাশকারী হইয়া থাকে! ॥ ৪ ॥

(*) আমাদিগের [illegible] দেবতাদের এক যুগ. সেই দৈবিক যুগের সহস্র গুণ করিলে, ব্রহ্মার এক দিন, এবং [illegible] থাকে। [illegible] প্রকার এই সহস্র দৈবিক-যুগ-পরিমিত [illegible], ব্রহ্মার এক [illegible]।

নারদ বলিলেন,—আমি আমার জ্ঞানদাতা সেই সকল ভিক্ষুগণের সঙ্গে প্রবাসিত হইলে—তার পর প্রথম বয়সে এইরূপ আচরণ করি ॥ ৫ ॥—

আমার জননী একপুত্রা—তাঁহার আর কেহ ছিল না। তিনি একেত স্ত্রীলোক—স্বভাবতঃই মূঢ়া, তাতে আবার এক জনের দাসী ছিলেন ; সুতরাং তিনি অনন্যগতি আপন সন্তানে ( আমাতে ) অত্যন্তই স্নেহ করিতেন ॥ ৬ ॥

তিনি আমার জন্য যদিও নিয়তই উন্নতি-চেষ্টা করিতেন, তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কারণ, একেত লোকমাত্রই পরমেশ্বরের অধীন (*)—তাতে আবার তিনি ঐরূপ অনাথা, পরাধীনা—কি করেন—সে অবস্থায় ঠিক্ যেন একটি-কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকিতেন ॥ ৭ ॥

"ছেলে আমার কবে উপযুক্ত হয়ে, ভিক্ষুগণের নিকট হতে, আমার নিকটে আস্‌বে ?"—আমি মাতার এইরূপ স্নেহ-জনিত প্রতীক্ষায় আবদ্ধ থাকিয়া সেই ব্রহ্ম-কুলে বাস করিতে লাগিলাম। তখন আমি পঞ্চম বৎসরের বালক—দিগ্‌দেশ, কাল—কাহাকে বলে—কিছুই জানিতাম না ॥ ৮ ॥

একদা রাত্রিকালে তিনি গো-দোহন করিবার জন্য যেমন বাটীর বাহির হইয়াছেন, অমনি পথে একটি কাল-প্রেরিত সর্প হঠাৎ আসিয়া তাহার চরণে স্পৃষ্ট হয়, এবং তৎপরক্ষণেই দুঃখিনীকে দংশনও করে ॥ ৯ ॥

সে অবস্থায় আমি তাদৃশ মাতৃমরণকেও ভক্তজনগণ-কল্যাণাভিলাষী ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়াই বিবেচনা করি—বিবেচনা করিয়া, সে স্থান হইতে উত্তরদিগ্ ধরিয়া প্রস্থান করি ॥ ১০ ॥

সেইদিগে যাইতে যাইতে ভাল ভাল জনপদ সকল, রাজধানী সকল, গ্রাম সকল, গো-কুল সকল, রত্নাদির আকর স্থান সকল, খেট গ্রাম (†) সকল, গিরিতটস্থ গ্রাম সকল, পূগ-পুষ্পাদি-পরিশোভিত বাটী সকল, বন সকল, উপবন সকল, এবং চিত্র-বিচিত্র-সুবর্ণ-রজতাদি-ধাতু-সমূহ-দ্বারা বিচিত্রীকৃত পর্ব্বত সকল, হস্তি-শুণ্ড-দ্বারা ভগ্নশাখ বৃক্ষ সকল, জলাশয় সকল, ও ভাল ভাল জল সকল (‡) এবং মধুররাবী বিহঙ্গমে ও ভ্রমণপর ভ্রমরে অতি

(*) অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত অদৃষ্ট দ্বারা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে।

(†) খেটগ্রাম—অর্থাৎ কর্ষকগ্রাম ; চলিতভাষায় ' চাষার গ্রাম ' কহে।

(‡) যে জল নিয়তই থাকে, প্রায় শুষ্ক হয় না, তাহাকে ' জলাশয় ' কহে। এবং যাহা বর্ষাতে উৎপন্ন হইয়া আবার বর্ষান্তেই শুষ্ক হইয়া যায়, তাদৃশ জলকে জলমাত্র কহে।

সুদৃশ্য সুর-সেবিত সরোবর সকল,—আমি একাকীই সে সকল অতিক্রম করিয়া নল, বেণু শর স্তম্ব কুশ ও কীচক এই সমস্তে (*) পরিপূর্ণ দুর্গ প্রায় এবং ব্যাল, উলূক, শিবা প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণের ক্রীড়-ভূমি স্বরূপ এক দুঃসহ ভয়ানক মহারণ্য দেখিতে পাইলাম।। ১৩ ।।

মহাশয়! যখন আমি এই মহারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন আমার আত্মা, আমার ইন্দ্রিয় সকল—সমস্তই ক্লান্ত হইয়া উঠে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ আমার ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এমন সময়ে হঠাৎ অনতিদূরে একটি নদী পাইয়া তাহার জলে আচমন মার্জনাদি করত বিগতশ্রম হই। অনন্তর সেই নদীরই হ্রদে (†) যাইয়া স্নান পান করিয়া লই ॥ ১৪ ॥ স্নান পান করিয়া কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ বশতঃ সেই নির্ম্মনুষ্য অরণ্য-প্রদেশে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে যাইয় উপবিষ্ট হইলাম; উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়-স্থিত পরমাত্মাকে বুদ্ধি পূর্ব্বক যথাশ্রুত মতে চিন্তা করিতে লাগিলাম ।। ১৫ ॥ এইরূপে ভক্তিবশীকৃত একাগ্রচিত্তে ভগবানের সেই পাদপদ্মটি চিন্তা করিতে করিতে যখন উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত (‡) চক্ষুঃ যুগল অশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন শনৈঃ শনৈঃ, শ্রীহরি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন ।। ১৬ ।।

মহাশয়! আমি হরি দর্শন পাইয়া প্রেমের আতিশয্য-নিবন্ধন এতই নির্ব্বেদ (¶) প্রাপ্ত হই যে তখন অঙ্গ সকল, আমার একদাই স্থিরপুলকিত হইয়া উঠে এবং আমি (জীবাত্মা) যেন একেবারেই আনন্দ সাগরে লীন হইয়া যাই। মুনিবর! অধিক আর কি বলিব — তখন আমি এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কিছু মাত্র দেখিতে পাই নাই ।। ১৭ ।।

---

(*) নলবৃক্ষ —যাহার নলে 'নৈচা' প্রস্তুত হয়। বেণুবৃক্ষ —যাহার পাবে বাঁশি প্রস্তুত হয়। শরবৃক্ষ —যাহা দ্বারা পূর্ব্বকালে বাণ প্রস্তুত হইত। স্তম্ব - প্রকাণ্ড রহিত তৃণবিশেষ, ইহার পর্য্যায় গুচ্ছ ও গুল্ম। ইহাকে চলিত ভাষায় কি কহে ? জানি না। কুশ —ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কীচক—সচ্ছিদ্র বংশ বৃক্ষকে কহে।

(†) পর্ব্বত বা অরণ্য প্রদেশে যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে, সে সকল প্রায়ই অতি সূক্ষ্ম, অথাৎ অবগাহন করিবার যোগ্য নহে, তবে মধ্যে২ কোনো২ গর্ত্তপ্রায় স্থানে ঐ জল আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িলে, তাহাতে অবগাহনাদি উত্তম রূপে চলে। ইহাকেই নদীর হ্রদ বলা যায়।

(‡) অর্থাৎ কতক্ষণে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিব—এইরূপ আন্তরিক অত্যধিক ব্যগ্রতা প্রযুক্ত।

(¶) নির্ব্বেদশব্দ যদিও স্থলান্তরে আঘাতকে কহে এবং এখানেও সেই আঘাতই বুঝাইতেছে, কিন্তু এ আঘাত স্বতন্ত্র প্রকার। ইহা লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, গুড়ের মিষ্টতার সহিত কাব্যের মিষ্টতার যে প্রকার প্রভেদ, এখানে শারীরিক আঘাতের সহিত মানসিক প্রেমাঘাতেরও তদ্রূপই প্রভেদ॥

তখন আমি সেই মনোভিলষিত শোক-সন্তাপ-হারক ভগবদ্রূপটি সুন্দর রূপে সাক্ষাৎকার করিয়া, দুর্ম্মনা ( অন্যমনস্ক ) ব্যক্তির ন্যায় সহসাই যেন বৈক্লব্যভাব হইতে উঠিয়া বসিলাম ॥ ১৮ ॥

অনন্তর, আমি আতুর ব্যক্তির ন্যায় সবিশেষ পরিতৃপ্ত না হইবায় পুনশ্চ সেই রূপের দিদৃক্ষু হইয়া, হৃদয়ে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম ; কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাইলাম না ॥ ১৯ ॥

আহা ! সেই বিজন গহনে, আমি তাহাকে পুনশ্চ দেখিবার ইচ্ছায় এইরূপ যত্ন করিতেছিলাম, এমত সময়ে বাগিন্দ্রিয়ের অগোচর সেই প্রভু আমাকে গম্ভীর স্নিগ্ধ বাক্যে—আমার যেন শোক শান্তি করতঃ, এইরূপ বলিতে লাগিলেন —“ আহা ! আপনি আর আমাকে এজন্মে দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ আমি অবিপক্ক কষায় (*) কুযোগিগণের সম্বন্ধে দুর্দর্শ—তবে, একবার মাত্র এই রূপটি যে, দেখাইয়া দিলাম —তাহা কেবল আপনার আমাতে সবিশেষ অনুরাগ জন্মাইবার জন্যই জানিবেন। ফলতঃ সাধু পুরুষ ব্যক্তি আমার অনুরাগী হইয়াই সমস্ত হৃদ্গত বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

তোমার অনধিককাল সাধুসেবাদ্বারাই আমাতে দৃঢ়ভক্তি জন্মিয়াছে। অতএব কাল প্রাপ্ত হইলে, তুমি ইহ লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে যাইয়া আমার পারিষদ-শরীর প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৩ ॥

আর, আমাতে যে তোমার এইরূপ দৃঢ়মতি জন্মিয়াছে, তৎ-ফলে তুমি কখনও বিপদগ্রস্ত হইবে না। এবং প্রজা-সৃষ্টির নিবৃত্তি ( অর্থাৎ প্রলয় ) হইলে, তোমার পরকল্পেও—আমার অনুগ্রহে ( আশীর্ব্বাদে ) স্মৃতি থাকিবে ” ॥ ২৪ ॥

মহাশয় ! সেই প্রসিদ্ধ মহান্, ভূত-ভাবন, অলিঙ্গ, অথচ নভোলিঙ্গ, ঐশ্বর্য্যবান ভগবান্-এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উপরাম ( চুপ ) করেন। এবং আমিও এইরূপ অনুগৃহীত হইয়া

(*) কষায়গুলি পরিপক্ক হয় নাই যাহার, তাহাকে ‘ অবিপক্ক-কষায় ’ কহে। কষায়, চিত্তের মালিন্যকে অর্থাৎ মালিন্যবান চিত্তকে কহে। যে সকল যোগীদিগের চিত্ত পরিপক্ক হয় নাই, অর্থাৎ চিত্তের মালিন্য একেবারে দূর হয় নাই, তাহাদিগকে ‘ অবিপক্ক-কষায় ’ কহে। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত অভ্যাস পূর্ব্বক যতমানাদি ক্রমে ‘ বশীকার সংজ্ঞা ’ পর্য্যন্ত, চিত্তের বৈরাগ্য না হইবে, সে পর্য্যন্ত অবিপক্ক-কষায়ই থাকিবে। সবিস্তর যোগভাষ্যে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে সবিশেষ লেখনে ক্ষান্ত হইলাম।

—সেই মহান্ হইতেও মহান্ পরমাত্মাতে বিনয়নম্রশিরে প্রণতিপুঞ্জ অর্পণ করিলাম ॥ ২৫ ॥

অনন্তর আমি ভাবীস্পৃহাশূন্য হইয়া অনন্তদেবের শুভলীলা সকল স্মরণ পূর্ব্বক, বিগতলজ্জ হইয়া, তাহার নামগুলি পাঠ করতঃ সন্তুষ্টমনে কেবল সেই কালমাত্রের প্রতীক্ষায় থাকিয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম, এইরূপ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আমি একেবারে মদমাৎসর্য্য-শূন্য হইয়া যাই ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মন্! এইরূপ সংসারে অনাসক্ত নির্ম্মলাত্মা কৃষ্ণপরায়ণ সেই আমার শরীরে হঠাৎ তড়িতের ন্যায় কাল (আপন সময়মত) আসিয়া প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ২৭ ॥ পরে ভগবান আপন প্রতিজ্ঞামত আমাকে সেই পার্ষদ শরীরে প্রবেশ করাইলে, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম-নির্ব্বাণ (*) সেই পাঞ্চভৌতিক দেহটি পতন হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

অনন্তর কল্পান্তে বিভু যখন এই ত্রিভুবন সমস্ত উপসংহার করিয়া একার্ণবশায়ী হন, সে অবস্থায় আমি সেই শয়ানেচ্ছু ভগবানের প্রাণবায়ুর সহিত অন্তরে প্রবেশ করিয়া রহিলাম ॥ ২৯ ॥

এইরূপে আমি এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত অবস্থান করি—পরে, ভগবান্ পুনশ্চ এই জগতের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় যখন উত্থান করেন,—উত্থান করিয়া, নিজ প্রাণবায়ু-সমূহ হইতে মরীচিমিশ্র প্রভৃতি ঋষিগণকে উৎপন্ন করেন,—তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও উৎপন্ন করেন ॥ ৩০ ॥

আমি এইরূপে ভগবৎ-প্রাণবায়ু হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, অখণ্ডিতভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করতঃ ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। এমন কি, মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে ত্রিভুবনের অন্তরে, বাহিরে (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) সর্ব্বত্রই ভ্রমিতে লাগিলাম।—আমার আর কোনোখানেও গতিরোধ হয় না ॥ ৩১ ॥

সেই অবধি, আমি দেবতা-প্রদত্ত, স্বর-ব্রহ্ম বিভূষিত এই বীণাটি আলাপ করিয়া অহরহই হরিকথা গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ॥ ৩২ ॥

---

(*) প্রারব্ধ কর্ম্ম যে পর্য্যন্ত ভোগদ্বারা আপনা আপনি নির্ব্বাণ না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইবার যো নাই। যেমন চক্র, দণ্ডদ্বারা একবার ঘুরাইয়া উত্তোলন করিয়া লইলেও উহা আপনা আপনিই একবার ঘুরিয়া থাকে, তদ্রূপ। অতএব দেহপাত (জীবশূন্য) হইবার পূর্ব্বে এই প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তিটি অত্যাবশ্যক, এবং হইয়াও থাকে। এই দেহপাতের পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী যে দেহ, তাহার নাম প্রারব্ধ-কর্ম্ম-নির্ব্বাণ। ফলতঃ এই প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি, ও দেহপাত একই কথা।

এইরূপ গান গাইতে গাইতে, তীর্থপাদ (*) প্রিয়শ্রব (†) মহাবিষ্ণু (‡) 'তাঁহারই প্রভাব আমি গান করিতেছি' জ্ঞাত হইয়া আমার চিত্তে আহূত ব্যক্তির ন্যায় শীঘ্রই আসিয়া দর্শন দিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ফলতঃ যাহারা মুহুর্মুহুঃ বিষয়-ভোগ লালসায় আতুরচিত্ত, তাহাদের জন্যেত এই হরি-চরিত্র-বর্ণন( ভাগবত )ই ভবপারাবারের পোতস্বরূপ বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

বস্তুতঃ যিনি যমনিয়মাদি যোগপথ দ্বারা, কাম লোভাদি-বিবর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারও আত্মা, সেরূপ—সাক্ষাৎ শান্তিলাভ করেন না,—যেরূপ মুহুর্মুহুঃ মুকুন্দ-সেবা-দ্বারা সাক্ষাৎ শান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

হে নিষ্পাপ ! আমি তোমাদ্বারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসিত হই—সে সমস্তই—এই সকল বলিলাম।—অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম্ম-রহস্য ও আপনার অপরিতোষের নিগূঢ় কারণ—এই সকল জিজ্ঞাসিত কথা সমস্তই আপনার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলাম ॥ ৩৬ ॥

সূতদেব বলিলেন,—সেই স্ব-প্রয়োজন-সঙ্কল্প-শূন্য-নারদ মুনি, বাসবী-সুতের ( ব্যাসের ) সহিত এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া আপন বীণাটি গ্রহণ করতঃ বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

আহা ! এই দেবর্ষিই ধন্য ? যেহেতু, ইনি বিষ্ণু-কীর্ত্তি সকল এক তন্ত্রীদ্বারাই গান করিতেছেন। গান করিয়া স্বয়ংও আনন্দিত হইতেছেন, এবং এই নিরানন্দাত্মক দুঃখাতুর জগৎকেও আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের নৈমিশীয় উপাখ্যানে ব্যাসনারদ-সংবাদ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

(ওঁ)

(*) যাঁহার পাদ হইতে তীর্থের অর্থাৎ গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে তাঁহাকে 'তীর্থপাদ' কহে।

(†) যাঁহার কীর্ত্তি গুলি শ্রবণ করিতে অতি প্রিয় বোধ হইয়া থাকে, তাঁহাকে 'প্রিয়শ্রব' কহে।

(‡) মহাবিষ্ণু বলিতে আদিনারায়ণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ।

## অথ সপ্তম অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! নারদ মুনি বিদায় হইলে, ভগবান্ বাদরায়ণ বিভু তাঁহার অভিপ্রায় গুলি শ্রুত হইয়া, তারপর আর কিরূপ আচরণ করেন? ॥ ১ ॥

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মনদী (*) সরস্বতীর পশ্চিম তটে ঋষিগণের "শম্যাপ্রাস" (†) নামে প্রসিদ্ধ যে যজ্ঞকর্ম্ম-বর্দ্ধক এক আশ্রম আছে ॥২॥ ব্যাসদেব সেই বদরী-ষণ্ড-মণ্ডিত আপন আশ্রমে আসীন হইয়া আচমন প্রাণায়াম পূর্ব্বক স্বয়ংও সেইরূপ (‡) ঈশ্বরেতে মনঃ-সমাধান করেন ॥ ৩ ॥ এইরূপ ভক্তিযোগে তাঁহার মন ভালরূপে সমাহিত হইলে, সেই নির্ম্মল পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার বশীভূত জগন্নিদানভূত মায়াকেও দেখিতে পাইলেন ॥ ৪ ॥ যাহাদ্বারা জীবাত্মা সম্মোহিত হইয়া আপনাকে গুণাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যর্থ অভিমানকৃতই সমস্ত অনর্থের (সুখ দুঃখের) ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

ভগবান্ অধোক্ষজে এক ভক্তিযোগই তাদৃশ অনর্থের সাক্ষাৎ উপ-শামক হইতেছে' বিদ্বান্ ব্যাস এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অজ্ঞলোকদিগের জন্য সাত্বত (ভাগবত) সংহিতা রচনা করেন ॥ ৬ ॥ যাহা (একবারও) শ্রুত হইলে, পরম পুরুষাত্মক শ্রীকৃষ্ণেতে মানবগণের শোক মোহ ভয়-হারিণী ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তিনি, তাদৃশ ভগবান সম্বন্ধি সংহিতাটি রচনা করিয়া প্রথমে বিশুদ্ধ নিবৃত্তিমার্গে প্রবৃত্ত আত্মজ শুককে ভক্তিমার্গে লওয়াইলেন, লওয়াইয়া যথারীতি তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৮ ॥

(*)—'ব্রহ্মনদী' ইহা সরস্বতী নদীর বিশেষণ। অর্থাৎ সরস্বতীর তীরে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন বলিয়া, তাঁহাকে "ব্রহ্মনদী সরস্বতী" কহে।

(†)—শম্যা বলিতে সামগান প্রসিদ্ধ দক্ষিণ হস্তদ্বারা গৃহীত তালবিশেষ। যেখানে সেই তাল-সম্পুট বেদাধ্যয়ন সর্ব্বদাই শ্রোতৃ-শ্রবণ-গোচর হইয়া থাকে, তাদৃশ স্থানকে 'শম্যাপ্রাস' কহে। অথবা—শম্যা শব্দে রথের ধুরো, যজ্ঞের নিমিত্ত পরিধি করিবার জন্য সেই ধুরোকাষ্ঠের প্রক্ষেপ হইয়াছিল যে স্থানে, তাদৃশ স্থানকে 'শম্যাপ্রাস' কহে।

(‡)—অর্থাৎ নারদ মুনি পূর্ব্বজন্মের কথায় যেরূপ শুনাইয়া যান, তদ্রূপ।

শৌনক বলিলেন,—মহাশয়! সেই নিবৃত্তিমার্গে অনুরক্ত, সর্ব্বত্রোপেক্ষাকারী, মুনিবর, আত্মারাম (মুক্ত পুরুষ) হইয়াও কি নিমিত্তই বা এমত বৃহৎ সংহিতা অভ্যাস করেন?॥ ৯ ॥

সূত বলিলেন,—আত্মারাম মুনিগণের যদিও বাসনা গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়াই আছে, তথাপি তাঁহারা উরক্রমে (বিষ্ণুতে) অকারণই (*) ভক্তি করিয়া থাকেন। যেহেতু ভগবান্ হরি এমতই কোনো বিশেষ গুণসম্পন্ন হইতেছেন!॥ ১০ ॥ সুতরাং বৈষ্ণব-প্রিয়, হরি-গুণাক্ষিপ্তমতি (†) ভগবান বাদরায়ণি (‡) নিত্যই এই মহৎ আখ্যান অধ্যয়ন (পারায়ণ) করিতেন।॥ ১১ ॥

দ্বিজগণ! এক্ষণে আমি যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-কথার উত্থান হয় তাদৃশ কথা সকল বলিব—অর্থাৎ রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম কর্ম্ম ও মৃত্যু-এই সমস্ত বিবরণ বলিব এবং পাণ্ডুপুত্র গণের মহাপ্রস্থানই (¶) বা কিরূপে হয়? তাহারও বিবরণ বলিব, শ্রবণ করুন।॥ ১২ ॥

যখন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে বীরগণ সমস্তই বীরগতি (০) প্রাপ্ত হইলেন, অবশেষে বৃকোদর দুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ হইয়া বৃকোদরের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যায়॥ ১৩ ॥

সে অবস্থায় দ্রোণ-কুমার অশ্বত্থামা প্রভুর প্রিয় হইবে—বিবেচনা করিয়া, নিদ্রিত কৃষ্ণা তনয়দিগের মস্তক গুলী অপহরণ করিয়া আনিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার (দুর্য্যোধনের) অপ্রিয়ই হইল, এবং তাঁহার সেই লোক-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যকে সকলেই একবাক্য হইয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন॥ ১৪ ॥

---

(*)—অকারণ—অর্থাৎ অস্মদাদির যে, ভক্তি হইয়া থাকে তাহার একটি না একটি উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু তাঁহাদের কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। তবে তাঁহাদের কিরূপে ভক্তি হয়? ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহাদ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, যেমন কমল, কমলপতিকে প্রত্যক্ষ করিলে তাহার কিরণে স্বভাবতই সে প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদের মনোরূপি কমল, আপন পতিকে (ঈশ্বরকে) দেখিয়া তাঁহার তেজঃ প্রপাতে স্বভাবতঃই প্রস্ফুট হইয়া যায়। অর্থাৎ মনের বিষয়-প্রবণতা আর থাকে না। আত্মারামগণের ঈদৃশ মানস প্রস্ফুটভাবকেই অকারণ ভক্তি কহে।

(†) হরির গুণেতে নিহিত হইয়াছে মতি যাঁহার, তাঁহাকে কহে॥

(‡) বাদরায়ণি—বাদরায়ণ ব্যাস, তাহার পুত্র অর্থাৎ শুকদেব॥

(¶)—মহাপ্রস্থান—স্বশরীরে স্বর্গারোহণ।

(০) বীরগতি—স্বর্গীয় বীরলোক প্রাপ্তি।

এদিগে, নিহত শিশুগণের মাতা, আপন পুত্রগণের ঐরূপ মরণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঘোরতর পরিতাপযুক্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন কিরীটিমালী (অর্জ্জুন), সেই বাস্পাকুলনয়না আপন প্রিয়াকে সান্ত্বনা করতঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥১৫॥

কল্যাণি! আমি তোমার শোকাশ্রু তখনই আসিয়া পুছিয়া দিতেছি (*) যখন সেই আততায়ী ব্রাহ্মণাধমকে এই গাণ্ডীব ধনুর্ম্মুক্ত বাণদ্বারা তাহার মস্তক চ্ছেদন করিয়া তোমার আনিয়া দিব! এবং তুমি সৎকারের পরে সেই মৃত মস্তকের উপরে বসিয়া স্নান করিবে ॥ ১৬ ॥

সেই অচ্যুত বন্ধু অচ্যুত-পুত্রক (†) মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে শোক-শামক ভাল ভাল বিচিত্র কথা সমূহে আপন প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিয়া কবচ পরিধান করিলেন, ভয়ানক এক ধনুক হস্তে লইলেন এবং হনুমান্‌কে রথধ্বজ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গুরুপুত্রের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন ॥ ১৭ ॥

এদিকে সেই কুমার-ঘাতক, রথারূঢ় হইয়া তিনি দ্রুতবেগে আসিতেছেন দেখিয়া দূর হইতেই ভয়ে চঞ্চলচিত্ত হইল, কি করে— আপন প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছায় [ পৃথিবীর উপর দিয়া ] যথাশক্তি পলাইতে লাগিল। ফলতঃ রুদ্রভয়ে সূর্য্য যেমন ক্রমাগত পলাইতেছেন সে সময়ে অনুরূপ তাহাই বোধ হইয়াছিল (‡) ॥ ১৮ ॥

দ্বিজকুমার যখন দেখিলেন আর রক্ষা নাই—কে আর এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে! —ঘোটক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর দৌড়িতে পারিতেছে না—তখন কি করেন, গত্যন্তর না দেখিয়া, ব্রহ্মশির অস্ত্রই আপনার পরিত্রাতা বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সমাহিত-মনা হইয়া আচমন প্রাণায়াম পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মাস্ত্রই পাণ্ডবদিগের প্রতি সন্ধান করিলেন ॥ ১৯ ॥ যদিও তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার, জানিতেন না (¶) কি করেন? প্রাণ সঙ্কট! সুতরাং তাঁহাকে তখন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অনন্তর সেই অস্ত্র হইতে

(*) যদিও এখানে 'পুছিয়া দিব' এইরূপ ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করাই উচিৎ ছিল তথাপি অতি শৈঘ্র্য দ্যোতনার্থ বর্ত্তমান হইয়াছে। লোকেও এরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে যেমন; 'কখন আসিবে?—এখনই আসিতেছি'।

(†) অচ্যুত-বন্ধু ও অচ্যুত-পুত্রক এই দুইটি শব্দ বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন। অচ্যুত আছেন বন্ধু যাঁহার ও অচ্যুত রূপি পুত্র আছেন যাঁহার এইরূপ অর্থ হইবে।

(‡) রুদ্র বলিতে এস্থলে ব্রহ্ম। 'ভীষ্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রুতি দেখ। আজ কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তকেও ইহা দেখিতে পাইবে।

(¶) পরিত্যক্ত অস্ত্রের মন্ত্রবলে পুনঃস্বসমীপে আনয়ন করাকে অস্ত্রের উপসংহার কহে।

অনন্ত প্রচণ্ড তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল, তখন জিষ্ণু (অর্জুন) এইরূপ প্রাণান্ত বিপদ দেখিয়া বিষ্ণুকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

জিষ্ণু বলিলেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তাভয়-প্রদ!—মহাশয়! সংসারানলে দহ্যমান প্রাণিগণের সম্বন্ধে তুমিই অপবর্গ (*) হইতেছ ॥ ২২ ॥ তুমি আদ্য পুরুষ, তুমি প্রকৃতিরও পর—অর্থাৎ তুমিই ঈশ্বর এবং আপন চিৎশক্তিদ্বারা মায়াকে নিরাশ করতঃ কৈবল্যরূপী আত্মায় বিরাজিতেছ ॥ ২৩ ॥ এবং মায়া-বিমোহিত জীব লোকের সম্বন্ধে তুমিই সেই পুরুষ হইতেছ; অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ শুভফল তুমিই তাহাদিগকে আপন প্রভাবে প্রদান করিতেছ ॥ ২৪ ॥ এবং তোমার এই অবতারটি কেবল পৃথিবীর ভার-হরণ করিবার নিমিত্ত ও জ্ঞাতি সকলের তথা একান্তমতি ভক্ত সকলের অনুধ্যানার্থ নিমিত্ত ॥ ২৫ ॥

দেব!—ইহা কি?—সর্ব্বতোমুখ অতি ভয়ঙ্কর তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ এ পদার্থ কোথা হইতে চলিয়া আসিতেছে? দেব! ইহা আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ বলিলেন—ইহা দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা-প্রদর্শিত ব্রহ্মাস্ত্র জানিবে। ইনি ইহার উপসংহার জানেন না, কেবল প্রাণের দায়েই অগত্যা তোমাদের প্রতি অনুসন্ধান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

বস্তুতঃ, এরূপ অন্য কোনো অস্ত্র নাই যে এখন ইহার নিবৃত্তি করে। সে যাহা হউক, তুমিত প্রকৃত অস্ত্রবিশারদ! (অতএব তুমি আর কি জিজ্ঞাসা কচ্চো) এক্ষণে সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই ইহাঁর উৎকট অস্ত্র-তেজ নষ্ট করিয়া দাও (বিলম্ব করিও না) ॥ ২৮ ॥

সূত বলিলেন—পরবীরহন্তা ফাল্গুন মহাবীর অর্জ্জুন ভগবানের এইরূপ সুপরামর্শ শুনিয়া আচমন প্রাণায়াম পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মাস্ত্রই অনুসন্ধান করিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ঐ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়ের তেজোরাশি সকল শরদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া গেল; তখন দ্যু ও পৃথিবী উভয় লোক একেবারে তেজসাবৃত হইয়া উঠিল এমন কি প্রলয়কালীন মহাপ্রচণ্ড সূর্য্যাগ্নির ন্যায় অন্তরীক্ষ লোক পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

ফলতঃ উহাঁদিগের প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়ের তেজোরাশিকে ভয়ানক রূপে ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে দেখিয়া, দহ্যমান তদবস্থ প্রজারাই তখন এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা প্রলয়কালীন অগ্নিই হইতেছে ॥ ৩১ ॥

---

(*) অপবর্গ সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ, অর্থাৎ এক তোমাকে পাইলেই সমস্ত ফল প্রাপ্তি হয়।

প্রজাগণের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিনষ্ট হইতেছে এবং প্রজারা আপনারা প্রাণেও মারা পড়িতেছে ইহা দেখিয়া এবং ভগবান্ বাসুদেবের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুন উভয় ব্রহ্মাস্ত্রই উপসংহার করিয়া লইলেন ।। ৩২ ।।

তদনন্তর ক্রোধ-তাম্রাক্ষ (*) মহাবীর অর্জ্জুন ঐ পাপিষ্ঠ গৌতমীতনয়কে শীঘ্র গিয়া ধৃত করিলেন, ধরিয়া পশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া ফেলিলেন ।। ৩৩ ।।

অর্জ্জুন বল-পূর্ব্বক শত্রুকে এইরূপ রজ্জুবদ্ধ করিয়া, শিবিরে লইয়া যাইবেন এমত সময়ে ভগবান্ কমললোচন সক্রোধে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—।। ৩৪ ।।

অহে পার্থ ! তুমি ইহাকে ক্ষমা করিও না—দেখ, ইহাকে যেন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিত্যাগ করিও না।—এ সেই নরাধম !—যে রাত্রিকালে নিদ্রিত নিরপরাধ বালকগণকে নষ্ট করিয়াছিল !! ।। ৩৫ ।।

"যে ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত, যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদির অনুশীলন করিতে করিতে প্রমাদ-গ্রস্ত। যে ব্যক্তি বায়ুরোগে উন্মাদ গ্রস্ত। এবং যে ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় পতিত ইহাদিগকে এবং বালক, স্ত্রীলোক ও জড়ের ন্যায় উদ্যম রহিত যে সকল ব্যক্তি, তাহাদিগকে, আর যে ব্যক্তি শত্রু—কিন্তু যুদ্ধকালে রথচ্যুত হইবায় ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ধার্ম্মিক জন তাহাকে নষ্ট করেন না" ।। ৩৬ ।।

যে নির্ঘৃণ, খল—এই সকল শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আপন প্রাণকে পর-প্রাণদ্বারা পরিপুষ্ট করে—তাহার বধ করাই শ্রেয়স্কর ! কারণ এরূপ দণ্ড্য ব্যক্তি দণ্ডিত না হইলে যে, সে ঐ দোষে অধঃপতিত হইবে। দেখ-তুমি আমার সাক্ষাতেই পাঞ্চালির নিকটে তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, 'মানিনি ! তোমার পুত্রকে যে নষ্ট করিয়াছে, তাহার মস্তক আনিব"—অতএব এ পাপিষ্ঠ আত্মবন্ধু-ঘাতক আততায়িকে বধ কর—বধ কর ( বিলম্ব করিও না ) দেখ-বীর ! এ কুলাঙ্গার কেবল আমাদেরই অপ্রিয়-সাধন করিয়াছে এমত নহে—দুষ্ট, আপন প্রভুরও অপ্রিয় করিয়াছে ।। ৩৭ ।।

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পার্থকে এইরূপ ধর্ম্মবিধান দেখাইয়া তাহার বধের নিমিত্ত অনুজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু মহাবুদ্ধিশালী পার্থ, তিনি তাহাকে পুত্র-হন্ত, আততায়ী জানিয়াও তখন কেবল গুরুপুত্র বলিয়া বধ করিতে নিরস্ত হইলেন ।। ৩৮ ।।

অনন্তর গোবিন্দপ্রিয়-সারথি (†) মহাবীর অর্জ্জুন, তাহাকে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মৃতপুত্র শোকাতুরা নিজ প্রিয়ার নিকট সমর্পণ করিলেন ।। ৩৯ ।।

(*) ক্রোধতাম্রাক্ষ। ( বহুব্রীহি ) যাঁহার চক্ষুযুগল ক্রোধে তাম্রবর্ণ হয় তাহাকে কহে।

(†) গোবিন্দপ্রিয়-সারথি ( বহু• ) গোবিন্দ হইয়াছেন প্রিয় সারথি (রথচালক) যাঁহারা তাঁহাকে কহে।

কৃষ্ণা আপন অপকারী গুরুপুত্রকে ঐমত আনীত হইয়াছেন ( অর্থাৎ ) পশুর ন্যায় পাশবদ্ধ হইয়া আপন গর্হিত কর্ম্মেরজন্য পশ্চাত্তাপিত হইবায় অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে দেখিয়া বামস্বভাব-সুন্দর সহজ করুণায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪০ ॥ এবং উহার ঐরূপ বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করাটি অসহ্য হইবায় বলিতে লাগিলেন "মুক্ত কর২ ইনি ব্রাহ্মণ ! তাহাতে আবার গুরুপুত্র !!" ॥৪১॥

দেখুন, মহাশয় ! আপনি যাঁহার অনুগ্রহে রহস্যের সহিত (*) ধনুর্ব্বেদ এবং অস্ত্রোপসংহারের সহিত অস্ত্র-প্রয়োগ এই সমস্ত ক্ষাত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছেন ॥৪২॥ সেই ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যই এখন এই পুত্ররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এদিগে তাঁহার দেহার্দ্ধ স্বরূপ পত্নী কৃপীও এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন।—তিনি বীরপুত্রের জননী বলিয়া সহমৃত হয়েন নাই (†) ॥ ৪৩ ॥ অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ ! মহাশয় আপনাহতে যেন গৌরবান্বিত গুরুকুল। দুঃখিত হইয়া না পড়েন ! প্রত্যুতঃ তাঁহারা পুনঃ২ যেন পূজ্য ও বন্দনীয়ই হয়েন ! ॥৪৪॥

আহা ! আমি যেমন মৃতপুত্রা হইয়া অহোরাত্র অশ্রুমুখী হইয়া ( হাঃপুত্র ! হাঃপুত্র ! বলিয়া ) রোদন করিতেছি, তদ্রূপ পতিব্রতা ইহার জননী গৌতমী যেন রোদন না করেন !! ॥ ৪৫ ॥

ফলতঃ যে ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের নিকটে স্বভাবতঃই পরাজিতাত্মা, তাঁহাদ্বারা যদি কোনোও ব্রহ্মকুল কুপিত হয়, তাহা হইলে কুপিত-ব্রহ্মকুল তাঁহাদের বংশকে শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া দেয় ও সর্ব্বথাই শোকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ॥ ৪৬ ।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! রাজা ধর্ম্মপুত্র আপন রাজ্ঞীর এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায়ানুগত, সকরুণ, অলীকভাব-বর্জ্জিত (‡) মহদ্ভূত অথচ পরস্পর সমানভাব-সম্পন্ন—এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট সাদরে অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ এমন কি—নকুল, সহদেব, সাত্যকী, ধনঞ্জয়, ( পার্থ ) ভগবান্ দেবকী-নন্দন ও এতদতিরিক্ত অন্যান্য যে সকল মহাত্মারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই তাঁহার ঐরূপ কথায় অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ তখন ভীম সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, যে, "যে ব্যক্তি না আপন উপকারার্থ—না প্রভুরই উপকারার্থ, কেবল নিরর্থক—ঈর্ষ্যায় এমত অপকর্ম্ম করিয়াছে—শিশুগণকে নিরপরাধে নষ্ট করিয়াছে, তাহার বধ করা শাস্ত্রানুমোদিত, অত্যন্তই প্রশংস্য" ( অতএব এমন পরামর্শে আমি কখনই অনুমোদন করি না ) ॥ ৪৯ ॥

(*) রহস্য বলিতে ধনুর্ব্বেদের উপনিষৎভাগ, তাহা এক্ষণে অত্যন্তই অপ্রচলিত।

(†) ইহাদ্বারা এই একটি বিধি পাওয়া যাইতেছে যে, পুত্র বর্ত্তমানে স্ত্রীগণ সহমৃতা হইতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বকার স্ত্রীলোকেরা ইহা গ্রাহ্য করিতেন না।

(‡) অলীকভাব-বর্জ্জিত, অর্থাৎ সারবান।

ভগবান চতুর্ভুজাবতার দ্রৌপদির ও ভীমের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বন্ধুর-১-মুখের দিগে চাহিয়া যেন হাস্য পূর্ব্বক-২-ইহা বলিলেন ॥ ৫৩ ॥

ভগবান বলিলেন। " ব্রহ্মবন্ধু -৩- বধ্য নহে " আর " আততায়ী -৪- বধার্হ " এই দুই অনুশাসন বিধি আমারই দ্বারা উক্ত হইয়াছে ; অতএব যাহাতে দুই দিগ বজায় থাকে-৫- এরূপে আমার অনুশাসন রক্ষা কর ৫১ ( ফলতঃ তোমাকে এ সমস্তই করিতে হইবে )—তুমি পূর্ব্বে আপন প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া তাহার নিকটে যে প্রতিশ্রুত-৬-হইয়াছ তাহা এক্ষণে সত্য কর। ভাই ভীমসেনেরও প্রিয় কর-৭-এবং আমারও প্রিয় কর-৮-॥ ৫২ ॥

সুত বলিলেন। অর্জ্জুন হরির হৃদয়ের ভাবটি সহসাই বুঝিয়া লইয়া অসি দ্বারা দ্বিজের ( মস্তক খর্পর কাটিয়া ) কেশ সহ মূর্দ্ধণ্য মণিটি-৯-হরিয়া লইলেন ॥ ৫৩ ॥

তখন সেই মণি-তেজোবিহীন বালহত্যাহতপ্রভ-১০-রজ্জুবদ্ধকে বিমোচিয়া শিবিরের বাহির করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥

বপন-১১-দ্রবিণাদান-১২-ও নিবাস স্থান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া---ব্রহ্মবন্ধুগণের পক্ষে এই সমস্ত রূপই বধ হইতেছে। এতদতিরিক্ত দৈহিক বধ নাই-১৩-॥ ৫৫ ॥

---

১—অর্থাৎ অর্জ্জুনের। ২—এমন বিপদেব সময়ে হাস্য যদিও আমাদের ন্যায ব্যক্তিগণেব পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সম্ভব, কেন না তিনি সাক্ষাৎ চতুর্ভুজাবতার।

৩—অধম ব্রাহ্মণকে " ব্রহ্ম বন্ধু" কহে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি নিকৃষ্ট হয—সন্ধ্যাবন্দনাদি স্বকর্ত্তব্য ক্রিয়াবিবর্জ্জিতও হয়, তাহা হইলেও বধ্য নহে !

৪—যে প্রাণ সংহাব করিতে উদ্যত হয, তাহাকে 'আততাযী' কহে। আততাযী ছয় প্রকাব। অগ্নিদাতা ১ বিষদাতা ২ শস্ত্রহস্ত ৩ ধননাশক ৪ ভূমিব অপহবণকাবী ৫ ও স্ত্রীব অপহরণকারী ৬ ॥

৫—সামান্য বিধি " আততায়ী বধার্হ ' এবং বিশেষবিধি " ব্রহ্মবন্ধু বধ্য নহে "। এস্থলে বিশেষ বিধি দ্বাবা সামান্য বিধিব বাধ হইবে না। যেহেতু শ্রুতিতে একপ বিরোধ উপস্থিত হইলে উভয বিধিরই প্রামাণ্য হইযা থাকে। উভয়ই ধর্ম্ম। অতএব এই উভয় দিগ্ বক্ষার উপায় কি ? যদি বধ কব—শেষ বিধিব সহিত বিবোধ হইবে। যদি একেবারে বধ না কব---তাহা হইলে প্রথম বিধির কি গতি হইবে ? তবে যদি বধ না কবিযাও বধেব ন্যায কষ্ট দাও, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণেব পক্ষে বধই হইবে। এইরূপ তাৎপর্য্য বলিতেছেন " যাহাতে দুই দিগ্ বজায় থাকে এরূপ কর " ॥

৬—অর্থাৎ অশ্বত্থামাকে বধিয়া তোমাকে দিব, ইত্যাদিরূপ।

৭—অর্থাৎ অশ্বত্থামার বধ কর।　　৮—অর্থাৎ তাহার বধ কর, কিন্তু একেবারে না।

৯—আমাদেব লৌকিক বুদ্ধিতে এই মূর্দ্ধণ্যমণি মস্তকের ঘৃত বই আব কিছু বোধ হয় না।

১০—বালহত্যাজনিত পাপে লজ্জায় হত হইয়াছে প্রভাব যার ( বহুব্রীহি )।

১১—অর্থাৎ শিরোমুণ্ডন।　　১২—অর্থাৎ সর্ব্বস্বহরণ।

১৩—এই শ্লোকটি আমার বিবেচনায় প্রক্ষিপ্ত। পাঠকগণ একটকু প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি করুন।

অনন্তর সেই সকল পুত্রশোকাতুর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত একত্র হইয়া আপন মৃত পুত্রগণের নির্হরণাদি কৃত্যসকল-১-অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্রৌণি নিগ্রহ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সূত বলিলেন। অনন্তর সেই সকল পাণ্ডবগণ পরলোকপ্রাপ্ত জলাভিলাষি পুত্রগণকে তর্পণ দিবার জন্য কৃষ্ণার সহিত সমস্ত স্ত্রীগণকে অগ্রে করিয়া-২-গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন [১] সেখানে গিয়া অগ্রে তাঁহারা তাঁহাদিগকে জল (তর্পণ) দিলেন; দিয়া একবার অত্যন্তই বিলাপ ( রোদন ) করিয়া উঠিলেন। অনন্তর হরিপাদাব্জরজঃপূত গঙ্গাজলে -৩- পুনশ্চ অবগাহন করিলেন [২] পরে সেই গঙ্গাতীরের উপরে ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট কুরুপতি-৪-ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী, পৃথা ( কুন্তী ) ও কৃষ্ণা—ইহাঁদিগকে ভগবান্ মাধব [৩] মুনিগণের সহিত একত্র হইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।—ভুতগণের জীবন মরণাদি বিষয়ে কালের-৫-অপ্রতিহত সামর্থ্যটি -৬- দেখাইয়া তাঁহাদিগকে শোকসমর্পক বন্ধুগণের অখণ্ডনীয় গতি-৭-দেখাইতে লাগিলেন [৪]— বলিলেন দেখ, তোমরা পূর্ব্বে অজাতশত্রু ছিলে, ( পরে শত্রু হইলে ) তোমাদের আপন রাজ্যটি ধূর্ত্তগণের ধূর্ত্ততাতে অপহৃত হইল, অনন্তর সেই দুষ্প্রাপ্য অপহৃত রাজ্যেরও উদ্ধার করিয়া লইলে।—কেশস্পর্শজনিত লঘ্বায়ু -৮- অসদ্ রাজগণের বধ সাধনও করিলে [৫] ইহার পরে উত্তম কল্পের-৯-তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞও করিবে। তাহাতে সেই সর্ব্বজনপবিত্রকারক যশঃসৌরভ তোমাদের "শতমন্যুর" ন্যায়-১০-চারিদিগে বিস্তৃত হইল জানিতে পারিবে ॥ ৬ ॥

---

১—অর্থাৎ যেথানে মৃত শরীর পড়িয়াছিল সেখান হইতে আনয়ন করা এবং খট্বাতে বা অন্যান্য কোনো সে কালের কাষ্ঠ বিশেষে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা ইত্যাদিরূপ (মৃত ব্যক্তিগণকে স্কন্ধারোহণ পূর্ব্বক ঘট্টে লইয়া যাইবার জন্য) কৃত্য সকল।

২—ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপই বিধান আছে।

৩—অর্থাৎ হরির পাদপদ্ম সম্ভূত হইবায় তজ্জাত ধূলিকণা সম্পর্কে পবিত্রীভূত যে গঙ্গাজল তাহাতে।

৪—কুরুপতি বলিতে এস্থলে দুর্য্যোধন নহে কিন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির। ইহা প্রকরণসঙ্গতিলভ্য।

৫—নিয়ন্তার বা অদৃষ্টের। ৬—যাহার কর্ত্তব্য ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয় না তাহাকে অপ্রতিহত সামর্থ্য কহে ॥

৭—অর্থাৎ যে ক্রিয়ার নিবারণ করা যায় না।

৮—অর্থাৎ সতী দ্রৌপদীর কেশস্পর্শ নিবন্ধন পাপে অল্পায়ু ॥

৯—অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট। ১০—অর্থাৎ ইন্দ্রের ন্যায় ॥

ভগবান এইরূপে পাণ্ডুপুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দ্বারকাতে যাইতে ইচ্ছা করিয়া দ্বৈপায়নাদি বিপ্রগণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে যথাবিহিত প্রতিপূজা করিলেন। তখন তিনি রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন—উত্তরা ভয়-বিহ্বল হইয়া সম্মুখে দৌড়িয়া আসিতেছে [৭]। [৮] ( এবং মুখে এইরূপ বলিতেছে )—রক্ষা কর, রক্ষা কর। মহাযোগি! আমায় রক্ষা কর। হে দেবদেব! হে জগৎরক্ষক! আমি এসময়ে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও অভয়দাতা বলিয়া দেখিতেছি না। যে ভয়েতে ইহলোকে পরস্পর মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে [৯]। ঐদেখ—ঈশ্বর! আমার দিগে তপ্ত লৌহময়শলাকাবিশিষ্ট বাণ চলিয়া আসিতেছে। বিভো! আমায় দহুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নাথ! আমার এই গর্ভটি যেন নষ্ট না করে॥ ১০॥

সুত বলিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার বাক্য শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইহা অপাণ্ডব জগৎ করিবার জন্যই দ্রোণপুত্রের পরিত্যক্ত মহাস্ত্র॥ ১১॥

মুনিবর! অনন্তর পাণ্ডবগণ সেই প্রদীপ্ত, বহুজাত-১-অস্ত্রসকল তাঁহাদের দিগে চলিয়া আসিতেছে দেখিয়া পঞ্চসায়ক -২- অস্ত্রগুলি -৩- তাহার উপরে প্রতিসন্ধান করিবার জন্য উঠাইয়া লইলেন॥ ১২॥

বিভু সেই সকল অনন্যভক্তগণের সেইরূপ ব্যসন-৪-টি দেখিয়াও দুষ্পরিহার্য্য বিবেচনায় স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা আবরিয়া আত্মীয়গণের রক্ষা বিধান করিলেন [১৩] এবং এদিগে সেই সর্ব্ব-ভূতাত্মা, সকল হৃদন্তর্যামী, যোগেশ্বর হরি কুরুকুল রক্ষার জন্য আপন মায়া দ্বারা গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বৈরাটির-৫-গর্ভ আবরিলেন॥ ১৪॥

ভৃগুদ্বহ! যদিও সেই ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অপ্রতিক্রিয়-৬—অব্যর্থসন্ধান, তথাপি তখন সে বৈষ্ণব তেজ পাইয়া সম্যক্‌রূপেই শান্ত হইয়াছিল [১৫] ফলতঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় অচ্যুতে ইহা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মানিও না। কেন না যিনি স্বয়ং অজ হইয়াও কেবল আপন মায়া দ্বারা এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন আবার নাশও করিতেছেন, তাঁহার কিছুই আশ্চর্য্যের নহে॥ ১৬॥

---

১—অর্থাৎ এক হইয়াও মন্ত্রবলে বহু সংখ্যক হইয়া প্রাদুর্ভূত।

২—অর্থাৎ পাঁচ পাঁচটি করিয়া বাণ থাকে যাহাতে ঈদৃশ বাণ।

৩—এইরূপ পঞ্চমুখ বাণ, পঞ্চ ভ্রাতাই গ্রহণ করেন সুতরাং বহু বচন প্রদত্ত হইয়াছে।

৪—অর্থাৎ ব্যগ্রতার সহিত বিশেষ পরিশ্রম।

৫—বিরাট রাজার পুত্রী অর্থাৎ উত্তরা।

৬—অর্থাৎ যাহার নিবৃত্তি করিতে কোনোরূপ ক্রিয়া কৌশল খাটে না

কুন্তী সতী ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্ত সেই সকল আত্মজগণের সহিত ও আত্মজবধূ কৃষ্ণার সহিত একত্র হইয়া প্রয়াণাভিমুখ-১-শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কহিলেন ॥ ১৭ ॥

কুন্তী কহিলেন॥ তুমি আদিপুরুষ—প্রকৃতিরও পর-২-অর্থাৎ ঈশ্বর। তুমি সকল ভূতেরই অন্তরে, বাহিরে অবস্থিত, -৩- তথাপি অলক্ষ্য -৪—তোমাকে নমস্কার করি [১৮] যেমন নাট্যধর নট রঙ্গভূমিতে যবনিকাপতন করিলে মূঢ়দৃষ্টিদর্শকেরা তাহাকে দেখিতে পায় না তদ্রূপ তুমিও এই ভবসংসারাভিনয় করিতে আসিয়া আপন মায়ারূপি যবনিকা দ্বারা সমুদয় মূঢ়দৃষ্টি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ। আমি সুতরাংই অজ্ঞা হইয়াছি ( কিরূপে আর তোমায় জানিতে পারিব ? ) তুমি যে ঐরূপে অলক্ষিত হইয়া রহিয়াছ। ভগবন্! তুমি অধোক্ষজ -৫- তুমি অব্যয়, তোমায় নমস্কার [১৯]। যাঁহারা পরমহংস -৬- যাঁহারা মুনি ( মননশীল ) এবং যাঁহারা নির্ম্মলাত্মা—রাগাদিবর্জ্জিত-৭-তাঁহারাই বড় ভক্তিযোগ-বিধানার্থ তোমায় দেখিতে পাইতেছে ? আমরাত স্ত্রীলোক! আমরা আর কিরূপে তোমায় দেখিব! [২০]। কৃষ্ণকে নমস্কার। বাসুদেবকে নমস্কার। দেবকীনন্দনকে নমস্কার। নন্দগোপকুমারকে -৮- নমস্কার। এবং গোবিন্দকে নমস্কার—পুনশ্চ নমস্কার [২১]। পঙ্কজনাভকে-৯-নমস্কার। পঙ্কজমালিকে -১০- নমস্কার। পঙ্কজনেত্রকে নমস্কার। পঙ্কজাঙ্ঘ্রিকে ১১ নমস্কার [২২]। হৃষীকেশ! ( আমাতে তোমার মা হইতেও অধিক প্রীতি আছে, যেহেতু ) দেবকী মাতা দুষ্ট কংশদ্বারা অনেক দিন কারাগারে অবরুদ্ধ থাকেন, অনেক পুত্রশোকও প্রাপ্ত হন, পরে তুমি তাঁহাকে মুক্ত কর, তাহাও একবার মাত্র ; ফলতঃ তাঁহার তখন অন্য নাথও ( বসুদেব ) ছিল, কিন্তু বিভো! আমার তুমিই এক নাথ ( রক্ষক ) সুতরাংই আমি তোমা দ্বারা একবার নয়, বারবারই, এবং একক নয়, সমস্তআত্মজগণের সহিতই বিমুক্ত হইয়াছি ॥২৩॥

একবার বিষ হইতে একবার মহাগ্নি হইতে একবার রাক্ষসদর্শন হইতে একবার অসৎসভা

---

১—অর্থাৎ স্বদেশ যাত্রাভিমুখ।

২—অর্থাৎ সকলের মূল—মূলপ্রকৃতি, তাহারও অধিষ্ঠাতা—নিয়মনকর্ত্তা।

৩—অর্থাৎ অন্তরে জ্ঞানরূপে অবস্থিত, বাহিরে কার্য্যকারণ সত্তারূপে অবস্থিত।

৪—অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টির অগম্য।

৫—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যাঁহার জ্ঞানের কাছে অধ ( কম ) হয়, তাঁহাকে "অধোক্ষজ" কহে॥

৬—অর্থাৎ পরিব্রাজক—দণ্ডী। ৭—অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিমান্ যোগী॥

৮—নন্দরাজার গৃহে প্রতিপালিত হন, সুতরাং ইহাঁর "নন্দগোপকুমার" বলিয়াও অভিধা হইয়াছে।

৯—যাঁহার নাভি হইতে পঙ্কজের উৎপত্তি হয় তাঁহাকে 'পঙ্কজনাভ' কহে।

১০—যাঁহার কণ্ঠেতে পদ্মের মালা থাকে তাঁহাকে কহে। এ সমস্তই প্রায় যোগরূঢ়ী শব্দ।

১১—পঙ্কজের ন্যায় চরণ যাঁহার. তাঁহাকে কহে।

হইতে এবং বনবাসজনিত দুঃখ হইতে বহুবার আমরা রক্ষিত হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন আমরা প্রতি-যুদ্ধেই অনেকানেক মহারথিগণের অস্ত্র হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরি! অবশেষে তোমা দ্বারা দ্রৌণির মহাস্ত্র হইতেও আবার রক্ষিত হইলাম॥ ২৪॥

হে জগদ্গুরু! সেই সেই স্থানের বিপদগুলি যেন আমাদের নিরন্তরই হইতে থাকুক, কেন না সেই সব বিপদ প্রাপ্তিতে আমরা মহাশয়ের অপুনর্ভবদর্শন -১- দর্শনটি বরাবরই পাইতে পারিব -২- [২৫]। বস্তুতঃ যে পুরুষ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বহুশ্রুতি ও লক্ষ্মী এই সমস্ত বিভবজনিত এধমান মদ দ্বারা মত্ত হইয়া থাকে, সে তোমাকে কখনই বর্ণিতে সমর্থ হয় না, কেন না তুমি যে এক অকিঞ্চন ( দুঃখি ) জনেরই গোচর॥ ২৬॥

অকিঞ্চনধনকে -৩- নমস্কার। নিবৃত্তগুণবৃত্তিকে -৪- নমস্কার। আত্মারামকে নমস্কার। প্রশান্তরূপীকে নমস্কার। কৈবল্যপতিকে -৫- নমস্কার॥ ২৭॥

বিভু! আমি তোমাকে কাল বলিয়া মানি, ঈশ্বর বলিয়া মানি এবং তোমাকে অনাদি-নিধন-৬-বিভু বলিয়াও মানি। আর তুমি সর্ব্বত্র সমান ভাবেই বিচরিয়া থাক, অতএব যেখানে ভুতগণের পরস্পর কলহ হইয়া থাকে-৭-সেস্থলেও যে তুমি সমানভাবেই থাকিবে, ইহাতে আর সংশয় কি?॥ ২৮॥

যাহার দয়িতা-৮-ও কেহ নাই, দ্বেষ্টাও কেহ হয় না, ভগবন্! এতাদৃশ ভগবানের -৯- যে জন্য বৈষম্য মতি হইয়াছে তাহা কেহই অবগত নহে। তুমি শুদ্ধ মনুষ্যগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, সুতরাংই তোমার ঈদৃশ -১০- চিকীর্ষিত কার্য্য কোনো কালেও কেহ জানে না [২৯]। ফলতঃ হে বিশ্বাত্মন্! তুমি প্রকৃতপক্ষে অজ ও অকর্ত্তাত্মা

১—যাহার দর্শনে পুনর্ব্বার আর ভবসংসারের দর্শন হয় না তাদৃশ দর্শনকেই অপুনর্ভবদর্শন কহে।

২—এস্থলে একটি আশঙ্কা উদিত হইতে পারে। যদি তাঁহার একবার দর্শন করিলেই আর ভবদর্শন হয় না, তাহা হইলে তাদৃশ একবার দর্শন ত তাঁহার সম্পন্নই হইয়াছে, তবে কি নিমিত্ত আর বার বার অভিলাষ করিতেছেন? সত্য; কিন্তু প্রাবব্ধ শরীরও যে তাঁহার দর্শনে প্রশান্ত হইয়া যাইবে এমন নহে। এই প্রারব্ধ শরীরাবসানে পুনশ্চ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না এই মাত্র তাঁহার অভিপ্রায়। এ অবস্থায় কুলালচক্রভ্রমির ন্যায় কর্ম্মবিশিষ্ট ভুজ্যমান শরীরের শীঘ্র শীঘ্র ভোগদ্বারা পর্য্যবসান করিবার জন্য অবশ্যই অপুনর্ভবদর্শন দর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ অভিলাষ জাগরূক হইতে পারে।

৩—অর্থাৎ কাঙ্গালের ধন।　　৪—অর্থাৎ সগুণ হইয়া নির্গুণ অথবা বরাবরই নির্গুণ।

৫—অর্থাৎ কৈবল্যদাতা।　　৬—অর্থাৎ আদ্যন্তশূন্য।

৭—অথবা তোমাকে নিমিত্তমাত্র করিয়াই ভুতগণের কলহ উপস্থিত হয়। ফলতঃ তোমাতে কিছুমাত্র বৈষম্য (পক্ষপাত) নাই।

৮—অর্থাৎ দয়াকর্ত্তা।　　৯—অর্থাৎ তোমার।　　১০—অর্থাৎ একপক্ষের অবলম্বন।

হইয়াও তোমার তির্য্যক্‌রূপে-১-নানাবিধ মনুষ্যরূপে -২- ও মৎস্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী-৩-কার্য্য করা—আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্তই বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়॥৩০॥

৪—তুমি অপরাধী হইলে গোপী -৫- যখন তোমায় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য যতক্ষণে রজ্জু আনেন, আহা ! ভগবন্ ! তোমার সেই কতকক্ষণ যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাকে এখনও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।—তখন তোমার চক্ষু দুইটি ব্যাকুলিত হয় ও চক্ষুঃস্থিত অঞ্জনসমূহ অশ্রুতে ঘোলা হইয়া উঠে। এবং ভয়েতে—ভাবনাতে মুখখানি হেঁট করিয়া রহিলে। আঃ কি আশ্চর্য্য ! যাঁহার কাছে ভয়ই স্বয়ং ভয় পায়—তাঁহার আবার এ দশা ! ! ॥৩১ ॥

কোনো কোনো মহাত্মারা কহিয়াছেন—তুমি অজ হইয়াও কেবল প্রিয় পুণ্যশ্লোকের-৬-কীর্ত্তির জন্য, ( অথবা আপন যদুগণেরই কীর্ত্তির জন্য হউক ) যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অর্থাৎ যেমন চন্দনবৃক্ষ ( মলয়াতিরিক্ত স্থানে জন্মিয়াও ) মলয়েরই কীর্ত্তির জন্য জন্মিয়া থাকে -৭- তদ্রূপ তুমিও হইতেছ ॥ ৩২ ॥

অপর কেহ কেহ বলেন যে, তুমি অজ হইয়াও শুদ্ধ এই ভবসংসারের কল্যাণবিধানার্থ ও অসুরগণের বধ সাধনার্থে ( সুতপা ও পৃশ্নি ঋষি দ্বারা ) যাচিত হইয়াই বসুদেবঔরসে দেবকী গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কবিয়াছ ॥ ৩৩ ॥

অন্যান্য কেহ কেহ কহেন যে, তুমি উদধিস্থিত সুভার সম্পন্ন নৌকা সদৃশ ভারাপন্ন এই পৃথিবী হইতে ভার সকল নামাইবার জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাচিত হইয়াছিলে ॥ ৩৪ ॥

কোনো কোনো মহাজনেরা কহিয়াছেন যে, ইহ সংসারে অবিদ্যাজনিত সকামকর্ম্ম সমূহে ক্লিশ্যমান জনগণের জন্য শ্রবণ মননোপযুক্ত কর্ম্মসকল উপদেশিবার জন্যই তুমি জন্মিয়াছ ॥৩৫ ॥

বস্তুতঃ যে সকল মানবেরা ( তোমার নাম ও কীর্ত্তি সকল ) শ্রবণ করিতেছেন, ( তোমার

---

১—অর্থাৎ ববাহাদিরূপে ॥ ২—অর্থাৎ বাম, রাম শ্রীরামাদিরূপে ॥

৩—অর্থাৎ সেই সেই জাতীয় স্বভাবানুযায়ী ॥ ৪—এক্ষণে বিড়ম্বনাটিই স্পষ্ট কবিয়া দিতেছেন ॥

৫—গোপী বলিতে যশোদা ॥

৬—অর্থাৎ রাজা যুধিষ্ঠিবেব ॥

৭—এস্থলে পাঠকগণ দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের সাম্যটি একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিবেন। হঠাৎ একদেশী দৃষ্টান্ত ও একদেশীই দার্ষ্টান্ত বলিয়া বোধ হইবে. ফলতঃ তাহা নহে ; উভযের সম্পূর্ণরূপেই সাধারণ ধর্ম্মের একতা আছে। দৃষ্টান্ত চন্দন বৃক্ষেব সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি। একটি অন্যত্র জন্মিযাও মলয়েবই প্রশংসা, অপর মলয়ে না জন্মিয়া কিছু মলযের প্রশংসা হয় নাই। তদ্রূপ দার্ষ্টান্তভূত কৃষ্ণের জন্মেও দেখুন। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র (যদুকুলে) জন্মিয়াও যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তিপ্রকাশ, অপব যদুকুলে না জন্মিয়া কিছু যদুকুলের এতাধিক গৌবব হয় নাই। চন্দন বৃক্ষ মলয পর্ব্বতাতিবিক্ত স্থানেও জন্মিয়া থাকে। যাঁহাদের সন্দেহ হয় তাঁহাবা রাণাঘাটে যাইবেন।

নাম বা আচরণ সকল চরণবন্ধ করিয়া স্বরসংযোগে ) গান করিতেছেন, ( অথবা কেবল চরণবদ্ধ করিয়া ) স্তব করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃই তোমার অদ্ভুতকীর্ত্তি সকল স্মরণ করিতেছেন ( এমন কি অন্য কাহারও দ্বারা কীর্ত্ত্যমান হইলেও ) তাহাতে অভিনন্দন করিতেছেন, ভগবন্! ত্বদীয় ভব-প্রবাহ-নিবর্ত্তক পাদপদ্মটি তাঁহারাই অচিরাৎ দেখিতে পাইতেছেন॥ ৩৬॥

প্রভো! আমরা তোমার সুহৃৎ, আমরা তোমার অনুজীবী; আজকে কি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ? হাঃ—যাহাদের রাজগণের মধ্যে পাপ আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, হাঃ—যাহাদের আপনার পদাম্বুজ ভিন্ন অন্য আর গতি নাই—হে স্বজনগণ-ঈপ্‌সিত ফলদাতা! তাহাদিগকে আজকে কি তুমি পরিত্যাগ করিতেছ? [৩৭] ফলতঃ এই সকল ভুত-দেহেতে যখন জীবের দর্শন হয় না তখন তাহারা যেমন নির্জ্জীব হইয়া নামরূপ হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কি, যদুগণ—কি, পাণ্ডবগণ—আমরা সকলে যখন আপনারাই অদর্শন পাইব তখন নামেতেই বল—রূপেতেই বল—আর আমরা কি থাকিব? [৩৮] এবং হে গদাধর! এখন আমাদের এই স্থানটি ত্বদীয় স্বলক্ষণ-বিলক্ষিত-পদচিহ্ন সমূহ দ্বারা অঙ্কিত হইয়া যেমন শোভিত হইতেছে তখন আর কখনই তেমন শোভিবে না [৩৯] বস্তুতঃ যাহাতে সুপক্ক ঔষধি ও বৃহৎ বৃক্ষ-সকল রহিয়াছে এবং বন, পর্ব্বত ও ভাল ভাল জলাশয় সকল রহিয়াছে এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী এই সকল জনপদ—ভগবন্! এখন তোমারই দৃষ্টিতে ঈদৃশ বৃদ্ধিমান হইতেছে [৪০] যাহা হউক এক্ষণে এইমাত্র আমাদের প্রার্থনা যে, "হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মা! হে বিশ্বমূর্ত্তি! তুমি ( যাও—এসো, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু ) স্বকীয় এই সমস্ত পাণ্ডব ও বার্ষ্ণেয়গণেতে যেন দৃঢ় হইয়া থেকো। এবং এক্ষণে আমার তোমাতে যে দৃঢ়রূপে স্নেহপাশ পড়িয়াছে তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।' [৪১] হে মধুপতি! ( আর একটি আমার প্রার্থনা আছে যে, হে নাথ!) তোমাতে যেন আমার মতি অনন্যবিষয়া হইয়া একবারও রমণ করুক ( অর্থাৎ ) গঙ্গা যেমন সমুদ্রকে পাইবার জন্য আপন প্রবাহ চালাইতে কিছুমাত্র কোনোরূপই প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করেন না, তদ্রূপ তোমায় পাইবার জন্য আমার মতিপ্রবাহ যেন কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করে না॥ ৪২॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমায় নমস্কার। হে কৃষ্ণসখা! তোমায় নমস্কার। হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! তোমায় নমস্কার। হে ভুমিদ্রোহকারিরাজন্যবংশদহন! তোমায় নমস্কার। হে অপবর্গবীর্য্য-দাতা! তোমায় নমস্কার। হে গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার। হে গোদ্বিজসুরদুঃখহর অবতার! তোমায় নমস্কার। হে যোগেশ্বর! তোমায় নমস্কার। হে নিখিলগুরো! তোমায় নমস্কার। হে ভগবন্! তোমায় নমস্কার॥ ৪৩॥

সুতদেব বলিলেন। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ এইরূপ মধুর পদাবলি দ্বারা কুন্তীকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, ফলতঃ সেই হাস্যই তাঁহার মায়া, তাহা দ্বারা তখন তিনি জগৎকে যেন

মোহিত করিয়াছিলেন [৪৪] এবং তাঁহার সেই প্রার্থনাটি "অঙ্গীকার করিলাম, অর্থাৎ সিদ্ধ হবে" এইরূপ বাক্য দ্বারা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিলেন। অনন্তর সেখান হইতে হস্তিনাপুরিতে প্রবেশিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যেমন স্বস্থানে যাত্রা করিবেন অমনি রাজা আসিয়া তখন তাঁহারে নিবৃত্ত করিলেন—আর যাইতে দিলেন না ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর রাজা এরূপ শোকসন্তপ্ত হইয়া বসিলেন যে, ঈশ্বরচেষ্টানভিজ্ঞ ব্যাস প্রমুখ অনেকানেক ঋষিগণ দ্বারা প্রবোধিত হইতেছিলেন এমন কি স্বয়ং অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকও কত কত ইতিহাসাদি দ্বারা প্রবোধিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রবোধিত হইলেন না [৪৬]। হে বিপ্রগণ! ধর্ম্মসুত রাজা সে অবস্থায় প্রাকৃত জন-বুদ্ধিতে এরূপ স্নেহমোহের বশতাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, কেবল সেই সকল সুহৃদ্‌গণের বধই চিন্তা করিতে লাগিলেন চিন্তা করতঃ স্পষ্ট বলিতেও লাগিলেন [৪৭]—"মহাশয়গণ! আমি দুরাত্মা, আমার হৃদয়-নিবদ্ধ অজ্ঞানটিকে একবার দেখুন। উঃ—কি আশ্চর্য্য! এই আমার শৃগালকুক্কুরাহারীর এক দেহের জন্য বহু বহু অক্ষৌহিনী সেনাগণ হত হইল!! [৪৮]-বালক, দ্বিজ, সুহৃদ্, মিত্র, পিতৃব্য গুরু এ সমস্তের দ্রোহ হইল!!!—উঃ—অযুত অযুত বর্ষেও ত আমার এ মহাপাপ হইতে মোচন হইবে না! [৪৯]। "প্রজাপালক রাজার ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুগণের বধ পাপ নহে" এরূপ অনুশাসন বাক্য আমায় প্রবোধ দিতে সমর্থ হইতেছে না [৫০] যেহেতু আমাদ্বারা হতবন্ধু স্ত্রীগণের সম্বন্ধে যে এই দ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আমাদ্বারা তাঁহাদের অভিভাবকেরা যে মৃত হইয়াছেন এ মহাপাপ আমি গৃহস্থোচিত বহু বহু কর্ম্মদ্বারাও দূর করিতে সমর্থ হইব না [৫১] যেমন পঙ্কিল জল পঙ্ক দ্বারা পরিষ্কৃত হয় না, সুরাপানকৃত পাপ সুরাপানদ্বারা নষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমার প্রবল এই এক ভুতহত্যারূপী দোষপঙ্ককে আমি আবার সেই ভুতহত্যা-পঙ্কিল (সদোষ) যজ্ঞ দ্বারা কখনই শোধন করিতে সমর্থ হইব না ॥ ৫২ ॥

## শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধের পরীক্ষিতসংবাদে কুন্তীস্তব নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

## অথ নবম অধ্যায় ॥

সূত বলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বকৃত প্রজাবিনাশ পাপে এইরূপ ভীত হইয়া, সমস্ত ধর্ম্ম বিদিত হইবার ইচ্ছায়, যেখানে দেবব্রত (ভীষ্ম) শরীর ত্যাগ করেন, সেই স্থানে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র প্রদেশে যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

তখন তাঁহার সেই সকল ভ্রাতারা আপন আপন স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত ভাল ভাল অশ্ব-যুক্ত রথে উঠিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। এবং ব্যাসদেব, ধৌম্যাদি ঋষিগণ ও অন্যান্য বিপ্রগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন [২] এবং স্বয়ং ভগবানও ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে রথে উঠিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। আহা ! বিপ্রর্ষি ! তখন-১-তিনি ( যুধিষ্ঠির ) সেই সমস্ত অনুগামী জনগণে পরিবৃত হওয়াতে ঠিক গুহ্যকগণ -২- পরিবৃত কুবেরের ন্যায় প্রতিভান্বিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে যেন কোন এক দেবতা স্বর্গচ্যুত হইয়া, ভূমিসাৎ হইয়াপড়িয়াছেন বিবেচনা করিয়া, অন্বাগত -৩- সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত এবং চক্রিরও-৪-সহিত একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪ ॥

হে সাধুবর ! তখন সেই স্থানে ভরতপুঙ্গবকে ( ভীষ্মকে ) দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ—সকলেই উপস্থিত ছিলেন ॥ ৫ ॥

পর্ব্বত, নারদ, ধৌম্য, ভগবান্ বাদরায়ণ, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, স্বশিষ্য রেণুকাপুত্র[৬] -৫- বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শন, এই সকল মহাত্মারা আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্ ![৭] এতদ্ভিন্ন সেখানে অন্যান্য ব্রহ্মরাত ( শুক ) প্রভৃতি এবং সশিষ্য কশ্যপ, আঙ্গিরস ( বৃহস্পতি ) প্রভৃতি নির্ম্মলাত্মা মুনিরাও আসিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ, দেশকালবিভাগজ্ঞ-৬-ভীষ্মদেব সেই সমস্ত আগত মহাভাগগণকে একত্রে পাইয়া, বিধিমত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন[৯] এবং কৃষ্ণ-প্রভাবজ্ঞ-৭-প্রকৃত জগদীশ্বর কৃষ্ণকে হৃদয়ে রাখিয়াও মায়া-গৃহীত-কলেবর হইয়া সম্মুখে আসীন কৃষ্ণদেবকেও সেই মতই -৮- অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর সেই সমস্ত বিনয়স্নেহসম্পন্ন সমীপাসন্ন পাণ্ডুপুত্রগণকে প্রেমাশ্রু-নীরাচ্ছন্ন অন্ধীভুত চক্ষুর্দ্বারা অবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন[১১]—হে ধর্ম্মনন্দন সকল ! অহো—কি আশ্চর্য্য !!

১—অর্থাৎ যখন কুরুক্ষেত্রে গিয়া পঁহুছিলেন ॥

২—কুবেরের অনুচরগণকে গুহ্যকগণ কহে ॥ ৩—অনুগামী হইয়া আগত ॥

৪—অর্থাৎ লীলাচক্রান্তকারী শ্রীকৃষ্ণেরও সহিত ॥

৫—অর্থাৎ পরশুরাম।

৬—কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে বা কিরূপে, কাহার সহিত কীদৃশ ব্যবহার করিতে হয়। ইহা যিনি সম্পূর্ণ রূপে অবগত থাকেন, শাস্ত্রে তাঁহাকেই "দেশকালবিভাগজ্ঞ" কহে।

৭—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতরূপে প্রভাব সমুদায় বিদিত হইয়াছেন—অর্থাৎ এতাদৃশ ভীষ্মদেব।

৮—অর্থাৎ কৃষ্ণ লৌকিক সম্বন্ধে কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার ( ভীষ্মের ) ঈশ্বরাবতার বলিয়া যথার্থ রূপে প্রত্যক্ষ ছিল অতএব অন্যান্য গুরুতর ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও বিধিমত পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

তোমরা বিপ্রধর্ম্ম, -১- তোমরা এক অচ্যুতাশ্রয়, -২- অতএব তোমরা ক্লিষ্ট হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছ না ? এ—বড় অন্যায়, এ—বড়ই নিন্দনীয় কথা[১২]। অহো ! পাণ্ডুরাজ মৃত হইলে পর বাল-পুত্রা পৃথা বধূ (কুন্তী) তোমাদের জন্য পুনঃ পুনঃই ক্লেশ পাইয়াছেন ॥১৩॥

ফলতঃ মেঘাবলী যেমন বায়ু-বশে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইহ সংসারে লোক সকলও যাঁহার বশতাপন্ন হইয়াই ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে—তিনিই আমাদের পালক। মহাশয় ! আমাদ্বারা আপনার সম্বন্ধে যাহা কিছু অপ্রিয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই আমি এই পালক ( রক্ষক ) কালকৃত বলিয়াই মানিতেছি[১৪] অন্যথা যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র রাজা ! যেখানে বৃকোদর গদাহস্ত, যেখানে অর্জ্জুন অস্ত্রধারী ! যেখানে গাণ্ডীব তাঁহার ধনুক ! এবং যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই সুহৃৎ ! সেখানেও কি আবার বিপৎ-সম্ভাবনা !![১৫] অতএব রাজন্ ! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, তুমি এক জন প্রকৃত পুরুষ—সত্য, তথাপি কোনো কালেও ইঁহার-৩-চিকীর্ষিত কার্য্যগুলি জানিতে পারিবে না, কেননা ইহাঁর চিকীর্ষিতকার্য্য-জিজ্ঞাসা সমাযুক্ত হইয়া কত কত পণ্ডিতেরাও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন[১৬] অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি এখন ইহা দৈবাধীনই ঘটিয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হও। হে নাথ ! হে প্রভো ! তুমি এক্ষণে এইরূপে কালানুবর্ত্তী হইয়া সতত অনাথ প্রজাদিগকে পালন কর ॥ ১৭ ॥

৪-ইনি আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান্। ইনি আমাদের আদ্যপুরুষ ইনি। আমাদের নারায়ণ। এবং ইনিই আপন মায়াজাল দ্বারা লোকগণকে বিমোহিত করতঃ বৃষ্ণিকুলে অতি প্রচ্ছন্নভাবে বিচরিতেছেন[১৮] রাজন্ ! ইঁহার গুহ্যতম প্রভাব ভগবান্ মহাদেব জানেন, দেবর্ষি নারদ জানেন, আর সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিল মুনিই জানেন-৫-॥ ১৯ ॥

যাঁহাকে তুমি (অজ্ঞাননিবন্ধন) মাতুলেয় বলিয়া, প্রিয় বলিয়া, মিত্র বলিয়া, ও সুহৃদ্বর বলিয়া মানিতেছ। এবং যাঁহাকে তুমি বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রী করিয়াছিলে, সারথি করিয়াছিলে, এবং আপনার দূতও করিয়াছিলে[২০] দেখ, সেই রাগাদিশূন্য, নিষ্পাপ, নিরহঙ্কার, নির্দ্দ্বয়, -৬- নির্ব্বিশেষদৃক্-৭-সর্ব্বাত্মার, তন্নিমিত্ত কোনোখানেও কিছুমাত্র অন্যভাব হয় নাই[২১] হে ভূপ ! ইনি সর্ব্বভূতে সমানভাবে থাকিয়াও একান্ত ভক্তগণেতে যে, ইঁহার কিরূপ অনুকম্পা, তাহা একবার

---

১—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সেবাপরায়ণ। ২—অর্থাৎ প্রকৃত বৈষ্ণব, অহিংসা-পরায়ণ ॥

৩—অর্থাৎ জগৎপালক অচিন্ত্যশক্তি কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের।

৪—এই শ্লোক অবধি ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তব আরম্ভ হইল।

৫—অর্থাৎ এই সকল দেবমুনি ব্যতিরিক্ত আর কেহই জানেন না।

৬—নির্দ্দ্বয় অর্থাৎ দ্বৈতবর্জ্জিত। ৭— অর্থাৎ নি নাই বিশেষ দৃষ্টি ( পক্ষপাত ) যাঁহার ॥

দেখ ; কেননা যিনি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—তিনি আমার প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে স্বয়ং দেখিতে আসিলেন ![22] যোগীজন যাঁহাতে ভক্তিদ্বারা মনোনিবিষ্ট করিয়া এবং বাক্যদ্বারা যাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া আপন কলেবর পরিত্যাগ করতঃ সমুদায় সকামকর্ম্ম হইতে -১- মুক্ত হইয়া থাকেন[23] সেই সকল-ধ্যান-বিষয় -২- ও প্রসন্ন-হাস্যারুণ-লোচন-কমনীয়-মুখাম্বুজশালী-৩-দেব-দেব, চতুর্ভুজ -৪- ভগবান্, আমার জন্য সেই পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবেন—যে পর্য্যন্ত আমি এই (নশ্বর) কলেবরটী পরিত্যাগ না করিতেছি ॥ ২৪ ॥

সূতদেব বলিলেন ।—যুধিষ্ঠির ঐরূপ (সানুকম্প) বাক্য শুনিয়া সেই শরশয্যাশয়ান ভীষ্মকে বিবিধ ধর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিরা পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

পুরুষ-স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম সকল, -৫- বর্ণধর্ম্ম সকল, আশ্রমধর্ম্ম সকল, এবং বৈরাগ্য, রাগ এই উভয় উপাধিদ্বারা যথাক্রমে বিহিত নিবৃত্তি প্রবৃত্তিরূপ উভয় লক্ষণ -৬- ধর্ম্ম সকল[26] পাত্রাপাত্র বিভাগ পূর্ব্বক দান ধর্ম্ম সকল, রাজ ধর্ম্ম সকল ও মোক্ষ ধর্ম্ম সকল, এবং সংক্ষেপ বিস্তাররূপ উভয় উপায় বিহিত -৭- স্ত্রীধর্ম্ম সকল ও ভগবৎ ধর্ম্ম সকল[27] এবং নানা আখ্যান ও নানা ইতিহাসাদি গ্রন্থে যেরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-এই সমস্ত উপায়ের সহিত বর্ণিত আছে, হে মুনি ! তদ্রূপ সেই তত্ত্বজ্ঞানী ( ভীষ্ম )ও তাঁহাদের নিকটে বর্ণিলেন ॥ ২৮ ॥

এইরূপে ধর্ম্ম বলিতে বলিতে তাঁহার (ভীষ্মের) সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা ইচ্ছামৃত্যু যোগিগণের বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ উত্তরায়ণ[29] তখন সহস্রণী -৮- আপন কথা সমূহ উপসংহার করিয়া সেই সম্মুখস্থিত সুশোভন পীতবসনধারী চতুর্ভুজ, বিমুক্তসঙ্গ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অনিমীলিত দৃষ্টে মনঃ সংযম করিলেন ॥ ৩০ ॥

যাঁহার ঈদৃশ বিশুদ্ধ-চিত্ত-ধারণাদ্বারা অশুভ সকল নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই তাঁহা-রই ( শ্রীকৃষ্ণেরই ) কৃপাদৃষ্টিতে যাঁহার শস্ত্রাঘাত-জনিত দুঃখ সমূহ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়

---

১—অর্থাৎ সকামকর্ম্মফলে যে, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণরূপী সংসারচক্রে ঘূর্ণন ( আবর্ত্তন ) তাহা হইতে ।

২—অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণেরই চিন্তনীয় ।

৩—অর্থাৎ প্রসন্নহাস্য ও অরুণকিরণনিভ লোচনদ্বয় দ্বারা কমনীয় (কান্তিযুক্ত) হইয়াছে যে মুখাম্বুজ ( মুখপদ্ম ) তদ্বিশিষ্ট শরীর ।

৪—'চতুর্ভুজ' অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার ।

৫—অর্থাৎ নীতি উপদেশ সকল ॥

৬—অর্থাৎ বৈরাগ্য জনিত নিবৃত্তি রূপ ( বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ) ধর্ম্ম, এবং রাগ (আসক্তি) জনিত প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম ॥

৭—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে সমর্থের পক্ষে বিস্তার রূপে ও অসমর্থের পক্ষে সংক্ষেপরূপে ক্রিয়া সকল বিধান করিবেন ॥

৮—যিনি যুদ্ধে সহস্র সহস্র রথীগণকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে ' সহস্রণী ' কহে অর্থাৎ ভীষ্ম ।

সুতরাং ই যাঁহাতে সকল ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি-বিভ্রম -১- গুলি নিবৃত্ত হইয়াছিল। তখন তিনি এমত অবস্থায় আপন কলেবরটি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া জনার্দ্দনকে ( এইরূপে ) তুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥

ভীষ্ম বলিলেন। যিনি কদাচিৎ ক্রীড়া করিবার জন্য প্রকৃতিতে উপগত হইলে, যাঁহা হইতে এই সংসার-প্রবাহ চলিয়াছে—সেই অস্মদাদির ন্যায় অবস্থারহিত, স্বস্বরূপানন্দপ্রাপ্ত, সাত্বত-শ্রেষ্ঠ ভগবানে, আমার এইরূপ নিষ্কাম মতি সমর্পিত হইল ॥ ৩২ ॥

ত্রিভুবন-কমনীয়, তমাল সদৃশ নীলবর্ণ, রবি-কিরণ-সদৃশ উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট বসন পরিধানকারী, এবং যাহার দেহলাবণ্য-সরোবরে অলকা তিলকা সমূহাবৃত মুখপদ্মটি ভাসিতেছে, তাদৃশ বিজয়সখিতে আমার নিষ্কাম অনুরক্তি হউক ॥ ৩৩ ॥

যুদ্ধেতে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটল দ্বারা ধূষরিত, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কেশ সমূহদ্বারা স্বেদবিন্দু সকল চারিদিগে বিকীর্ণ হইবায় যাঁহার আনন, অতীব শোভমান হইয়াছিল!— যুদ্ধেতে যাঁহার গাত্রচর্ম্ম মদীয় সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র সমূহ দ্বারা বিভিদ্যমান হইয়াছিল! এবং সেই সমস্ত ত্বক্-ভেদকারী মদীয় শরজাল দ্বারা যাঁহার কবচটী তখন অতীব শোভমান হইয়াছিল! সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমার আত্মা নিস্পৃহ হইয়া অনুরক্ত হউক ॥ ৩৪ ॥

যুদ্ধেতে যিনি আপনার বন্ধুবাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎই নিজ পর সেনাদলের মধ্যে রথ প্রবিষ্ট করিয়া অবস্থান করতঃ আপন কালদৃষ্টি দ্বারা পরসৈনিকগণের আয়ুঃ হরণ করিয়া লন্, তাদৃশ পার্থসখাতে আমার অনুরক্তি হউক ॥ ৩৫ ॥

অতি দূরাবস্থিত পৃতনার মুখ্য মুখ্য জনগণকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়াই পাপভয়ে আত্মীয়-জনগণের বধ কার্য্যে নিবৃত্ত, বিমুখীভূত পার্থের--যিনি অধ্যাত্ম বিদ্যাদ্বারা তাদৃশ (অক্ষত্রোচিত) কুবুদ্ধিটি অপহরিয়া লন—সেই এই পরম ভগবানের পরম শ্রীচরণে আমার পরমানুরক্তি হউক ॥ ৩৬ ॥

যে রথস্থ ভগবান্ আপন প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও আমার প্রতিজ্ঞাকে অধিক করিবার জন্য রথ হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ যেমন হস্তী বিনাশিবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ যিনি আমাকে নাশিবার জন্য রথচক্র হস্তে গতোত্তরীয় হইয়া—মেদিনী কাঁপাইয়া— মদভিমুখে ধাবিত হন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর যিনি আততায়ি—আমার সুতীক্ষ্ণবাণাঘাতে বিগতকবচ হইয়া রুধিরপরিপ্লুত হন। আহা! রুধিরপরিপ্লুত হইয়াও যিনি আমায় নাশিবার জন্য, অতিবলেরই সহিত ( বারবারই )

---

১—ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের অস্থান নিবন্ধন বিবিধ প্রকার যে গতি, তাহাকে বৃত্তিবিভ্রম কহে।

সম্মুখে চলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দদেব এখন ( অন্তকালে ) আমার গতি হউন ॥ ৩৫ ॥

যাঁহার অর্জ্জুনরথই কুটুম্ব, যিনি একহস্তে প্রতোদ (চাবুক) অপর হস্তে অশ্বরশ্মি (লাগাম) ধারণ করিয়া সেই শোভাতেই অতিসুদৃশ্য হইয়াছিলেন, এবং এই অবস্থায় হত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক হত হইবায়, স্বরূপ ( সারূপ্য মুক্তি ) প্রাপ্ত হয়, সেই ভগবানে আমার-মুমূর্ষুর রতি হউক ॥ ৩৬ ॥

যাহারা সুললিত গমন, বিলাস, মধুহাস, ও সপ্রণয় নিরীক্ষণ-এই সমুদায় গুণে যাঁহার নিকটে মহা মান প্রাপ্ত হয় এবং এই সমস্ত গুণেই যাহারা উৎকট মদান্ধ হইয়া যাঁহার গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ানিচয়ের অনুকরণ করিয়াছিল—ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, সেই সমুদায় মদান্ধ, অনুকরণকারিণী মানিনী গোপবধূটীগণ তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মুনিগণ ও প্রধান প্রধান নৃপতিগণপরিব্যাপ্ত রাজসূয় সভা মধ্যে যিনি মুনিগণাদির আশ্চর্য্যবৎ ইক্ষণীয় হইয়া পূজা প্রাপ্ত হন, সেই এই জগদাত্মা হরি এক্ষণে আমার দৃষ্টিপথের অনতীত হইয়াই প্রকট হইয়া রহিয়াছেন ( অহো ! আমার ভাগ্য ! ) ॥ ৩৮ ॥

যাহারা অজ্ঞান নিবন্ধন আত্মাতে অনাত্ম-ধর্ম্মের কল্পনা করিয়া আপনাতে শরীরের উপভোগ করিতেছে, সেই সকল মানবগণের প্রতিহৃদয়েই যিনি অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন এবং যিনি সূর্য্যের ন্যায়-১-প্রতিদৃষ্টিতে পড়িয়াই দৃষ্টিরূপী উপাধি-ভেদে অনেকধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই এই অজ, এক স্বরূপ-২-ভগবানকে, আমি বিধূত-ভেদমোহ-৩-হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥

---

১ - সূর্য্য যেমন এক হইয়াও প্রতিদেশের দৃষ্টিভেদে বহু হন, অথবা ইহা একদেশী দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ ঘটোদক, সরোবোদক, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি নানা উপাধিতে এককালেই যেমন অসংখ্যরূপে দৃষ্টিগোচর হন, তদ্রূপ।

২—'এক স্বরূপ' অর্থাৎ অদ্বিতীয়—স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ত্রিবিধ ভেদ শূন্য। অথবা 'এক স্বরূপ' অর্থাৎ এক সংখ্যা সমান রূপ। এক সংখ্যা যেমন দ্বিত্রিচতুর্থাদি সংখ্যাতে প্রত্যেকেই অনুগত এবং সমুদায়ই আপন (এক) স্বরূপ, তদ্রূপ ইনিও প্রত্যেকই অনুগত ও সমুদায়ই আপন স্বরূপ। এক সংখ্যা দ্বিত্র্যাদি সংখ্যাতে কিরূপে প্রত্যেকেরই অনুগত ? এই এক ও এই এক এইরূপ দুই এক-জ্ঞান জন্য জ্ঞানেরই নাম দুই। এইরূপ এই এক, এই এক, এই এক, এইরূপ তিন এক জ্ঞান জন্য জ্ঞানেরই নাম তিন, এইরূপে চতুর্থাদি সংজ্ঞাও বুঝিতে হইবে, এখন দেখুন—এ অবস্থায় দ্ব্যাদি সকল সংখ্যাতেই এক অনুগত আছে কি না। ফলতঃ দ্ব্যাদি সমুদায় সংখ্যাই যে এক আপন (এক) স্বরূপ—ইহাও এখন সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ যখন সমুদায় সংখ্যাই ঐরূপ একেরই সংঘাত জ্ঞানে উৎপন্ন—এদিগে এক—দ্বিতীয় এক হইতে নিতান্ত অভিন্ন, তখন কাজেকাজেই দ্ব্যাদি সমুদায় এক—এক স্বরূপ, ইহা অনুভব সিদ্ধ হইল। তবে হাঁ স্বীকার করি, ঈদৃশ অনুভব আমাদের লৌকিক কার্য্যকর নহে।

৩—অর্থাৎ ভেদজ্ঞান মোহশূন্য হইয়া ॥

সূতদেব বলিলেন্। তিনি (ভীষ্ম) ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রে এই রূপ মানসিক ও বাচনিক বৃত্তি সমূহ দ্বারা আপন জীবাত্মাকে সেই পরমাত্মার সহিত আবিষ্ট করতঃ-১-অন্তশ্বাস (প্রাণ) পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪০ ॥

ভীষ্মদেবকে নিরুপাধিভূতপরব্রহ্মে এইরূপে সংমিলিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যেন দিনাবসানে বায়সগণের মৌনাবলম্বনের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর, দেব-মানবগণ-বাদিত দুন্দুভি সকল নাদিয়া উঠিল। রাজাদিগের মধ্যে সাধুমহোদয়েরা তাঁহাকে প্রশংসিয়া উঠিলেন। এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

হে ভার্গব! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সেই পরলোকগতের যথাবিহিত দাহাদি সংস্কার কার্য্য সকল করাইয়া মুহূর্ত্তেক দুঃখিত হইলেন। এদিগে মুনিগণ হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহার (ভীষ্মের) গুহ্য নামগুলির কীর্ত্তন করতঃ কৃষ্ণকে (অর্জ্জুনকে) সুস্থির করিলেন। তদনন্তর, সেই সকল কৃষ্ণহৃদয় ব্যক্তিরা আপন আপন আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন[৪৩] তদনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত হস্তিনাপুরে যাইয়া পিতাকে এবং সন্তাপবতী গান্ধারীকে সান্ত্বয়িলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর সর্ব্ব-বিভু রাজা, পিতা ও বাসুদেবকর্ত্তৃক অনুমোদি হইয়া তাঁহার পিতৃপৈতামহাগত রাজ্য ধর্ম্মতঃ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের যুধিষ্ঠির রাজ্যপ্রাপ্তি নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

১—অর্থাৎ 'তৎত্বমসি' "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্য লক্ষিত নির্ব্বিষয় পবব্রহ্মেব সহিত অপব ব্রহ্মের একতা সম্পাদন কবিযা। ফলতঃ ইহাও দ্বৈত অবস্থাব কথা—কেন না যখন সম্পাদন কর্ত্তাই রহিল অর্থাৎ 'আমি পবব্রহ্মে বিলীন হইলাম' এতাদৃশ বিলয-সম্পাদন কর্ত্তৃত্বটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব নিতান্ত ভেদশূন্য কথনই হইতে পাবিবে না। অতএব এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে. তিনি "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য জনিত যে জ্ঞান, তৎ লক্ষিত (ভাগ ত্যাগ লক্ষণা লক্ষিত) হইলেন, তাহাও আমাদের ন্যায় নহে কিন্তু অপবোক্ষ রূপে। এ অবস্থায দেহপিঞ্জবাবদ্ধ আত্মার কাজেকাজেই মুক্তি (খোলাসা) হইল।

## অথ দশম অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন। ধর্ম্মপালক-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আপন রাজাংশের জন্য সেই সকল সংগ্রামকারি আততায়িগণকে বধ করিয়া তজ্জন্য বিষয়-ভোগে সঙ্কুচিত হইয়া, কিরূপে আবার তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন ? এবং তদনন্তর কিরূপই বা আচরণ করিলেন ॥ ১ ॥

সূত বলিলেন। ভবস্রষ্টা-ভবেশ্বর ভগবান্ হরি দবাগ্নিদগ্ধ-বংশের ন্যায় -১- কুরুবংশ সংরোহিয়া এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিজ রাজ্যে প্রবেশাইয়া প্রসন্নচিত্ত (নিরুদ্বিগ্ন) হইলেন ॥ ২ ॥

ভীষ্মোক্ত ও অচ্যুতোক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া যাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ভ্রম-সমূহ নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং যাঁহার একমাত্র আশ্রয় ভগবানই ছিলেন, সেই অনুজগণ-পরিসেবিত -২- সম্রাট্ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের -৩- ন্যায় আসমুদ্রান্ত পৃথিবী শাসন করিয়া যান ॥ ৩ ॥

সে অবস্থায় যথেষ্টরূপে বৃষ্টি হইত। পৃথিবী সর্ব্বকামদুঘা হইত -৪-। স্থূলোধ্নী গো সকল -৫- অতি হর্ষের সহিত গোষ্ঠ -৬- সমুদায় দুগ্ধধারায় সিঞ্চিত করিত -৭- ॥ ৪ ॥

---

১—অর্থাৎ বাঁশে বাঁশে সঙ্ঘর্ষণোত্থিতদবাগ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত—অবশিষ্ট দুই এক খানি যে বাঁশ, তাহার ন্যায়। দৃষ্টান্তভূত বংশ শব্দে বাঁশ। দার্ষ্টান্তভূত বংশে কুল বুঝাইবে।

২—অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহার অধীনে থাকিয়া সতত আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। এবং নিয়তই শুশ্রূষা-পরায়ণ থাকিতেন।

৩—অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন সহস্র চক্ষু হওয়াতে অপ্রতিহত দৃষ্টি সমূহ দ্বারা স্বর্গকে শাসিয়া রাখিয়াছেন ; তদ্রূপ ইনিও সহস্র সহস্র চার চক্ষু দ্বারা অপ্রতিহত দৃষ্টিতে আসমুদ্রান্ত পৃথিবী শাসিত করিয়াছিলেন। ২ অথবা ইন্দ্র বলিতে সূর্য্য। সূর্য্য যেমন এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত ভুবনকে আপন প্রখর কর সমূহ দ্বারা শাসিত করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ ইনিও এক স্থানে (রাজধানী হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে) বসিয়াই আপন প্রভাবরূপি প্রখর কর সমূহ শাসিত করিয়াছিলেন। ৩অথবা ইন্দ্রশব্দে জীবাত্মা। জীবাত্মা যেমন সকলের সমানভাবে দৃশ্য না হইয়াও অন্যান্য জীবগণের সুখ-দুঃখ-প্রদাতা হন, তদ্রূপ ইনিও সকলের সমানভাবে দৃশ্য হইতেন না কিন্তু শাসন কর্ত্তৃত্বটি সমানভাবেই ছিল।

৪—অর্থাৎ সমুদায় সফলেই (ফসলেই) অভীপ্সিত অন্নাদিসকল উৎপন্ন হইত। ইহা সুবৃষ্টির ফল ॥

৫—অর্থাৎ পীনপয়োধর।

৬—গোষ্ঠ বলিতে গোস্থান অর্থাৎ গোয়াল ॥

৭—অর্থাৎ গোস্থানে তখন এতাধিক দুগ্ধ হইত যে, গোদোগ্ধারা যথাসময়ে দুগ্ধ দোহিয়া লইয়া গেলে, পরেও ফিন্‌কি দিয়া মাটিতে পড়িত।

তখন নদী সকল, সমুদ্র সকল, পর্ব্বত সকল, সকল জাতি বড় বড় বৃক্ষ সকল এবং সমস্ত ঔষধি সকল প্রতি ঋতুতেই ঋত্বনুযায়ী সমানরূপেই ফলিত-১-।[৫] এবং অজাতশত্রু সেই রাজাতে কখনও—না দৈবসম্বন্ধি, -২—না ভূতসম্বন্ধি, -৩—না আত্মসম্বন্ধি -৪—কোনোরূপই আধি ব্যাধি সকল -৫- প্রাদুর্ভূত হইত না ॥ ৬ ॥

ভগবান্ হরি সুহৃদ্গণকে বিশোক -৬- করিবার জন্য ও ভগ্নির ভাল করিবার জন্য হস্তিনা-পুরীতে কতিপয় মাসমাত্র বাস করিয়া[৭] এক দিন তাঁহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্বদেশে যাইতে তাঁহার অভিমতি লইলেন। এবং কোনো কোনো ব্যক্তি দ্বারা অভি-বাদিত হইলেন্, কোনো কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা আলিঙ্গিতও হইলেন, -৭- এইরূপে বিদায় হইয়া রথে গিয়া উঠিলেন ॥ ৮ ॥

সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, এবং ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, গৌতম ও নকুল সহদেব দ্বয়।[৯] বৃকোদর, ধৌম্য এবং সত্যবতী প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ—ইহাঁরা সকলে শার্ঙ্গধন্বার রথা-রোহণে অত্যন্তই বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার বিরহ যাতনা কোনোরূপেই সহ্য করিতে পারিলেন না -৮-॥ ১০ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ-লাভে দুঃসঙ্গ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, যাঁহার সল্লোক কীর্ত্তমান, রুচিকর যশ একবারও শ্রবণ করেন, তাঁহাকে আর পরিত্যাগ করিতে পারেন না -৯-॥ ১১ ॥

দর্শন, স্পর্শন, আলাপন, শয়ন, আসন ও ভোজন এই সমুদায় দ্বারা যাঁহাদের মন তাঁহা-তেই অভ্যস্ত, তাদৃশ অভ্যস্তমতি পার্থগণ কিরূপে তাঁহার বিরহ সহিবেন ?[১২] তাঁহারা সকলেই

---

১—যদিও এ শ্লোকের অর্থবুভুৎসু পাঠকগণের ভাবগ্রহ করিতে হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, বৃক্ষ বা উদ্ভিদ ঔষধি সকলের ঋত্বনুযায়ী সফল ( ফসল ) হইতে পারে কিন্তু নদ্যাদির সফল কিরূপ ? ফলতঃ এস্থলে ভাব, নদ্যাদির সময়ে সময়ে যথাযোগ্য হ্রাস বৃদ্ধিরূপই সফল ( ফসল ) বুঝিতে হইবে। এইরূপ পর্ব্বত সম্বন্ধেও। পর্ব্বত-গণের যে, হ্রাস বৃদ্ধি আছে--ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

২—অর্থাৎ উপদেবতাদি নিবন্ধন।

৩—অর্থাৎ হিংস্রক মানুষ ও হিংস্রক ব্যাঘ্রাদি পশু নিবন্ধন।

৪—আত্ম শব্দে শরীর সংঘাত ও মন উভয়ই বুঝাইয়া থাকে সুতরাং আত্মসম্বন্ধি দ্বিবিধ—প্রথম শরীরসম্বন্ধি অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বৈষম্যজনিত। দ্বিতীয় মানসসম্বন্ধি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি নিবন্ধন।

৫—অর্থাৎ মানসিক শারীরিক দুঃখ সকল ॥

৬—'বিশোক' বলিতে বিগত-শোক অর্থাৎ শোক-রহিত বা শোকশান্ত ॥

৭—অর্থাৎ কেহ কেহ প্রণমিলেন। কেহ কেহ বা সমানভাবে আলিঙ্গিলেন ॥

৮—অর্থাৎ অত্যন্তই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন ॥

৯—এই শ্লোক দ্বারা ভদ্র রুচির স্বভাবটী বর্ণিত হইল ॥

স্নেহাবদ্ধ ও অনুগতচিত্ত হওয়াতে তাঁহাকে অনিমিষনেত্রে দেখিতে দেখিতে মাঙ্গলিক দ্রব্য আনয়নার্থ সেই সেই স্থানে -১- চলিয়া গেলেন ॥ ১৩ ॥

দেবকীনন্দন বাটীর বাহির হইলে, বন্ধুস্ত্রীগণ পাছে চক্ষে জল পড়িলে অশুভ হয়! এই ভয়ে বিরহ জন্য চক্ষু হইতে নির্গলিত জলও রুদ্ধ করিয়া লইলেন অর্থাৎ তাঁহারা আপন আপন চক্ষের জল চক্ষেই রাখিলেন আর ভূমিসাৎ হইতে দেন নাই ॥ ১৪ ॥

সে সময়ে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী-২-বীণা, পণব -৩- গোমুখ-৪-এবং ধুধুরী, -৫- আনক-৬-ঘণ্টা ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য সকল নিনাদিত হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

প্রেমলজ্জাস্মিতেক্ষণা কুরুনারীগণ কৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছায় আপন আপন প্রাসাদশিখরে আরূঢ় হইয়া, তাঁহার উপরে কুসুমনিচয় বর্ষিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

এদিগে প্রিয় গুড়াকেশ (অর্জ্জুন) আপন প্রিয়তমের জন্য মুক্তাদামবিভূষিত রত্নদণ্ড সিতচ্ছত্র-৭-গ্রহণ করিলেন।[১৭] উদ্ধব ও সাত্যকি ইহাঁরা দুই জনে, অত্যদ্ভুত চামর গ্রহণ করিলেন। মধুপতি এইরূপে কুসুমনিচয়াদি দ্বারা পথেতে অতীব শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন [১৮] এবং নির্গুণের অননুরূপ ও সগুণের অনুরূপ -৮- সেই সেই সময়ের দ্বিজোক্ত সত্য আশীর্ব্বাদ সকল তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল [১৯] এবং সেই সময়ে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তিচেতা কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রীগণের পরস্পর সর্ব্ব শ্রুতিমনোহর কথোপকথন -৯- হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

যখন ঈশ্বরে তদীয় জগদুৎপত্ত্যাদি নিদানভূত সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় নিশি সুষুপ্তবৎ বিলীন হইবায় জগদাত্মা জীবনিচয় সমুদায় তাঁহাতেই নীলস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং যখন জগতের উৎপত্ত্যাদি নিদানভূত সত্ত্বাদি গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিতে ক্ষোভই-১০-হয় নাই অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্যই হয় নাই— এই বৈষম্য হইবার পূর্ব্বে যিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় স্বরূপ ছিলেন — সেই পুরাতন

---

১—অর্থাৎ যে যে স্থানে পাওয়া যায়, বা যে যে নিরূপিত স্থানে আছে 'সেই সেই স্থানে'।

২—ভেরী বৃহৎ ঢাককে কহে। ৩—পণব—ঢোলকে কহে। ৪—গোমুখ গোমুখাকার বাদ্য বিশেষকে কহে।

৫—ধুধুরী বাদ্য বাদনে 'ধুধু' ইত্যাকার শব্দ হইয়া থাকে। ৬—আনক বাদ্যও ঢোলেরই প্রভেদ।

৭—অর্থাৎ যে শ্বেতছত্রের দণ্ড রত্ননির্ম্মিত।

৮—অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্গুণ—অশরীরী সুতরাং অননুরূপ—অনুরূপ নহে। এবং যখন—এখন মায়াগুণকে অবলম্বন করিয়া সগুণ হইয়া পড়িয়াছেন তখন সুতরাংই অনুরূপ অর্থাৎ যোগ্য।

৯—অর্থাৎ কৃষ্ণের অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্যনিচয়ের বর্ণন হইয়াছিল।

১০—অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরস্পর বৈষম্যভাব। বৈষম্য না হইলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ও লয়াবস্থায় ত্রিগুণের সাম্যবস্থা হইয়া থাকে।

পুরুষই ইনি।[২১] ১—তিনিই আবার -২- নিজ বীর্য্যপ্রেরিত -৩- নিজাংশভূত -৪- জীবমোহিনী সিসৃক্ষতী-৫-প্রকৃতিতে অনামরূপাত্মক জীবগণকে নামরূপাত্মক -৬- স্বরূপ করিবার জন্য উপগত হন -৭—শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন ॥ ২২ ॥

জিতেন্দ্রিয় -৮- জিতপ্রাণ -৯- কোবিদেরা যাঁহার স্বরূপটি ভক্ত্যুৎকণ্ঠিত নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা দেখিতেছেন,—ভগবন্! তিনিই ইনি। অতএব আমাদের সমলবুদ্ধি নির্ম্মল করিতে ইনিই যোগ্য হইতেছেন।[২৩] এবং যাঁহার সম্বন্ধে বেদ সমুদয়ে ও রহস্যসমুদয়ে রহস্যবাদিগণ কর্ত্তৃক সৎকথাগুলি অনুগীত -১০- হইবাই রহিয়াছে। যিনি এক, ঈশ্বর, আপন লীলা দ্বারাই সর্জ্জিতেছেন, পালিতেছেন এবং অবশেষে নাশিতেছেন—কিন্তু স্বয়ং তাহাতে (জগতে) আসক্ত হইতেছেন না—হে সখি! তিনিই ইনি ॥ ২৪ ॥

যে অবস্থায় মলিনবুদ্ধি-১১-নৃপগণ কেবল অধর্ম্ম দ্বারা প্রাণধারণ করিতে আরম্ভ করে তখন ইনিই আপন বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণে বিবিধ রূপ ধারণ করতঃ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইযা জগতের রক্ষার্থ উগ্রবীর্য্য, সত্য, প্রতিজ্ঞা, দয়া ও যশ এই সমস্ত গুণ অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বড় আশ্চর্য্য! যে, পুরুষোত্তম, শ্রীপতি, ভগবান্—আপন জন্ম দ্বারা যদুকুলকে সৎকৃত করিয়াছেন, অতএব উহা-১২-আমাদের অত্যন্তই শ্লাঘার বিষয় এবং বড় আশ্চর্য্য! যে, ইনিআবার

---

১—সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে (প্রলীন অবস্থায়) এই জগৎ নিষ্প্রপঞ্চাবস্থায় থাকে অর্থাৎ অনামরূপাত্মক হইয়া সর্ব্বমূল—মূল প্রকৃতিতে অব্যক্তাবস্থায় থাকে। ইহা এক প্রকার বলিলেন, এক্ষণে শ্লোকদ্বয়ে সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্য অবস্থাটি বর্ণিতেছেন।

২—আবার বলায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যের বীজাঙ্কুর সদৃশ অনাদিভাব সূচিত হইল।

৩—যদিও সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এস্থলে ঈশ্বরের অদ্বৈতভাবটি রক্ষিত হইতেছে না, সত্য, কিন্তু নিজ শব্দে যখন মায়োপাধিক প্রতিফলিত চৈতন্য বুঝাইবে তখন আর দ্বৈতান্ধকার থাকিবে না।

৪—এস্থলেও নিজ শব্দে পূর্ব্ববৎই বুঝিতে হইবে। অতএব উক্ত হইয়াছে "যস্যাংশাংসেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ।"

৫—অর্থাৎ সর্জ্জন বা আবির্ভাব করিতে অভিলাষিণী।

৬—ইহা দ্বারা নৈয়ায়িকের আরম্ভবাদ পক্ষ নিরাকৃত হইল। সাংখ্যের আবির্ভাব বাদই সূচিত হইল॥

৭—অর্থাৎ পরস্পর ভোক্তৃভোগ্যত্বরূপ যোগ্যতা লক্ষণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হন।

৮—অর্থাৎ বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য প্রাপ্ত। ৯—অর্থাৎ প্রাণনাশ দ্বারা স্বাধীন প্রাণ ॥

১০—অর্থাৎ অনুশ্রুত—শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বাবধিই শ্রুত।

১১—মলিন বুদ্ধি বলিতে এস্থলে বিশেষ পাপমতি বুঝিতে হইবে, যেহেতু বুদ্ধিমাত্রই তমঃসম্পৃক্ত সুতরাং মলিন ॥

১২—অর্থাৎ যদুকুল ॥

সতত গমনাগমন দ্বারা অতি তুচ্ছ মথুরাপুরীকেও অতীব সৎকৃত করিয়াছেন, অতএব উহা আমাদের সম্বন্ধে অত্যন্তই পবিত্র ।—তীর্থ স্বরূপ ॥ ২৬ ॥

ইহা আবার তাহা হইতেও অধিক আশ্চর্য্য! যে, স্বর্গীয় যশেরও পরিভব কর্ত্রী -১- ও সমস্ত পৃথিবীর পবিত্র যশোবিধাত্রী -২- ভগবানের কুশস্থলী -৩- নগরীর প্রজাসকল অনুগ্রহ প্রেরিত-স্মিত পূর্ব্বক নিরীক্ষণবান্ হইয়া-৪-আপন প্রভুকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছে ॥ ২৭ ॥

যে সকল ব্রজস্ত্রীরা ইহাঁর অধরামৃত মুহুর্মুহুঃ -৫- পান করিয়া থাকে এবং যাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে হে সখি! ঈশ্বর ( শ্রীকৃষ্ণ ) সেই সকল গৃহীত-পাণি স্ত্রীগণ -৬- কর্ত্তৃক পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই ব্রত স্নানহোমাদি ক্রিয়া দ্বারা সম্যক্ প্রপূজিত হইয়াছিলেন -৭-॥ ২৮ ॥

যিনি স্বয়ংবরে চৈদ্য -৮- প্রমুখ বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের প্রমথন (পরাজয়) পূর্ব্বক প্রভাব মূল্য দ্বারা আনীত হন, -৯- তিনি, এবং প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, আম্ব প্রভৃতিসুতবতী যে সকল স্ত্রীলোক ও তদতিরিক্ত ভৌমবধে আনীত যে সকল অপরাপর বহুতর স্ত্রীলোক[২৯] ইহারা সকলেই ( সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য) আপন আপন স্ত্রীভাবকে সুন্দররূপে সততই শোভিত করিতেছে। আহা! পুষ্কর-লোচন পতি অপগত সুন্দর -১০- ও অপগত শৌচ-১১-দেখিয়াও যাহাদের গৃহ হইতে কখনও বাহির হন না প্রত্যুতঃ যাহাদের সামান্য সামান্য ব্যবহারগুলি মনে করিয়াই রাখিয়াছেন ॥৩০ ॥

এবংবিধ বাগ্বিন্যাসপর পুরস্ত্রীগণের দিগে সেই ভগবান হরি ( একবার ) সস্মিতবদনে নিরীক্ষণ করতঃ তাহাদের বাক্যগুলিকে ভাল বলিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৩১ ॥

---

১—অর্থাৎ স্বর্গসুখ হইতেও অধিক সুখদাত্রীও অধিক পবিত্রা।

২—অর্থাৎ সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াও যে ফল পাওয়া যায় না, তাদৃশ ফলদাত্রী।

৩—'কুশস্থলী' দ্বারকাকে কহে। রাজা কুশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার 'কুশস্থলী' নাম হইয়াছে।

৪—অর্থাৎ প্রজাগণের প্রতি ভগবানের সর্ব্বদাই শুভদৃষ্টি থাকিত ॥

৫—অর্থাৎ যখন ইচ্ছা করিতেন তখনই। ৬—অর্থাৎ বিবাহিত ॥

৭—অর্থাৎ ইহাঁকে পতিরূপে পাইবার জন্য আরাধনা করিয়াছিলেন।

৮—চৈদ্য, চেদিপতি, চেদিরাজ, শিশুপাল এসমস্ত একেরই নামান্তর মাত্র।

৯—অর্থাৎ রুক্মিণী।

১০—অপগত হইয়াছে সৌন্দর্য্য যাহার— বহুব্রীহী।

১১—অপগত হইয়াছে পবিত্রতা যাহার— বহু০।

তখন কি করেন, অজাত শত্রু (অর্জ্জুন) স্নেহবশে পথে পাছে ইতরলোকগণ দ্বারা কোনো-রূপ বিঘ্ন ঘটে এমত আশঙ্কায় মধুদ্বেষ্টার ( শ্রীকৃষ্ণের ) রক্ষার জন্য সমভিব্যাহারে একদল চতুরঙ্গিণী পৃতনা -১- সেনা নিযুক্ত করিয়াদিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শৌরি (কৃষ্ণ) সেই সকল দূরাগত -২- বিরহাতুর, দৃঢ়স্নেহ-সম্পন্ন কৌরবগণকে সম্যক্ সান্ত্বনার সহিত প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, উদ্ধবাদি প্রিয়গণের সহিত আপন নগরীতে চলিয়া গেলেন ॥৩৩॥

অনন্তর তিনি কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, যামুন দেশের সহিত বর্ত্তমান শূরসেন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য ও স্বারস্বতদেশ অতিক্রমিয়া [৩৪] অনন্তর মরুদেশ-৩-ও ধন্বদেশ-৪-অতিক্রমিলেন। হে ভার্গব! বিভু এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিয়া আসাতে তদীয় রথঘোটক ঈষৎ শ্রান্ত হয়। অনন্তর তিনি সৌবীর ও আভীর এই দুই নগরের পরাবস্থিত -৫- সেই ( প্রসিদ্ধ ) আনর্ত্ত ( দ্বারকা ) নগরটি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই সেই দেশে সেই দেশীয় লোকগণ দ্বারা নিবেদ্য উপায়ন ( উপঢৌকন ) দ্রব্যার্চ্চিত ভগবান্ হরি -৬- রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিলেন। তখন পশ্চিমদিগে স্বর্গীয় সূর্য্যদেব উদকে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন -৭- ॥ ৩৬ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধের পারীক্ষিতে দ্বারকাগমন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১—হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুঃপ্রকার সেনাঙ্গবিশিষ্ট সেনা সমূহকে " চতুরঙ্গিণী পৃতনা " সেনা কহে। তাহার পরিমাণ এইরূপ, হস্তি ২৪৩। অশ্ব ৭২৯। রথ ২৪৩। পদাতি ১২১৫। সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র, চারি শত, ত্রিংশৎ সংখ্যকের সমুদায়কে পৃতনা কহে।

২—অর্থাৎ নগর ছাড়িয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া আগত।

৩—নির্জ্জল দেশকে মরুদেশ কহে।

৪—যেখানে কষ্টে শ্রেষ্ঠে যৎসামান্য মাত্র জল পাওয়া যায় তাদৃশ দেশকে ধন্ব কহে।

৫—সৌবীর ও আভীর এই দুই নগর আমুথল-বেলের ন্যায় পরস্পর সন্নিদ্ধ। ঐ দুইয়েরই পরে অবস্থিত।

৬—অর্থাৎ হরি ইতি মধ্যে যে যে দেশে নামিয়াছিলেন সেই সকল স্থানের লোকেরা নানাবিধ উপভোগ্য সামগ্রী সকল আনিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিত।

৭—অর্থাৎ সমুদ্রের নিম্ন দেশে গেলেন। সন্ধ্যা হইল।

# অথ একাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন। তিনি দ্বারকানগরীর নিকটে যাইয়া তত্রত্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন আপন জনপদ-বাসিগণকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের বিরহজনিত বিষাদকে যেন প্রশান্ত করতঃ আপন পাঞ্চজন্য শঙ্খটি বাজাইয়া উঠিলেন। ১ তখন উরুক্রমের করকমলসম্পুটে অবস্থিত সেই বাদ্যটি ধবলোদর হইলেও তাঁহার অধর রক্তে, রক্তিমাপন্ন হইয়া শব্দায়মান হওয়াতে রক্ত কমলসমূহে কলহংস নিনাদের ন্যায় অতীব শোভমান হইয়াছিল ॥ ২ ॥

প্রভুদর্শনাভিলাষী সমস্ত প্রজাগণই সেই জগদ্ভয়-ভয়াবহ-১-শঙ্খনিনাদটি শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইয়া আনিতে গিয়াছিল ॥ ৩ ॥

দিবাকরে দীপ সমর্পণের ন্যায় তাঁহাতে উপঢৌকন সামগ্রী সকল সমর্পিয়া—সমাদৃত সেই সকল স্ত্রীগণ তখন প্রভুলাভে প্রসন্নবদন হইয়া বালকগণ যেমন আপন পিতাকে সর্ব্বদাই সুহৃৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাকে আনন্দে গদ্গদ বাক্যে নিত্য, আত্মারাম, সর্ব্বসুহৃৎ, পূর্ণকাম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

"হে নাথ! এই ভবসংসারে পরক্ষেমেচ্ছু জনগণের -২- সম্বন্ধে তুমি পরম গতি, এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্র ও ইন্দ্রাদি দেবগণ-বন্দিত ত্বদীয়—এই অঙ্কিত পাদপদ্মেতে আমরা সকলেই প্রণত হইলাম।—আহা যে পাদপদ্মে পরপ্রভু-৩-ও প্রভুতা করিতে পারেন না! অতএব হে বিশ্বভাবন!-৪ এক্ষণে তুমি আমাদের উৎপত্তির জন্য-৫-আবির্ভূত-৬-হও। তুমিই আমাদের পিতা, মাতা, সুহৃৎ ও প্রভু, এবং তুমিই আমাদের সদ্‌গুরু -৭- ও পরম দেবতা—আমরা তোমার অনুগামি হইয়া কৃতার্থ-৮—হইলাম" ॥ ৬-৭ ॥

---

১—জগতের ভয় মৃত্যু, সেই মৃত্যুরও ভয় হয় যে নিনাদে, তাহার নাম 'জগদ্ভয়-ভয়াবহ নিনাদ'—অর্থাৎ পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদ। ২—অর্থাৎ মুক্তিলাভেচ্ছু জনগণের।

৩—প্রভুরও যে প্রভু তাহাকে 'পরপ্রভু' কহে। প্রভু বলিতে এস্থলে অস্মদাদির স্রষ্টা ব্রহ্মা, তাঁহার প্রভু মহাকাল।

৪—অর্থাৎ বিশ্ব সমস্তের প্রকাশক। ৫—অর্থাৎ পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য। ৬—অর্থাৎ এই দেশে অবস্থিত হও।

৭—অর্থাৎ বিনাবেতনে বিদ্যাদাতা। ৮—অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হইলাম।

" কি আশ্চর্য্য! আপনা দ্বারা আমরা আজকে সনাথ হইলাম! কেন না যাহা স্বর্গীয়জন-গণেরও দুর্দ্দর্শ, তোমার তাদৃশ প্রেম-স্মিত-সংযুক্ত-নিরীক্ষণশালি -১- সর্ব্বসুন্দর আননটি এক্ষণে আমরা অনায়াসে দেখিলাম। [৮] হে কমললোচন! আপনি যখন—আপনার সুহৃৎগণকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে অনাদর করিয়া হস্তিনাপুরীতে বা মথুরাতে চলিয়া যান—অচ্যুত! সেই গমনাবধি প্রত্যাগমনকাল—আমাদের বিবেচনায় কোটি বৎসর তুল্য হয়। আমরা এই কাল যাবৎ—চক্ষু সত্ত্বেও যেমন সূর্য্য বিনা অন্ধ হইতে হয়, তদ্রূপ-২-অন্ধ হইয়াছিলাম। [৯] (দেখ নাথ! তুমি চিরপ্রবাসিত হইলে, তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা নিখিলসন্তাপশোষক সুন্দর হাস্য-শোভিত যে মনোহর আনন তাহা আমরা না দেখিতে পাইয়া কিরূপে বাঁচি?" * )

ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রজাগণের ঈদৃশ ভক্ত্যুদীরিত-৩-বাক্য সকল শুনিতে শুনিতে প্রজাদের উপরে অনুগ্রহ দৃষ্টি বিতরণ করতঃ আপন পুরীতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন॥ ১০॥

৪-নাগগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পাতালপুরী যেমন পরিরক্ষিত হইতেছে, তদ্রূপ তাঁহার আপন তুল্য কক্ষ—বলিষ্ঠ, মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয় জনগণ দ্বারা যাহা সর্ব্বদাই পরিরক্ষিত হইতেছে, [১১] যাহা সকল ঋতুতেই সকল বিভবশালিনী হইতেছে। যাহা পবিত্র বৃক্ষ ও পবিত্র লতাশ্রম -৫- সমূহ দ্বারা এবং উদ্যান -৬- উপবন -৭- ও আরাম -৮- দ্বারা পরিবৃতা হইয়া—পদ্মাকর সরোবর-সমশোভাসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। [১২]

---

*—( ) এই বেষ্টন মধ্যস্থিত পাঠ কোন কোন পুস্তকে অধিক নিবিষ্ট হইয়াছে।

১—প্রেমপূর্ণ যে ঈষৎ হাস্য ও তৎপূর্ব্বক যে ঈষৎ নিরীক্ষণ (কটাক্ষপাত) তদ্বিশিষ্ট।

২—এই সূর্য্য দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবানকে সহকারি কারণ বলা হইল। ফলতঃ নৈয়ায়িক মহোদয়েরা এইরূপই বুঝিবেন বটে, কিন্তু সহকারি কারণ মানিলে তাঁহাতে ঈশ্বরত্বেরই ব্যাঘাত পড়িবে অতএব এ স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্য যেমন জগদাত্মা অভিন্ন নিমিত্তোপাদান হইয়াও আমাদের চাক্ষুষ জ্ঞান সামান্যের প্রতিও সহকারি কারণ তদ্রূপ॥

৩—অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক কথিত॥

৪—রাজা রাজ্যে আসিতেছেন শুনিয়া প্রজাগণ নগরীকে যিরূপ উৎসবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা দেখাইতেছেন। অদ্যতন অবস্থায় রাজাগমনে যাদৃশ সমারোহ হয়, তাহা হইতে পূর্ব্বকালের সমারোহ সম্পূর্ণ অবিপরীত বলা যায় না।

৫—লতাশ্রম লতানির্ম্মিত মণ্ডপকে বহে।

৬—উদ্যান বলিতে ফলপ্রধান বাটিকা।

৭—উপবন বলিতে পুষ্পপ্রধান বাটিকা।

৮—আরাম বলিতে ক্রীড়ার্থ নির্ম্মিত বন।

যাহার পুরদ্বারপথে ও গৃহদ্বারপথে উৎসবনিবন্ধন তোরণ-১-রচিত হইয়া চিত্রবিচিত্র ধ্বজ পতাকাগ্রভাগ সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে রৌদ্র অন্তরেই প্রতিহত হইয়া থাকে [১৩] এবং যাহার প্রশস্ত রাজপথ সকল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ সকল, হট্ট সকল ও অঙ্গন (উঠান) সকল সতত সম্মার্জিত হইয়া ফল পুষ্পাক্ষতাঙ্কুর সকল বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গন্ধজল দ্বারা উপসিক্ত হইয়া রহিয়াছে। [১৪] এবং গৃহ সকলের দ্বারে দ্বারে দধি অক্ষত, ফল, ইক্ষু পরিপূর্ণ উদক কুম্ভগুলি দ্বারা, বলি -২- সমূহ দ্বারা ও ধূপ-দীপাদি সুগন্ধ সমূহ দ্বারা যাহা পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে ( ভগবান্ এতাদৃশ পুরীতে প্রবেশ করিলেন ) ॥ ১৫ ॥

প্রিয়তম আসিয়াছেন শুনিয়া বসুদেব মহাশয়, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত পরাক্রম বলরাম, [১৬] প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও জাম্ববতী-পুত্র সাম্ব—ইহাঁরা সকলে আনন্দোদ্বেগে ( কেহ শয়ন করিয়াছিলেন কেহ বা বসিয়াছিলেন অপর কেহ কেহ বা ভোজন করিতেছিলেন ) আপন আপন শয়নাসন ভোজন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর প্রণয়প্রাপ্ত, সম্ভ্রমশালী, সহর্ষ, সমাদৃত ব্রাহ্মণগণ মঙ্গলার্থে এক বৃহৎ শ্বেত হস্তী অগ্রে করিয়া আপনারা পুষ্পাক্ষতাদি মাঙ্গলিকদ্রব্য হস্তে—শঙ্খ-তূর্য্য-নিনাদসহকারে—বেদপাঠ করিতে করিতে রথযান সমূহ সঙ্গে করিয়া তাঁহারে প্রত্যুদ্গমন-৩-করিতে গেলেন[১৮] এবং সে সময়ে তাঁহার দর্শনোৎসুক হইয়া শত-শত—প্রজ্জ্বলিত-কুণ্ডলসুশোভিতমুখশ্রী বেশ্যারাও আপন আপন যান সমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহারে আনিতে যায়। [১৯] এবং শত শত নট-৪-নর্ত্তক,-৫-গন্ধর্ব্ব-৬-শত শত সূত,-৬-মাগধ-৮-বন্দিসকল-৯-উত্তমশ্লোকের অদ্ভুত চরিত্র সমূহ গাইতে গাইতে তাঁহারে আনিতে যায় ॥ ২০ ॥

ভগবান্ সেখানে সেই সকল প্রত্যুদ্গমনার্থ আগত বন্ধুবান্ধবগণ ও তদনুবর্ত্তি আগত পৌর লোকগণের সহিত—যে যেমন তাহার সহিত তদ্রূপ সম্ভাষণাদি করতঃ সকলেরই সম্মান করিলেন ॥ ২১ ॥

---

১—তোরণ বলিতে এস্থলে সামান্য পত্র কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বৃহৎ দ্বার ( ফাটকা )

২—পূজোপহার দ্রব্য সমূহকে বলি কহে। ৩—অর্থাৎ অগ্রসর হইয়া আনয়ন।

৪—নবরসাভিনয় চতুরকে নট কহে। ৫—তাল মানাদির অনুসারে নর্ত্তনশীলকে নর্ত্তক কহে।

৬—গায়ককে গন্ধর্ব্ব কহে। ৭—পুরাণ পাঠককে সূত কহে। ৮—কুলজী পাঠককে মাগধ ( ঘটক ) কহে।

৯—যাহারা রাজসন্নিধানে প্রস্তাবানুরূপ স্তুতি করিতে পারে তাহাকে বন্দী কহে।

কাহাকে হেঁঠমুণ্ডে নমস্কার, কাহাকে বাক্য দ্বারা নমস্কার, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকেও করস্পর্শ-১-এবং কাহারও প্রতি সহাস্য অবলোকন এইরূপে যথাবিহিত যথাযোগ্য ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং বিভু অতি নীচ চণ্ডালগণকেও যথাবিহিত আশ্বাসিয়া অভীপ্সিত ধন প্রদান করতঃ মান রাখিলেন [২২] এবং স্বয়ংও গুরুগণ বিপ্রগণ ও স্থবিরগণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ সমূহে ও অন্যান্য বন্দিগণ কৃত স্তুতি সমূহে পূজ্যমান হওতঃ আপন পুরীতে প্রবেশিলেন ॥ ২৩ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণ রাজ পথে গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন দ্বারকার কুলবধূগণ এবং তাঁহার দর্শন নিমিত্ত মহোৎসবকারি বিপ্রগণ সকলেই আপন আপন প্রাসাদে উঠিয়া বসিলেন ॥ ২৪

দ্বারকাবাসীগণ সর্ব্বশোভাকরাঙ্গ -২- ভগবান্ অচ্যুতকে যদিও নিত্যই দেখিতেন তথাপি তাঁহাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত হইত না (সুতরাং তাঁহারা এমত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন) ॥ ২৫ ॥

যাঁহার হৃদয়টি লক্ষ্মীর নিবাসস্থান। যাঁহার আননটি সমস্ত প্রাণিগণের দৃষ্টী-সৌন্দর্য্য পান করিবার আধার পাত্র। যাঁহার বাহু সকল লোকপালগণের নিবাসস্থান এবং যাঁহার চরণ কমলটি ভক্তগণের নিবাসস্থান[২৬]—সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ পথেতে যখন পিশঙ্গ -৩- বস্ত্র যুগ্ম (জোড়)পরিধান করিয়া রথের উপরে বসিলেন, মস্তকে শ্বেত ছত্র ও দুই পার্শ্বে শ্বেত চামরদ্বয় দ্বারা ভূষিত হইতে লাগিলেন, চারিদিগ হইতে পুষ্পবৃষ্টি সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল ও কণ্ঠে বনফুলের মালা শোভিত হইতেছিল, তখন সকলের এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, যদি একখানি মেঘের উপরে সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হইতে থাকে। দুই পার্শ্বে চন্দ্রদ্বয় বিরাজমান হয়। এবং চারিদিগে নক্ষত্র সকল বিকীর্ণ হইতে থাকে। মধ্যেতে ইন্দ্রধনুদ্বয় পরস্পর সংমিলিত হয় ও সৌদামিনী যদি স্থিরভুত হইয়া যায়। তাহাহইলে তন্মধ্যবর্ত্তী মেঘ যেমন সুশোভিত হইতে পারে তদ্রূপ তিনিও শোভমান হইয়াছিলেন -৪- ॥ ২৭ ॥

---

১—এই করস্পর্শটী ইংরাজি সম্প্রদায়ানুরূপ বলিয়াই বোধ হইতেছে।

২—সকল শোভার আকর স্বরূপ অঙ্গ যাঁহার, তাঁহাকে সর্ব্বশোভাকরাঙ্গ কহে।

৩—পিশঙ্গবর্ণ যদিও নীলপীত মিশ্রিত বর্ণকে কহে তথাপি এখানে স্থির সৌদামিনীর সাদৃশ্য থাকাতে শুদ্ধ পীত বর্ণ বুঝিতে হইবে।

৪—এস্থলে যদিও সমুদায়ের সাদৃশ্যই ভক্তচিত্তের সত্ত্ব প্রকাশক তথাপি প্রত্যেকগত সাদৃশ্যও অবশ্য দ্রষ্টব্য। মেঘসাদৃশ্য কৃষ্ণেতে। সূর্য্যবিম্বের সাদৃশ্য শ্বেতচ্ছত্রে। দুইপার্শ্বে চামরদ্বয় ঘূর্ণ্যমান হওয়াতে যে মণ্ডলাকার হইতেছে—সেই মণ্ডলাকারভুত চামরদ্বয়েতে চন্দ্রদ্বয়ের সাদৃশ্য। পুষ্পবিকিরণে নক্ষত্র বিকিরণের সাদৃশ্য। পরস্পর মিলিত ইন্দ্রধনুদ্বয়ের সাদৃশ্য কণ্ঠস্থিত বনফুলমালাতে। এবং স্থির সৌদামিনীর সাদৃশ্য পীতবর্ণ বস্ত্রেতে। এইরূপে যথাযথ প্রত্যেকগত সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে তাঁহার পিতামহী ও মাতামহীরা আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাদিগকে এবং দেবকী প্রধান আপন সপ্ত মাতাকে-১ হেঁঠমুণ্ডে প্রণাম করিলেন।[২৮] তখন তাঁহার সেই সকল স্নেহশ্চ্যুত-পয়োধরা-২-মাতারা তাঁহাকে ক্রোড়ে করতঃ আনন্দোদ্বেগে বিহ্বলচিত্ত হইয়া অশ্রুজলে ভিজাইয়া ফেলিলেন॥ ২৯॥

অনন্তর তিনি যাহাতে আপনার ষোলো হাজার স্ত্রীর বড় বড় গৃহ আছে এমত অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বসুখদ নিজ বৃহদ্ভবনে প্রবেশ করিলেন্॥ ৩০॥

পত্নীগণ বিদেশগত পতিকে গৃহে আসিতে দেখিয়া অতীব মহোৎসব সম্পন্নমনা হইল। পতি-প্রত্যাগমন কাল যাবৎ অতি নিয়মের সহিত অবস্থিত সেই সকল কামিনীরা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই লজ্জিত-নয়না ও লজ্জামুখী হইয়া আপন আপন আসন ও আপন আপন কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল॥ ৩১॥

হে ভৃগুবর! শুন, কি আশ্চর্য্য! সেই সকল পত্নীগণ পতিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বেইত একবার অন্তরাত্মার সহিত আলিঙ্গন করে, পরে দৃষ্টিগোচরিত হইলে, দৃষ্টিদ্বারাও লাভ করিল, (কিন্তু তথাপি তখন এত অধীরা হইয়া ছিল যে,) তাহারা অতি গূঢ়াভিপ্রায়ে তাঁহাকে পুত্রালিঙ্গিতের ন্যায় আলিঙ্গিত করিয়া ফেলিল। ফলতঃ তখন সেই সকল লজ্জা বিহীনাদের চিত্ত এতই বিবশ হইয়াছিল যে, তাহারা আপন আপন চক্ষুযুগল হইতে বাষ্পবারি আর নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। কিছু কিছু ভুমিতে পড়িতে লাগিল॥ ৩২॥

যদিও তিনি তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া সর্ব্বদাই একান্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন তথাপি তাঁহার অঙ্ঘ্রিযুগল পদে পদেই নুতন নুতন বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইত, ফলতঃ চঞ্চলা লক্ষ্মীও কখন যাঁহাকে ত্যাগ করেন না তাঁহার পাদপদ্ম হইতে বিরত হইবে? এমন স্ত্রীলোক কে আছে?॥ ৩৩॥

বস্তুতঃ বায়ু যেমন বংশ সমুদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অনলোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদের পরস্পরকেই দগ্ধীভুত করায়। অনন্তর বায়ু-দগ্ধীভুত সেই সকল বংশগুলি আপনা

---

১—অর্থাৎ দেবকীমাতাকে এবং মাতৃতুল্য আর ছয়জন মাতৃস্বসাকে।

২—অর্থাৎ স্নেহাধীন পয়োধর হইতে যাহার দুগ্ধ প্রচ্যুত হইতে থাকে তাহাকে কহে। ফলতঃ ইহা বিশেষ স্নেহদ্যোতক বাক্য মাত্র। কেননা, মাতার স্তনন্ধয় বালক সম্বন্ধেই এরূপ হইয়া থাকে।

আপনিই উপশমিত হয়, তদ্রূপ এখানেও সর্ব্ব-বিধাতা কাল বায়ু, অক্ষৌহিণী সেনা সমূহ-১ দ্বারা সর্ব্বতঃ প্রসৃততেজা ক্ষিতিভার জন্মা-২-নৃপতিগণের পরস্পর বৈরানল উৎপন্ন করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা পরস্পর বধসাধন দ্বারা নিরায়ুধ ও নিস্তেজ হইয়াই অবশেষে প্রশান্ত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ইনি আমাদের সেই ভগবানই হইতেছেন—যিনি আপন মায়াদ্বারা এই মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রীরত্ন-সমুদায়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অতি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

যাহাদের অন্তর্নিত সুগভীর ভাবব্যঞ্জক নির্ম্মল সুন্দর হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিদ্বারা অমদনও ( মহাদেবও ) সম্মুগ্ধ হইয়া আপন পিনাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল অবলাবরেরা আপন কুহকজাল দ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয়কে বিমথিতে সমর্থ হয় নাই।৩৬ তিনি অসঙ্গ হইলেও লৌকিক কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়াতে, তাঁহাকে এই সামান্য লোকে আপন তুলনায় সসঙ্গ, মনুষ্য বলিয়া মানিতেছে। কেন ?—যেহেতু, তাহারা অজ্ঞানী ॥ ৩৭ ॥

ফলতঃ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই এই যে, যেমন বুদ্ধি সর্ব্বদা আত্মাশ্রয়া হইয়াও তদাশ্রিত সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণ গুণসমূহে সম্পৃক্ত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরও সর্ব্বদা প্রকৃত্যাশ্রিত হইয়াও তদাশ্রিত সুখ দুঃখাদি লক্ষণ গুণসমূহে সম্পৃক্ত হয়েন না ॥ ৩৮ ॥

ভর্ত্তৃ-মহিমানভিজ্ঞ অবলারা আপনাদের মূঢ়তা নিবন্ধনই সেই ঈশ্বরকে স্ত্রৈণ বলিয়া এবং কেহ কেহ একান্তে অনুগত বলিয়াও মানিয়াছে। ফলতঃ যাহার যেমন বুদ্ধি, সে সেইমতই মনিয়াছে ॥ ৩৯ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকা প্রবেশ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

---

১—অর্থাৎ সাত অক্ষৌহিণী সেনা। পদাতি সেনা ১,০৯,৩৫০ অশ্ব ৬৫,৬১০ হস্তী ২১,৮৭০ রথ ২১,৮৭০। সমুদায়ে ২,১৮,৭০০ এতৎ সংখ্যক সেনায় এক অক্ষৌহিণী এই মত সাত অক্ষৌহিণী।

২—অর্থাৎ পৃথিবীকে ভারগ্রস্ত করিবার জন্যই যাহাদের জন্ম হইয়াছে। বহুব্রীহিঃ ॥

## দ্বাদশ অধ্যায় ॥

শৌনক বলিলেন। অশ্বত্থামা-পরিত্যক্ত মহত্তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মশিরাস্ত্র দ্বারা উত্তরার আহত গর্ভও ঈশ্বর দ্বারা পুনর্জীবিত হয়[১] এক্ষণে সেই মহাবুদ্ধির জন্ম, কর্ম্ম এবং যেরূপে তাঁহার অবশেষে মৃত্যু হয়, আর তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যেরূপে পরলোকে গিয়াছেন[২] পূর্ব্বে শুকদেব যে বিষয়ের জ্ঞান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ এই কথাটি আমি শুনিতে ইচ্ছিতেছি অতএব যদি তুমি আমাদিগের শ্রদ্ধালুগণের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা কর—তবে অনুগ্রহ করিয়া বল ॥ ৩ ॥

সূত বলিলেন।—সমস্ত বাসনা-বিনির্ম্মুক্ত নিস্পৃহ ধর্ম্মরাজ কেবল কৃষ্ণপাদাব্জ সেবা-পরায়ণ হইয়া প্রজাদিগকে পিতৃবৎ ব্যবহার দ্বারা অনুরঞ্জন করতঃ পালন করিতেন[৪] তাঁহার সম্পৎ সকল, যজ্ঞ সকল, বিপ্রগণ, ভ্রাতাগণ ও আপন মহিষী, মহী, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য ও যশ—সমুদায়ই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে চলিয়া যায় ॥ ৫ ॥

হে দ্বিজগণ! যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির এক অন্নই প্রীতিপ্রদ হয় তদিতর স্রক্‌চন্দনাদি বিষয় সকল কিছু তখন প্রীতির হয় না, তদ্রূপ সেই রাজারও সুরস্পৃহণীয় বিষয় সকল তখন আর কি প্রীতি লাভ করাইতে পারে? কেন না তখন যে, তিনি এক চিত্তে মুকুন্দচরণপরায়ণই হইয়া-ছিলেন ॥ ৬ ॥

হে ভৃগুনন্দন! তখন সেই মাতৃ-গর্ভগত বীর অস্ত্রতেজে দহ্যমান হইয়া কোন এক পুরুষকে দেখিলেন[৭] অর্থাৎ অঙ্গুষ্টমাত্র পরিমাণ, নির্ম্মল প্রদীপ্ত সুবর্ণবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট, সুন্দর চক্ষুর্বিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ ও তড়িৎতুল্য সুচিক্কন পীতদুকুলপরিধানকারী, অবিকারী[৮] শ্রীমান্, সুদীর্ঘবাহুচতুষ্টয়শালী, তপ্তকাঞ্চনময়কুণ্ডলধারী, অত্যারক্তনয়ন, গদাপাণী, এবং আপনার চারিদিগে মুহুর্ম্মুহুঃ উল্কাসমপ্রভগদা-ঘূর্ণনকারী[৯] এবং সূর্য্য যেমন হিমকে নাশ করেন, তদ্রূপ আপনতাদৃশ গদা ঘূর্ণন দ্বারা ব্রহ্মশিরাস্ত্রতেজকে বিনাশ করিতেছেন, এতাদৃশ পুরুষকে তিনি তখন আপন সমীপে দেখিয়া 'ইনি কে?' এবং বিধ বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মপালক অবিতর্ক্য, ভগবান্, বিভু হরি ইঁহাকে এইরূপ অনুকম্পিত করিয়া যেই ইঁহার দশমাসও শেষ হইল, অমনি দেখিতে দেখিতে সেই খানেই অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥

তদনন্তর, সকল গুণের উত্তরোত্তর আধিক্য সূচক অন্যান্য অনুকূল শুভ গ্রহগণের সহিত বর্ত্তমান শুভ লগ্নে পাণ্ডুসদৃশপ্রতাপ পাণ্ডুবংশধর জন্মিলেন ॥ ১২ ॥

রাজা প্রীতমনা হইয়া ধৌম্য কৃপাদি বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক তাঁহার জাতকর্ম্ম করাইলেন [১৩] পরে সেই তীর্থবিৎ-১-নৃপতি প্রজাতীর্থে বিপ্রগণকে হিরণ্য, গো, মহী বহুতর গ্রাম, বহুতর হস্তি, বহুতর অশ্ব ও বহুতর সুন্দর উপভোগ্য আমান্ন প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইয়া সেই বিনয়ান্বিত রাজাকে বলিলেন " হে পৌরববর ! পুরু-বংশ্যগণের পরিশুদ্ধ এই প্রজাসন্ততি অপ্রতিহতগতি দৈবনির্ব্বন্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার পর এক্ষণে তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহবিধানার্থ ( বংশ রক্ষার্থ ) প্রজননসমর্থ শ্রীবিষ্ণু দ্বারাই ইনি ( পরীক্ষিৎ ) প্রদত্ত হইলেন, [১৬] অতএব ইনি লোকে ' বিষ্ণুরাত ' অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রদত্ত বলিয়া প্রথিত হইবেন। এবং ইনি মহাভাগবত, মহৎ গুনসম্পন্ন ও মহৎকীর্ত্তিসম্পন্ন হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন। " সাধুশ্রেষ্ঠগণ ! ইনি কি যশেতে ও সাধুবাদেতে আপন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বংশোদ্ভব পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি মহাত্মাগণের অনুবর্ত্তী হইবেন ? "॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন। হে পার্থ ! ইনি সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু সদৃশ হইবেন এবং দাশরথি রামের ন্যায় ব্রাহ্মণনিহতৈকচিত্ত (বিপ্রধর্ম্ম), সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাপালক হইবেন [১৯] আর উশীনরদেশাধিপতি রাজা শিবীর-২-ন্যায় দাতা ও শরণাগতপরিত্রাতা হইবেন। ভরতের ন্যায় আপন জ্ঞাতি সমুদায়ের ও যজ্ঞ সমুদায়ের যশোবিস্তারক হইবেন [২০] এবং ধানুষ্কগণের মধ্যে ইনি অর্জ্জুনদ্বয়-৩-সদৃশ অগ্রণী হইবেন। হুতাশন সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইবেন। সমুদ্রসদৃশ দুস্তর হইবেন। মৃগেন্দ্র সদৃশ বিক্রান্ত হইবেন। হিমালয় সদৃশ সকল মহজ্জননিষেব্য হইবেন। এবং ইনি বসুধার ন্যায় তিতিক্ষু হইবেন, মাতা পিতার ন্যায় সহিষ্ণু হইবেন [২২] সাম্যগুণে পিতামহের ন্যায় হই-বেন। প্রসাদগুণে গিরিশের ন্যায় হইবেন। এবং যেমন রমাশ্রয় ( বিষ্ণু ) দেব সকল ভুতের আশ্রয়, তদ্রূপ ইনিও সকল প্রজাগণের আশ্রয় হইবেন [২৩] আর সকল সদ্গুণসদ্ভাবে ইনি মহা-মাহাত্ম্য সম্পন্ন হইবেন। সতত কৃষ্ণপরায়ণ হইবেন। এবং রন্তি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) যেমন উদারচরিত

---

১—অর্থাৎ মরুত্ত রাজার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অত্যধিক দ্রব্য পাওয়াতে তাঁহারা উত্তরদিকের পর্ব্বতে গিয়া অনেক-গুলি স্বুবর্ণপাত্র প্রক্ষিপ্ত করিয়া যান, সেই সকল পরিত্যক্ত ধনের অধিকারী শাস্ত্রসম্মত রাজা, এই বুঝিয়া তাঁহারা আনিতে গেলেন।

২—উশীনরদেশাধিপতি রাজা শিবি আপন শরীরের মাংস দিয়া শরণাগত কপোতের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্রূপ ইনিও শরণাগতজনের পরিত্রাতা হইবেন।

৩—অর্থাৎ সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এবং দ্বিবাহু পার্থার্জ্জুন।

হইয়া সকল ভূতে সমান ভাবে বিহারিতেছেন, তদ্রূপ ইনিও উদার হইয়া সকল ভূতে বিহারিবেন। রাজা যযাতির ন্যায় সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইবেন[২৪] ধৈর্য্যে বলিরাজের ন্যায় হইবেন। শ্রীকৃষ্ণে প্রহ্লাদের ন্যায় সদ্‌গ্রহ ( দেবত্বরূপে আস্থা) হইবে। এবং ইনি সমূহ অশ্বমেধযজ্ঞের আহরণকর্ত্তা ও বৃদ্ধগণের সর্ব্বতোভাবে উপাসক (সেবক) হইবেন[২৫] উৎপথগামি রাজর্ষিদিগের শাস্তা হইবেন। এবং ইনি পৃথিবীর ধর্ম্মের জন্য কলির নিগ্রহীতা ( দমনকর্ত্তা ) হইবেন [২৬]দ্বিজপুত্রপ্রেরিত তক্ষক দ্বারা আপনার মৃত্যু উপশুনিয়া নির্ম্মুক্তসঙ্গ হওতঃ হরিপদ প্রাপ্ত হইবেন [২৭] হে নৃপ! ইনি ব্যাসতনয় শুকমুনি হইতে আত্ম-যাথার্থ্য তত্ব বিজ্ঞাত হইয়া গঙ্গাতীরে এই অবিনশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করতঃ অকুতোভয়ে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৮ ॥

জাতক কার্য্যোপলক্ষে আগত যথোপচারে পূজা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সকলেই রাজাকে এইরূপ উপদেশ করিয়া আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই এই প্রভু গর্ভদৃষ্ট পুরুষকে অনুধ্যান করতঃ এই দৃশ্যমান সমস্ত পুরুষের মধ্যে সেই রূপ পুরুষকে পরীক্ষা করিবেন অর্থাৎ দৃশ্যমান এই সমস্ত জাগতিক পুরুষের মধ্যে গর্ভ-দৃষ্ট পুরুষের সাদৃশ্য আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই জন্যই ইনি লোকে ' পরীক্ষিৎ ' (পরীক্ষাকর্ত্তা ) নামে প্রথিত হইবেন ॥ ৩০ ॥

নক্ষত্রপতি যেমন শুক্ল পক্ষে কলাসমূহে আপূর্য্যমাণ হইয়া প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই রাজপুত্রও পিতৃগণ-প্রসাদ-কলাসমূহে অপূর্য্যমাণ হওতঃ শীঘ্রই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

[ এবং ইনি বালক হইয়াও সহজ স্বভাবতঃই কৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মাত্মা সুধীসম্পন্ন, এবং মহাভাগবত হইয়া সকল ভূতেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিলেন -১- ]

রাজা অশ্বমেধ যাগদ্বারা জ্ঞাতিবধজনিতদোষ-প্রক্ষালন করিবেন ইচ্ছায়, কর-দণ্ড-লভ্য ধনাতিরিক্ত ধনের অসংগ্রহ করিয়া (অর্থাৎ মাত্র কর ও দণ্ড লভ্য ধনের সংগ্রহ করতঃ) কিরূপে যজ্ঞ সম্পাদিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

অচ্যুত-প্রেরিত ভ্রাতাগণ তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া উত্তর দিগে গিয়া ভুরি ভুরি পরিত্যক্ত ধন সকল -২- আহরিয়া আনিলেন ॥ ৩৩ ॥

---

[১]—এই শ্লোকটী অতিরিক্ত নিবেশিত পাঠ বলিয়া এইরূপ [ ] বেষ্টন-বেষ্টিত করিয়াছি।

২—অর্থাৎ মরুত্তরাজার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অতিরিক্ত ধনভারগ্রস্ত হইয়া হিমালয়ে যে সকল ধন প্রক্ষেপ করিয়া যান, সেই সকল ধন।

ধর্ম্মভীত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত ধনে যজ্ঞীয় উপকরণগুলি সম্পাদন করতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ হরিকে তিনবার অর্চ্চিলেন ॥ ৩৪ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিজ্জন্মাদ্যুৎবর্ষ নামক দ্বাদশ অধ্যায় ॥

---

## অথ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

---

সূত বলিলেন। বিদুর তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া মৈত্রেয় মুনির নিকটে গোবিন্দকে আত্ম-গতিরূপে জ্ঞাত হইয়া তাঁহা দ্বারাই আপন জিজ্ঞাসিত অর্থ সকল জ্ঞাত হইবেন ইচ্ছায় হস্তিনাপুরীতে গমন করেন ॥ ১ ॥

ক্ষত্তা ( বিদুর ) কৌশারবের ( মৈত্রেয়ের ) নিকটে যতগুলি প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে দুই একটির মাত্র উত্তর শুনিতে শুনিতেই গোবিন্দে তাঁহার একান্ত ভক্তি জন্মে, সুতরাং কৃতার্থ হইয়া উর্ব্বরিত প্রশ্নগুলির আর উত্তর শুনিতে চাহেন নাই ॥ ২ ॥

হে ব্রহ্মন্! সেই সমাগত বন্ধুকে দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র ও তাঁহার অনুজগণ, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু সঞ্জয়, কৃপ, পৃথা, ও গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী ( দ্রোণপত্নী ) এবং এতদ্ভিন্ন পাণ্ডুর অন্যান্য সপুত্র জ্ঞাতিভার্য্যাগণ ও অন্যান্য কুলস্ত্রীগণ ইহাঁরা সকলেই অতি হর্ষের সহিত দেহে যেন প্রাণ আসিল বিবেচিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিরহজনিত উৎকণ্ঠা-প্রযুক্ত কাতর সেই সকল পাণ্ডবীয় জনগণ তাঁহাকে এইরূপে হঠাৎ লাভ করিয়া যথাবিহিত যথাযোগ্য আলিঙ্গন অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। এবং প্রেমবাষ্পসমূহ ফেলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি যখন ভোজনাদি করতঃ আসনে বিগতশ্রম হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইলেন, তখন রাজা বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। *এদিগে অন্যান্য* পাণ্ডবীয় স্ত্রীপুরুষগণ তাহা শুনিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন। কি আপনি স্মরণ করিতেছেন না? আপনারই স্নেহ সংবর্দ্ধিত পক্ষপাত ছায়াতেই আমরা এমন বুদ্ধিমান্ হইয়া রহিযাছি। যেহেতু আমরা বিষদান অগ্নিদান প্রভৃতি বিপদ সমূহ হইতে সমাতৃকই আপনা দ্বারা মুক্ত হইয়াছিলাম ॥ ৭ ॥

এক্ষণে আপনি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ভ্রমিতেছেন? এবং এই ভূতলে আপনা দ্বারা কত গুলি ক্ষেত্র মুখ্য তীর্থ সকল সেবিত হইয়াছে? ৮ বিভো! আপনার ন্যায় ভাগবত (ভগবদ্ভক্ত) ব্যক্তিরা যে, স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ! অতএব পাপীজন-সম্পৃক্ত অপবিত্র তীর্থ সকলও আপনি অন্তঃকরণস্থিত বিষ্ণুত তীর্থ দ্বারাই তীর্থীভূত (পবিত্রীভূত) করিতেছেন। ৯ হে তাত! আমাদের বান্ধবগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদেবপরায়ণ সুহৃদ্ যদুরা কি কখন আপন পুরীতে থাকিয়া সুখী হইয়া আছে? আপনি কোনোখানেও কি এরূপ দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন? ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মরাজ বিদুরকে এইরূপ বলিলেন। বিদুর আবার সেখানে (দ্বারকাতে) যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন সে সমস্তই ক্রমশঃ বর্ণিলেন। কেবল যদুকুলক্ষয় বিবরণটি গোপন করিয়া রাখিলেন ॥ ১১ ॥

আহা! সে সংবাদ যে, মনুষ্যগণের দুর্বিবষহ ও অপ্রিয়, এইজন্যই করুণানিধান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আর নিবেদিলেন না, যেহেতু তিনি তাদৃশ মর্ম্মভেদি সংবাদে তাঁহাদিগকে দুঃখিত করিয়া রহস্য দেখিতে অক্ষম ॥ ১২ ॥

যাহা হউক, তিনি দেবসদৃশ সৎকৃত হইয়া কিছু কাল সুখে সেইখানে বসিয়াছিলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে তত্ব উপদেশকরিয়া তাঁহাদের সকলেই প্রীতি ভার লইয়া১৩ যথাবৎ পাপীদিগের শাসন করিতে যমদণ্ড ধারণ করিলেন। এই বিদুররূপী যম মুনিদত্ত শাপে একশত বর্ষ যাবৎ শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয়-করেন ॥ ১৪ ॥

লব্ধরাজ্য যুধিষ্ঠির আপন বংশধর পৌত্রকে দেখিয়া লোকপাল-সমপ্রভ ভ্রাতৃগণের সহিত সুন্দর শ্রীসম্পন্ন হইয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

এইরূপে গৃহকার্য্যেতে আসক্ত ও সেই সমস্ত চেষ্টাতেই প্রমত্ত জনগণের দেখিতে দেখিতে পরম দুস্তর জীবিত কালটি অবিজ্ঞাত হইয়াই অতিক্রান্ত হইয়া গেল ॥ ১৬ ॥

বিদুর সেইরূপ অভিপ্রায় করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। রাজন্! তুমি শীঘ্র গৃহ হইতে বাহির হও। দেখ, আমাদের নিকটে এই কালরূপী ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

প্রভো! ইহ সংসারে যাহার কোনো সময়ে—কোনো রূপে প্রতিক্রিয়া করা যায় না আমাদের সকলের নিকটে সেই কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং এই আসিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

ফলতঃ, এই লোক সকল যে কারণে অভিগ্রস্ত হইয়া প্রিয়তম প্রাণ হইতেও সদ্যই বিযুক্ত হয়।—কি তুচ্ছ ধনাদি বস্তু হইতে পৃথক্ হওয়া!![১৯] তোমার পিতা ভ্রাতা, সুহৃদ্, পুত্র সকলই হত হইয়াছে। বয়ঃক্রম বিগত হইল। আত্মাও জরাগ্রস্থ হইল। কিন্তু এখনও তুমি গৃহের উপাসনা করিতেছ?-১-॥২০

[ দেখুন, আপনি পূর্ব্বাবধিই ত অন্ধ, এক্ষণে আবার জরাগ্রস্ত হইয়া বধির, মন্দবুদ্ধি, ভগ্নদন্ত ও মন্দাগ্নি হইয়াছেন। এবং সরাগ—সতত কফ উঠাইতেছেন-২-। ]

জন্তুর কি আশ্চর্য্য মহীয়সী জীবিতাশা! দেখ, যাহাতে বশীভূত হইয়া আপনি গৃহ-পালের-৩-ন্যায় ভীমাপবর্জ্জিত অন্নও গ্রহণ করিতেছেন![২১] যাহাদের বিনাশ-সাধনের জন্য আপনি অগ্নি প্রক্ষেপ করেন. বিষপ্রদান করেন, স্ত্রী দূষিত করেন ও অবশেষে ক্ষেত্র, ধন সমস্তই অপহরিয়া লন। এক্ষণে তাহাদের দত্ত অন্নাদি-লব্ধ জীবনে আর কি প্রয়োজন![২২]

তুমি আপনার ঐরূপ দৈন্য অনুভব করিয়া এখনও বাঁচিতে ইচ্ছিতেছ, তথাপি দেখ, তোমার এই দেহ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জরাজীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় জরাতে ক্রমশ ক্ষীণই হইয়া যাইতেছে॥২৩॥

ফলতঃ, যিনি সংশয়-বন্ধন-মুক্ত ও বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়া এই গতস্বার্থ দেহ পরিত্যাগ করি-বেন! শাস্ত্রে তিনিই ধীর বলিয়া উদাহৃত। তাঁহার গতি সাধারণের জ্ঞাতব্য নহে॥২৪॥

যে ব্যক্তি আপনা হতেই হউক বা অন্যের উপদেশ লইয়াই হউক, ইহলোকে বিষয় সমস্তে বিরক্ত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে প্রব্রজিবেন, তিনিই নরোত্তম অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয়॥২৫॥

আর কেন? আপনি আপন স্বেচ্ছাচারের ফল ত সমস্তই জ্ঞাত আছেন, এবং ইহাও অব-শ্যই জানেন—ইহার পরে যে কাল আসিতেছে তাহা প্রায়শই পুরুষগণের ধৈর্য্যাদি গুণ সমূ-হকে একেবারেই আকর্ষিয়া ফেলিবে, অতএব এক্ষণে গৃহ হইতে বাহির হউন। উত্তর দিগে (হিমালয়ে) প্রস্থান করুন্॥২৬॥

প্রজ্ঞাচক্ষু (অন্ধ) অজমীঢ়বংশজ রাজা আপন অনুজ বিদুর দ্বারা এইরূপে বোধিত হই-লেন। অনন্তর স্বকীয় দৃঢ়তর স্নেহপাশ সমূহ ছিন্ন করিয়া ভ্রাতৃ-সন্দর্শিত মোক্ষমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রমিলেন॥২৭॥

---

১—অর্থাৎ অতএব তুমি ধনাদি মায়া পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হও।

২—এইরূপে যে যে স্থলে বেষ্টনবেষ্টিত হইবে, সে সমস্তই অধিক প্রবিষ্ট প্রক্ষিপ্ত পাঠ বলিয়া জানিতে হইবে।

৩—অর্থাৎ গৃহপালিত বিড়াল কুক্কুরের ন্যায়।

যুদ্ধেতে শূরগণের অতি তীব্র প্রহারও যেমন কাহারও না কাহারও সুখদ হয়, তদ্রূপ হিমালয়, সুকুমারীর (গান্ধারীর) দুঃখদ হইলেও সন্ন্যাসিগণের অতি সুখদ হইতেছে। পতিব্রতা সাধ্বী সুবলপুত্রী ( গান্ধারী ) তখন পতিকে তাদৃশ সন্ন্যাসিসুখদ স্থানে প্রব্রজিত দেখিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন ॥ ১৮ ॥

এদিগে অজাতশত্রু ( যুধিষ্ঠির ) প্রাতঃকালিক সন্ধ্যাবন্দন ও প্রাতর্হোম ক্রিয়া সমাপন করতঃ তিল, গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি দান পূর্ব্বক বিপ্রগণকে প্রণাম করিয়া ( যেমন প্রত্যহ গুরুবন্দনার্থ গৃহে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ সে দিনেও ) গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু সে দিন আর তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়কে ও সৌবলীকে ( জেঠিকে ) দেখিতে পাইলেন না। [২৯] দেখেন—সেখানে সঞ্জয় (বিমর্শভাবে) বসিয়া আছেন। তখন উদ্বিগ্নমনা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন। কেমন, গাবল্গানি! আমাদের সেই দুটি চক্ষুহীন বৃদ্ধতাত-১-কোথায়? [৩০] আহা! আমাদের পুত্র-শোকার্ত্ত জেঠিমাই বা কোথায়? । হায় - আমাদের সুহৃৎ পিতৃব্য-২-ই বা কোথায় গেলেন? । হয় ত হতবন্ধু ( ধৃতরাষ্ট্র, জেঠা ) এই মন্দমতি আমাতে, কোনো অপরাধ শঙ্কা করতঃ দুঃখিত হইয়া একেবারে সস্ত্রীক হইয়াই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন!! [৩১] হায়! আমাদের পাণ্ডু পরলোকগত হইলে, আমরা ও আমাদের সুহৃদেরা তখন সকলেই শিশু! সে সময়ে যাঁহারা আমাদিগকে ব্যসন হইতে রক্ষা করেন এখন সেই পিতৃব্যদ্বয় ( জেঠা ও খুড়ো ) আমাদের এখান হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন? ॥ ৩২ ॥

সূত বলিলেন। সূত (সঞ্জয়) আপন রাজাকে না দেখিয়া বিরহাক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার ( যুধিষ্ঠিরের ) উপরে বিশেষরূপে কৃপা ও স্নেহ থাকা প্রযুক্ত দুঃখে একেবারে বিবশ হইয়া পড়িলেন, তখন আর তাঁহার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। [৩৩] কিছুক্ষণ পরে তিনি আপনা হতেই আপনাকে সবশ করিয়া লইয়া, দুই হাতে তাঁহার চক্ষুঃ জল মুছিয়া দিলেন। অনন্তর প্রভুর পাদদ্বয় স্মরণ করতঃ অজাতশত্রুকে প্রত্যুত্তর দিলেন ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় বলিলেন। হে মহাবাহু! হে কুলনন্দন! আমি তোমাদের পিতৃব্যগণের ও গান্ধারীর পরামর্শ কিছুই জানি না। যেহেতু আমি যে স্বয়ংই সেই সকল মহাত্মাগণে বঞ্চিত হইয়া বসিয়া আছি ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর ভগবান্ নারদ তুম্বুরু ঋষির সহিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে

১—অর্থাৎ বুড়ো বাবা, জেঠা। ২ - অর্থাৎ খুড়ো, বিদুর।

দেখিয়া আপন অনুজগণের সহিত একত্র প্রত্যুত্থান ও একত্র অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্পূর্ণ রূপে অর্চ্চিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন। মহাশয়! আপনি আমাদের এই অপার ভবপারাবারে কর্ণধারের ন্যায় পারপরিদর্শক অতএব আপনি ত সমস্তই জানেন। ভগবন্! আমার পিতৃব্যদ্বয় এখান হইতে কোথায় গেলেন? আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না এবং আমার অতিদুঃখিতা পুত্র-শোকাতুরা বৃদ্ধমাই বা কোথায় গেলেন? ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর মুনিবর নারদ কহিলেন, রাজন্! কিছু শোক করিও না। যেহেতু এই জগৎ যে দেখিতেছ ইহা সমুদায় ঈশ্বরের (অদৃষ্টের) বশীভূত। [৩৮] দেখ, লোক সকল সমস্তই অদৃষ্টের অধীনে থাকিয়া যাঁহার [ঈশ্বরের] এই মাংসপিণ্ড বহন করিতেছে, তিনিই ইহা দিগকে পরস্পর সংযোজিত করিতেছেন আবার কালপ্রাপ্তে তিনিই বিযোজিত করিতেছেন॥৩৯॥

যেমন এই সংসারে লোকেরা খেলাইবার সামগ্রী লইয়া একবার গড়ে, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তদ্রূপ ঈশ্বরেরও সম্বন্ধে মনুষ্যগণ খেলাইবার সামগ্রী—তিনি এই সমস্ত মনুষ্যগণকে লইয়া আপন ইচ্ছায় একবার গড়িতেছেন, একবার ভাঙ্গিতেছেন ॥ ৪১ ॥

যদি তুমি এই লোকগণকে নিত্য বলিয়াই হউক, বা অনিত্য বলিয়া হউক, বা নিত্যানিত্য বলিয়াই হউক, অথবা অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই হউক স্বীকার কর—কর, কিন্তু আমাদের কোনো-মতেই তাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, কেন না এক মোহজন্মা স্নেহই তাহার প্রতি কারণ হইয়াছে [৪২] অতএব এক্ষণে "অগো! আমা বিনা অনাথ দুঃখিত হইয়া কিরূপে তাঁহারা বনাশ্রিত হইয়া থাকিবেন" এইরূপ আপন অজ্ঞানকৃত ব্যাকুলতা টি পরিত্যাগ কর [৪৩] দেখ, এই পাঞ্চভৌতিক দেহ টি কাল, কর্ম্ম, ও গুণ এই তিনের অধীন হইতেছে অতএব যেমন অজগরগিলিত ব্যক্তি আপনারই রক্ষা করিতে পারে না, অপরকে কি রক্ষা করিবে? তদ্রূপ এই দেহও আপনাকেই রক্ষা করিতে পারে না অপর পুরুষগণকে আর কিরূপে রক্ষিবে? ॥ ৪৪ ॥

অহস্ত জীবসকল সহস্ত জীগবণের-১-জীবন। অপদ জীবসকল চতুষ্পদগণের জীবন। আবার অহস্ত জীবগণের মধ্যেও ছোট ছোট গুলি বড় বড় গুলির জীবন। এইরূপে জগতে সমস্ত জীবই

১—হস্তরহিত জীবগণ—গো মহিষাদি। সহস্ত জীব—মনুষ্য বানরাদি। চতুষ্পদ—গো মহিষাদি। অপদ—তৃণাদি।

পরস্পর পরস্পরের জীবন হইয়া থাকে-১-।[৪৫] রাজন্! সেই এই অহস্ত সহস্তাদি জীবসঙ্কুল জগৎ স্বপ্রকাশ ভগবানই হইতেছেন অর্থাৎ ইহা তাঁহা হইতে কিছু পৃথক্ নহে। তিনি একই, নানা নহেন-২-যেহেতু এই সকল ভোক্তা পুরুষগণের আত্মা তাঁহারই রূপ-৩-তিনি কেবল অন্তররূপই, এমন নহে—বাহ্য ভোগ্যরূপেও প্রতিভাত হইতেছেন-৪- সুতরাং তাঁহাকে এখন অজ্ঞান নিবন্ধন বহুবিধ করিয়া দেখ (ক্ষতি নাই) কিন্তু মহারাজ! সেই এই ভূতভাবন ভগবান্ সম্প্রতি সুর-বিদ্বেষিগণের বিনাশ (ভারহরণ) করিবার জন্য কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন[৪৭] এবং অবতীর্ণ হইয়া ইনি আপন দেবকৃত্য সকল সমস্তই সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন এক্ষণে আরও কিছু অবশিষ্ট আছে, সেই মাত্রের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন অতএব যেপর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাদের এইরূপে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন, (আমার পরামর্শে) তোমরা সেই পর্য্যন্তই এখানে অপেক্ষা করিয়া থাক, ॥ ৪৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বাহির হইয়া হিমালয়ের দক্ষিণভাগে ঋষিগণের আশ্রমে গিয়াছেন।[৪৯] যেস্থানে সপ্ত ঋষিগণের প্রীতির জন্য স্বর্ধুনী দেবী (গঙ্গা) সপ্ত স্রোতে বাহিত হইয়া আপনাকে সপ্তধা করিযাছেন। এই জন্যই সকলে তাহাকে "সপ্ত স্রোত" বলিয়া থাকে।[৫০] তিনি পুত্রকলত্রাদি এষণা-৫- সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সপ্তস্রোত তীর্থে যথাবিধি ত্রিকাল স্নান ও ত্রিকালে অগ্নিহোম করিয়া অব্ভক্ষ ব্রতাবলম্বনে উপ-শান্তচিত্ত হইয়া আছেন।[৫১] এইরূপে তিনি সেখানে জিতাসন ও জিতশ্বাস হইয়া ষড় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার পূর্ব্বক একান্ত চিত্তে হরিভাবনা করিতে করিতে তাঁহার রজঃ সত্ব ও তমোরূপি চিত্তমল সকল অপাকৃত হইয়া গিয়াছে।[৫২] ঘটাকাশকে যেমন ঘটোপাধি হইতে বিযুক্ত করিয়া তদাধার মহাকাশে বিলয় করা যায়,-৬-তদ্রূপ তখন তিনিও অহঙ্কারাশ্রয় আত্মাকে-৭-

---

১—এই শ্লোক টি আমার বিবেচনায় কোনো শাক্ত ধূর্ত্তপ্রবর কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যেহেতু এতাদৃশ অহিংসা মুখ্য ভাগবত ধর্ম্মে হিংসার স্বভাবসিদ্ধতা স্থাপন কোনোরূপেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

২—অর্থাৎ তিনি স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ত্রিবিধ ভেদশূন্য হইতেছেন।

৩—এই কথা দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সজাতীয় ভেদের নিরাস করা হইল।

৪—ইহা দ্বারা বিজাতীয় ভেদেরও নিরাস হইল। এই শ্লোকে যদিও স্বগত ভেদটির নিরাস করা হইল না—তথাপি এই ভেদদ্বয়েরই নিরাসে তাহাও ক্রোড়ীকৃত হইয়াছে জানিতে হইবে কেন না সজাতীয় বিজাতীয় ভেদদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয় তাহার স্বগত ভেদ আর কিরূপে থাকিবে।

৫—এষণা আসক্তি বা মমতাকে কহে। ইহা ত্রিবিধ হইয়া থাকে, পুত্রৈষণা, ভার্য্যৈষণা, এবং বিত্তৈষণা।

৬—অর্থাৎ ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তদন্তঃস্থিত আকাশের যে উপাধি নিবন্ধন ঘটাকাশ সজ্ঞা হয় সেই উপাধির অভাবে সজ্ঞারও অভাব হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তটি একদেশী বলিয়া জানিতে হইবে।

৭—অর্থাৎ আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদ্যাকার অহংকারাস্পদ চিত্তবৃত্তিকে।

তাহার উপাধিভূত দেহ ঘট হইতে বিমোচন পূর্ব্বক-১- বিজ্ঞান আত্মাতে সংযুক্ত করিয়া তাহার উপাধিভূত দৃশ্যাংশ হইতে বিযুক্ত করেন -২- অনন্তর তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে সম্মিলিত -৩- করতঃ দ্রষ্টৃত্বাংশ হইতে বিযুক্ত করিয়া সর্ব্বাশ্রয়ভূত পরব্রহ্মে প্রবিলয় করিতে ছেন। [৫৩] সুতরাং তাঁহার মায়া-গুণ-বাসনা টি নষ্ট হইয়া গিয়াছে -৪- ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল ও তদধিষ্ঠাতৃ মন সমস্তই নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে -৫-। এক্ষণে নিবর্ত্তিত-নিখিলা

---

১ দৃষ্টান্তে মহাকাশের ‘ঘটাকাশ’ সজ্ঞা হইবার কারণ তাহার ঘটরূপি উপাধি দ্বারা উপহিত হওয়া। দার্ষ্টান্ত বিজ্ঞানবৃত্তির অহংত্বও সজ্ঞা হইবার কারণ তাহার অজ্ঞান নিবন্ধন স্থূলপাঞ্চভৌতিক রূপি উপাধি দ্বারা উপহিত অর্থাৎ সংযুক্ত হওয়া। এইরূপে দৃষ্টান্তে ঘট নষ্ট করিলে ঘটাকাশ স্বস্বরূপে (অর্থাৎ মহাকাশরূপে) অবস্থিত হয়। দার্ষ্টান্তে (‘আমি স্থূল, আমি কৃশ’ ইত্যাদ্যহংবাদাস্পদ চিত্তবৃত্তিতে) স্থূলত্ব কৃশত্ব ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহ নষ্ট করিলে অর্থাৎ যে অধ্যাস (অজ্ঞান) নিবন্ধন অহংবৃত্তি স্থূলত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় সেই অজ্ঞান টি বিনাশ করিলে, বৃত্তিশুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মা (বুদ্ধিরূপ) হইয়া যায়।

২—শুদ্ধবুদ্ধিরূপিণী অহংবৃত্তিরও উপাধি আছে। এই উপাধিগুলি সূক্ষ্ম দৃশ্য স্বরূপ। সমাধি দ্বারা যখন শুদ্ধবুদ্ধিবৃত্তি এই দৃশ্যাংশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে অর্থাৎ তাহাতে অহংত্বাধ্যাস পরিত্যাগ করিবে তখন শুদ্ধ দ্রষ্টৃস্বরূপ, গুহাবস্থিত জীব পুরুষকে বিষয় করিতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ অহং পদার্থ, স্থূল সূক্ষ্মাদি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এক জীবগোচর (জীববিষয়ক) হইতে পারিবে।

৩—শুদ্ধজীববিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিরও উপাধি আছে। এই উপাধি দ্রষ্টৃত্বাদি স্বরূপ। এই দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম দ্বারাই পরমাত্মার জীব সংজ্ঞা হইয়াছে। তিনি জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আপন উপাধিভূত দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা মানুষাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যোগিগণের অভ্যাস দ্বারা এই দ্রষ্টৃত্বাদি উপাধিমুক্ত হওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মত আশয় বলিতেছেন যে ধৃতরাষ্ট্র চিত্তকে সমাধি করিতে করিতে একেবারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে মিলিত করিয়াও অনন্তর ক্ষেত্রজ্ঞসমবেত উপাধি হইতেও বিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, নিরুপাধি পদবাচ্য, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিলেন অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪—এই অবস্থাকে যোগিগণ জীবন্মুক্তি, পরম্প্রসঙ্খ্যান বা ধর্ম্মমেঘ সমাধিযুক্ত বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন মায়ার (প্রকৃতির) যে গুণ, অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণাদিরূপ কর্ম্ম, সেই রাগতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ভাবি ফল, অর্থাৎ তজ্জনক যে অদৃষ্ট, তাহাকে “মায়া গুণ বাসনা” কহে। পরমেশ্বর এই মায়া গুণ বাসনা দ্বারা সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন সুতরাংই তাঁহার সৃষ্টিতে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী ইত্যাদি বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

৫—এস্থলে ‘ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলের নিরোধ হইয়াছে’ এই মাত্র বলিলে মনোবৃত্তির নিরোধ সুতরাংই সম্পন্ন হইয়াছে, তবে পুনরায় তদীয় অধিষ্ঠাতৃত্ব রূপে মনের পৃথক্ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? লোকে হঠাৎ ঈদৃশ

হার -১- হইয়া—ঠিক্ স্থাণুর ন্যায় জড় হইয়া রহিয়াছেন। প্রার্থনা করি—সেই সমস্তাখিলকর্ম্মা পুরুষের অন্তরায় -২- গুলি যেন নাই হউক'॥ ৫৪॥

হে রাজন্! তিনি আজ হইতে পঞ্চম দিনে নিশ্চয়ই কলেবর ত্যাগ করিবেন, এবং তাহা ভস্মীভূত হইবে। " তদনন্তর পর্ণশালাযুক্ত সেই পতি-দেহ টি যোগাগ্নিসমুৎপন্ন গার্হপত্যাদি অগ্নি-সমূহে দহ্যমান হইতে আরম্ভ হইলে, সাধ্বী পত্নী বাহির হইতে দেখিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশিবে॥ ৫৬॥

হে কুরুনন্দন! তীর্থ-নিষেবক বিদুর ঐরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া যুগপৎ হর্ষশোকযুক্ত হইয়া সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন॥ ৫৭॥

নারদ এইরূপ ভবিষ্যৎ কথা সকল উপদেশিয়া তম্বুরুর সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার সেই সমস্ত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শোক মোহ পরিত্যাগ করিলেন॥ ৫৮॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধের ধৃতরাষ্ট্র-প্রব্রজ্যা নাম ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥
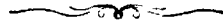
আশঙ্কা উপস্থিত করিতে পারেন। বস্তুত এস্থলে ইহা দেখান হইতেছে যে ধৃতরাষ্ট্র সমাধিকালীভূত চার প্রকারই অপর বৈরাগ্য সম্পন্ন ছিলেন অর্থাৎ "ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলের নিরোধ হইয়াছিল" এই মাত্র বলিলে 'যতমান সংজ্ঞা ব্যতিরেক সংজ্ঞা ও একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা এই ত্রিবিধ বৈরাগ্য সম্পন্ন ছিলেন' এইমাত্র বোধ হইবে। 'মনোবৃত্তিরও নিরোধ হইয়াছিল' এইটুকু বিশেষরূপে বলাতে তিনি চতুর্থ 'বশীকার সংজ্ঞা' বৈরাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন ইহাও সূচিত হইল। ইহার সবিশেষ বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক সুতরাং পরিত্যক্ত হইল।

১—অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে উপভোগ্য বিষয় সকল সমস্তই নিরস্ত হইয়া গিয়াছে।

২—অন্তরায় বলিতে চিত্তমল, অর্থাৎ সমাধির বিঘ্নকারক দোষবিশেষ। ইহা নব প্রকার হইয়া থাকে। যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব। সবিশেষ পাতঞ্জলানুবাদে দ্রষ্টব্য।

# অথ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, জিষ্ণু ( অর্জ্জুন ) বন্ধুদিদৃক্ষায় দ্বারকাতে প্রস্থান করিলে, অনেকদিন পরে রাজা যুধিষ্ঠির পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ কি করিতেছেন, এখন তাঁহার অভিপ্রায়ই বা কি ? এই সমস্ত জানিবার জন্য অর্জ্জুন আমার কয়েকমাস (সাত মাস) অতীত হইল দ্বারকাতে গিয়াছেন, কিন্তু কৈ, সে অবধি তাঁহাদের কিছুমাত্র সংবাদ পাইলাম না, তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না এই সকল ভাবিয়া ভয়ানক ভয়ানক ভয়নিমিত্ত সকল আলোচিতে লাগিলেন। ১-২ বিপর্য্যস্তঋতুধর্ম্মা -১- কালের ভয়ানক গতি দেখিয়া, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অসত্যরূপী মনুজগণের পাপীয়সী-২-জীবিকা দেখিয়া ৩ ও কপট বহুল ব্যবহার, শাঠ্যমিশ্রিত বন্ধুতা এবং পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা, ও দম্পতিগণের পরস্পর কলহ এই সমস্ত অশুভ নিমিত্ত গুলি আলোচিয়া এবং মৃত্যু কাল আসিয়া উপস্থিত হইলেও মনুষ্যগণ লোভাদি অধর্ম্ম প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছে না। রাজা এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভয়ভীতচিত্তে আপন অনুজকে ( ভীমকে ) কহিতে লাগিলেন ॥ ৪-৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেখ ভীমসেন ! তোমার অনুজ আজকে সাত মাস হইল বন্ধুদিদৃক্ষায় এবং বন্ধু পুণ্যশ্লোকের আচার অভিপ্রায় জানিতে দ্বারকাতে গিয়াছে, কিন্তু কি নিমিত্ত যে এখনও আসিতেছে না ? ইহা আমি শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ৬-৭ যখন ভগবান্ নিজ ক্রীড়া সাধন এই অঙ্গটিকে আপনিই সংবরিয়া লইতে ইচ্ছিবেন দেবর্ষি উপদিষ্ট সেই কালই এই—এখন বুঝি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল ! ॥ ৮ ॥

যাঁহা হইতে আমাদের সম্পদ, রাজ্য, দারা, প্রাণ, কুল, প্রজা, জ্ঞাতি-জয় এ সমস্তই হইয়াছে। এবং যাঁহার অনুগ্রহে আমাদের যজ্ঞক্রিয়োপযোগী লোকগণ সংগৃহীত হইয়াছে ৯

---

১—যে কালে ঋতুধর্ম্মের বৈপরীত্য ঘটে অর্থাৎ যে ঋতুর যে ধর্ম্ম তাহা না হইয়া যদি ব্যতিক্রম ঘটে তাহা হইলে, তাদৃশ কালকে "বিপর্য্যস্তঋতুধর্ম্মা কাল" কহে।

২—আপনার আপনার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জীবিকাকে (উপার্জ্জনকে) পাপীয়সী জীবিকা কহে।

হে নরব্যাঘ্র ! তাঁহার বিষয়ে আমি ইহা কিছু শুভ বুঝিতেছি না। ভাই ! আমাদের ভয়ানক বলিয়া আশঙ্কিত উৎপাতসকল একবার দেখ, এই উৎপাত সকল দিব্য ভৌম ও সদৈহিকরূপে আমাদের অতি সন্নিহিত হইয়াছে। উঃ—এই ভয়ই আমাদের বুদ্ধিভ্রংশকারক হইয়াছে। [১০] দেখ, আমার বাম ঊরু, বাম অক্ষি ও বাম বাহু পুনঃ পুনঃই স্পন্দিত হইতেছে। অগো ! আমার হৃদয়েও কম্পন রহিয়াছে। এই সকল ( দৈবিক ) উৎপাত আমায় অতি শীঘ্রই অমঙ্গল প্রদান করিবে। [১১] ঐ দেখ, শৃগাল উদিত সূর্য্যের দিগে মুখ করিয়া ডাকিতেছে ; মুখ হইতে অগ্নি বমন করিতেছে। অগো ! এদিগে এই কুকুর টি আমাকে দেখিয়া যেন নিঃশঙ্ক হইয়া ডাকিতেছে। [১২] গবাদি পশুসকল আমায় বামে রাখিয়া যাইতেছে। দেখ, আবার গর্দ্দভাদি পশুসকলও আমায় দক্ষিণে রাখিয়া যাইতেছে। আহা ! পুরুষব্যাঘ্র ! দেখ, অশ্বসকল আমার কাঁদিতেছে বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। [১৩] আর এই যে কপোত দেখিতেছ, ইহা মৃত্যুদূত স্বরূপ হইতেছে। এবং উলূক-১-ও প্রত্যুলূক ইহারা যেন জগৎকে একেবারে শূন্য করিবার ইচ্ছায় দুষ্ট শব্দ দ্বারা আমার মন কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। [১৪] দিক্‌পরিধি সকল ধূসরিত হইয়া গিয়াছে। মেদিনী পর্ব্বতগণের সহিত কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাপু ! দেখ, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের সহিত বজ্রপাতও ভয়ানক রূপে হইতেছে। [১৫] উঃ—বায়ুও ধূলিপটল সমূহে অন্ধকার বিস্তার করতঃ খরস্পর্শ হইয়া বহিতেছে। এবং মেঘও রক্তবর্ষণ করিতেছে। ভাই ! এ সমস্ত চারিদিগে অতি ভয়ানক বলিয়াই আমার প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১৬ ॥

দেখ, সূর্য্য তেজোবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্যুলোকে গ্রহ সকল যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন। এবং ঐ দেখ, দ্যাবা ও পৃথিবী উভয় লোকই যেন ব্যামিশ্র -২- ভূতগণের সহিত একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে ॥ ১৭ ॥

নদী সকল, নদ সকল, সরোবর সকল ও প্রাণিগণের মন সকল ক্ষুভিত হইয়া গিয়াছে। রাজ্যে অগ্নি আর প্রজ্জ্বলিত হইতেছে না। এই সমাগত কাল—কি না অশুভ বিধান করিবে ! ! ॥ ১৮ ॥

আর দেখ, বৎস সকল স্তন পান করিতেছে না। মাতারা আপন আপন বৎসকে গ্রাহ্য করিতেছে না। গো সকল অশ্রুমুখী হইয়া কাঁদিতেছে। পথেতে বৃষগুলি পর্য্যন্ত হৃষ্ট হইয়া

---

১—অর্থাৎ পেচক। ইহার সহিত কাকের শাশ্বতিকবিরোধ সুতরাং কাককে প্রত্যুলূক কহে।

২—অর্থাৎ ছোট বড নানাবিধ।

বিচরণ করিতেছে না। [১৯] দৈবত প্রতিমা সকল যেন কাঁদিতেছে, কাঁপিতেছে, এবং উচ্চলিত হইতেছে। আর এই সমস্ত জনপদ, গ্রাম, পুরোদ্যান ও শ্রেষ্ঠ আশ্রম সকল যেন শ্রীভ্রষ্ট ও নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা না জানি আমাদিগকে কত কি দুঃখ দেখাইতেছে ॥ ২০ ॥

এই সমস্ত মহা উৎপাত দেখিয়া ইহা ধ্রুব বলিয়া আমি মানিতেছি যে, এই ভূমি কেবল ভগবানের অনন্য-পুরুষশ্রীপদচিহ্নাভাবেই ঈদৃশ হতসৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে ॥ ২১ ॥

হে ব্রহ্মন্! রাজা এইরূপ দৃষ্টমহোৎপাতচিত্তে চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার নিকটে কপিধ্বজ ( অর্জ্জুন ) যদুপুরী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আসিলেন। [২২] অনন্তর অধোবদন হইয়া নয়ন কমলদ্বয় হইতে জলবিন্দু সমূহ ফেলিতে ফেলিতে এক অযথাপূর্ব্ব আতুরভাবে তাঁহার পাদদ্বয়ে আসিয়া নিপতিত হইলেন। [২৩] রাজা আপন অনুজকে এইরূপে হীনপ্রভ দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নারদোক্ত কথা টি স্মরণ করতঃ সেই সকল ভ্রাতৃগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন। কেমন ভাই! দ্বারকাপুরীতে আমাদের মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বন্ধুবান্ধব সকল সুখে আছেন ত? [২৫] কেমন, আমার মাননীয় শূর মাতামহ ভাল আছেন ত? কেমন, মাতুল অনুজের সহিত ভাল আছেন ত? আনকদুন্দুভি-১-কুশলে আছেন ত? [২৬] সাত জন ভগ্নি ও তাঁহার দেবকীপ্রমুখ পত্নীসকল আপন আপন আত্মজগণের সহিত এবং আপন আপন পুত্রবধূগণের সহিত স্বয়ং ভাল আছেন ত? এবং মাতুলানী সকল স্বয়ং ভাল আছেন ত? [২৭] কেমন, অপুত্র উগ্রসেন আমার জীবিত আছেন ত? এবং ইহাঁর অনুজ ( দেবক ) কুশলে আছেন ত? হৃদীক সপুত্র ভাল আছেন ত? কেমন, পিতৃব্য অক্রূর ও জয়ন্ত, গদ, সারণ ইহাঁরা সকলে এবং শত্রুজিৎ প্রভৃতি সকলেই কুশলে আছেন ত? কেমন, সাত্বত শ্রেষ্ঠ প্রভু ভগবান্ রাম ( বলরাম ) সুখে আছেন ত? [২৮] এবং সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় জনগণের মধ্যে মহাবেগ সম্পন্ন মহারথ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত? [২৯] কেমন, সুষেণ, অরুদেষ্ণ ও জাম্ববতীপুত্র সাম্ব ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন কার্ষ্ণিশ্রেষ্ঠ সপুত্র ঋষভ প্রভৃতি জনগণ [৩০] তথা শ্রুতদেব, ও উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং তদ্ভিন্ন যে সকল সুনন্দ ও নন্দমুখ্য সাত্বতশ্রেষ্ঠ অনুচরগণ রামকৃষ্ণের বাহুবলাশ্রয়— কেমন তাঁহারা সকলে কুশলে আছেন ত? কেমন, সেই সকল বদ্ধসৌহৃদগণ আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন ত? [৩১] কেমন, ভক্তবৎসল ভগবান্ ব্রহ্মণ্য গোবিন্দও আপন পুরীতে সুধর্ম্মাসভা মধ্যে সুহৃদ্গণ পরিবৃত হইয়া সুখে আছেন ত? ॥ ৩২ ॥

---

১—আনকদুন্দুভি বসুদেবকে কহে।

ফলতঃ অনন্তসখ আদ্যপুরুষ ভগবান্ লোকগণের মঙ্গলার্থ, পালনার্থ, ও প্রজননার্থই এই-রূপে যদুকুলার্ণবে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন[৩৩] যাঁহার স্বীয় বাহু-দণ্ড-পরিরক্ষিত পুরীতে যদু সকল পরমার্চ্চিত হইয়া, পরমানন্দে সেই বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের অনুচরের ন্যায় ক্রীড়িতেছেন[৩৪] এবং যাঁহার পাদ পরিসেবনরূপ মুখ্য কর্ম্মদ্বারা সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র রমণীরা যুদ্ধে দেবগণেরে পরাজয় করিয়া বজ্রায়ুধবল্লভোপভোগ্য-১-পারিজাতাদি কুসুমসকল আহরিয়া আনেন[৩৫] এবং যদু বীরগণ যাঁহার বাহুদণ্ডপ্রভাবোপজীবী হইয়া অকুতোভয়ে বল পূর্ব্বক আহৃত দেববরভোগ্য সেই সুধর্ম্মা সভাটি আপন আপন পাদবৃন্দ দ্বারা অধিক্রমিযা রহিয়াছেন, কেমন আমাদের সেই ভগবান্ গোবিন্দ সুখে আছেন ত ? ॥ ৩৬ ॥

কেমন, বাপু ! তুমি যে এখন আমার কাছে এত হীনপ্রভ হইয়া প্রতিভাত হইতেছ, ইহার কারণ কি ? কেন,—বাপু ! তুমি কি নীরোগ ছিলে না ? অথবা কাহারো দ্বারা তুমি অবমানিত হইয়া এখানে আর মুখ দেখাইবে না বলিয়া কি, এতাধিককাল সেখানে বাস করিতেছিলে ?

কেমন , ভাই ! তুমি কাহারো কর্ত্তৃক কঠোর পরুষ বাক্যদ্বারা অভিতাড়িত হইয়াছ কি ? অথবা তুমি যাচকদিগকে আশা দিয়া যাহা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া, স্পষ্ট রূপে মুখে বলিয়াও অনন্তর তাহা দাও নাই কি ? [৩৮] কেমন, তুমি ব্রাহ্মণ, বালক, গো, বৃদ্ধ, রোগী ও স্ত্রী এইসকল প্রাণিগণকে পূর্ব্বে আশ্রয় দিয়া পরে তাড়াইয়া দাও নাই ত? [৩৯] কেমন, তুমি অগম্যা স্ত্রীতে বা অপবিত্র গম্যাস্ত্রীতেই হউক গমন কর নাইত ? অথবা আপনি পথেতে আপন সম ব্যক্তির সহিত আসিতে আসিতে কোন অসম—অধার্ম্মিক ব্যক্তি দ্বারা পরাজিত হও নাইত ? [৪০] কেমন, তুমি অগ্রে ভোজন করাইবার যোগ্য বৃদ্ধ বালকগণকে ছেড়ে আপনিই অগ্রে ভোজন কর নাই ত ? অথবা যাহা তোমার ন্যায় ব্যক্তির করিবার অযোগ্য এতাদৃশ কোনো নিন্দিত কার্য্য কর নাই ত ? [৪১] কেমন ভাই ! তুমি কোন আত্মবন্ধুবিরহিত হইয়া অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আপনারে শূন্য হইয়াছি বলিয়া মানিতেছ না ত? ফলতঃ তাহা না হইলে তোমার এতাদৃশ পীড়া কেন ঘটিতেছে ? ॥ ৪২ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

১—বজ্রায়ুধ ইন্দ্র, তাঁহার বল্লভ শচী, তাঁহার উপভোগ্য ।

## অথ পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্থত বলিলেন, এই সমস্ত নানা আশঙ্কাস্পদ ভয়রূপ দেখিয়া ভ্রাতা রাজা কর্ত্তৃক কৃষ্ণসখ অর্জ্জুন এইরূপে আশঙ্কিত হইলেন বটে কিন্তু তখন তিনি কৃষ্ণবিরহে আকর্শিত হওয়াতে শোকে তাঁহার মুখ খানি শুষ্ক হইয়া যায়, হৃৎকমল ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। আহা! তখন তিনি প্রভুকে অনুস্মরণ করিয়া আর প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। বড় কষ্টে কিছুক্ষণ পরে শোক সংবরিয়া হস্ত দ্বারা আপন নেত্রদ্বয়ের জল পুঁছিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেবল পরোক্ষ জ্ঞান গম্য হওয়াতে তাঁহাতে প্রেম অত্যধিক উচ্ছ্বলিত হয় সুতরাং তিনি সেই উচ্ছ্বলিত-প্রেম-জনিত-উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত কাতর হইয়া তাঁহার পূর্ব্বজাত সারথ্যাদি কার্য্যে হিতৈষিতা বন্ধুতা ও সুহৃদ্ভাব স্মরণ করতঃ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া গদ্গদবাক্যে অগ্রজ নৃপকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, মহারাজ! আমি বন্ধুরূপি শ্রীহরিতে বঞ্চিত হইয়াছি। সুতরাংই আমার দেববিস্ময়কারক মহৎ তেজটী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অপহৃত হইয়া গিয়াছে ৬ ফলতঃ যেমন এই পিত্রাদিগণ ক্ষণমাত্র জীবন বিহীন হইলে অমনি মৃতক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন তদ্রূপ লোকমাত্রেই যাঁহার ক্ষণমাত্র বিয়োগেই অপ্রিয়দর্শন হইয়া উঠে। ৭ আহা! আমি যাঁহার আশ্রয়ে থাকায় দ্রুপদ রাজের গৃহেতে আগত দুর্ম্মদ রাজাগণের তেজঃ প্রভাব স্বয়ংবর সভা সম্মুখে একবার ধনুক হস্তে করিয়াই অপহরিয়া লই; অনন্তর সজ্জীকৃত ধনুক দ্বারা মৎস্য বিদ্ধ করি; এইরূপে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিয়া কৃষ্ণাকে লাভ করি (আহা! রাজন্! আজকে আমি সেই হরিতে বঞ্চিত হইয়াছি) ॥ ৮ ॥

কি আশ্চর্য্য! আমি পূর্ব্বে যাঁহার সংসর্গে থাকিয়া এত বলবান্ হইয়াছিলাম যে, অগ্নিকে (পরিতৃপ্ত করিবার জন্য) খাণ্ডব বন প্রদান করি -১- এবং তখন যুদ্ধার্থে আগত সমস্ত অমরগণকে ও ইন্দ্রকে জয় করিয়া সেই খাণ্ডব দাহে প্রদীপ্ত অনল হইতে রক্ষিত যে ময় নামক দানব, তাহা দ্বারা রচিত অদ্ভুত শিল্প-মায়াশালিনী সভা লাভ করি। আহা! রাজন্! যাঁহার

---

১—অর্থাৎ খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া দি। অর্জ্জুন কি জন্য দগ্ধ করিয়াছিলেন? এইরূপ আশঙ্কা যাঁহাদের মনোমধ্যে হইবে তাঁহারা মহাভারতের আদিপর্ব্বের শেষভাগ খুলিয়া দেখুন।

প্রভাবে তোমার রাজসূয় যজ্ঞে নৃপতিগণ যজ্ঞীয় উপকরণ সকল চারিদিগ্ হইতে আহরণ করিয়া আনেন্ ( হাঃ—অদ্য আমি সেই মহাপুরুষে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি ) ॥ ৯ ॥

যাঁহার প্রভাবে তোমার আর্য্য অনুজ ( ভীম ) অযুত ( ১০০০০ ) হস্তী তুল্য বলবীর্য্যশালী হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নৃপমস্তকপাদকে-১-বিনাশ করেন। এবং সেই নৃপমস্তকপাদ যাঁহাদিগকে প্রমথনাথের ( শিবের ) নিকটে বলি দিবার উদ্দেশে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করে তাঁহারা অনুজ ভীম দ্বারা বিমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ত তোমার যজ্ঞে বলি -২- আহরণ করিয়া যান -৩- ॥ ১০ ॥

যখন তোমার পত্নী রাজসূয় যজ্ঞাধিকার-বিহিত মহাভিষেকে অতিশ্লাঘনীয় সুন্দর কবরযুক্তা হন, সে অবস্থায় যে সকল ধূর্ত্তগণ তাঁহারে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক কবরী মুক্ত করিয়া আকর্ষণ করে। তিনি স্মরণ মাত্র উপস্থিত ভগবানের চরণযুগলে পতিতাশ্রুমুখী হন। যিনি সেই সকল দুরাত্মাগণের স্ত্রীগণকে হতবন্ধু -৪- করিয়া একেবারেই বিমুক্তকেশা -৫- করিয়া দেন ( আহা! তাঁহার তাদৃশ প্রতিশোধসামর্থ্যটি যাঁহার প্রভাবে হইয়াছিল, হে রাজন্! অদ্য আমি সেই মহাপুরুষে বঞ্চিত হইয়াছি ) ॥ ১১ ॥

যিনি দশ সহস্র শিষ্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন তাদৃশ দুর্ব্বাসা মুনির অরিরচিত দুরন্ত-৬-শাপ হইতে যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্মরণ মাত্র সেই সময়ে বনে আসিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট শাকান্ন মাত্র ভোজন করতঃ ত্রিভুবনকে পরিতৃপ্ত করেন সুতরাং ভিক্ষার্থে আসিয়া অঘমর্ষণার্থ জলে নিমগ্ন -৭- সেই সকল মুনিগণ আপনাকে

---

১—অর্থাৎ যাঁহার পদযুগলে নমস্কারচ্ছলে নৃপতিগণের মস্তক আসিয়া ঠেকিত এতাদৃশ প্রভূতপরাক্রমবীর্য্য রাজা জরাসন্ধকে।

২—এইরূপ স্থলে যেখানে যেখানে বলি শব্দ আসিবে সেই সেই স্থানে যজ্ঞীয় উপকরণ বুঝিতে হইবে।

৩—" এই শ্লোকটি যদিও অগ্রাহ্য অর্থাৎ মূলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে তথাপি ব্যাখ্যা করিতেছি " ইহা শ্রীধরস্বামী বলিয়া গিয়াছেন।

৪—অর্থাৎ পতি পুত্রাদি মুরুব্বি বিহীন।

৫—অর্থাৎ বৈধব্য দশাগ্রস্ত করিলেন কাজে কাজেই আর কখনও কেশ বন্ধন করিতে পারিবে না।

৬—অর্থাৎ শত্রু দুর্য্যোধন দ্বারা ছলে প্রেরিত দুর্ব্বাসা মুনির দুরন্ত শাপ।

৭—দুর্ব্বাসা মুনি সশিষ্য বনে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রত্যুৎপন্নমতি যুধিষ্ঠির বলেন " আপনারা নদীতে যাইয়া অগ্রে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান করুন " ইহা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই নদীকূলে যান এবং জলে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরিতৃপ্ত (ক্ষুধারহিত) মানিয়া সেখান হইতেই পলায়ন করেন ( আহা ! রাজন্ অদ্য আমি সেই বিপদ পরিত্রাতা মহাপুরুষে বঞ্চিত হইয়াছি ) ॥ ১২ ॥

আহা ! যাঁহার প্রভাবে গিরিজার সহিত আগত ভগবান্ শূলপাণিও আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া বিস্মিত হন। সন্তুষ্ট হইয়া আমায় আপন অস্ত্র (পাশুপত) প্রদান করেন্। এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধার্থে আগত লোকপালগণও সন্তুষ্ট হইয়া, আমায় আপন আপন অস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া যান। হাঃ—যাঁহার প্রভাবে আমি এই শরীরেই মহেন্দ্রভবনে ( স্বর্গে ) গিয়া তাঁহার আসনার্দ্ধভাগে উপবিষ্ট হইয়াছিলাম ; আর যখন আমি সেই মহেন্দ্রপুরীতে বিহার করি তখন সেন্দ্র দেবগণ -১- নিজ শত্রু বধার্থ -২- আমার এই গণ্ডীব চিহ্নিত বাহুযুগলই আশ্রয় করিয়াছিলেন -৩-। আহা !! আজমীঢ় ! -৪- আমি সে অবস্থায় গাণ্ডীবযুক্ত বাহুযুগলকে যাঁহার প্রভাবে প্রতাপান্বিত করি, অদ্য আমি সেই সর্ব্বপ্রতাপনিদান মহাপুরুষে বঞ্চিত হইয়াছি। হায় !! আর আমি তাঁহা বিনা নিজপ্রভাবে কিরূপে আর প্রভাবশালী হইব ? ॥ ১৪ ॥

হাঃ—আমি যাঁহার অদ্বিতীয় বন্ধু হইয়া অতার্য্য ভীষ্মাদিতিমিঙ্গিলসঙ্কুল অনন্তপার সৈন্য সমুদ্র একমাত্র রথযানে উত্তীর্ণ হই। হাঃ—আমি যাঁহার প্রভাবে অপহৃত হওয়া গোধনও ফিরাইয়া আনি। এবং যাঁহার বন্ধু হইয়া আমি বড় বড় লোককেও মোহনাস্ত্র দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাদের মস্তক হইতে মনিময় মুকুট ও তদ্ভিন্ন বহু মাণিক্যাদি আহরিয়া আনি -৫- (রাজন্ ! অদ্য আমি সেই সর্ব্বপ্রভাব পুরুষে বঞ্চিত হইয়াছি) ॥ ১৫ ॥

আহা ! যিনি ভীষ্ম-কর্ণ-গুরু-শল্য-রচিত রাজন্যবর-রথ-মণ্ডল-মণ্ডিত চমূ সমূহের মধ্যে সারথীরূপে অগ্রগামী হইয়া প্রবেশ করেন। অনন্তর আপন কাল দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদের আয়ু, শারীরিক মানসিক বল সমস্তই হরিয়া লন, বিভো ! অদ্য আমি সেই মহাকাল মহাপুরুষ বঞ্চিত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

আহা ! আমি নৃহরিদাসের-৫-ন্যায় যাঁহার ভুজান্তরালে রক্ষিত হওয়াতে গুরু-ভীষ্ম-কর্ণ-ভূরিশ্রবা-ত্রিগর্ত্ত-শল্য-সৈন্ধব-বাহ্লিক প্রভৃতি বড় বড় রথীগণ প্রযুক্ত অব্যর্থ, মহাপ্রতাপ বাণসকল

---

১—অর্থাৎ ইন্দ্র, ও অন্যান্য তদধীন দেবগণ।

২—অর্থাৎ নিবাত কবচ প্রভৃতি দৈত্যগণের বিনাশ সাধনার্থ।

৩—অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণও যে সকল দৈত্যকে আঁটিতে না পারিয়া আমার সহায়তা গ্রহণ করেন।

৪—যিনি অজমীঢ় ( অজমীর ) দেশ ভব, বা প্রথিত তাঁহাকে "আজমীঢ়" কহে অর্থাৎ যুধিষ্ঠির। আজমীঢ় শব্দ যোগরূঢ়ী।

৫—অর্থাৎ প্রহ্লাদের ন্যায়।

আমায় স্পর্শও করিতে পারে নাই ( রাজন্! অদ্য আমি সেই ভক্তরক্ষক ভগবানে বঞ্চিত হইয়াছি ) ॥ ১৭ ॥

যুদ্ধেতে আমার অশ্বগুলি যখন শ্রান্ত হয়, আমি তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য জলসম্পাদনার্থ রথ হইতে ভূমিতে নামিয়া পড়ি, আহা! রাজন্! তখন শত্রু রথিগণ যাঁহার প্রতাপে নিরস্তচিত্ত হইয়া আমায় আর প্রহার করে নাই। আমি আজ সেই মহাপুরুষে বঞ্চিত হইয়াছি। আহা! যাঁহার পাদপদ্ম টি মহা মহা পুরুষগণ মুক্তির জন্য অহরহ ভজিতেছেন; হাঃ— আমি কি কুমতি!! আমা দ্বারা, আমার সেই সর্ব্বপ্রাণ সর্ব্বসমর্থ ( ঈশ্বর ) কি, না সারথির কার্য্যে নিযুক্ত হন!!! ১৮ ॥

দেখ, নরদেব! মাধবের ' অহে পার্থ!' 'অহে অর্জ্জুন!' 'সখে!' ' কুরুনন্দন!' এই সকল উদার, মনোহর, মর্ম্মস্পৃক্, হাস্যমণ্ডিত পরিহাস বাক্য আমার সম্বন্ধে যে প্রযুক্ত হয়, এক্ষণে সেই সমস্ত কথা স্মৃত্যারূঢ় হইয়া আমার হৃদয় লুণ্ঠিত করিয়া ফেলিতেছে ॥ ১৯ ॥

আহা! যিনি আমার সহিত শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, আলাপনে ও ভোজনাদি সকল সময়েই ঐক্য হইয়া থাকা প্রযুক্ত আমা কর্ত্তৃক " হে বয়স্য! তুমি বড় সত্যযুক্ত!" এইরূপ বক্রোক্তি দ্বারা তিরস্কৃত হইতেন, তিনি এই অদ্বিতীয় বা অভিন্ন কুমতির কিছুমাত্র পাপ গ্রহণ করিতেন না; প্রত্যুত মহান্ পিতা যেমন আপন পুত্রের সমস্ত দোষই সহে, মহান্ সখা যেমন আপন সখাকৃত সমস্ত দোষই সহে, তদ্রূপ সেই মহাপুরুষ নিজ মহত্বগুণে সমুদায় দোষই আমার সহিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

হে নৃপেন্দ্র! আমি যথার্থতই তোমার উক্ত আশঙ্কিত বিপদগ্রস্ত; কেন না, আমি প্রিয় পুরুষোত্তম রহিত হইয়াছি। সুতরাং সুহৃৎ-শূন্য হইয়াছি। হৃদয়-শূন্য হইয়াছি। অগো! অধিক আর কি বলিবো—পথেতে আসিতে উরুক্রমের স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে গিয়া নীচ গোপগণের নিকটে ঠিক্ অবলার ন্যায় পরাজিত হইয়াছি ॥ ২১ ॥

সেই ধনুক! সেই সমস্ত শস্ত্র! সেই রথ! সেই সকল অশ্ব! এবং আমিও সেই রথী! যাহাকে ইতিপূর্ব্বে নৃপতিগণ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—ক্ষণমাত্র ঈশ্বর-শূন্য হওয়াতে কি, একেবারেই সমস্ত অসৎ (অকার্য্যকর) হইয়া গিয়াছে!—চেষ্টা সকল ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে!—মন্ত্রাদিলব্ধ ধন সকল মায়াবিলব্ধধনের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা ঊষরভূমিতে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২২ ॥

হে রাজন্! আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের বন্ধুদেশের যে সকল বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে কুশলাদি

জিজ্ঞাসা করেন (তাঁহাদের অবস্থা বলি, শ্রবণ করুন) তাঁহারা ঘটনাক্রমে বিপ্রশাপগ্রস্ত হইয়া, বারুণী মদিরা পান পূর্ব্বক মদমত্ত হইয়া পরস্পর বজ্রমুষ্টির-১-আঘাতে নিহত হইয়াছেন। এইরূপে পরস্পর অজানতঃ নিহত হইয়া এক্ষণে সমুদায়ে চারি পাঁচ জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন।[২৩] ফলতঃ এরূপ ঘটনা, প্রায়শ ভগবান্ ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ-২-কেন না ইহলোকে ভূতগণ প্রায়শ এইরূপেই পরস্পর পরস্পকে বিনাশ করিয়া থাকে এবং রক্ষাও করিয়া থাকে।[২৪] হে রাজন্! দেখ, যেমন জলেতে জলৌকাগণের মধ্যে বড় বড়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ সমস্ত ভূতগণের মধ্যেই পরস্পর মহান্ বলবান্, ক্ষুদ্র দুর্ব্বলকে নষ্ট করিয়া থাকে ॥২৫॥

ফলতঃ বিভু যেমন সমস্ত ভূতগণের মধ্যেই এইরূপ পরস্পর দ্বারাই পরস্পরকে বিনাশিয়া থাকেন তদ্রূপ আপন যদুকুলের মধ্যেও যাহারা মহান্ ও বলবান্, তাহাদের দ্বারা তদিতর দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রগণকে সংহার করিয়াছেন। বস্তুত ভগবান্ পরস্পর যদুগণ দ্বারাই যদুগণকে ধ্বংস করিয়া ভারগ্রস্ত পৃথিবীর এক প্রকার ভার হরণ করিয়াছেন (এইরূপ বোধ হইতেছে) ॥ ২৬ ॥

আহা! এখন আমার স্মৃতিবিষয়ীভূত সেই সকল দেশকালোপযুক্ত হৃত্তাপহর গোবিন্দ প্রোক্তবাক্যগুলি চিত্তকে একেবারে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিতেছে ॥ ২৭ ॥

তখন জিষ্ণু (অর্জ্জুন) অতি প্রগাঢ় সৌহার্দ্দভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম টি এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মতি নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া যায়।[২৮] অর্জ্জুনের এবংবিধ বাসুদেব-পদাম্বুধ্যানবর্দ্ধিত বেগবতী ভক্তি দ্বারা তখন চিত্তবর্ত্তি অশেষ কষায় গুলি উন্মূলিত হওয়াতে তিনি পূর্ব্ববৎ পুনশ্চ জ্ঞান লাভ করিলেন।[২৯] ফলতঃ তিনি ভগবান দ্বারা যুদ্ধমধ্যে যে জ্ঞান টি প্রাপ্ত হন, তাহা কালক্রমে ও অশুক্ল কর্ম্মাধীন (ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গারের ন্যায়) কিছুদিনের জন্য

---

১—এস্থলে মূলে কেবল মুষ্টি শব্দের উল্লেখ থাকিলেও মুষ্টি শব্দ অজহৎস্বার্থালক্ষণা দ্বারা বজ্রমুষ্টিপর বুঝিতে হইবে। কেবল মুষ্টির আঘাতে জীবন নষ্ট প্রায়িক সুতরাং মুষ্টি শব্দের শক্তি সম্বন্ধে উপস্থিত অর্থ, শক্যে (মুষ্টিতে) বাধিত হইয়া বজ্রবিশিষ্ট যে মুষ্টি তাহার বোধ হইল। এস্থলে বজ্র বলিতে ক্ষুদ্রতম লৌহ দণ্ড বুঝিতে হইবে। যদিও ঈদৃশ অজহল্লক্ষণামূলক অর্থ এস্থলে সহজে ঘটিল, সুতরাং মহাভারতের কথার সহিত ঐক্য হইল, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ভাগবতে কোনো কোনো স্থানে মহাভারতীয় কথার উল্লেখে অনেক বিভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত বিভিন্নতা গুলির একটি সূচিপত্র পরিশিষ্টে প্রকাশিব।

২—অর্থাৎ ঈশ্বরাশ্রিত লীলাশক্তিরূপিণী মায়ার স্বভাব সিদ্ধ।

মাত্র কষায়াচ্ছাদিত-১-হইয়াছিল -২- সুতরাং সে সময়ের চিত্তস্থিত কষায়গুলি নির্ধৌত হইবায় পূর্ব্ববৎ সেই জ্ঞানই আবার লাভ করিলেন।[৩০] এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইবায় তাঁহার আর দ্বৈতভ্রম টি রহিল না, শোকরহিত হইয়া গেলেন। এবং ব্রহ্মজ্ঞান নিবন্ধন তাঁহার প্রকৃতি (অজ্ঞান) বিলীন হইবায় নির্গুণ হইয়া যান। এইরূপে নৈর্গুণ্য লাভ করাতে তাঁহার গুণ-কার্য্যভূত লিঙ্গ-শরীরের ও নাশ হইয়া গেল ( অর্থাৎ অলিঙ্গ হইলেন ) সুতরাং তখন তিনি স্থূলশরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া গেলেন-৩-॥ ৩১ ॥

যুধিষ্ঠির যদুকুলের এইরূপ অবস্থা ও ভগবানের এইরূপ অবলম্বিত গতি টি শ্রবণ করিয়া নিভৃতচিত্ত হইয়া ( সশরীরে ) স্বর্গে যাইবার জন্য মনন করিলেন ॥ ৩২ ॥

পৃথাদেবীও ধনঞ্জয়মুখে এইরূপ যদুকুলধ্বংস ও ভগবদ্গতি শ্রবণ করিয়া একান্তভক্তিভাবনা পূর্ব্বক অধোক্ষজে সন্নিবেশিতাত্মা হইয়া ভবসংসার হইতে বিমুক্ত হইলেন-৪- ॥ ৩৩ ॥

অজ -৫- যাহা দ্বারা ভূভার হরণ করেন, অন্তে সেই শরীরই আবার পরিত্যাগ করিলেন। ফলতঃ যেমন কণ্টকদ্বারা কণ্টকের উদ্ধার হইলেও উভয়ই সমান কণ্টকস্বরূপই হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদের নিয়ন্তার এই দুই কার্য্যই তুল্য—অর্থাৎ উভয়ই সমান পরিত্যজ্য।[৩৪] বস্তুতঃ নট যেমন নিজরূপে অবস্থিত হইয়া কুহকজাল দ্বারা নানাবিধরূপের ধারণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে তদ্রূপ ইনিও মৎস্যাদি নানাবিধ রূপের ধারণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ( কিন্তু ভগবানের

---

১—চিত্তের রজস্তমোগুণ জন্য যে রাগ দ্বেষাদি তাহাকে কষায় কহে।

২—এই জন্যই পাতঞ্জলদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি " স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য সৎকারাসেবিতো দৃঢ় ভূমিঃ " এই সূত্র করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ অনাদিকাল আগত প্রতিবন্ধক যে, ব্যুত্থান সংস্কার তদ্দ্বারা চিত্ত অভিভূত হইবে সুতরাং চিত্ত আর কিরূপে দৃঢ়রূপে স্থির হইয়া থাকিবে ? এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন " চিত্তের স্থৈর্য্য ( সমাধি ) করিবার অভ্যাস টি দীর্ঘকাল যাবৎ অবিচ্ছেদরূপে, সৎকার দ্বারা ( ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বিদ্যাভ্যাস ও শ্রদ্ধা দ্বারা ) সম্পাদিত হইলে, দৃঢ়াবস্থ হইবে অর্থাৎ তখন আর ব্যুত্থান সংস্কার হঠাৎ তাহার সমাধিবিষয়কে ( ধ্যেয়কে ) অভিভূত করিতে পারিবে না।

৩—অর্থাৎ স্থূল শরীরে " মমেদং " অর্থাৎ আমার এই শরীর, ইত্যাকারক সম্বন্ধাধ্যাস ছিল, তদ্রহিত হইয়া শুক বামদেবাদির ন্যায় জীবন্মুক্তাবস্থ হইলেন।

৪—অর্থাৎ জীবন্মুক্তা হইলেন। অথবা দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ফলতঃ আদ্য অর্থ টিই সঙ্গতি-সঙ্গত।

৫—অর্থাৎ যাঁহার অস্মদাদির ন্যায় জন্ম হয় না অর্থাৎ পূর্ণকল শ্রীকৃষ্ণ।

এই এক আশ্চর্য্য লীলা যে, ) তিনি যেরূপে অর্থাৎ যে শরীরে অবস্থিত হইয়া ভুভার সমস্ত অপহরণ করিলেন, কালে সেই শরীরটিও আবার পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৫ (*)

শ্রবণীয়সৎকথ -১- ভগবান্ মুকুন্দ যখন আপন কলেবরের সহিত এই ভুমণ্ডল পরিত্যাগ করিলেন-২-অপ্রতিবুদ্ধচিত্ত -৩- মানবদিগের অমঙ্গল-নিদান কলি সেই দিনেই আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে।[৩৬] পণ্ডিত যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, কলি সেইদিনাবধি জনপদেতে—গৃহেতে—সর্ব্বত্র—সকল প্রাণিগণেতেই—লোভ, মিথ্যা, কৌটিল্য ও হিংসাদিরূপী অধর্ম্মচক্র সর্ব্বতোভাবেই অনুসরণ করিতেছে এবং আপনাতেও সেইরূপে অনুসরণ করিতেলাগিল, ইহা দেখিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবার জন্য তদুচিত বেশ পরিধান করিলেন। [৩৭] অনন্তর, সম্রাট্, আত্মসদৃশ গুণবান্ পৌত্রকে হস্তিনাপুরীতে সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত উদকনীবী পরিধায়ি-৪-এই পৃথিবীরপতিরূপে অভিষেক করিলেন। [৩৮] এইরূপে শ্রীমান্ বজ্রকে মথুরাতে রাখিয়া শূরসেনাধিপতি ( মথুরাধিপতি) করিয়া দিলেন। তদনন্তর ঈশ্বর ( সমর্থ ) প্রাজাপত্য যজ্ঞ করিবার জন্য ত্রিবিধ অগ্নিই আপনাতে আরোপ করিলেন।[৩৯] এবং আপন পরিধেয় বস্ত্র ও বলয়াদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া অশেষ বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥

---

*—এই ৩৫ অঙ্কিত শ্লোকটি আমার বিবেচনায় প্রক্ষিপ্ত, কেন না পূর্ব্ব শ্লোকে যখন ভগবানের ভুভারহারক শরীর পরিত্যাগের কারণ স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে তখন পুনরায় তাদৃশ শরীর-পরিত্যাগ বিষয়ে সাশ্চর্য্য বর্ণন—কথনই একজনার লেখনী-প্রসূত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় না।

১—যাঁহার বিষয়ের কথাগুলি সৎ ও শ্রবণযোগ্য অর্থাৎ অত্যন্ত স্পৃহণীয় তাঁহাকে 'শ্রবণীয়সৎকথ' কহে।

২—যাঁহাকে পূর্ণকল পূর্ণব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাঁহার ভুমণ্ডল পরিত্যাগ কিরূপে সম্ভব, কেন না তিনি সর্ব্বব্যাপক? দ্বিতীয়তঃ যিনি নিশ্চল তিনি কিরূপে সচল অর্থাৎ অস্মদাদির ন্যায় গতাগতি ক্রিয়াবান্ হইবেন? এতদুত্তরে এইমাত্র সংক্ষেপে বলিলে বিস্তর হইবে, যে যিনি অজ হইয়াও অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়া দ্বারা লীলা করিয়া জন্মিতে পারেন তাঁহাতে গতাগতি ক্রিয়াভাব ও তব্যাপকভাব সহজেই হইতে পারে অর্থাৎ তাঁহার আশ্রিত একটী লীলা নামে রাক্ষসী আছে, সে আমাদের জ্ঞানামৃতটি কাড়িয়া লইয়া তদ্বিনিময়ে অজ্ঞান বিষ প্রদান করিতেছে, আমরা তাহা পান করিয়া মোহনেশাতে নিদ্রিত হইয়া "ভগবান্ জন্মিলেন, ভগবান্ গোপীগণের সহিত বিহার করিলেন ও ভগবান্ দেহ ত্যাগ করিলেন," এই সমস্ত স্বপ্ন দেখিতেছি।

৩—প্রতিবুদ্ধ হয় নাই চিত্ত যাহার, বহুব্রীহি। অর্থাৎ যে সকল মানবগণের চিত্ত মোহ বর্জ্জিত হইয়া জাগরিত হয় নাই তাহাদিগকে কহে।

৪—পৃথ্বী গোলাকার, তাহার মধ্যস্থানে চারিদিগে সমুদ্র বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে সুতরাং সেই মধ্যস্থিত সমুদ্র পৃথিবীর ঠিক্ কটীসূত্রবৎ হইয়া রহিয়াছে ॥

আপন বাক্যকে মনে আহুতি দিলেন। তথা মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে, অপনাকে তাহার উৎসর্গ ক্রিয়ার সহিত মৃত্যুতে এবং তাহাকেও আবার পঞ্চত্বে ( স্থূল শরীরে ) পুনঃ পুনঃ আহুতি দিলেন। (*) [৪১] অনন্তর মুনি সেই পঞ্চত্বকে ত্রিত্বে ও ত্রিত্বকে আবার একত্বে পুনঃ পুনঃই আহবন করিলেন। এবং সেই সর্ব্বারোপনিদান একত্বকেও আপন আত্মাতে আহুতি দিয়া আবার তাঁহাকেও অব্যয় ব্রহ্মেতে পুনঃ পুনঃ আহুতি দিলেন ॥ ৪২ ॥

---

(*) এস্থলে সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের দুই টি মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে। তাহার অর্থ ও ভাবও বর্ণিতেছি। পাঠকগণ একটুকু মনোযোগ করুন, তাহা হইলে এই ৪১ ও পরবর্ত্তি ৪২ শ্লোকের যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

" পুরুষণ্ড সোম্যোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে, জানাসি মাং জানাসি মামিতি, তস্য যাবৎ ন বাঙ্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি ॥ ১ ॥ অথ যদাস্য বাঙ্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ অথ ন জানাতি ॥২॥ "

শ্বেতকেতুকে আরুণি কহিতেছেন হে সোম্য ! দেখ, মুমূর্ষু পুরুষকে তাহার জ্ঞাতিরা "কেমন আমি কে চিনিতেছ ? কেমন আমি কে, চিনিতেছ ? " এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে ফলতঃ তাহার যে পর্য্যন্ত বাক্য মনেতে না লয় হয়, মন প্রাণেতে না লয় হয়, প্রাণ তেজেতে না লয় হয়, তেজ আবার যে পর্য্যন্ত পরাশক্তিতে গিয়া না লয় হয় সেই কাল যাবৎই ইনি তাহাদিগকে চিনিয়া থাকেন ॥১॥ অনন্তর যখন ইহাঁর (মুমূর্ষুর) বাক্য মনেতে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ তেজে লয় হয়, তেজ আবার পরাশক্তিতে গিয়া লীন হইয়া যায়, তখন আর তাহাদিগকে জানিতে পারে না ॥ ২ ॥

বস্তুতঃ শ্রুতিতে অবিদ্বানের পক্ষে ইহা মরণক্রম ও বিদ্বানের পক্ষে সম্পত্তিক্রম বলিয়া ( শাঙ্করভাষ্যে ) অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ অবিদ্বানেরা তাহাদের বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল এইরূপে ক্রমশঃ আপন আপন কারণে লয় হইয়া গেলে বর্ত্তমান শরীর পরিত্যক্ত হইয়া গেলেও তৎক্ষণাৎই আবার পুনরাবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ বাসনানুরূপ ব্যাঘ্রাদি শরীরেই হউক বা দেব মনুষ্যাদি শরীরেই হউক প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এস্থলে পূর্ব্ব শরীরের পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরাবৃত্তি করিয়া যে, অপর শরীরের গ্রহণ, তাহারই নাম মরণ। কিন্তু বিদ্বানেরা তখন শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশাদিলব্ধ জ্ঞানদীপপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মাত্মাতে প্রবেশ করিয়া আর পুনরাবৃত্তি করেন না, সুতরাং এই মরণক্রমই তাঁহাদের সম্পত্তিক্রম হইয়া থাকে। এস্থলে যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সম্পত্তিক্রম হইয়াছিল—ইহা কিরূপে বলা যায় ? কেন না তাহা হইলে তাঁহার আর শরীর কিরূপে থাকিবে ? অতএব এমত স্থলে ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে তিনি ঐরূপ সম্পত্তিক্রমের ক্রমে অভ্যাস করিতে লাগিলেন সুতরাং জীবন্মুক্ত হইয়া গেলেন।

অনন্তর তিনি শিরস্ত্রাণ ( পাগড়ি ) রহিত, মাত্র ছিন্নবস্ত্র পরিধায়ী, নিরাহার, ও মৌনব্রত হইয়া আপন স্বরূপটিকে ঠিক্ জড়, উন্মত্ত, বা পিশাচের ন্যায় দেখাইয়া, বধিরবৎ অনপেক্ষ হওতঃ কাহারো কোনো কথাবার্ত্তা কানে না শুনিয়া রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।[৪৩] ভুতপূর্ব্ব মহাত্মাগণ যে দিগে গিয়াছিলেন তিনিও হৃদয়ে পরব্রহ্ম ধ্যান পূর্ব্বক রাজ্য হইতে নিষ্ক্রমিয়া সেই তাঁহাদের অবলম্বিত উত্তর দিগেই প্রবেশিয়াছেন, আর প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না॥ ৪৪ ॥

অনন্তর, পৃথিবীতে প্রজা সকল অধর্ম্মবন্ধু কলিদ্বারা সত্য সত্যই সংস্পৃষ্ট হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতারাও সকলে ঐরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ( রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ) তাঁহার সহিত অনুগমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই সকল সর্ব্বার্থসাধুসম্পন্ন ভ্রাতারা বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজকে আপনার আত্যন্তিক শরণ জানিয়া উহা অন্তরের সহিত ধারণ করিলেন্।[৪৬] ফলতঃ চরণাম্বুজ টি এইরূপে অন্তরের সহিত ধারণ করিতে করিতে তাঁহাদের ভক্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং বুদ্ধিও নির্ম্মল হইয়া যায়। অনন্তর সেই নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা নারায়ণের পদে একান্তমতি হইয়া দুষ্প্রাপ্য গতি লাভ করিলেন ; অর্থাৎ তাঁহারা এক ভক্তিদ্বারা অসদ্ বিষয় সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, বিধুতরজস্তমোমল হইয়া গেলেন, সুতরাং তাদৃশ বিরজ ( নির্ম্মল ) আত্মার সহিত অনায়াসেই তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

সে অবস্থায় প্রভাসতীর্থে আগত জ্ঞানী বিদুরও ( ঐ সমস্ত অবগত হইয়া ) শ্রীকৃষ্ণাবেশে তচ্চিত্ত হইয়া স্বর্গ হইতে আগত পিতৃগণের সহিত অক্ষয়লোকে গমন করিলেন[৪৮] এ দিগে দ্রৌপদীও আপন পতিগণকে অনপেক্ষিতভাবে স্বর্গারোহণ করিতে দেখিয়া ভগবান্ বাসুদেবে একান্তমতি হইয়া তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

যিনি শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের ও প্রিয়পাণ্ডুগণের এই স্বর্গারোহণ কথা শ্রবণ করিবেন তিনিও পর্য্যাপ্তরূপে মঙ্গল ও পবিত্রভাব প্রাপ্ত হইবেন। এবং অন্তে সিদ্ধি লাভ করিবেন ॥৫০॥

## শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের পারীক্ষিত সংবাদে যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ ষোড়শ অধ্যায়।

সূত বলিলেন। হে বিপ্র! সেই মহাভাগবত মহদ্‌গুণসম্পন্ন পরীক্ষিৎকে, তাঁহার জাতক কার্য্যোপলক্ষে আগত জাতককর্ম্মকোবিদেরা যেরূপে আদেশিয়া যান, তিনি সেই সকল দ্বিজবরগণের প্রদত্ত শিক্ষানুরূপেই পৃথিবী শাসিয়া যান॥ ১॥

তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি চারি টি সন্তান উৎপাদন করিয়া যান॥ ২॥

এবং তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থান পূর্ব্বক আচার্য্য কৃপকে গুরু করিযা যাহাতে দেবতাগণ তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন এতাদৃশ ভূরি দক্ষিণাসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ তিন বার করিয়া যান॥॥ ৩॥

বীর সেই যজ্ঞকার্য্যোপলক্ষে, দিগ্বিজয়ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া কোনো এক স্থানে গিয়া দেখেন যে, কলিমূর্ত্তি এক শূদ্র, রাজচিহ্নধারী হইয়া গোমিথুনকে-১-পা দিয়া আঘাত করিল, ইহা দেখিয়া তাহাকে যথোচিতমত দণ্ড দিলেন॥ ৪॥

শৌনক বলিলেন। নৃদেবচিহ্নধারী-২-যে, এই অতি নিন্দাস্পদ শূদ্র গোকে পা দিয়া আঘাত করিল। রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া তাদৃশ পাপ কলিকে দেখিতে পাইয়াও কি নিমিত্ত তাহার দণ্ডমাত্র করিলেন?-৩-মহাভাগ! তাহা আমাকে বল, কিন্তু যদি তাহাতে কৃষ্ণ কথার সংশ্রব থাকে। অন্যথা ইহাঁর পাদপদ্মভবমধুলিট্ সাধুগণের যাহাতে আয়ুর অসদ্ ব্যয় হয় এরূপ ব্যর্থ অন্যান্য অসৎ কথার আলাপনে আর কি প্রয়োজন?—অঙ্গ! দেখ, যাহারা ক্ষুদ্রায়ু মরণধর্ম্মা, তথাপি মোক্ষ ইচ্ছা করে—তাদৃশ মনুষ্যগণের সম্বন্ধে যিনি সাক্ষাৎ মৃত্যু, সেই ভগবান্ আবার এই যজ্ঞে-৪-শামিত্র-৫-কার্য্যের জন্য আহূত হইয়াছেন (ফলতঃ তাহাতে

---

১—বৃষ ও গাভীর যুগ্মকে গোমিথুন কহে।

২—নৃদেবশব্দে এস্থলে ব্রাহ্মণ নহে কিন্তু রাজা।

৩—অর্থাৎ তাহাকে একেবারে বধ করিয়া ফেলিলেন না কেন?

৪—অর্থাৎ এই দীর্ঘ সত্রাখ্য যজ্ঞে।

৫—পশুহিংসারূপ অশুভ কর্ম্ম।

আর কি হইবে ?-১- )৮ কেন না ইহলোকে যে পর্য্যন্ত কাল আসিয়া না পহুছিতেছে, সে পর্য্যন্ত কখন কেহ মরে না ( এবং এইরূপে কাল আসিয়া উপস্থিত হইলে কেহ কখন বাঁচিতেও পারে না ) বস্তুতঃ এই এক যজ্ঞোপলক্ষে মনুষ্যলোকে সকলই এই আশ্চর্য্য হরিলীলামৃত বাক্য পান করুক এই জন্যই পরমর্ষিগণ দ্বারা ভগবান্ আহূত হইয়াছেন -২- ॥ ৯ ॥

দেখ, লোকসকল ভগবদ্ভক্তি অভাবে মন্দ, মন্দপ্রজ্ঞ ও মন্দায়ু হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আয়ু রাত্রিতে নিদ্রা দ্বারা ও দিবাভাগে ব্যর্থ সাংসারিক কর্ম্ম দ্বারা অপক্ষীণ হইয়া যাইতেছে॥১১

সুত বলিলেন। যুদ্ধবীর পরীক্ষিৎ নিজ সাম্রাজ্য কুরুজাঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত থেকে যখন “ তাঁহার রাজ্যে কলি আসিয়া প্রবিষ্ট হইল ’ এইরূপ অনতিপ্রিয়-৩-কথা শ্রবণ করেন তখন তিনি তাহার নিগ্রহার্থ -৪- শরাসন হস্তে করিলেন ১১ অনন্তর শ্যাম ঘোটকযোজিত, সুভূষিত মৃগেন্দ্রধ্বজ নামক রথে আরূঢ় হইয়া রথ (১৪৩) অশ্ব (৭২৯) হস্তি (২৪৩) পদাতি(১২১৫)যুক্ত এক দল নিজ সেনা সঙ্গে করিয়া দিগ্বিজয়ার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন ॥ ১২ ॥

তদনন্তর, ভদ্রাশ্ব-৫-কেতুমাল-৬-ভারত, এবং সমস্ত উত্তরকুরু, সমস্ত কিম্পুরুষ প্রভৃতি বর্ষ জয় করিয়া-৭-তাহাদের নিকট হইতে কর স্বরূপ যজ্ঞীয় উপকরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩॥

মহামনা দিগ্বিজয় করিতে গিয়া সেই সেই স্থানে যে সকল রাজাদের নিকটে আপন পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মাগণের কৃষ্ণমাহাত্ম্য সুচক প্রগীয়মান যশ, অশ্বত্থামার অস্ত্রতেজ হইতে আত্মপরিত্রাণ এবং বৃষ্ণি ও পার্থগণে কেশবের যেরূপ স্নেহ, তাঁহাদের আবার কেশবে যেরূপ

---

১—অর্থাৎ পশুহিংসা কার্য্যের সুষ্টুরূপে সম্পাদন মাত্র প্রয়োজনেই যদি আহ্বান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সে আহ্বান ব্যর্থ। কেন ব্যর্থ ? ইহার কারণ পরে বলিতেছেন।

২—“ অতএব সেই সকল মন্দমতিগণের আয়ুর সদ্ব্যবহার্থ কৃষ্ণকথাশ্রিত কথাই এক্ষণে শ্রবণার্হ, সুতরাং আমার জিজ্ঞাসিত কথা যদি কৃষ্ণকথাশ্রিত হয় তাহা হইলেই বল ” এই টুকু এই শ্লোকের শেষ। ইহা ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে।

৩—অর্থাৎ অতি প্রিয় নয় কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রিয়। অর্থাৎ কলিকে দমন করিতে সবিশেষ উৎসাহ হওয়াতে সে কথা তখন তাঁহার নিতান্ত অপ্রিয় ( অশ্রাব্য) হয় নাই। ইহা দ্বারা যুদ্ধমত্ত বীরপুরুষের বীরত্ব ভাব সূচিত হইল।

৪—অর্থাৎ দণ্ডবিধানার্থ।

৫—‘ ভদ্রাশ্ব ’ ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ষ বিশেষ।

৬—‘ কেতুমাল ’ জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ।

৭—অর্থাৎ সেই সেই স্থানের রাজাগণকে জয় করিয়া।

ভক্তি সে সমস্ত সবিশেষ শ্রুত হইয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনে-১-তাহা-দিগকে মহাধন বস্ত্র সকল -২- ও মণি মাণিক্যাদি খচিত হার সকল প্রদান করিলেন ॥১৪॥

বিষ্ণু, বিনয়নম্র ভক্ত পাণ্ডবগণের কার্য্য উদ্ধারার্থ কি না হইয়াছেন—কি না করিয়াছেন! তিনি পারিষদ হইয়াছেন, সারথী হইয়াছেন, সেবা করিয়াছেন, বন্ধুত্ব করিয়াছেন, দূতের কার্য্য করিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি বীরাসনে থাকিয়া পাহারা দিয়াছেন এবং যেখানে যেখানে পাণ্ডবেরা যাইতেন সেই সেই স্থানেই তিনি অনুগমন করিয়াছেন; সময়ে সময়ে তাঁহাদের স্তুতিও করিয়াছেন; অধিক কি, তিনি এক সময়ে স্বয়ং প্রণম্যিয়াও জগৎ শুদ্ধকে প্রণাম করাইয়াছেন। নৃপতি পরীক্ষিৎ ভক্তবৎসকল ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত অত্যদ্ভুত লীলা শুনিয়া তাঁহার শ্রীচণারবিন্দে তখন একান্ত ভক্তি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

( দেখ শৌনক ! ) রাজা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণভক্তিভাবিত হইয়া আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণগুলি প্রত্যহই শুনিতে লাগিলেন ( একদিন হঠাৎ তিনি যেখানে অবস্থিত ছিলেন ) তাহার অনতিদূরেই যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা তুমি আমর নিকটে অবগত হও ॥১৬ ॥

ধর্ম্ম ( বৃষরূপে ) একপাদে -৩- বিচরণ করিতে করিতে ( তাঁহার সহিত বিচরণশীলা ) গো-রূপা পৃথিবীকে বৎসহীন মাতার ন্যায় হতপ্রভা ও অশ্রুমুখী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন ॥১৭ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন, দেখ ভদ্রে ! তোমার যদিও বাহ্যে কিছু রোগ আছে বলিয়া লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু অন্তরেতে তুমি কিছু না কিছু রোগগ্রস্ত আছ, অন্যথা তোমার আনন ঈষৎ ম্লান রহিয়াছে কেন ? তুমি এত নিস্তেজই বা হইয়াছ কেন ? কেমন মাত ! তুমি কি কোনো দূরাবস্থিত বন্ধুকে অহরহ ভাবিতেছ ? [১৮] অথবা আমি ক্রমশ এক এক পদে ন্যূন হইতে হইতে এক্ষণে একপাদ হইয়া পড়িয়াছি এই জন্য, বা ইহার পরে আবার আমার শরীর টিকেও

১—অর্থাৎ সন্তোষজনিত অত্যন্তোৎফুল্ল দৃষ্টি হইয়া।

২—পট্টবস্ত্র ও জরীর কায করা বস্ত্রকে মহাধন বস্ত্র কহে।

৩—ধর্ম্মের চারিপাদ। তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য। সত্যযুগে এই চারিটি পূর্ণই ছিল। ত্রেতাতে ঐ গুলির মধ্যে বিস্ময়ে তপস্যা, দুঃসঙ্গে শৌচ, মদের সাহিত্যে দয়া, অনৃতের সঙ্গে সত্য এইরূপে চারিটির চতুর্থাংশ কমিয়া গিয়া এক পাদ ন্যূন হয়। এইরূপে দ্বাপরে অর্দ্ধেক ও কলিতে ত্রিপাদ ন্যূন হইয়া অবশিষ্ট একপাদে ঠেকিয়াছে। সবিশেষ সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥

বৃষলেরা-১-ভক্ষণ করিবে সেই জন্য ভাবিতেছ? অথবা ইহার পরে মনুষ্যগণ যজ্ঞকার্য্যবিহীন হইয়া যজ্ঞাপহারী অসুর-তুল্য হইবে [ সুতরাং পর্জ্জন্যদেব আর সুবর্ষিবেন না ] কেমন মাত! তাহাদিগের জন্যই কি ভাবিতেছ? ॥ ১৯ ॥

এখন আর স্ত্রীলোকেরা আপন আপন ভর্ত্তাদ্বারা পূর্ব্বকার ন্যায় রক্ষিত ( শাসিত ) হইতেছে না, বালকেরা আর তদ্রূপ পিত্রাদি মুরুব্বিগণ দ্বারা রক্ষিত হইতেছে না প্রত্যুত তাহারা রাক্ষস সদৃশ নির্দ্দয় মুরুব্বিগণ দ্বারা অতি ক্লিষ্ট হইতেছে। এবং পূর্ব্বকার ন্যায় সরস্বতী দেবীও সৎকর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া প্রত্যুত অসৎকর্ম্মেই নিযুক্ত হইতেছেন-২- এইরূপে ব্রাহ্মণেরাও আর তদ্রূপ আপন আপন ব্রহ্মণ্যে লিপ্ত নহেন, কেবল রাজকুলেরই সেবক হইয়া রহিয়াছেন-৩- কেমন উর্ব্বি! তুমি ইহাদিগের জন্য কি ভাবিতেছ? ॥ ২০ ॥

ক্ষত্রবন্ধু সকল-৪-কলিপ্রভাবে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এবং তাহাদের দ্বারা জনপদের লোকগণ উদ্‌বাসিত হইতেছে। ইতস্ততঃ অর্থাৎ যেখানে দেখ, সেইখানেই ভাল আহার, ভাল পান, ভাল নিবাস, ভাল স্নান ও ভাল মৈথুন করিতেই তাহারা প্রবৃত্ত হইতেছে। কেমন, উর্ব্বি! তুমি কি ইহাদিগকে দেখিয়া ভাবিতেছ? ॥ ২১ ॥

অথবা, যিনি তোমার ভূরিভার অবতারণার্থ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন—হে ধরিত্রি! হে মাত! তুমি কি সেই সর্ব্বহিত শ্রীহরির নির্ব্বাণ-বিলম্বিত-৫- কার্য্যসকল অন্তরে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাতে বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া শোক করিতেছ ॥ ২২ ॥

ফলতঃ, বসুন্ধরে! এক্ষণে তুমি আমার কাছে এই টি বল, যে তুমি কিজন্য এত দুঃখেতে আক্রুষ্ট হইয়া রহিয়াছ, তোমার কষ্টের কারণ টি কি? কেমন মাত! বলবানের মধ্যেও বলবান্ যে, এক কাল, তাহা দ্বারা তোমার সুরার্চ্চিত সৌভাগ্য অপহৃত হইয়াছে তাহা ভাবিয়াই কি শোক করিতেছ? ॥ ২৩ ॥

---

১—বৃষল শব্দ যদিও শূদ্রপর তথাপি এস্থলে সামান্যত বেদবিহিতানুষ্ঠানবর্জ্জিত অধার্ম্মিকপর বুঝিতে হইবে অন্যথা আজ কালকার গো-খাদক ব্রাহ্মণেরা কিরূপে উক্ত শব্দে গৃহীত হইবে?

২—অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যে বিনিযোগ না হইয়া শৃঙ্গারাদি রস প্রধান জঘন্য নাটকাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে, ও নীচ ধনি-বর্ণনাদি কার্য্যে বিনিযোগ হইতেছে।

৩—অর্থাৎ কেবল রাজদ্বারে থাকিয়া 'দেহি দেহি' করা ও ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ রূপে রাজার বর্ণন রূপ তোষামদ ( সেবা ) করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইয়াছে।

৪—অর্থাৎ আপন আপন কার্য্যপরিভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়াধম সকল।

৫—যে কার্য্যেতে নির্ব্বাণ মুক্তি আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহাকে 'নির্ব্বাণবিলম্বিত' কহে।

ধরণি বলিলেন। হে ধর্ম্ম! আপনি আমায় যাহা জিজ্ঞাসিতেছেন সে সমস্ত স্বয়ংই জানেন, তথাপি বলিতেছি।—দেখুন আপনি, যে কারণে লোক-সুখাবহ চারি পাদেই বর্ত্তমান হইয়া থাকেন [২৪] অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, সারল্য, শম, দম, তপ, সাম্য, তিতিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা। [২৫] জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, -১- শৌর্য্য,-২-তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মৃদুতা, প্রাগল্ভ্য,-৩-প্রশ্রয়, শীল, মনের ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বয়ের পটুতা ভোগাস্পদত্ব, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, পূজ্যত্ব -৪- নিরহংকৃতত্ব হে ভগবন। আপনার চারি পায়ে বর্ত্তমান হইয়া থাকিবার নিদানভুত এই সমস্ত গুণ ও এতদতিরিক্ত অন্যান্য যে সকল মহত্বাভিলাষি জনগণের প্রার্থনীয় মহাগুণ-৫-সে সমস্ত যাঁহাতে নিত্য রূপে বিরাজমান ছিল কখনই ক্ষয় পায় নাই। [২৮] সম্প্রতি এই ভুমণ্ডল পাপ কলি দ্বারা ঈক্ষিত হইয়া সর্ব্ব-গুণাধার সেই শ্রীনিবাসরহিত -৬- হইয়াছে, সেই জন্য আমি এত ভাবিত হইয়াছি [২৯] এমন কি, নিজের জন্য, ও আপনি যে এমন অমরশ্রেষ্ঠ আপনার জন্য—এতদ্ব্যতীত কি দেবগণ, কি পিতৃগণ, কি ঋষিগণ, কি সাধুগণ, কি ব্রাহ্মণাদি বর্ণিগণ, কি ব্রহ্মচারি প্রভৃতি আশ্রমিগণ, সকলেরই জন্য আমি ভাবিত হইয়াছি॥ ৩০॥

ব্রহ্মাদি দেবতারা আপনাতে যাঁহার দৃষ্টিপাত কামনায় বহুকাল যাবৎ তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই ভগবৎ-আশ্রিত লক্ষ্মীদেবী স্বীয় নিবাস স্থান পদ্মবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্য্যাপ্তরূপে অনুরক্ত হইয়া যাঁহার পাদলাবণ্য সেবিতেছেন [৩১] আমার অঙ্গ সেই ভগবানের অব্জ, কুলিশ, অঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীযুক্তপাদ দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। আমি সেই ভগবানের নিকট তাদৃশ সম্পদমাত্র প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবন অতিক্রমিয়া শোভিতাঙ্গী হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই সম্পদের অন্তে তিনি আবার—এই সেই সম্পদলাভে অতি গর্ব্বকারিণী—আমাকে পরিত্যজিয়াছেন [৩১] যিনি স্বতন্ত্র হইয়া আসুরবংশ রাজগণের অক্ষৌহিণীশত সেনারূপ আমার গুরুভার অপনয়ন করিয়া গিয়াছেন এবং তুমি উনপাদ হওয়াতে দুঃস্থ হইলেও তথাপি যিনি তোমাকে নিজ পুরুষার্থ বলে আপনাতেই সম্পূর্ণপদ ( চারিপাদ ) করিয়া সুস্থ করিবার জন্য যদুকুলেতে রমণীয় দেহ ধারণ করিয়া গিয়াছেন॥ ৩১॥

আহা! যিনি আপন সপ্রেম দৃষ্টি,-৭-মঞ্জুল হাস্য ও বল্গু জল্পনা-৮-দ্বারা মধুমানিনীদিগের

---

১—অর্থাৎ নিয়ন্তৃত্ব।　২—সংগ্রামোৎসাহ।　৩—প্রতিভাশালিত্ব।
৪—সকলমাননীয়ত্ব।　৫—অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যত্ব, শরণ্যত্বাদি।　৬—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরহিত।
৭—অর্থাৎ প্রেমের সহিত অবলোকন।　৮—অর্থাৎ অতি মৃদুভাবে কথোপকথন।

স-মান স্তব্ধীভাব -১- হরণ করিতেন, এবং যাঁহার পদধূলি-সম্পর্কে অলঙ্কৃত হইবায় আমার এখনও রোমোৎসব হইতেছে,-২-উঃ—এমন কে (অবলা) আছে যে তাদৃশ পুরুষোত্তমের বিরহ সহিবে ? ॥ ৩২ ॥

সেই পৃথিবী ও ধর্ম্মের পরস্পর এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল ইত্যবসরে পরীক্ষিৎ রাজর্ষি সে সমস্ত শুনিয়া লইয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীতে ( কুরুক্ষেত্রে ) চলিয়া গেলেন ॥ ৩৩ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে পৃথিবী ও ধর্ম্ম সংবাদনামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ সপ্তদশ অধ্যায়।

—*—

শ্রীসূতদেব বলিলেন। তখন-৩-রাজা সেই অনাথবৎ তাড্যমান গোমিথুনকে ও সেই শূদ্রকে এইরূপ দেখিয়াছিলেন। শূদ্র নৃপবেশে দণ্ডহস্ত হইয়া রহিয়াছে। মৃণাল সদৃশ ধবলকায় বৃষ শূদ্রতাড়িত হইবার এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁপিতেছে ও ভয়ে অবসন্ন হওতঃ যেন প্রস্রাব করিয়া ফেলিতেছে [৩] এবং ধর্ম্মদুঘা দীন হীনা কৃশা গো টি অত্যন্তরূপে শূদ্রপদাহত হইবায় যেন তৃণান্বেষণ করিতেছে [৪] সুবর্ণ পরিচ্ছদবিশিষ্ট রথারূঢ় রাজা এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ধনুকে গুণ দিয়া মেঘগম্ভীর স্বনে সেই শূদ্রকে জিজ্ঞাসিলেন [৫] - কে হে তুমি ? আমার শরণাগত ইহলোকে তুমি বলী হইয়া কি অবল প্রাণিগণের বলপূর্ব্বক হিংসা করিতেছ ? তুমি নটের ন্যায় পরিচ্ছদমাত্রে রাজা দেখাদিতেছ কিন্তু তোমার যেরূপ কার্য্য, তাহাতে তুমি নিশ্চয়ই শূদ্র, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

---

১—মান করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকার নাম "স-মান স্তব্ধীভাব।"

২—অর্থাৎ গা কাঁটা দিয়া উঠিতেছে। বায়ুতে সস্যাদি সকল যে হিল্লোলিত হইতেছে তাহাই এ স্থলে পৃথিবীর রোমোৎসব বুঝিতে হইবে।

৩—অর্থাৎ যখন দিগ্বিজয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া কোনো এক দেশে গিয়া পরাজিত রাজার নিকট আপন পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ শুনিতেছিলেন।

তুমিই বা কে ? তুমি কি কোনো দেব রূপ ! মৃণাল সদৃশ গৌর বৃষরূপে ত্রিপাদ ন্যুন হইয়া, মাত্র এক পাদে বিচরণ করত আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ,[৭] কেন না যদি তোমার চক্ষু হইতে অশ্রুমোচন না হইত ! তাহা হইলে কি কৌরবেন্দ্রগণ-দোর্দ্দণ্ড-পরিরক্ষিত ইহ ভুতলে প্রাণিগণের কখন অশ্রুমোচন হইত !—কখনই না।[৮] হে সৌরভেয় ! -১- তুমি কিছুমাত্র আর দুঃখিত হইও না। তোমার শূদ্র-তাড়ন ভয় শীঘ্রই অপগত হইবে।

২- মাত ! আর রোদন করিও না আমি দুষ্ট জনগণের শাসয়িতা থাকতে তোমার ভালই হবে।[৯] হে সাধ্বি ! দেখ, যে রাজার রাজ্যে প্রজাসকল অসাধুগণ দ্বারা ত্রাসিত ( পীড়িত ) হইয়া থাকে সে মত্তের কীর্ত্তি আয়ু ভাগ্য ও পরলোক সমস্তই নষ্ট হয়। ফলতঃ দুঃখিতগণের দুঃখ হইতে পরিমোচন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম ; অতএব আমি এই দুষ্ট ভুতহিংসক নরাধমকে বধ করিব ॥ ১০ ॥

হে সৌরভেয় ! তুমি চতুষ্পদ, তোমার পা তিন টি কে ছেদন করিয়াছে ? কৃষ্ণানুবর্ত্তি রাজাগণের রাজ্যে তোমার ন্যায় দুঃখিত চতুষ্পদ কেহ হয় নাই।[১১] হে বৃষ ! এক্ষণে সাধুগণের নিকটে অকৃতাপরাধ পার্থগণের কীর্ত্তিদূষণকারি, তোমার পাদচ্ছেদে অঙ্গবৈকল্যকারী যে ব্যক্তি, তাহাকে তুমি দেখাইয়া দাও—দেখো, তোমার ভাল হবে।[১২] কেন না যে ব্যক্তি, নিরপরাধ প্রাণিকে দুঃখ দেয় সে মত্তের সর্ব্বত্রই ভয় অতএব তাদৃশ অসাধু ব্যক্তিরে দমন করিলে সাধুগণের অবশ্য ভাল হইবে।[১৩] ইহ সংসারে যে ব্যক্তি নিরপরাধ প্রাণিগণেরে কষ্ট দিয়া নিরঙ্কুশ অপরাধী হয় সে যদি দেবতাও হয়, আমি তাহারও সমূলে উচ্ছেদ করিব।[১৪] যেহেতু যাহারা আপনার আপনার ধর্ম্মে রহিয়াছে তাহাদিগকে যথাশাস্ত্র পালন করা ও তদ্ভিন্ন অনাপৎকালেও * যাহারা উৎপথগামি তাহাদিগকে যথাশাস্ত্র শাসন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন। যাহাদের গুণগানে বিমোহিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যাদি কার্য্যে ব্রত হইয়াছিলেন তোমরা সেই পাণ্ডুকুলোদ্ভব, তোমাদের এইরূপ আর্ত্তাভয় বাক্য যুক্তই বটে।[১৬] ৩-হে পুরুষর্ষভ ! দেখ, আমাদের এই সকল ক্লেশমূল যাঁহা হইতে হইয়াছে সে পুরুষ যে, কে,

---

১—সুরভি দেবগাভী, তাহার পুত্র। ২—একশ্লোকেই পূর্ব্বার্দ্ধে ধর্ম্মরূপী বৃষের সান্ত্বনোল্লেখ করিয়া অপরার্দ্ধে এক্ষণে গাভীরূপা পৃথিবীর সান্ত্বনোল্লেখ করিতেছেন ॥ *—অর্থাৎ ভাল অবস্থা, ভাল সময়েও ॥

৩—এক্ষণে বৃষরূপী ধর্ম্ম তাঁহার পাদত্রয়বিঘাতক সেই নৃপপরিচ্ছদ শূদ্রকে না দেখাইয়া "সমস্ত দুঃখই ঐশ্বরিক মায়া হইতে হইয়া থাকে সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে ক্লেশমূল ঈশ্বরই" ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই ক্লেশমূল ঈশ্বর বিষয়ক নিজ অজ্ঞান টি সহেতুক রাজারে কহিতেছেন ॥

তাহা আমরা জানি না, কেন না তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা আমরা শুনিয়াছি তাহা নানা মুনির মতে নানাবিধ সুতরাং কিছু নিশ্চয় করিতে পারি নাই।[১৭] দেখ, দ্বৈতবাদিরা আপনাকেই আপনার প্রভু বলিয়াছেন। তদন্য দৈবজ্ঞেরা দৈবকেই আপন প্রভু বলিয়াছেন। অপর মীমাংসকেরা কর্ম্মকেই প্রভু বলিয়াছেন। তদপর লৌকায়তিকেরা স্বভাবকেই প্রভু বলিয়াছে।[১৮] ফলতঃ কোনোটার মধ্যেই একটি নিশ্চয় হইবার নয়; কেন না তিনি আমাদের বাহ্য জ্ঞান বিষয় নন যে, অঙ্গুলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইব অথচ মনেরও বিষয় নন যে, তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিব অতএব হে রাজর্ষি! এমত অবস্থায় তোমার উচিত যে, তুমি আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা যথাবস্থিত বিচার করিয়া লও -১- ॥ ১৯ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন ধর্ম্ম এইরূপে বলিলে, সেই সম্রাট্ সমাহিত মনে আলোচনা করিয়া তাঁহাকে ( ধর্ম্মকে ) জানিতে পারিয়া বিগতখেদ হইয়া তাঁহারে ( এইরূপে ) প্রত্যুত্তর দিলেন ॥ ২০ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমাকে যখন এরূপ ধর্ম্ম উপদেশিতেছ তখন তুমিই সাক্ষাৎ বৃষরূপধারী ধর্ম্ম হইতেছ। অধার্ম্মিক ঘাতকের যে স্থান -২- নিরূপিত হয় আবার তাহার প্রদর্শক ব্যক্তিরও সেই স্থানই লাভ হয় ( এরূপ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ব্যতীত কে আর বলিতে পারে? ) অথবা ইহা নিশ্চয়ই আছে যে, দেব মায়িক গতিটি ইহ সংসারে ভুতগণের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বাক্য মনের অগোচর।[২১] সত্যযুগে তোমার তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য এই প্রকার পাদ চতুষ্টয় ছিল -৩-

---

১—অর্থাৎ আমি ত আপন অদৃষ্টাধীনই ত্রিপাদ ন্যূন হইয়াছি তবে হাঁ এক জন অবশ্য নিমিত্ত মাত্র ভাগী হইয়াছে এক্ষণে তাহাকে দেখাইয়া আমিই বা আর কেন তাহার বধ নিমিত্ত হই!

২—অর্থাৎ অসি পত্র মসীপত্র প্রভৃতি নরক কুণ্ড।

৩—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগেই তপস্যা, শৌচ দয়া সত্য আছে। কিন্তু ঐ চারিপাদের ত্রেতাদি যুগক্রমে ক্রমশঃ এক একটি অংশ ন্যূন হইয়া ত্রেতায় একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ তপস্যা চতুর্থাংশ শৌচ চতুর্থাংশ দয়া ও চতুর্থাংশ সত্য ন্যূন হয় এই প্রকারে চতুর্থাংশ চতুষ্টয়ে এক পাদ ন্যূন বুঝিতে হইবে। এইরূপে দ্বাপরে প্রত্যেকের দুই অংশ করিয়া ন্যূন হইয়া সমুদায়ে দ্বিপাদ ন্যূন হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। তথা কলিতে প্রত্যেকের তিন অংশ করিয়া ন্যূনে সমুদায়ে ত্রিপাদ ন্যূন বুঝিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ চার পাদেরই ত্রেতাদিক্রমে এক দুই তিন অংশ করিয়া ন্যূন হইয়া আসিতেছে ইহার কারণ কি? বিস্ময় সঙ্গ মদ রূপ অধর্ম্মের এক দুই তিন অংশ ক্রমে আবির্ভাব হওয়াই ইহার কারণ অর্থাৎ ত্রেতাতে তপস্যার এক অংশ ন্যূন হয় তাহার কারণ বিস্ময়। শৌচের একাংশ ন্যূন হয় তাহার কারণ সঙ্গদোষ। দয়ার একাংশ ন্যূন হয় তাহার কারণ মদ এবং এইরূপে সত্যের যে একাংশ ন্যূন হয় তাহার কারণ অমৃতের প্রাদুর্ভাব। অনন্তর দ্বাপরেতে এই সকল অধর্ম্মাংশ বিস্ময়াদিরই যথা যথা বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল তথা তথা ধর্ম্ম পাদাংশেরও ন্যূনতা হইতে লাগিল।

অনন্তর ক্রমশঃ স্মর, সঙ্গ, মদরূপ অধর্ম্মাংশ দ্বারা পাদত্রয় ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে ! ![২২] হে ধর্ম্ম ! অধুনা তুমি অবশিষ্ট সত্য পাদ টিকে যেহেতু যথাকথঞ্চিৎ ধারণ করিয়া আছ -১- এইজন্যই এই অসত্যে বর্দ্ধিত কলিরূপ অধর্ম্ম তোমার সেই পাটিকেও গ্রহণ করিতে ( বিনাশিতে ) ইচ্ছিতেছে ॥ ২৩ ॥

এই ভূমি পূর্ব্বে অতিশয় ভারাক্রান্তা ছিলেন পরে ভগবান দ্বারাই লঘু হইয়াছেন এবং তাঁহারই শ্রীযুক্ত পদবিন্যাসে তখন সর্ব্বতঃই আনন্দিত হইয়া থাকিতেন।[২৪] এখন সাধ্বী তাঁহা দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া যেন দুর্ভগার ন্যায় অশ্রুমুখী হইয়া রহিয়াছেন এবং "ইহার পরে অব্রহ্মণ্য নৃপলিঙ্গ শূদ্রেরা আমায় উপভোগ করিবে !" এই বলিয়া সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন ॥২৫॥

মহারথ ধর্ম্মকে ও মহীকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া সেই অধর্ম্ম বন্ধু কলিকে বধিবার জন্য শাণিত খড়্গ উঠাইয়া লইলেন।[২৬] সে তাঁহাকে ঐরূপ বধিতে উদ্যত দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া আপন নৃপবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে আসিয়া পতিত হইল।[২৭] শরণ্য, সৎ-কীর্ত্তার্হ, দীনবৎসল বীর তাহাকে আপন পদতলে পতিত দেখিয়া কৃপা করিয়া একটু যেন হাঁসিয়া বলিতে লাগিলেন।[২৮] রাজা বলিলেন। দেখ্, আমরা ( আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ) গুড়াকেশের যশো ধারণ করিয়া রহিয়াছি সুতরাংই তোকে আমাদের নিকটে বদ্ধাঞ্জলি হইতে হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে তুই শরণাগত, অতএব তোর আর কিছু মাত্র প্রাণের ভয় নাই কিন্তু মদীয় রাজ্যেতে আর তুই কখন আসিস্ নে, যেহেতু তুই অধর্ম্মবন্ধু[২৯]. কেন না রাজদেহে তোরই সর্ব্বদা থাকাতে এরূপ অধর্ম্ম সমুদায় প্রবিষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ) লোভ, অসত্য, চৌর্য্য, দৌর্জ্জন্য, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ ও দম্ভ এ সমুদায় রাজশরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে।[৩০] অতএব অধর্ম্মবন্ধু ! ( এক্ষণে তোকে এই অনুমতি দিতেছি যে, ) যেখানে যজ্ঞবিস্তারনিপুণেরা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের যাগ করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে তুই আর ধর্ম্ম ও সত্যের ( জ্ঞানের ) অবস্থানে বিঘ্ন দিয়া আপনি অবস্থিত হইস্ নে।[৩১] দেখ্ যেখানে যাগকারিদিগের যজ্ঞে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ ইজ্যমান হইয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, অমোঘ কামনা সকল প্রদান করিতেছেন এবং যে এই আত্মা বায়ুবৎ কি অন্তরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই বিরাজমান থাকিয়া জঙ্গমগণের কল্যাণ বিধান করিতেছেন ( তিনি যেখানে সতত পূজিত হইতেছেন সেস্থলে কি—তোর থাকা উচিত ? ) ॥ ৩২ ॥

---

১—অর্থাৎ যদিও ধর্ম্ম তপস্যাদি সমুদায়ে ত্রিপাদ ন্যূন হইয়াছেন সুতরাং তপস্যাদি পাদত্রয়েরও এক এক অংশ অবশিষ্ট আছে তথাপি সেই সমুদায় তিন অংশ, কেবল অবশিষ্ট এক অংশ সত্যের বলেই রহিয়াছে অতএব উক্ত অংশত্রয় সত্যের অবয়বের মধ্যে পরিগণিত হইয়াই সত্য সম্পূর্ণ এক পাদ হইয়াছে, এইরূপেই এক্ষণে ধর্ম্মের সত্য পাদাবশেষ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

সূত বলিলেন। সেই কলি, পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং দণ্ডপাণি যমের ন্যায় উদ্যতখড়্গ সেই রাজাকে সম্বোধিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল।[৩৩] হে সার্ব্বভৌম! দেখ তোমার আজ্ঞায় আমি যে সে স্থানে বাস করিব কিন্তু সে সে স্থানে তোমায় অবশ্য লক্ষ্যে রাখিব (অর্থাৎ) তুমি যে আমায় বধিবার জন্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছ ইহা অবশ্যই স্মরণ করিয়া রাখিব।[৩৪] যাহা হউক, হে ধার্ম্মিকবর! এক্ষণে আমি যেখানে নিয়ত বাস করিব, তোমার অনুশাসনে থাকিব তাদৃশ স্থানটি আমায় নিরূপণ করিয়া দেউন॥ ৩৫॥

সূত বলিলেন। রাজা তখন এইরূপ প্রার্থিত হইয়া সেই কলিরে স্থান সকল নিরূপণ করিয়া দিলেন। (অর্থাৎ) যেখানে দ্যূত, পান, স্ত্রীলোক (বেশ্যা) ও প্রাণিবধ এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম বিরাজমান রহিয়াছে সেইখানে তাহারে থাকিতে অনুমতি দিলেন[৩৬] (অনন্তর সে প্রার্থনা করিল যে, "মহারাজ! এই চারিটির একত্র অবস্থান প্রদান করুন") কলি পুনশ্চ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রভু তাহারে এক প্রশস্তবর্ণ সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণ প্রদানেই তাহারে অনৃত, মদ, কাম, হিংসা ও পঞ্চম বৈরভাব এই পাঁচটির একত্রাবস্থান প্রদান করিয়া যান॥ ৩৭॥

তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনকারী অধর্ম্ম জনক কলি সেই অবধি সেই ঔত্তরেয় * প্রদত্ত এই পাঁচটি স্থানেতেই নিবাস করিয়া আছে॥ ৩৮॥

অনন্তর এই বলি যে, মঙ্গল লাভেচ্ছু পুরুষ যেন কখনও এই সকল স্থানে প্রবেশ না করেন বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল লোকগণের অধিপতি সন্মার্গপ্রাপয়িতা রাজা যেন কখনই এরূপ স্থানে প্রবেশ না করেন॥ ৩৯॥

বৃষরূপী ধর্ম্মের যে তপঃ, শৌচ, দয়া এই তিন টি পাদ নষ্ট হইয়াছিল রাজা ঐগুলি পুনশ্চ তাঁহাতে প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং এইরূপে পৃথিবীকেও আশ্বাসিয়া বাড়াইতে লাগিলেন॥ ৪০॥

সেই এই নৃপতি পরীক্ষিৎ অরণ্য গমনেচ্ছু আপন রাজা পিতামহ প্রদত্ত পার্থিবযোগ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন।[৪১] অধুনা হস্তিনাপুরীতে সেই রাজর্ষি মহাভাগ কৌরবেন্দ্র প্রভাব প্রকাশ করতঃ বৃহৎকীর্ত্তি চক্রবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন।[৪২] অভিমন্যুপুত্র রাজা ঈদৃশ প্রভাবশালী হইয়াই প্রজাগণকে পালিতেছেন দেখ, তাঁহারই কার্য্যে এক্ষণে তোমরা যজ্ঞে দীক্ষিত (ব্রত) হইয়াছ॥ ৪৩॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের কলি নিগ্রহ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

*—উত্তরা গর্ব্ভজাত, অর্থাৎ পরীক্ষিৎ।

## অথ অষ্টাদশ অধ্যায়।

যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার অস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়াও মৃত হন নাই। [১] যিনি ভগবৎ-সমর্পিতমতি হইবায় ব্রহ্ম-কোপোত্থিত তক্ষক-দংশনে প্রাণ-বিনাশ-নিবন্ধন মহৎ ভয়েও মুগ্ধ হন নাই। [২] তিনি শুকদেবের শিষ্য হইয়া শ্রীহরি-তত্ত্ব অবগত হইয়া সর্ব্বত সংসার-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরস্থ হইয়া আপন কলেবরটি পরিত্যাগ করিয়া যান। [৩] ফলতঃ যিনি উত্তম শ্লোক বার্ত্তাতে প্রীতি করিয়া থাকেন, তাঁহার কথারূপ অমৃত পান করিযা থাকেন এবং অন্তকাল পর্য্যন্ত যিনি সেই কৃষ্ণপদাম্বুজ টি স্মরণ করিয়া থাকেন তাঁহার সুতরাংই কিছুমাত্র অজ্ঞান থাকে না। [৪] এই পৃথিবীতে যাবৎকাল সেই মহান্ অভিমন্যুসুত চক্রবর্ত্তী প্রজাপালক হইয়াছিলেন তাবৎকাল কলি সর্ব্বতঃ প্রবিষ্ট হইয়াও বিশেষরূপে আবি-র্ভূত হইতে পারে নাই। [৫] যেই—যেদিনে ভগবান্ পৃথিবী পরিত্যজিলেন অমনি সেই দিনেই এই অধর্ম্ম-প্রভব বিশেষরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। [৭] সম্রাট, অধর্ম্মপ্রভব কলির সর্ব্বথাই দ্বেষ (নষ্ট) করেন নাই। তিনি সারঙ্গ পক্ষির ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার কুশল কার্য্য সকল শীঘ্রই সিদ্ধ হইত তদিতর কৃত্যগুলি শীঘ্র সিদ্ধ হইত না। [৮] ফলতঃ যে, অধীর মনুষ্যগণের নিকটে ধীর হইয়া ঠিক্ মেষের ন্যায় রহিয়াছে তাদৃশ ধীরভীরু কলি শূর হইলেও ধীরের কাছে আর কি করিতে পারে? (সুতরাংই প্রভু আর তাহারে একবারে বিনাশেন নাই)। [৯] দেখ, ঋষিগণ! তোমাদের নিকটে ত্বদীয় জিজ্ঞাসিত বাসুদেব-কথা-সংশ্লিষ্ট পারীক্ষিত উপাখ্যান টি ত এই আমি বর্ণিলাম। [১০] এই কথার মধ্যে কীর্ত্তনীয় বহুকর্ম্মা ভগবানের যে কথাগুলি গুণকর্ম্মাশ্রয়, সংসার কল্যাণেচ্ছু জন সেই সব কথাগুলিই যেন হৃদয়ের সহিত ধারণ ক'রেন ॥১১॥

ঋষিরা বলিলেন। হে সূত! তুমি অনন্ত বৎসর জীবিত থাক। দেখ, সৌম্য! তুমি আমাদের মর্ত্ত্যজনগণের অমৃত স্বরূপ অতএব শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ যশঃ তুমিই কীর্ত্তিতে যোগ্য হই-তেছ। [১২] এবং ধূম-ধূসর-দেহ যাজকদিগের এই অবিশ্বনীয় যজ্ঞ কার্য্যে গোবিন্দ পাদপদ্মাসব মধু টি আপনিই রক্ষা করিতেছেন। [১৩] বিষ্ণুভক্ত জনগণের যৎসামান্য মাত্র যে সঙ্গ-কাল তাহার সহিত আমি স্বর্গও সমান দেখি না, অপবর্গও সমান দেখি না; কি তুচ্ছ মর্ত্ত্য মানবগণের আশীর্ব্বাদ!! [১৪] শিব ব্রহ্মার উপাসক যোগেশ্বরেরাও যে অগুণের গুণ গণনা করিতে পারেন নাই; মহত্তমব্যক্তিদিগের একান্তপরায়ণ সেই ভগবানের কথাতে, কে এমন আছেন যে, রসবিৎ হইয়া পরিতৃপ্ত হইবেন না? [১৫] দেখ, বিদ্বন্! এক্ষণে আমাদের মধ্যে আপনিই মুখ্য ভগবৎসেবক। আমরা মহত্তমৈকান্তপরায়ণ শ্রীহরির শুদ্ধ, বিশুদ্ধ উদার চরিত্র গুলি শুনিতে

অভিলাষু অতএব আমাদিগকে উহাই বিস্তারিত করিয়া বল। [১৬] সেই প্রসিদ্ধ অনল্পবুদ্ধি মহাভাগবত পরীক্ষিৎ যে বৈয়াসকি কথিত জ্ঞান দ্বারা অপবর্গাখ্য খগেন্দ্রধ্বজ-পাদপদ্মমূল প্রাপ্ত হইয়া যান। [১৭] সেই পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে কথিত ভাগবত-জন-প্রিয় পরমপবিত্র অত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠ-অনন্তচরিত যুক্ত উপাখ্যান টি আমাদিগের নিকটে বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর ॥ ১৮ ॥

সূত বলিলেন। আহা! কি আশ্চর্য্য!! আমরা প্রতিলোমজাত হইয়াও কেবল বৃদ্ধগণের আদরেতে অদ্য সফলজন্মা হইলাম। মহত্তমগণের সহিত সম্ভাষণ লক্ষণ যে সম্বন্ধ উহা আমার এখনই ত দুষ্কুলীনত্ব নিমিত্ত মনোদুঃখ টি বিদূরিত করিতেছে। [১৯] অনন্তর যিনি অনন্তশক্তি, ভগবান্, ও অনন্ত স্বরূপ—যাঁহাকে যোগিরা মহদ্গুণ হেতুক 'অনন্ত' বলিয়া গিয়াছেন সেই মহত্তমৈকান্তপরায়ণের নাম গ্রহণে যে, কতদূর আমাদের শুভ হইবে তাহা আর কি বলিব!! অগো! তাঁহার নাম মহিমা আমা দ্বারা এইমাত্র সূচিত হইয়াই ক্ষান্ত রহিল। [২০] কেন না স্বয়ং লক্ষ্মীশক্তী, তাঁহার প্রার্থয়িতা ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরিত্যজিয়া তাঁহার অনভিলাষু হইলেও গুণে অতুল্যকক্ষ বলিয়াই যাঁহার পদরেণু সেবা করিতেছেন (তাঁহার মহিমা বর্ণিতে সমর্থ, এমন কে আছে?)। [২১] দেখ, বিরিঞ্চি-উপহৃত অর্ঘ্যোদক টি যাঁহার পাদ নখ হইতে নিঃসৃত হইয়াও সেশ্বর এই জগৎকে পবিত্র করিতেছে অতএব ইহলোকে মুকুন্দ হইতে অতিরিক্ত ব্যক্তি কে এমন অন্যতম আছেন যাহা ভগবৎশব্দের অভিধেয় হইতে পারেন? [২২] ধীরগণ যাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া দেহাদি নশ্বর পদার্থে অধ্যুষিত যে সঙ্গ (অধ্যাস সম্বন্ধ) তাহা সহসাই পরিত্যজিয়া, যাঁহাতে হিংসোপশামক স্বীয় ধর্ম্ম টি পরিপূর্ণ রহিয়াছে সেই সর্ব্বান্ত্য (তুরীয়) পারমহংস্য গতি লাভ করিতেছেন। [২৩] হে অর্য্যমাগণ! আমি এক্ষণে আপনাদের দ্বারা পরিপৃষ্ঠ হইয়াছি অতএব এ বিষয়ে আমার যে পর্য্যন্ত জানা আছে তাহাই বলিতেছি। দেখ, পক্ষিগণ যেমন আকাশেতে নিজ নিজ ক্ষমতানুরূপই উড়িয়া থাকে তদ্রূপ পণ্ডিতেরাও বিষ্ণুলীলা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারেই বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

কোনো এক সময়ে তিনি বনেতে ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মৃগগণের অনুসরণ করিয়া শ্রান্ত ক্ষুধিত ও অত্যন্ত তৃষিত হইলেন। [২৫] অনন্তর একটি জলাশয় দেখিতে পাইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া দেখেন যে, সেখানে একটি মুনি শান্ত, নিমীলিতদৃষ্টি হইয়া উপবিষ্ট আছেন। [২৬] তাঁহার ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মন ও বুদ্ধি স্ব স্ব বাহ্য বিষয়ে উপরত হইয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ স্থানত্রয় হইতে পর তুরীয় ব্রহ্মভূত অবিক্রিয় পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। [২৭] বিপ্রকীর্ণ জটাসমূহে ও রৌরব অজিন দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন।—এতাদৃশ অবস্থাপন্ন সেই মুনির নিকটে শুষ্কতালু

হইয়া তিনি জল চাহিলেন। ২৮ কিন্তু পাইলেন না, তদ্ভিন্ন তাঁহার নিকটে তৃণাসন উপবেশন স্থান অর্ঘ্য ও প্রিয়বচন কিছুই পাইলেন না। তখন তিনি আপনাকে অপমানিত মানিয়া অত্যন্ত কোপ করিলেন। ২৯ হে ব্রহ্মন্! তখন ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইবায় তাঁহার সেই ব্রাহ্মণের উপরে সহসাই অভূতপূর্ব্ব মৎসর ও ক্রোধ হইয়া উঠিল। ৩০ এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া একটি গতাসু সর্প ধনুকের হূলে লইয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং উহা সেই ব্রহ্মঋষির স্কন্ধে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ৩১—ইনি কি, যথার্থতই ইন্দ্রিয় সমুদায়ের প্রত্যাহার করিয়া নিমিলীতাক্ষ হইয়াছেন! অথবা কেবল ক্ষত্রবন্ধু হইতে আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে? এরূপ অগ্রাহ্য বুদ্ধি করিয়াই মিথ্যা সমাধি করিয়া রহিয়াছেন? ॥ ৩২ ॥

তখন ব্রহ্মর্ষির অতিতেজস্বী একবালকপুত্র আপনার সমবয়স্ক বালকগণের সহিত অনতিদূরে ক্রীড়া করিতেছিলেন তিনি রাজা কর্তৃক পিতা অবমানিত হইয়াছেন শুনিয়া এইরূপ বলিলেন। ৩৩ অহো! কি অধর্ম্ম!! ব্রাহ্মণ-দাস স্থূল রাজাগণের আপন প্রভুর উপরে যে এরূপ পাপাচরণ, তাহা ঠিক্ কাকগণের ন্যায় ও দ্বারপাল কুক্কুরের ন্যায় হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ৩৪ ফলতঃ ক্ষত্রবন্ধু, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গৃহপাল বলিয়াই নিরূপিত হইবে, অন্যথা সে কেনই বা তাঁহার গৃহে দ্বারস্থ হইয়া সভাণ্ড ভোজন করিতে সমর্থ হইতেছে। ৩৫ উৎপথগামিগণের শাসয়িতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গত হইয়াছেন; তদনন্তর অদ্য আমার বল দেখ; দেখ আমি এখনই এই বিশ্লিষ্টবন্ধ রাজাকে শাসিতেছি। ৩৬ ঋষিবালক আপন বয়স্যগণকে এইরূপ বলিয়া রোষতাম্রাক্ষ হইয়া কৌষিকীনদী জল স্পর্শ করিয়া তাঁহার প্রতি বাগ্‌বজ্র (শাপ) প্রয়োগ করিলেন। ৩৭ " যে আমার পিতার মর্য্যাদা এইরূপে লঙ্ঘিয়াছে সেই কুলাঙ্গার পিতৃদ্রোহীরে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে অবশ্য তক্ষক দংশিবে॥ ৩৮॥

তদনন্তর সেই বালক আপন আশ্রমে আসিয়া পিতাকে সর্পকলেবরকণ্ঠ দেখিয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ( গলা ছেড়ে ) রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥

হে ব্রহ্মন্! সেই আঙ্গিরস আপন পুত্রবিলাপ শুনিয়া শনৈঃ শনৈঃ নেত্রদ্বয় উন্মীলিয়া দেখেন যে, আপন স্কন্ধে একটি মৃতসর্প দোদুল্যমান রহিয়াছে। ৪০ অনন্তর উহা ভূমিসাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন " বৎস! কেন তুমি বিলপিতেছ? কেই বা তোমার অপকার করিয়াছে?" তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারে সমস্ত নিবেদিলেন॥ ৪১॥

তাদৃশ শাপের অযোগ্য নরেন্দ্রের উপরে প্রদত্ত তাঁহার শাপ শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ ( মহর্ষি ) আপন আত্মজকে কিছু প্রশংসিলেন না ( প্রত্যুত বলিতে লাগিলেন, ) আহা!

কি কষ্ট !! দেখ, অজ্ঞ ! তুমি বড় পাপ করেছ। অল্পদ্রোহকারির উপরে বহু দণ্ড বিধান করিয়াছ [৪২]। হে অপক্কমতি ! তুমি পরাখ্য নরদেবকে অন্যান্য সাধারণ মনুষ্যের সহিত কখনই সমান করিতে পার না ; দেখ, যাঁহার দুর্ব্বিসহ প্রভাবে প্রজাগণ অকুতোভয়ে রক্ষিত হইয়া শুভ ফল লাভ করিতেছে। [৪৩] অঙ্গ ! নরদেব নামা এই রথাঙ্গপাণি ( বিষ্ণু ) ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্যমান হইলে যে, এই সমুদায় লোক অরক্ষ্যমাণ হইবে—তখন মেঘসংঘাতের ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রচুররূপে চৌরাক্রান্ত হইবে হাঃ ! তাহারা যে, সমুদায়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে [৪৪]। আর দেখ, নষ্টস্বামিক ধনাপহারি চৌরাদি হতে যে পাপ হইবে তাহা আমাদিগতেই বর্ত্তিবে, যেহেতু আমরাই ত তাহার মূল। এবং জন সকল দস্যু বহুল হইয়া, অকারণেই পরস্পর শাপ দিবে, গালি দিবে, হিংসিবে, তদ্ভিন্ন পশু, স্ত্রী ও অর্থ সকল পরস্পর অপহরণ করিতে লাগিবে [৪৫]। তখন মানবগণের বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত ত্রয়ীময় আর্য্যধর্ম্ম বিলীন হইতে থাকিবে ; সুতরাং লোকগণ শুদ্ধ অর্থ ও কামে অভিনিবেশিতাত্মা হইয়া কুক্কুরদিগের ন্যায় ও বানরদিগের ন্যায় বর্ণসঙ্করোৎপত্তির কারণ হইবে [৪৬]। সেই ধর্ম্মপালক বৃহৎকীর্ত্তি সাক্ষাৎ মহাভাগবত, রাজর্ষি, অশ্বমেধয়াজী নরপতি সম্রাট্ তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রমযুক্ত হইয়া আমাদের নিকটে অতি দীন হইয়া আসিয়াছিলেন, অতএব আমাদিগের তাঁহাতে কি কখন শাপ দেওয়া যোগ্য হইতেছে ? [৪৭] তুমি বালক, অপক্কমতি সুতরাংই এইরূপ করিয়াছ—নিরপরাধ নিজ ভৃত্যগণের উপরে শাপ দিয়া পাপ সঞ্চিয়াছ, যাহা হউক এক্ষণে সেই সর্ব্বাত্মা ভগবানই তোমার পাপ ক্ষমিতে যোগ্য হইতেছেন ॥৪৮॥

ফলতঃ বিষ্ণুভক্তগণ সমর্থ হইলেও তাঁহারা তিরস্কৃত, বঞ্চিত, অবজ্ঞাত বা অবঘাতিত হইয়াও এই সব তিরস্কারাদি কর্ত্তার সেই সেই তিরস্কারাদি দ্বারা প্রতিশোধ লয়েন না ॥ ৪৯ ॥

পুত্রকৃত পাপে সেই মহামুনি স্বয়ংই এবংবিধ অনুতপ্ত হইয়া চিন্তিতে লাগিলেন্ যে, রাজা অপকারির পাপ কিছু মাত্র গ্রহণ করেন নাই। [৫০] বস্তুতঃ ইহা যুক্তই বটে, কেন না ইহলোকে প্রায়শঃ সাধুরা যেহেতু গুণবিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন সুতরাংই সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বে যুক্ত হইয়াও তাঁহারা না হৃষ্টই হইয়া থাকেন না ব্যথিতই হইয়া থাকেন ॥৫১॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের পারীক্ষিত সংবাদে বিপ্রশাপ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ উনবিংশ অধ্যায় ॥

সূত কহিলেন, অনন্তর মহীপতি আত্মকৃত উক্ত গর্হিত কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে অতীব দুর্ম্মনা হইয়া পড়িলেন -১- " কি আশ্চর্য্য ! ! এরূপ নীচ অনার্য্যের ন্যায় কার্য্য—আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইল ! !—(হাঃ)—নিষ্পাপ গুপ্ততেজা ব্রাহ্মণ কি না আমাদ্বারা অবমানিত হইলেন !!! ॥ ১ ॥

সেই গর্হিত অনুষ্ঠিত দেবাবমাননাত্মক পাপকার্য্যের জন্য আমার মরণ অবশ্যই দুর্নিবার্য্য ; অতএব এক্ষণে প্রার্থনা—আমি যাতে এরূপ গর্হিত কার্য্য আর না করি -২- ও আমায় উক্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য ঐ নাপ্রাপ্ত মরণ অসঙ্কুচিত হইয়া শীঘ্রই যেন আমার সম্মুখবর্ত্তী হউক। ২ এবং উক্ত ব্রাহ্মণকুলাগ্নি, অদ্যই যেন আমার রাজ্য, বল ( সেনা ) সঞ্চিত ধনাগার—সমস্তই দহুক। আমি অতীব অভাগা ! ! আমার পাপীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি আর যেন গোব্রাহ্মণ দেবগণেরে পীড়িত না করে ॥ ৩ ॥'

অনন্তর তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনতিকাল মধ্যেই শমীক ঋষি-প্রেরিত শিষ্য মুখে তাঁহার পুত্র শৃঙ্গি প্রোক্ত -৩- তক্ষক দংশন জন্য ভাবী নিজ মৃত্যু সংবাদ শ্রুত হইলেন। শ্রুত হইয়া তিনি ব্যাকুল না হইয়াও প্রত্যুত উক্ত সংসারাসক্তের বৈরক্তিকারণ তক্ষক-বিষাগ্নিকে আপনার শুভ—উপকারী বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৪ ॥

তদনন্তর তিনি রাজ্যমধ্যে থাকিয়াই কি ইহলোক, কি পরলোক ( স্বর্গ ) উভয় লোকই হেয় বলিয়া বিচার করিয়া লন। ( ফলতঃ কেবল হেয় বলিয়া মনে মনেই বিচার মাত্র করিয়া রাখেন এমন নহে কিন্তু কার্য্যত পরিণত করিয়াও দেখাইয়াছিলেন অর্থাৎ ) উভয় লোকই পরিত্যাগ পূর্ব্বক -৪- কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদ সেবাকেই সর্ব্বপুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

---

১—এক্ষণে সেই চিন্তার আকারটি বলা যাইতেছে।

২—অর্থাৎ আমায় শিক্ষা দিবার জন্য।

৩—অর্থাৎ যে নৃপাধম মৌনব্রত মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সমর্পিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিষ-ধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্ত রাত্রির মধ্যে সেই পাপাত্মাকে দংশিয়া যমসদনে প্রেরিবে। শমীক পুত্র, শৃঙ্গীর এইরূপ শাপোক্তি হইতেছে।

৪—উভয়লোকের পরিত্যাগ এইরূপ—১ম মর্ত্তালোকের পরিত্যাগ রাজ্যাদির পরিত্যাগ। দ্বিতীয়, স্বর্গলোকের পরিত্যাগ সকাম কর্ম্মের পরিত্যাগ।

যিনি, প্রদীপ্ত-শ্রীতুলসী-মিশ্রিত-শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু-সম্পর্কজনিত সর্ব্বোৎকর্ষবান্ জলকে প্রবাহিত করিতেছেন; এবং কি অন্তরে, কি বাহিরে, উভয়ত্রই সেশ -১- লোকদিগকে পবিত্র করিতেছেন -২—মরিষ্যমাণ এমন কে আছে—যে তাঁহারে সেবিবে না?।[৬] সমস্ত সঙ্গ বিনির্ম্মুক্ত মুনিব্রত সেই পাণ্ডুগোত্রাপত্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিষ্ণুপদী তীরে প্রায়োপবেশ -৩- পূর্ব্বক অনন্যভাবে কেবল মুকুন্দপাদারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন।[৭] সে সময়ে সেখানে ভুবন পবিত্রকারী মহানুভাব মুনি সকল সশিষ্যে প্রায়শঃ তীর্থচ্ছলে তাঁহারেই দেখিতে আসিয়াছিলেন যেহেতু তাঁহাদের তীর্থ করিয়া পবিত্র হওয়ার আবশ্যকতা কি? তাঁহারা স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, রাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ও ইধ্মবাহ,[৯] মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি ( অগস্ত্য ) দ্বৈপায়ন, ও ভগবান্ নারদ।[১০] এই সকল মুনিগণ এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবর্ষিমুখ্যগণ, মহর্ষিমুখ্যগণ রাজর্ষিমুখ্যগণ, ও ঋষিকুলপ্রবর অরুণ প্রভৃতি নানাবিধ ঋষিগণ সেখানে আসিয়াছিলেন। রাজা সেই সকল সমাগত ঋষি সমুদায়কে অবনত মস্তকে ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক বন্দনা করিয়াছিলেন।[১১] অনন্তর তাঁহারা সকলে সুখে সমাসীন হইলে পর রাজা তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুনশ্চ প্রণাম করেন। এবং স্থিরচিত্তে জোড়হস্ত হইয়া আপন চিকীর্ষিত বিষয় জানাইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

রাজা কহিলেন, অহো অদ্য আমরা -৪- ধন্য, যেহেতু অন্যান্য বহুতর নৃপগণ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আমিই ত মহত্তম মুনিগণের অনুগ্রহ পাত্র হইলাম। উঃ—কি কষ্ট!! আমাদের রাজকুল কি এতদুর কুকর্ম্মশালি হইল! যে ব্রাহ্মণের পাদ-প্রক্ষালনোদক হইতে দূরে অবস্থিত হইতেও সমর্থ হইতেছে না!![১৩] আমি সেই গর্হিত কার্য্যের জন্যই এমত পাপী। আমি পুনঃ পুনঃই সংসারে আসক্ত। পরাবরেশ ( ঈশ্বর ) আমায় স্বরূপ প্রতিষ্ঠ -৫- করিবার জন্যই দ্বিজশাপ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সংসারে আসক্ত হইয়া থাকিলে ভয় শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে তিনি তাদৃশ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই স্বয়ং বৈরাগ্যের কারণ হইয়া আমায় ব্রাহ্মণ মুর্ত্তি দ্বারা অভিসম্পাৎ প্রদান করাইলেন ॥ ১৪ ॥

---

১—সেশ অর্থাৎ লোকপালগণের সহিত। ২—অর্থাৎ গঙ্গা।

৩—অর্থাৎ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া অবস্থান।

৪—এস্থলে অস্মৎ এক হইলেও বহুবচন হইয়াছে। এরূপ বহুবচন ব্যবহার, ব্যবহার ও ব্যাকরণাদি সিদ্ধ।

৫—অর্থাৎ অদ্বৈত চিৎশক্তি রূপে অবস্থিত।

হে বিপ্রগণ ! আমি সেই পাপাত্মা ! এক্ষণে ঈশ্বরন্যস্তচিত্ত হইয়া আপনাদের শরণাগত হইয়াছি জানিবেন। এই গঙ্গাদেবীও আমায় শরণাগত বলিয়া জানুন। দ্বিজপ্রেরিত মায়াই হউক বা যথার্থতঃ তক্ষকই হউক যে হউক না আমায় দংশন করুক, ক্ষতি নাই কিন্তু এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনারা বিষ্ণু কথাসকল আমায় অপর্য্যাপ্ত রূপে শ্রবণ করান। [১৫] দ্বিজগণ আপনাদিগকে পুনশ্চ নমস্কার। ( আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন ) এক্ষণে ভগবান অনন্তদেবে যেন আমার প্রীতি হয়। তাঁহার সেই মহৎ কথা সমুদায়ে যেন ভালরূপে আসক্তি জন্মে। আর আমি যে যে যোনিতে জন্মি না কেন, সেই সেই জন্মে তাঁহার ভক্তগণের সহিত যেন আমার মৈত্রী হয় ॥ ১৬ ॥

সেই ধীর রাজা এইরূপ অধ্যবসায়যুক্ত হইয়া রাজ্যভার সকল আপন পুত্রের উপর দিয়া সমুদ্রপত্নীর ( গঙ্গার ) দক্ষিণকূলে প্রাগগ্রদর্ভাসনে উদঙ্মুখ হইয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

নরদেব-দেব এইরূপে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট হইলে, স্বর্গে দেবগণের আনন্দ-বাদিত দুন্দুভি সকল মুহুর্মুহুঃ বাজিয়াছিল। এবং সেই প্রশস্য পুণ্য স্থানে তাঁহারা আনন্দাতিশয়ে মুহুর্মুহুই পুষ্পসমূহ বর্ষিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

যে সকল মহর্ষিগণ তাঁহারে দেখিবার জন্য সমুপাগত হন প্রজানুগ্রহশীল বল সেই সকল মহাত্মারা তখন তাঁহারে সন্তোষ মনে প্রশংসিয়া এবং " তুমি সাধু " এই বলিয়া তাঁহার অনুমোদন করিয়া উত্তম শ্লোকগুণে অতিরমণীয় কথাসমূহ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বস্তুতঃ যাঁহারা ভগবৎ পার্শ্ব কামুক হইয়াছেন তাঁহারা সদ্যই রাজকিরীটি-সেবিত রাজ-সিংহাসন পরিত্যজিয়াছেন ; অতএব দেখ, রাজর্ষিবর ! আপনি যখন শ্রীকৃষ্ণ পরায়ণ হইয়াছেন তখন আপনাতে ঈদৃশ ভাব হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। [২০] সেই এই ত্বদীয় ভাগবত প্রধান আত্মা, যে পর্য্যন্ত এই বর্ত্তমান শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ, বিশোক পরলোক প্রাপ্ত হইবেন না সে কাল যাবৎ আমরা সকলে এইখানেই অবস্থিত হইলাম ॥ ২১ ॥

পরীক্ষিৎ ঋষিগণের পক্ষপাত শূন্য, মধুস্রাবী, গম্ভীর, যুক্ত ও যথার্থভূত সেই সকল বাক্য আকর্ণন করিয়া বিষ্ণুচরিত সকল শুনিবার ইচ্ছায় পুনশ্চ তাঁহাদিগকে প্রণমিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

দেখুন মহাভাগগণ ! আপনারা সকলে এখানে চারিদিগ হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। যেমন সত্যলোকে বেদ সকল মুর্ত্তিধর তদ্রূপ আপনারাও এখানে সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তী-ধারী অতএব স্বর্গেই হউক মর্ত্ত্যেই হউক আপনাদের ন্যায় মহাভাগের কিছু এক পরানুগ্রহরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এখানে আসেন না। ফলতঃ—পরের প্রতি অনুগ্রহ করা ইহাও আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

আমি সেই জন্যই —সেই সাহসেই আপনাদিগকে এই প্রষ্টব্য জিজ্ঞাসিতেছি। বিপ্রগণ! এক্ষণে আপনারা সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে এই বিচার করুন যে, আমাদের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় বিশুদ্ধ কৃত্য কি? এবং আমাদের মুমূর্ষু অবস্থাতে বিশেষ কৃত্যই বা কি?।[২৪] (মুনিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কেহ যোগ কেহ যাগ, কেহ বা তপ কেহ বা দান ইত্যাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন এমত সময়ে) অলক্ষ্যাশ্রম-১- নিজলাভতুষ্ট-২- অবধূতবেশ ও বালকগণে পরিবৃত ভগবান্ ব্যাসপুত্র অনপেক্ষ ভাবে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন॥ ২৫॥

ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম, হস্ত, পাদ, উরু, বাহু, অংশ কপোল ও গাত্র সুকোমল, অতি বিস্তৃত নয়ন, প্রদীপ্ত সম কর্ণদ্বয়, সুন্দর আনন, কম্বু সদৃশ কণ্ঠ।[২৬] নিগূঢ় জত্রু, উন্নত ও বিশালভূত বক্ষ, আবর্ত্ত সদৃশ নাভি, ত্রিবলি সুশোভিত উদর, পরিধান দিগ্ বস্ত্র, বক্র ও বিকীর্ণ কেশ কলাপ, লম্বায়মান বাহু, অমরশ্রেষ্ঠ হরি সদৃশ দ্যুতি।[২৭] শ্যাম, সদা সুন্দর, স্ত্রীলোক-মনোজ্ঞ বয়ক্রম, অঙ্গ কান্তি এবং মধুর মৃদু হাস্যে গূঢ় দীপ্তি এই সমস্ত সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন সেই মহা-মুনিকে তত্তলক্ষণজ্ঞ সেই সকল মুনি মহাত্মারা সমাগত দেখিয়া সকলেই অপনার আপনার আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন॥২৮॥

মহারাজ বিষ্ণুরাত (পরীক্ষিৎ) আগত সেই অতিথি মহাভাগকে অবনত শিরে আত্মনিবেদন করিয়া সপর্য্যা (পূজা) করিলেন। অনন্তর তাঁহার সহিত সমাগত গণ্ডমূর্খ, স্ত্রীলোক ও বালকগণ অপ্রতিভ হইয়া আপনা আপনিই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গেল। সমাগত মহাভাগ ঐরূপে প্রপূজিত হইয়া প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন॥ ২৯॥

ভগবান্ ব্যাসপুত্র সে অবস্থায় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সেই সকল বড় বড় লোকের মধ্যে ভগবান্ ইন্দু যেমন গ্রহ, ঋক্ষ, তারা সমূহে সর্ব্বতঃ পরিবৃত হইয়া শোভিত হইয়া থাকেন তদ্রূপ শোভিত হইয়াছিলেন॥ ৩০॥

প্রশান্ত অকুণ্ঠিতপ্রজ্ঞ ভাগবত প্রধান রাজা সেই সমাসীন মহামুনিকে প্রাপ্ত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করেন। অনন্তর প্রশ্ন করিবার আশয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রিয়সম্ভাষণের সহিত পুনশ্চ প্রণমিয়া অভীপ্সিত বিষয় জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন॥৩১॥

---

১—অর্থাৎ কোনো আশ্রমে ছিলেন বলিয়া বোধগম্য হইতেন না।

২—অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ লাভেই পরিতুষ্ট—বিতৃষ্ণ।

হে ব্রহ্মন্! দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচ, বা আসনাদি দ্বারা সৎকার করা ত দূরে থাকুক যাঁহার স্মরণমাত্র লোকগণের গৃহ পবিত্র হয়—আমরা ক্ষত্রবন্ধু হইয়াও -১- আজকে তাদৃশ মহাত্মারে পাইয়া সৎসেবক হইলাম। আহা কি আমাদের সৌভাগ্য!! আজকে কি না আপনি কৃপা পূর্ব্বক এখানে আসিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন।[৩২] দেখ, মহাযোগিন্! যেমন বিষ্ণুর সান্নিধ্যে অসুরদিগের মহান্ পাতক সকল সদ্য নষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার সান্নিধ্যেও লোকগণের মহা মহা পাতক সকল সদ্যই নষ্ট হবে ॥ ৩৩ ॥

বস্তুত আপনার সান্নিধ্য হওয়াতে আমি ইহাও জানিতে পারিলাম—যিনি আপন পৈতৃষস্রেয় ভ্রাতাদিগের জন্য ও সেই গোত্রজ আমায় রক্ষা করিবার জন্য বন্ধুকৃত্য যথোচিত রূপে স্বীকার করিয়া যান, আমাদের পাণ্ডুপুত্রগণের সেই প্রিয়তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ইহার উপর-২-প্রসন্ন আছেন।[৩৪] *অন্যথা—আপনি অব্যক্তগতি, সিদ্ধ ও যাচকতমের প্রবর্ত্তক—এদিগে আমরা সামান্য মানবমাত্র,* বিশেষ এ সময়ে আমার অন্তকাল উপস্থিত; অতএব এমন সময়ে—আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের সম্বন্ধে—আপনার দর্শন [ এমন ভালরূপে ] আর কিরূপে সম্ভবিতে পারে? সুতরাং আমাদের ইহা ধ্রুব বোধ হইতেছে যে, বিষ্ণু আমাদের উপরে এখনো প্রসন্নই আছেন।[৩৫] অতএব মহাভাগ! আপনি যোগিগণের পরম গুরু; আপনার নিকটে এক্ষণে আমি এইমাত্র জিজ্ঞাসিতেছি যে, যোগিগণের সংসিদ্ধি কি? অর্থাৎ ইহলোকে ম্রিয়মাণ পুরুষের পক্ষে যে কার্য্যটি সর্ব্বথা সিদ্ধিকারক,[৩৬] যাহা শ্রোতব্য অথচ সর্ব্বদা জাপ্য এবং যাহা মানবগণের কর্ত্তব্য, স্মর্ত্তব্য ও ভজনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ—প্রভো! তাদৃশ কার্য্যটি অথবা যাহা আমাদের অকর্ত্তব্য অশ্রোতব্য—অর্থাৎ তাহার বিপরীত কার্য্য—যাহাই হউক এক্ষণে আমার নিকটে উহার অন্যতর যেটি হয় প্রকাশ করিয়া বলুন।[৩৭] ব্রহ্মন্! আমরা ইহা নিশ্চয় জানি—আপনাদের গৃহস্থ-বাটীতে কখনও গো-দোহন কালমাত্রও অবস্থিতি হয় না ॥ ৩৮ ॥

সূত বলিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসপুত্র রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ মধুর বাক্যে আলাপিত ও পরিপৃষ্ট হইয়া যথাযথ প্রত্যুত্তরিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

## ॥ ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শ্রীমৎসামবেদানুবাদক-শ্রীব্রহ্মব্রত-সামাধ্যায়ি-ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতার প্রথমস্কন্ধের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

---

১—ক্ষত্রবন্ধু বলিতে এস্থলে ক্ষত্রিয়াধম মাত্র বুঝাতে হইবেক।

২—অর্থাৎ এই আমার স্থূল শরীরান্তর্গত জীবে।

(ওঁ)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের

প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ

সম্পূর্ণ ॥

# অথ দ্বিতীয় স্কন্ধ।

## প্রথম অধ্যায়॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন। দেখ, রাজন্! তুমি যে এই প্রশ্নটি করিলে, ইহা অত্যন্তই গুরুতর লোকহিতকর আত্মবিৎ জনগণের সম্মত এবং যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণেরই শ্রোতব্য, মন্তব্য, বা নিদিধ্যাসিতব্য সে সমুদায়ের মধ্যেও ইহা উৎকৃষ্টতর হইতেছে।[১] হে রাজেন্দ্র! অনাত্মতত্ত্বদর্শি গৃহস্থ লোকগণের সম্বন্ধে শ্রোতব্যাদি মোক্ষোপায় সকল সহস্র সহস্র আছে।[২] কিন্তু তাহাদের অদৃষ্টের কথা আর কি বলিব!! দেখ, রাজন্! তাহারা আপনার আপনার আয়ু ব্যর্থ ব্যর্থই নষ্ট করিতেছে;—সমস্ত রজনীত নিদ্রাসুখে বা রতিরঙ্গেই কাটাইতেছে, এদিগে দিবাভাগ সমুদায় কুটুম্বাদির ভরণ ও অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতেই বিফলীকৃত করিতেছে![৩] এই মিথ্যাভূত দেহ—অপত্য কলত্রাদি জীবসৈন্যগণে তাহারা এরূপ প্রমত্ত (প্রসক্ত) হইয়া আছে যে তাহাদের আপন আপন পিত্রাদির অবিনশ্বরতা স্বচক্ষে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না!![৪] অতএব হে ভারত! এক্ষণে তোমায় এই মাত্র উপদেশিতেছি যে তুমি যদি অভয়পদ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্বতঃ অনন্যভাবে এক মাত্র ঈশ্বর হরি ভগবানেরই শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন (নিদিধ্যাসন) কর।[৫] ফলতঃ লোকগণের সাংখ্য ও যোগ দ্বারা -১- স্বধর্ম্মে নিরত হইয়া স্বকীয় জন্মের উৎকৃষ্ট লাভ এই মাত্র জানিবে যে, তাহারা অন্তে নারায়ণের স্মরণ করিতে সমর্থ হইবে।[৬] দেখ, রাজন্! ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, মুনিগণ প্রায়শই নিস্ত্রৈগুণ্য লাভে বিধি-নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া -২- সতত শ্রীহরির গুণানুবাদকথনেই অনুরক্তি করিয়া থাকেন॥৭॥

ইহা ভাগবত নামক পুরাণ হইতেছে। ইহা বেদ তুল্য মান্য হইতেছে। দ্বাপরের আদিতে

---

১—অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত "সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি" রূপ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ ও প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা।

২—অর্থাৎ পাপ পুণ্যের প্রদর্শকই বিধি ও নিষেধ বাক্য। যাহার মূলে পাপ বা পুণ্যের লেশ নাই তাহার সুতরাংই প্রদর্শক বিধিও নাই প্রদর্শক নিষেধও নাই। এই পাপ বা পুণ্য সত্ত্ব রজস্তমোগুণের পরিণাম ভেদমাত্র। যাহার এই তিন গুণ দগ্ধরজ্জু সদৃশ বা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট কূর্ম্ম শরীর সদৃশ অকার্য্যকর হইয়াছে, তাহার "পাপ পুণ্য আছে" কিরূপে আর বলা যাইবে?।

পিতা দ্বৈপায়নের নিকটে আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।[৮] দেখ রাজর্ষে! তখন যদিও নৈর্গুণ্য লাভে পরিনিষ্ঠিতই -১- হইয়াছিলাম, তথাপি উত্তমশ্লোকলীলা শ্রবণে কেবল আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়াই তাঁহার এই আখ্যান গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল[৯] অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে তাহাই শ্রবণ করাইব যেহেতু আপনি বৈষ্ণব। ফলতঃ মহারাজ! আমি আপনাকে এমন কথা শুনাইব, যাহাতে শ্রদ্ধা করিলে মুকুন্দে অতি শীঘ্রই অবিনশ্বর মতি হইবে।[১০] বস্তুতঃ রাজন্! সর্ব্বত্র অকুতোভয় ভাব লাভেচ্ছু মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে এই হরিনাম কীর্ত্তনই ফল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।[১১] ইহ সংসারে অলক্ষ্য ভাবে থাকিয়া বহুবর্ষ যাবৎ বহুশাস্ত্রালোড়নে আর কি হইবে? বরঞ্চ মুহূর্ত্ত মাত্রও যদি শ্রেয়োলাভজনক জ্ঞান জন্মে, সেই শ্রেয়ঃ কল্প।[১২] দেখ রাজন্! ইহলোকে খট্বাঙ্গ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি আয়ুর ইয়ত্তা দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত বিষয় আশয় পরিত্যজিয়া অভয় হরিলোক প্রাপ্ত হইয়া যান।[১৩] কৌরব্য! তোমারতো আজ অবধি সাত দিবস জীবিত কাল আছে অতএব এখনও তুমি এমত কার্য্য করিতে আরম্ভ কর যাহা দ্বারা পরলোকের সাধন হয় ॥ ১৪ ॥

২-জীব অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে নির্ভয়ে দৈহিক স্পৃহা ও সেই দেহ সম্বন্ধে সদ্ধম পুত্রকলত্রাদির উপরে যত কিছু স্পৃহা আছে সে সমুদায়ই অসঙ্গ শস্ত্রদ্বারা একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিবে।[১৫] এইরূপে সমুদায় স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে প্রব্রজিবে। অনন্তর পবিত্রতীর্থ-জলস্নায়ী হইয়া একান্তে পবিত্র স্থানে বিধিবিহিত পদ্মাসনাদিরূপ উপকল্পিত আসনে উপবিষ্ট হইবে।[১৬] তৎপরে অকার উকার মকারাত্মক বর্ণত্রয়ে সন্ধীভূত ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষর (ওঁ) সর্ব্বদাই অন্তরের সহিত অভ্যাসিবে। উক্ত ব্রহ্ম বীজটি প্রাণায়াম দ্বারা স্মরণপথে রাখিয়া ক্রমাগতই তাহাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিবে।[১৭] বুদ্ধি সারথি দ্বারা ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বগণকে বিষয় রূপ নিম্ন পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে। সেই সকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা মানস, বৈষয়িক নিম্ন বাসনা পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তাহাকে ঐরূপ বুদ্ধি সারথি দ্বারা ফিরাইয়া আনিয়া শুভ বিষয়ে নিয়োজিত করিবে।[১৮] অনন্তর সেই শুভ ধ্যেয় বিষয়ে এক একটি অবয়ব মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্তরের সহিত অব্যুচ্ছিন্ন ভাবে উহা ধ্যান করিতে থাকিবে। এইরূপে চিত্তকে ধ্যৈয়েকগোচর করিতে করিতে একেবারে নির্গুণ বিষয়ে অর্থাৎ পরম পদে সংযুক্ত করিয়া ফেলিবে, তাহার পর সগুণ বিষয় আর স্মৃতিপথে আনিবে না। বিষ্ণুর পদই সেই পরম পদ (অর্থাৎ) যেখানে চিত্ত গিয়া উপশান্ত হইয়া থাকে।[১৯] পুনশ্চ যদি রজ ও

---

১—পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিপক্কমতি।

২—এক্ষণে জীবের পরলোক সাধন কর্ত্তব্য সকল উপদেশিতেছেন।

তমোগুণ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় হইয়া পড়ে -১- অতএব ধীর হইয়া বুদ্ধি দ্বারা পুনশ্চ শনৈঃ শনৈঃ ধারণা করিবে। ঐরূপে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ ধারণা করিয়া রাখিলে তৎফলে উক্ত রজস্তমোকৃত চিত্তমালিন্য আপনাপনিই তিরোহিত হইয়া যাইবে।[২০] উক্ত রূপে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ ধারণা করিয়া রাখিলে যোগিগণের ভক্তিলক্ষণ যোগ শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। ভক্তিযোগ সম্পন্ন হইলে সুখাশ্রয় বিষয় আপনাপনিই স্ফূর্ত্তি পাইবে॥ ২১॥

রাজা কহিলেন। হে ব্রহ্মন! চিত্তকে যেরূপে ধারণা করিয়া রাখিতে হয়, যে বিষয়ের ধারণা সর্ব্বসম্মত এবং যেরূপে ধারণা করিলে, ধারণা চিত্তের মালিন্য অতি শীঘ্রই হরণ করে তাহা আমায় উপদেশ কর॥ ২২॥

শ্রীশুক কহিলেন। আদৌ জিতাসন, জিতশ্বাস, জিতসঙ্গ ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, অনন্তর বুদ্ধি পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের স্থূল রূপে চিত্ত ধারণা করিবে।[২৩] দেখ, স্থূল হইতেও স্থূলতর রূপ যে এই সমস্ত দেখিতেছ- ইহা সেই বিষ্ণুর বিরাড্ দেহ।—এই সদ্রূপ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাত্মক বিশ্ব সংসার—সমস্তই এই বিরাড্ দেহে প্রত্যক্ষ হইতেছে।[২৪] সপ্ত আবরণ -২- বিশিস্ট এই অণ্ডকোষ -৩- শরীরে যে এই বৈরাজ পুরুষ -৪- বর্ত্তমান আছেন ইনিই আমাদের ধারণার বিষয় অর্থাৎ ধ্যেয়।[২৫] বেদাধ্যায়ী মহাভাগেরা বেদে পাতলকে ইহাঁর পাদমূল বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন এবং রসাতলকে পাদের পশ্চাৎ পুরোভাগদ্বয়, মহাতলকে বিশ্বস্রস্টার গুল্ফদ্বয় তলাতলকে মহাপুরুষের জঙ্ঘাদ্বয়।[২৬] সুতলকে বিশ্বমূর্ত্তির জানুদ্বয়, বিতল ও অতলকে ইহাঁর ঊরূদ্বয়, মহীতলকে ইহাঁর জঘন—হে মহীপতি! এইরূপে তাঁহারা নভস্তলকে ভগবানের নাভিসরোবর বলিয়া

---

১—চিত্তের অবস্থা পাঁচ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। আদ্য ক্ষিপ্তাদি ত্রয় সমাধি পক্ষে প্রতিবন্ধক। এস্থলে ক্ষিপ্ত দ্বারা বিক্ষিপ্তেরও বোধ হইবে। চিত্ত রজো গুণ দ্বারা তাড্যমান হইয়া ইতস্তত বিষয়ে অনবরত চঞ্চল হইয়া পড়িলে তাহাকে ক্ষিপ্ত চিত্ত বলা যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্ষিপ্ত হইতে অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য বিশিস্টকে কহে। মূঢ় চিত্ত নিদ্রাবৃত্তিমৎ চিত্তকে কহে। একাগ্র ও নিরুদ্ধ বৃত্তি একপ্রকার স্পস্টই আছে।

২—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এই সপ্ত পদার্থ আপনার আপনার উৎকৃস্টকে আবরিয়া থাকে এইজন্য ইহাদের আবরণ সংজ্ঞা হইয়াছে। যথা মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির আবরক, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের, আকাশ অহঙ্কারের ইত্যাদি।

৩—সহস্রাংশু সমপ্রভ হিরণ্যবর্ণ ও অণ্ড সদৃশ ত্রিভুবনাধার গোলককে অণ্ডকোষ কহে। সবিশেষ মন্থুতে দ্রস্টব্য।

৪—ইহাঁকে হিরণ্যগর্ভ ও আদিনারায়ণ কহে।

পাঠ করিয়া থাকেন। [২৭] এবং স্বর্গলোক ইহাঁর বক্ষস্থল, মহর্লোক ইহাঁর গ্রীবা, জনলোক ইহাঁর মুখ, তপোলোক ইহাঁর ললাট, এবং তাঁহারা এই সহস্রশীর্ষ আদিপুরুষের মস্তক সমূহ তৎপরাবস্থিত সত্যলোক বলিয়াই জ্ঞাত আছেন। [২৮] তদ্ভিন্ন তেজোময় শরীরী দেবগণকে ইহাঁর বাহু সমূহ, দিগসমূহ ইহাঁর কর্ণদ্বয়, শব্দ ইহাঁর শ্রোত্র অশ্বিনীদ্বয় ইহাঁর নাসাপুটদ্বয়, গন্ধ গুণ ইহাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ও প্রদীপ্ত অগ্নি ইহাঁর মুখচ্ছিদ্র। [২৯] দ্যুলোক ইহাঁর নেত্রগোলকদ্বয়, সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু স্বরূপ, রাত্রি ও দিবা এই দুই বিষ্ণুর চক্ষুযুগলের পালক। ব্রহ্মপদ ইহাঁর ভ্রূ-বিস্তার, জল সমূহ ইহাঁর তালু, রস ইহাঁর রসনেন্দ্রিয়। [৩০] ও বেদ সকল অনন্তের ব্রহ্মরন্ধ্র বলিয়া থাকেন। কাল যমরাজ ইহাঁর দ্বিজন্মা দন্তপংক্তি। সর্ব্ব সাধারণের উন্মাদকারিণী মায়া ইহাঁর হাস্য। এবং এই যে অপার সৃষ্টি দেখিতেছ ইহাই ইহাঁর কটাক্ষপাত। [৩১] ব্রীড়া ইহাঁর উত্তর ওষ্ঠ। লোভ ইহাঁর অধর। ধর্ম্ম ইহাঁর সম্মুখ শরীর। অধর্ম্ম পথ ইহাঁর পাশ্চাত্য শরীর (পৃষ্ঠভাগ) প্রজাপতি ইহাঁর উপস্থ। মিত্রযুগল ইহাঁর বৃষণদ্বয়। সমুদ্র সকল ইহাঁর কুক্ষিভাগ। গিরি সকল ইহাঁর অস্থিসমূহ। [৩২] নদী সকল ইহাঁর নাড়ী সমূহ। বৃক্ষ সকল বিশ্বতনুর তনুরোমসমূহ; হে নৃপেন্দ্র! এই পবনদেবই অনন্ত বীর্য্যের নিশ্বাস, এবং কালের এই অনাদিকাল আগত সংসার প্রবাহই ইহাঁর ক্রীড়া। [৩৩] কুরুবর! বেদাধ্যায়িরা এইরূপে মেঘ সমূহ ঈশ্বরের কেশ পাশ, এবং সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র এইরূপ অবগত আছেন। তাঁহারা অব্যক্তকে বিভুর হৃদয়, ও এই প্রসিদ্ধ সমস্ত বিকার কার্য্যের আশ্রয়ভূত চন্দ্রমাকে ইহাঁর মন বলিয়া গিয়াছেন। [৩৪] মহত্তত্ব ইহাঁর বুদ্ধি মহারুদ্র (মহাভিমান) সর্ব্বাত্মার অভিমান এবং অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র, গজ, এই সকল ইহাঁর নখ সমূহ ও সর্ব্ব প্রকার মৃগসকল, পশুসকল ইহাঁর নিতম্বদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। [৩৫] পক্ষিগুলি তাঁহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য। মনু তাঁহার প্রজ্ঞা। মনুষ্য তাঁহার নিবাস স্থান। অসুরসেনা-পরাক্রম গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও অপ্সরা ইহারা তাঁহার ষড়জাদি স্বরস্মৃতি। [৩৬] ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ। ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু। মহাত্মা বৈশ্য তাঁহার উরু। কৃষ্ণবর্ণ (শূদ্র) তাঁহার পদাশ্রিত। এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য ও দেবতাসমূহে সমষ্টীভূত—বিশ্বদ্রব্যাদ্যাত্মক শ্রীহরিই যজ্ঞ যোগের আবশ্যকীয় হইতেছেন। [৩৭] আমি তোমার নিকটে ঈশ্বর-শরীরের এতাবৎ পরিমাণ এই অবয়ব সংস্থান কীর্ত্তন করিলাম। এই স্থূলতর ঐশ্বরিক শরীরেই মুমুক্ষুরা নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ চিত্তের ধারণা করিয়া থাকেন। যেহেতু ইহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই ॥ ৩৮ ॥

যেমন জীব স্বপ্নাবস্থায় নিজের বহুশরীর প্রকল্পনা পূর্ব্বক তত্তদিন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঈশ্বরও মায়া দ্বারা নিজের জীব নামে বহু শরীর প্রকল্পনা পূর্ব্বক

সেই সেই বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা বিষয় সমস্ত অনুভব করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বান্তরাত্মা, সত্য, আনন্দনিধিকেই ভজনা করিবে। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় ভ্রমে আর কোনোখানেও আসক্ত হইবে না, অন্যথা পুনশ্চ সংসারে আসিয়া পতিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

**শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পুরুষসংস্থান নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥**

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন। দেখ, প্রলয় সময়ে ব্রহ্মা ঈদৃশ ধারণা ( সমাধি ) ফলেই পরিতুষ্ট ভগবান হইতে বিনষ্ট সৃষ্টি প্রক্রিয়ার স্মৃতি লাভ করিয়া পূর্ব্বকার নির্ম্মাণ-কৌশল প্রাপ্ত হন ; প্রাপ্ত হইয়া এই বিশ্ব সংসার পূর্ব্বে যেমন ছিল অমোঘ দৃষ্টি তদ্রূপই পুনশ্চ সৃষ্টি করেন।[১] ব্যর্থ ব্যর্থ এক একটি স্বর্গাদি ফল শ্রুতি থাকায় বুদ্ধি কেবল তাহারই চিন্তা করিয়া থাকে অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা সেই সেই ফল প্রাপ্তিরই বাসনা করিয়া থাকে। ফলতঃ শব্দময় ব্রহ্মের ( বেদের ) এইরূপই গতি। অতএব কামুকগণ আর কি করিবে ? তাহারা ঐরূপ মায়াময় পথে সুখ আছে বিবেচনা করিয়াই কর্ম্ম-বাসনায় শয়ান হইয়া স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় অনবরতই ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কোনোখানেই পর্য্যাপ্ত অর্থ লভিতেছে না অর্থাৎ কর্ম্ম ফলে তত্তন্নির্দ্দিষ্ট লোক লাভ করিয়াও নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না।[২] অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগ বিষয় সমূহে সেইমাত্র স্পৃহা রাখিবেন যতটুকুতে আপনার শরীর রক্ষা হয়। পরে ইহাও সুখ নহে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাবন্মাত্রেও অনাসক্ত হইবেন অর্থাৎ বিনায়াস লভ্য স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহ থাকিতে সেই সেই বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য আয়াস করা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র-সমীক্ষাকারী এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাতেও আর যত্ন করিবেন না।[৩] স্বতঃসিদ্ধ ক্ষিতি রূপ শয্যা থাকিতে কৃত্রিম শয্যায় আর কি হইবে ? স্বতঃসিদ্ধ শিরোধান বাহু থাকিতে কৃত্রিম শিরোধানে আর কি হইবে ? স্বতঃসিদ্ধ ভোজন পাত্র অঞ্জলিপুট থাকিতে কৃত্রিম বহু অন্নপাত্রে আর কি হইবে ? স্বতঃসিদ্ধ দিগ্বস্ত্র থাকিতে কৃত্রিম কার্পাস বস্ত্রে আর কি হইবে ?।[৪] কেন—পথেতে ছিন্ন বস্ত্রের ফালিও কি নাই ? কেন পথেতে ফলাদি দ্বারা পরি-

পোষণকারি বৃক্ষেরা কি ভিক্ষা দেন না? কেন পথেতে কি নদ নদীসকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? কেন গিরি গুহাও কি আমাদের জন্য আবদ্ধ আছে, তাহারা কি আর আমাদের বাস স্থান দিবে না? (অস্তু, যদি অদৃষ্টক্রমে স্বভাবসিদ্ধ প্রাপ্য এই সমস্ত শরীর সংরক্ষণোপযোগি ভোজনাবাসস্থানাদি না পাওয়া যায়, তাহাতেই বা কি চিন্তা?) কেন শরণাগত ব্যক্তিগণকে আমাদের শ্রীহরি কি রক্ষা করিয়া থাকেন না? কি আশ্চর্য্য! এ সমস্ত বিনায়াস প্রাপ্য উপযোগি বস্তু থাকিতে পণ্ডিতগণ কি নিমিত্তই বা ধন-দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের উপাসনা করিয়া থাকেন? তাহা তাঁহারাই জানেন। [৫] আত্মা আপন আপন চিত্তে স্বতই সিদ্ধ আছেন। তিনি সকলেরই প্রিয়, সত্য, ভজনীয়গুণক, অনন্ত ও নিশ্চিত স্বরূপ, হইতেছেন। অতএব তাঁহার অনুভব রূপ আনন্দ পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকে ভজিবে। এইরূপে তাঁহার ভজনা করিতে পারিলে সংসার নিদানভূত বাসনা সমুহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। [৬] স্ব স্ব কর্ম্মজ পরিতাপসেবি জন বৈতরণী নদীতে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন ইহা দেখিয়াও এক পশুগণ বিনা এমন কে আছে, যে উক্তবিধ ভগবদ্ধারণাকে আনদরিয়াও অসৎ মিথ্যা ভুত বিষয় চিন্তাতে নিযুক্ত হইবে? ॥ ৭ ॥

কোনো কোনো মহাত্মারা আপনার আপনার দেহ মধ্যে হৃদয়ের ভিতরে যে অবকাশ সেই অবকাশাধারে প্রাদেশমাত্র পরিমাণ চতুর্ভুজ, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ, ও গদাধারী, হইয়া অবস্থিত বলিয়া পুরুষকে অনুভবিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

যিনি প্রসন্ন বদন। যাঁহার নয়নদ্বয় নলিনী সদৃশ দীর্ঘ। যিনি কদম্ব কুসুম কেশর সদৃশ পীতদুকূল পরিধায়ী। যাঁহার বাহুযুগল প্রদীপ্ত মহারত্ন খচিত হিরণ্ময় ভূষণে ভূষিত। যাঁহার মস্তকের কিরীট ও কর্ণদ্বয়ের কুণ্ডল প্রদীপ্ত মহামণি খচিত। [৯] বিকসিত হৃৎপঙ্কজ-কর্ণিকালয়ে যাঁহার অবস্থাপিত পাদপল্লব দুইটি বিরাজমান। যিনি শ্রীচিহ্নধারী। যাঁহার গ্রীবাদেশ কৌস্তুভমণি দ্বারা বিভূষিত। যাঁহার গলদেশ বন-ফুল মালায় অম্লান শোভা- পরিব্যাপ্ত। [১০] যিনি মেখলা, মহাধন অঙ্গুরীয়ক ও নূপুর, কঙ্কনাদি দ্বারা বিভূষিত। যিনি স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, অথচ আকুঞ্চিত এতাদৃশ নীল কুন্তল সমূহে জাজ্বল্যমান মুখে ক্রিয়মাণ হাস্য দ্বারা দেখিতে অতীব সুন্দর। [১১] যাঁহার উদরে লীলা সম্লিষ্ট হাস্য সহ কটাক্ষপাতে সুপ্রকটিত যে ভ্রুক্ষেপ সকল তাহা দ্বারা ভক্তদের উপরে ভূরি অনুগ্রহ ভাব সুচিত হয় সেই হার্দ্দাকাশাবস্থিত এই ঈশ্বর চিন্তাময়কে এইরূপে তাবৎকালই দেখিতে পাইবে যাবৎ ধারণা দ্বারা চিত্ত অচল হইয়া আছে। [১২] বুদ্ধি পূর্ব্বক ক্রমশ এক এক করে অঙ্গ সকল চিন্তা করিবে। গদাধরের অযত্নতঃ স্ফুরিত পাদ গুল্ফাদি অবয়ব সকল যেমন যেমন ধ্যান করিয়া প্রত্যক্ষ করিবে তেমনি তেমনি আবার উহা পরিত্যাগ করিয়া পর পর জঙ্ঘা জান্বাদি অবয়ব সকল ক্রমশঃ ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে বুদ্ধি তাহাতে নিশ্চলা হইয়া যাইবে ॥ ১৩ ॥

যে পর্য্যন্ত এই পরাবর দ্রষ্টা বিশ্বেশ্বরে ভক্তিযোগ সম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ কাল আপন আপন আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠানানন্তর শুচি হইয়া ইহাঁর এই উৎকৃষ্ট স্থূলতররূপটি স্মরণ করিবে ॥১৪ ॥

হে অঙ্গ ! যোগী যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছিবে তখন সে বিবিক্তদেশে স্থির সুখ লক্ষণ আসনে -১- দৃঢ় হইয়া উপবিষ্ট হইবে। কখনও দেশ বিশেষ বা কাল বিশেষে মনোনিবেশ করিবেক না। সেই জিতপ্রাণ পুরুষ অন্তরের সহিত আপন ইন্দ্রিয়গণেরই নিয়মন করিবেক।[১৫] এবং নির্ম্মল নিজ বুদ্ধিদ্বারা মনকে সংযত করিয়া পশ্চাৎ তাহারে ক্ষেত্রজ্ঞআত্মায় ( অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিরও দ্রষ্টা ) বিলীন করিয়া রাখিবেক। অনন্তর উক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকেও আবার তাঁহারও দ্রষ্টা যে শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মা তাঁহাতে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবেক ; তদনন্তর সে ধীর হইবেক, শান্তি লাভ করিবেক। এবং সমস্ত বৈকারিক কৃত্য হইতে উপরত হইয়া যাইবেক। [১৬] আহা ! যে পরমাত্মাতে দেবগণ-শ্রেষ্ঠ কালও যখন আপন প্রভুত্ব খাটাইতে পারেন না, তখন যিনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর,—যেখানে সত্ত্ব নাই, রজঃ নাই, তম নাই, অহঙ্কার নাই, মহত্তত্ত্ব নাই, এবং প্রধানও নাই, তাঁহার কাছে আর অন্যান্য দেবতারা কোথায় লাগেন ? । [১৭] আত্মা হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই—কিছুমাত্র নাই—এইরূপে আত্মাতিরিক্তের খণ্ডনাভিলাষি পণ্ডিতেরা দ্বৈতবাদির দৌরাত্ম্যকে -২- বিসর্জ্জন দিয়া পূজনীয় শ্রীবিষ্ণু-পদই প্রতিক্ষণে হৃদয়ে আলিঙ্গিত করিয়া থাকেন ও অনন্য সৌহার্দ্দভাবে তাদৃশ (পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত) পদকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। [১৮] শাস্ত্রজাত জ্ঞান বলে বিনষ্ট-বিষয়-বাসনাবান্ মুনি, এইরূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইয়া সর্ব্ব বিষয়ক সুখ দুঃখ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবেন। ( অনন্তর তিনি স্ব ইচ্ছায় দেহত্যাগ এইরূপে করিতে পরিবেন ) জিতমানস

---

১—যোগ শাস্ত্রে যম নিয়ম আসন প্রভৃতি অষ্টবিধ ক্রিয়া যোগ উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে আসন তৃতীয়। পাতঞ্জলে উক্ত আসনের লক্ষণ "স্থির সুখঞ্চাসনং" এইরূপ করিযাছেন। ইহা সামান্য লক্ষণ হইতেছে অর্থাৎযাদৃশ ক্রিয়া দ্বারা স্থির ও সুখ ( উদ্বেগ রহিত ) হওযা যায় তাহাবে 'আসন' কহে। পদ্মাসন বদ্ধপদ্মাসনাদি ইহাব উদাহরণ। এস্থলে পদ্মাসনাদি আসন বিশেষের উল্লেখ না কবিয়া আসন সামান্যের উল্লেখ কবাতে ইহাই বোধ হইতেছে যে ক্রিয়াযোগাঙ্গভুত বিবিধ আসন থাকিলেও যাহার যে আসনে স্থৈর্য্য ও সুখোদয় হইবে তিনি তাহাই করিতে পারেন।

২—এস্থলে দ্বৈতবাদী বলিতে বৈদান্তিক ভিন্ন সকলেব বোধ হইতেছে। তাঁহাদের দৌরাত্ম্য অর্থাৎ কেহ আত্মাতিরিক্ত জীব আত্মাতিরিক্ত মন কেহ বা দেহাদিকেই আত্মা ইত্যাদি নানা দার্শনিকেরা নানাবিধ প্রলপিয়া থাকেন সেই সমস্ত তাঁহাদের দৌরাত্ম্য।

সর্ব্বাদৌ স্বীয় পাদগুল্ফ দ্বারা গুহ্যস্থান -১- নিরুদ্ধ করিয়া সে স্থান হইতে প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে আনিবেক। এইরূপে প্রাণকে ছয় স্থানেতেই -২- উন্নমন করিবেক। [১৯] অর্থাৎ -৩- নাভিস্থিত -৪- বায়ুকে হৃদয়ে -৫- আনিয়া সেখান হইতে উদানগতি দ্বারা উরঃস্থলে -৬- আনিবেক। অনন্তর মনস্বী মুনি ধীর বুদ্ধি দ্বারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেখান হইতেও আবার উত্তোলন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ নিজ তালুমূলে -৭- আনিবেক। [২০] অনন্তর তাহাকে উন্নত করিয়া সেখান হইতেও আবার ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে -৮- আনিবেক। তখন তিনি শ্রোত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকাদ্বয় ও সপ্তম মুখ এই সাতটি প্রাণমার্গ নিরুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত কালও অনপেক্ষভাবে থাকিতে পারিলে সর্ব্বদৃক হইয়া মূর্দ্ধা ( ব্রহ্মরন্ধ্র ) ভেদ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে সম্মীলিত হওতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সকল সমস্তই বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন। [২১] হে রাজন্! যদি উক্ত মুনির বিহার ভূমি খেচর সিদ্ধগণের অষ্টবিধ আধিপত্যশালি পারমেষ্ঠ্য পদে যাইতে ইচ্ছা হয় অথবা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তিনি তখন ঐরূপে মূর্দ্ধাভেদ পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়-গণের সহিতই যেন বাহির হন ॥ ২২ ॥

কোবিদেরা বিদ্যা, তপস্যা, ভক্তিযোগ, সমাধিপরায়ণ, পবনাত্মরাত্মা যোগেশ্বরগণের ত্রিলোকীর -৯- অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্রই গতি আছে বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মিগণ সমূহ কর্ম্ম দ্বারাও তাদৃশ গতি লাভ করিতে পারেন না। [২৩] যোগীজন দেহ বহিঃস্থিত জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ী দ্বারা আকাশে পড়িয়া সেই সুষুম্না সমসূত্রে ব্রহ্মপথে আসিয়া পড়েন। এইরূপে ব্রহ্ম পথ দিয়া ক্রমাগত আকাশে উঠিয়া সূর্য্যলোকে সমুপস্থিত হওত সেখানকার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর নামক অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই বিধূতমল,

---

১—গুহ্যস্থান বলিতে এখানে লিঙ্গমূল প্রদেশাবস্থিত স্বাধিষ্ঠান চক্র নহে, কিন্তু পায়ুবিন্দ্রিয়াবস্থিত মূলাধার চক্র বুঝিতে হইবে।

২—ভাগবতকারের মতে এস্থলে ছয় স্থান বলিতে মূলাধার, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধাগ্র ও আজ্ঞা নামক চক্র। তন্ত্রশাস্ত্রমতে ষটস্থান এরূপ নহে কিন্তু মূলাধার স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলে) মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, এবং আজ্ঞাখ্য চক্র।

৩—পূর্ব্বে মূলাধার হইতে প্রাণোন্নমন বলা হইয়াছে এক্ষণে তদতিরিক্ত মণিপূরাদি পঞ্চ স্থানে তাহারে কিরূপে উন্নমন করিয়া আনিতে হইবেক তাহা বলিতেছেন।

৪—অর্থাৎ মণিপূরাবস্থিত। ৫—অর্থাৎ অনাহত চক্রে। ৬—অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্য চক্রে।

৭—অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধাখ্য চক্রের অগ্রভাগে। ৮—অর্থাৎ আজ্ঞাখ্য চক্রে।

৯—অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্ব নামক ত্রিলোকের।

তাহার উপরেও উঠিয়া শ্রীহরির যে শৈশুমার চক্র-১-সেখানেও গিয়াথাকেন। [২৪] ঐ বিষ্ণুচক্রটি ভুঃ আদি সমস্ত লোকের নাভি স্বরূপ অর্থাৎ আশ্রয়ভূত হইতেছে। যোগীজন ষাট্‌কৌষিক শরীর -২- লইয়া তদূর্দ্ধে যাইতে পারেন না সুতরাং অণুতম এক নির্ম্মল লিঙ্গ শরীর দ্বারাই উহা অতিক্রম পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মবিদ্‌-নমস্কৃত মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে খানে কল্পান্তজীবী বড় বড় বিবুধগণ সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। [২৫] অনন্তর যখন কল্পান্তে অনন্ত-দেবের মুখানলে সমুদায় বিশ্বই একেবারে অতিশয়রূপে সন্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয় তখন তিনি সেই উষ্মতা সহিতে না পারিয়া পুনরায় সিদ্ধেশ্বর সেবিত বিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ কালস্থায়ি যে সেই প্রসিদ্ধ পারমেষ্ঠ্যপদ—যেখানে শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, উদ্বেগ নাই তাদৃশ পদে আসিয়া উপস্থিত হন। [২৬] ফলতঃ ভগবানের কৃপায় সেখানে এক মানস দুঃখ ব্যতীত আর কোন দুঃখই নাই। অর্থাৎ যে দুঃখ দুশ্চিত্ত জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, একমাত্র তাদৃশ দুঃখ বিনা সমস্ত দুঃখেরই অভাব আছে। যেহেতু ইহা স্পষ্ট দেখা যাই-তেছে যে, যাহারা ধ্যান করিয়াছে কিন্তু ইহা ভগবানেরই ধ্যান এরূপ তখন জানিতে পারে নাই তাদৃশ যোগি প্রাণিগণের চিত্তে দুস্তর দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। [২৭] অনন্তর-৩-যোগী সেই

---

১—শিশুমার (জলজন্তুবিশেষ) সদৃশ তারাচক্র। এই চক্রের স্থান আদিত্যাদি ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত। সবিশেষ পঞ্চম স্কন্ধে স্পষ্ট আছে সুতরাং এখানে তন্নিরূপণ অপ্রাসঙ্গিক।

২—মাতৃজ তিন ও পিতৃজ তিন। তাহার মধ্যে মাতৃ অংশ হইতে লোম লোহিত ও মাংস। এবং পিতৃ অংশ হইতে স্নায়ু অস্থি ও মজ্জা।

৩—ব্রহ্মলোকগত প্রাণিগণের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। যাঁহারা পুণ্যোৎকর্ষ জন্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তাঁহারা কল্পান্তরে আপন আপন পুণ্যের তারতম্যে বিশেষ বিশেষরূপে মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাবলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগ-বানের উপাসক হন তাঁহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈষ্ণবপদে আরোহণ করিতেছেন। এস্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তগণের ব্রহ্মাণ্ড ভেদ প্রকার বিশদরূপে বর্ণিতেছি। যথা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতির কোন এক অংশ হইতে মহত্তত্ত্ব হইয়া থাকে। তাঁহার অংশ হইতে অহঙ্কারের, অহঙ্কারাংশ হইতে শব্দতন্মাত্র বিশিষ্ট আকাশ। শব্দ-গুণ উক্ত আকাশাংশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রক বায়ু। শব্দস্পর্শ তন্মাত্রক বায়ংশ হইতে রূপতন্মাত্র দ্বারা শব্দস্পর্শ রূপ-গুণক তেজঃ। শব্দস্পর্শ রূপ তন্মাত্রক তেজোংশ হইতে রস তন্মাত্র দ্বারা শব্দস্পর্শরূপরসগুণক জল। এবং এইরূপে শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্রক জলাংশ হইতে গন্ধতন্মাত্রদ্বারা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণক ভূমির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত পঞ্চ মহাভূতাংশ মিলিত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বিরাট্‌ শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরাট্‌ শরীরের প্রথম আবরণ পৃথিবী (যাহারে অণ্ডকটাহ বিশেষ বলা যায়) এই প্রথমাবরণ কোটি যোজন বা পঞ্চাশৎ

লিঙ্গদেহ দ্বারা নির্ভয়ে পৃথিব্যাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া সেই পৃথিবী রূপে জল, জলরূপে অনল আবার অতি শীঘ্রই অনল রূপে জ্যোতির্ম্ময় হওত ঐ জ্যোতির্ম্ময় শরীর দ্বারা কালে বায়ু শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই বায়ু রূপ দ্বারা বৃহদাত্মলিঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২৮] এইরূপে পরমাত্ম মুর্ত্তি হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, দর্শন দ্বারা রূপ, ত্বচা দ্বারা শ্বসন ও শ্রোত্র দ্বারা শব্দ লাভ করিয়া প্রাণ দ্বারা তত্তৎ ক্রিয়া লাভ করিয়া থাকেন।[২৯] তিনি ভূতসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গণের লয় স্থান এবং রাজস ও সাত্বিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ গতিতে সেই উভয়বিধ অহঙ্কারের সহিত গুণ-সন্নিরোধ বিজ্ঞান তত্ত্বে উপগত হইয়া থাকেন।[৩০] পরে আবার সেই প্রধানরূপেই আনন্দময় হইয়া উপাধি সমস্তের অবসানে শান্ত, অবিকৃতানন্দ পরমাত্মারে প্রাপ্ত হইবেন। হে অঙ্গ! যে ব্যক্তি এইরূপ ভাগবতী গতি লাভ করে সে পুনশ্চ আর ইহলোকে আবৃত্ত হয় না।[৩১] হে রাজন্! তোমার প্রশ্নানুরূপ সনাতনভূত এই যোগ-মার্গদ্বয় কথিত হইল। বেদে এইরূপই কথিত আছে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাও ভগবানের আরাধনা করিয়া এইরূপ তাঁহার নিকট প্রশ্ন করেন। তখন সেই ভগবান্ বাসুদেব তাঁহারে যেরূপ উপ-দেশ করেন তাহা ইহাই হইতেছে।[৩২] দেখ দেব! ইহ সংসার-প্রবিষ্ট ব্যক্তির ইহা হইতে আর অন্য এমন কোনো পথই মঙ্গলদায়ক নাই, যাহা দ্বারা বাসুদেব ভগবানে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইতে পারে।[৩৩] ভগবান্ নির্ব্বিকার একাগ্রহৃদয় হইয়া বেদকে সম্পূর্ণরূপে তিন বার বিচার করিয়া দেখেন, তাহাতে তাঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল যে, যে কার্য্য দ্বারা আত্মা শ্রীহরিতে ভক্তি-যোগ হয় তাহাই আমাদের অদ্বিতীয় মঙ্গল[৩৪] অনুপপত্তি মূলক অনুমিতি দ্বারা অর্থাৎ কর্ত্তৃ-প্রযোজ্য দৃশ্য বুদ্ধ্যাদি দ্বারা দেহান্তঃস্থিত দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মার অনুমান হওয়াতে সর্ব্বভক্তান্তঃস্থিত ভগবান্ শ্রীহরি লক্ষিত হইয়া থাকেন -১- ॥ ৩৫ ॥

---

কোটি যোজন বিস্তীর্ণ। ইহার যে অপরিণত জলাংশ তাহা দ্বিতীয় আবরণ। দ্বিতীয় আবরণ প্রথমাবরণের দশগুণ বিস্তীর্ণ। জলের অপরিণত অংশ তেজ তৃতীয় আবরণ। তৃতীয়াবরণ দ্বিতীয়াবরণ হইতে দশগুণ বিস্তীর্ণ। এই-রূপে বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ব ( বিজ্ঞানতত্ব ) নামক সপ্তম আবরণ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর দশ গুণ বিস্তীর্ণ হইতেছে কিন্তু অষ্টম প্রকৃতি রূপ আবরণ ব্যাপক স্বরূপ, তাহার আর বিস্তীর্ণতার ইয়ত্তা নাই। এবংবিধ অবস্থায় যোগীজন কিরূপে এই পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণ ভেদ পূর্ব্বক অষ্টম প্রকৃত্যাবরণে লয় হইয়া অধিকৃত আনন্দময় পর ( প্রকৃতি হইতেও পর ) পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন? এক্ষণে ক্রমশ তাহাই বর্ণিতেছেন।

১—যে পদার্থ অনুভূতই হয় না তাহাতে কিরূপে অনুরক্তি হইবে? এরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন ভগবানের যদিও প্রত্যক্ষানুভব হয় না তথাপি অনুমান দ্বারা অনুভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেহিগণের দেহমধ্যে অন্তর্যামী রূপে আত্মা হরি দ্রষ্টা রূপে অবশ্যই আছেন অন্যথা দৃশ্য জড় স্বরূপ বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে কার্য্যের প্রতি করণ হইতেছে?। করণ কর্ত্তৃ প্রযোজ্য হইয়া থাকে যেমন কুঠারাদি। অতএব ইন্দ্রিয়াদি রূপ করণও কর্ত্তৃ প্রযোজ্য। সেই কর্ত্তাই দেহাবস্থিত অন্তর্যামীরূপ ভগবান্ শ্রীহরি। এইরূপ অনুমান দ্বারা শ্রীহরি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজমান আছেন, ইহা সিদ্ধ হইল।

অতএব হে রাজন্ ! মনুষ্যগণের সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মভাবে ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য হইতেছেন।[৩৬] যাঁহারা আত্মতত্ত্বরূপে প্রকাশমান কথামৃত শ্রবণ পুটে পরিপূর্ণ করিয়া পান করিতেছেন তাঁহারা সেই ভগবানের অস্মদাদিসম্বন্ধ-বিষয়-বাসনা-বিদূষক চরণসরোরুহ-সমীপে অবলীলাক্রমে গমন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের যোগস্তুতিদ্বয় বর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ তৃতীয় অধ্যায় ॥

শ্রীশুক বলিলেন, দেখ, মহাভাগ ! মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা মনীষী তাঁহাদের মরণকালে কিরূপ কর্ত্তব্য ? আপনি এইরূপ প্রশ্ন আমার নিকটে করেন, তদ্বিষয়ে আমি আপনার নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিলাম।[১] ( এক্ষণে বিষ্ণুভক্তদিগের ফল-বৈশেষ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। )

ব্রহ্মতেজস্কাম ব্যক্তি ব্রহ্মার উপাসনা করিবেক। ইন্দ্রিয়কাম -১- ইন্দ্রকে, প্রজাকাম -২- প্রজাপতিরে -৩-।[২] শ্রীকাম মায়াদেবীকে -৪- শুদ্ধ তেজস্কাম বিভাবসুকে -৫- ধন-কাম বসুকে, -৬- বীর্য্যকাম বীর্য্যবান্ হইয়া -৭- রুদ্রগণকে।[৩] অন্নাদিকাম অদিতিকে, স্বর্গকাম অদিতি পুত্রগণকে, -৮- রাজ্যকাম বিশ্বে দেবগণকে, প্রজাপালক স্বাধীনতেচ্ছু সাধ্যগণকে।[৪] অয়ুষ্কাম অশ্বিন দেবযুগলকে, এবং পুষ্টিকাম ইলাদেবীরে -৯- ভজিবে। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি

১—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব কাম।
২—অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি কাম।
৩—অর্থাৎ দক্ষ প্রভৃতি দশ প্রজাপতিরে।
৪—মায়া দেবী বলিতে এস্থলে দুর্গা।
৫—অর্থাৎ অগ্নিরে।
৬—বসু বলিতে অষ্ট বসুবই বোধ হইবে।
৭—অর্থাৎ ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া।
৮—অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্যকে।
৯—অর্থাৎ পৃথিবীরে।

লোকমাতা দ্যাবা পৃথিবীদ্বয়কে সৌন্দর্য্যকাম গন্ধর্ব্ব গণকে, স্ত্রীকাম অপ্সরা উর্ব্বশীকে।[৫] এবং যিনি সকলের উপরে আধিপত্য করিতে ইচ্ছুক তিনি পরমেষ্ঠি পিতামহকে-১-ভজিবেন।[৬] যশেচ্ছু যজ্ঞপুরুষকে, কোষকাম -২- প্রচেতসকে, বিদ্যাকাম গিরিশকে, দাম্পত্যকাম সতী উমাদেবীকে।[৭] ধর্ম্মকাম উত্তমশ্লোককে-৩-এবং সন্তান বৃদ্ধিকাম পিতৃগণকে অর্চ্চিবেন। রক্ষাকাম পুণ্যজনগণকে -৪- ওজস্কাম মরুদ্গণকে।[৮] রাজ্যকাম মনুদেবগণকে ও অভিচারকাম নির্ঋতি ( রাক্ষস ) কে অর্চ্চিবেন। কাম-কাম সোমকে ও অকাম -৬- কাম ব্যক্তি -৭- পরাৎপর পুরুষকে অর্চ্চিবেন।[৯] আর অকামই হউন সর্ব্বকামই হউন -৮- অথবা মোক্ষকামই হউন উদারবুদ্ধি ভক্তিযোগ দ্বারা পরাৎপর পুরুষকেই অর্চ্চিবেন ॥১০ ॥

ফলতঃ, এবংবিধ উপাসক সমুদায়ের মধ্যে যাঁহাদের ভগবানে অচলা ভক্তি জন্মে ইহলোকে এইমাত্র পরম পুরুষার্থ-লাভই তাঁহাদের কার্য্যকর। এবং ইহাই ভাগবত সিদ্ধান্ত।[১১] বস্তুতঃ

---

১—অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে। ২—অর্থাৎ যিনি ধনাগার করিতে ইচ্ছিবেন। ৩—অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে।

৪—অর্থাৎ যক্ষগণকে। ৫—অর্থাৎ মন্বন্তরাধিপতি গণকে। ৬—অর্থাৎ ভোগাভিলাষী।

৭—অর্থাৎ একান্তভক্ত, অথবা, উক্ত ও অনুক্ত সমস্ত বিষয়েরই কামুক। ইহা স্বামিপাদের মত। আমার বিবেচনায় স্বামিপাদের পর মতই বিশেষ সঙ্গত; যেহেতু যাহারা অকাম হইয়া কার্য্য করে তাহাদিগকে প্রকৃত অকাম কোনো রূপে বলা যাইতে পারে না। অতএব মনু বলিয়াছেন " অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ। যৎ যৎ হি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহলোকে অকামের ক্রিয়া কোনো কালে দেখা যায় না যেহেতু যিনি যা কিছু করিতেছেন সে সমস্তই কামনা পূর্ব্বক। ফলতঃ যুক্তি দ্বারাও ইহাই সপ্রমাণীকৃত হইতেছে। দেখ, প্রকৃত অকাম ব্যক্তি স্তব্ধীভাবই প্রাপ্ত হইবে। তাহাদ্বারা কখনও কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না। যেহেতু ক্রিয়ার প্রতি কারণ মানস প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ ইষ্ট জ্ঞান। ( নিবৃত্তির কারণ অনিষ্ট জ্ঞান ) এক্ষণে সাধারণে মনোযোগ করিয়া দেখুন সেই ইষ্ট পদার্থ কামনার বিষয় কি না? অতএব যদি মূলে সূক্ষ্মরূপে কামনা না থাকিলে কোনো কার্য্যই হয় না এরূপ স্থির হইল তখন অকাম হইয়া কার্য্য করিতেছেন বা করা উচিত এসকল কথার ভাব কি? এরূপ জিজ্ঞাসা সমুপস্থিত হইতে পারে? তদুত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে 'অকাম হইয়া কার্য্য করিবে' এই বিধির ভাব এই যে কোনো এক বিশেষ কামনার উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিবে না সুতরাং তাহাতে অন্তর্য্যামী তোমার সমুদায় অভাবই পূরণ করিবেন। এঅবস্থায় যে ব্যক্তি অকাম হইয়া কার্য্য করে সে সমুদায় বিষয়েরই কামুক বলিয়া স্থির হইল অতএব এস্থলে ' অকাম-কাম ' শব্দের অর্থে যে অসম্ভব দোষ আসিতেছিল তাহা অনায়াসে নিবারিত হইল। অর্থাৎ যে অকাম তাহার কামনা সম্ভাবিত হইল। গীতাতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, বাহুল্য ভয়ে তদালোচনে ক্ষান্ত হইতে হইল।

৮—অর্থাৎ কোনো কামনা বিশেষের উল্লেখ না করুন অথবা একেবারে সমুদায় কামনারই উল্লেখ করুন না কেন।

যাহাতে জ্ঞান জন্মিলে গুণ-তরঙ্গভূত রাগাদি চক্রের নিবৃত্তি হয়, পরে গুণ সমূহে অসঙ্গ হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তদনন্তর কৈবল্য-পথ-প্রদর্শক ভক্তিযোগ লাভ হয়; এতাদৃশ হরি কথাতেও প্রীতি করিবে না এমন কে আছে? ॥ ১২ ॥

শৌনক বলিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা এইরূপ অবগত হইয়া উক্ত বেদপরায়ণ ঋষিবর ব্যাস-পুত্রকে পুনশ্চ আর কি জিজ্ঞাসিয়াছিলেন? [১৩] বিদ্বন্! আমরা এক্ষণে তাহাই শুনিতে বাসনা করিতেছি; অতএব তুমি আমাদিগের নিকটে সেই সকল কথাগুলি শুনাইতে যোগ্য হইতেছ। দেখ, সুত! আমাদের এইমাত্র নিতান্ত প্রার্থনা যে, এই সকল সাধুগণ-সভাতে শ্রীহরি কথা-ফলক কথাগুলিই যেন আলোচিত হউক।[১৪] দেখ, সেই মহারথ ভাগবতবর রাজা পাণ্ডুপুত্র বাল্য-কালে বাল্যক্রীড়া দ্বারা ক্রীড়া করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াই স্বীকার করিয়াছিলেন।[১৫] এদিগে, দেখ ভগবান্ ব্যাসপুত্রও (গর্ভাবস্থা হইতেই) বাসুদেব পরায়ণ হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে প্রার্থনা, যে, এই সমস্ত সাধুসমবায়ে উত্তমশ্লোক সম্বন্ধ উদার কথা সমূহই যেন আলোচিত হয়। [১৬] এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ, উদয় ও অস্তমিত হইয়া যাঁহার উত্তম শ্লোক কথা দ্বারা ক্ষণ অতিবাহিত হই-তেছে কেবল তাঁহার আয়ু ব্যতীত আর আর সমস্ত পুরুষেরই আয়ু ব্যর্থ ব্যর্থ হরণ করিয়া লইতে-ছেন। [১৭] দেখ, তরুরা কি জীবন বিশিষ্ট নহে? এবং -১- ভস্ত্রাও কি শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে না? আর দেখ, গ্রামে অপরাপর পশুরা কি আহার করিতেছে না, বা পান করিতেছে না?।[১৮] যাহার কর্ণপথে গদাগ্রজের নাম কখনও প্রবিষ্ট হয় নাই কেবল কুক্কুর, বা গ্রাম্য শূকর, বা উষ্ট্র, বা গর্দ্দভ তুল্য মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রশংশিত হইয়া থাকে; আমাদের বিবেচনায় এতাদৃশ পুরুষ পশু ॥ ১৯ ॥

আহা! যে ব্যক্তি আপন কর্ণপুট-বিবরে উরুক্রমের বিক্রম সমূহ শুনিতেছে না, এবং জিহ্বা যাহার উত্তমশ্লোক কথা গান করিতেছে না, হে সুত! তাহার কর্ণের সেই ছিদ্র, ব্যর্থ ছিদ্রমাত্র এবং তাহার সেই দুষ্ট জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্য। [২০] যে মস্তক উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র ও কিরীট বিশিষ্ট হইয়া মুকুন্দচরণে নতি না করে, পুরুষের তাদৃশ মস্তক ভারগ্রস্ত মাত্র। হস্তদ্বয় প্রদীপ্ত-কাঞ্চন-কঙ্কন বিশিষ্ট হইয়াও যদি শ্রীহরির সেবা না করে, তাহাহইলে উহা মৃত-হস্তুতুল্য। [২১] মনুষ্যগণের যে নয়নদ্বয় বিষ্ণুমূর্ত্তিরে না দেখে উহা ময়ূরপিচ্ছ নেত্র সদৃশ। মনুষ্যগণের যে পাদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্রসমুদায়ে গমন না করে উহা বৃক্ষমূলতুল্য। [২২] এবং যে মানব কখনও ভগবচ্চরণরেণু লাভ করে নাই সে জীবিত হইয়াও মৃত্যুতুল্য। আর যে মানব শ্রীবিষ্ণুপাদলগ্নতুলসীরে আঘ্রাণের জন্য অভিনন্দন করে নাই সে শ্বাস প্রশ্বাস সত্বেও শব-

---

১—ভস্ত্রা বায়ু যন্ত্র বিশেষ। যাহাদ্বারা কর্ম্মকার ও লৌহকারেরা সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাকে।

তুল্য।[২৩] আহা! শ্রীহরিনাম গ্রহণেও যে হৃদয় বিকৃত হয় না সে হৃদয়ই নহে, প্রস্তর!! যখন হৃদয়ে আনন্দ-বিকার আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ও গাত্রস্থ সমস্ত রোম পুলকিত হইয়া থাকে॥ ২৪॥

অঙ্গ! তুমি আমাদের মনের অনুকূলই বলিতেছে, অতএব এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা যে, ভাগবত-প্রধান, অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যাসপুত্র সাধুরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃপতিরে যাহা উপদেশিয়া যান তাহা আমাদিগকে বল॥ ২৫॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

## ॥ হরিঃ ওঁ॥

---

॥ হরিঃ ওঁ॥

## অথ চতুর্থ অধ্যায়॥

---

সুত বলিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকটে অধ্যাত্ম বিষয়ক এইরূপ তত্ব নিশ্চায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ মতি সংস্থাপন করেন।[১] এদিগে দেহ, পত্নী, পুত্র, গৃহ, পশু, দ্রব্যসামগ্রি, বন্ধুসকল ও সমুদয় রাজ্য, এই সমুদয়ে আসক্ত নিত্য ভুত যে তাঁহার মমতা ছিল তাহাও তিনি পরিত্যাগ করেন।[২] হে সাধুসকল! এক্ষণে আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণমহিমা শ্রবণ করিতে অতি শ্রদ্ধাবান্ উক্ত মহাভাগও সেই এই বিষয়ই জিজ্ঞাসিয়া ছিলেন।[৩] ফলতঃ তখন তিনি আপন মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অবধি ত্রৈবর্গিক -১- কার্য্য মাত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপ্রেমের সহিত ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ়রূপে আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াই এইরূপ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ৪॥

রাজা বলিলেন্। দেখ, ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং তুমি যখন আমার নিকটে শ্রীহরি কথাসকল ভালরূপে কীর্ত্তন করিতে থাকো—নিষ্পাপ! সে অবস্থায় আমার চিত্তের তমোভাব বিনষ্ট হইয়াথাকে।[৫] অতএব আমি পুনরায় উক্তবিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি অর্থাৎ ভগবান্ নিজ মায়া শক্তিদ্বারা বেদবিদ্‌গণ-দুর্জ্ঞেয় এই বিশ্ব সংসার যেরূপে সর্জন করিতে-

---

১—অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রভব যে সকল কার্য্য।

ছেন। [৬] যেরূপে রক্ষা করিতেছেন এবং পুনশ্চ যেরূপে সংহরিতেছেন। তদ্ভিন্ন সেই বহু শক্তিমান্ পরাৎপর যে যে শক্তীর অবলম্বনে ক্রীড়ার সহিত সে যে রূপ ধারণ করিতেছেন এবং আত্মারে ক্রীডা করাইয়া তাঁহাদ্বারা যে যে রূপে বিবিধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন হে ব্রহ্মন্! অদ্ভুত কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীহরির সেই এই সমুদায কার্য্য, নিশ্চয়ই দুজ্ঞেয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে; এমন কি ভাল ভাল পণ্ডিতগণেরও ইহা বুদ্ধি গম্য নহে। [৭] সেই এক পরমাত্মাই বহুজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভূরি ভূরি কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া যুগপৎ অথবা এককালেই হউক প্রাকৃতিক গুণ সকল যেরূপে রক্ষা করিতেছেন। [৮] সে সমস্ত কিরূপ ?—ভগবন্! আপনি শব্দময় ব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত-১-অতএব এক্ষণে আমার এই সমস্ত সন্দিগ্ধ বিষয়গুলির সমাধান করিয়া দেউন॥৯॥

সূত বলিলেন। শুকদেব শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য রাজাকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া হৃষীকেশের অনুধ্যানপূর্ব্বক বলিতে উপক্রম করিলেন॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন্। যিনি নিজলীলাদ্বারা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতেছেন, রজ আদি ত্রিবিধ শক্তিকে -২- গ্রহণ করিতেছেন, দেহিগণের অন্তরে অন্তর্যামী রূপে সর্ব্বদা বিরাজিতেছেন এবং যাঁহার লাভ করিবার পথটি সাধারণের লক্ষ্যাতীত সেই পরাৎপর পুরুষকে নমস্কার। [১১] যিনি সদ্ধর্ম্মবর্ত্তিজনগণের দুঃখচ্ছেত্তা, অধর্ম্মশীল জনগণের অনুদ্ভব কারণ, এবং যেসকল মহাভাগেরা পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে যিনি পুনঃপুনঃ অন্বেষণীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রদান করিতেছেন সেই অখিল সত্ত্বমূর্ত্তি পরাৎপর পুরুষকে ভুয়োভুয় নমস্কার। [১২] যিনি ভগবৎসেবা পরায়ণ জনগণের পালক, ভক্তিহীন জনগণের দিগ্ হইতেও দূরে অবস্থিত সেই পরাৎপরকে মুহুর্মুহুঃ নমস্কার। যাঁহাহইতে বৃহৎ বা সমান কিছুই নাই। যিনি ঐশ্বর্য্য দ্বারা স্বীয় ব্রহ্মরূপে অভিরমিতেছেন সেই পরাৎপরকে নমস্কার। [১৩] যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন (অনুভবাত্মক) যাঁহার বন্দন, যাঁহার শ্রবণ এবং যাঁহার পূজা, সদ্যই লোকের পাপ নাশ করে সেই সুভদ্রশ্রবাকে নমস্কার; পুনশ্চ নমস্কার। [১৪] বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যাঁহার চরণ-সেবাফলে অন্তরাত্মার কি ইহলোক কি পরলোক উভয়তই সঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া অনায়াসে ব্রহ্ম গতি প্রাপ্ত হইয়াথাকেন সেই সুভদ্রশ্রবাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। [১৫] তপস্বিগণ, দানশৌণ্ড যশস্বিগণ এবং সদাচার সম্পন্ন মন্ত্রবিদ্ মনস্বিগণ আপন আপন কার্য্যসকল যাঁহাতে অর্পণ না করিয়া শুভ ফল লাভ করিতে পারিতেছেন না সেই সুভদ্র শ্রবাকে বার বার নমস্কার। [১৬] কিরাত -৩-

---

১—অর্থাৎ আপনার কর্ম্মকাণ্ড মন্ত্রভাগ ও জ্ঞানকাণ্ডভূত উপনিষৎভাগ উভয়ত্রই সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

২—অর্থাৎ রজোগুণে উৎপত্তিশক্তি সত্ত্বগুণে পালনশক্তি এবং তমোগুণে সংহারশক্তি।　　৩—ব্যাধ।

হূণা -১- অন্ধ্র -২- পুলিন্দ -৩- পুক্কস -৪- আভীর -৫- কঙ্ক -৬- যবন ও খসাদি -৭- জাতি সকল এবং তদ্ভিন্নও যেসকল অবশিষ্ট পাপজাতি আছে, তাহারা যাঁহার আশ্রয়াশ্রয় -৮- হইয়া বিশুদ্ধ হইতেছে সেই প্রভবিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

যিনি নিষ্কপট অজ শঙ্করাদি ভক্তগণদ্বারা অত্যাশ্চর্য্যরূপে ঈক্ষণীয়, ধীরগণের আত্মারূপে উপাসনীয়, ত্রয়ীময়, ধর্ম্মময়, তপোময় ও সর্ব্বেশ্বর সেই এই সর্ব্বতঃ বিরাজমান ভগবান্ আমার উপরে প্রসন্ন হউন। [১৮] যিনি লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি, প্রজাগণের পতি, বুদ্ধি সমূহের পতি ( প্রেরক ) লোক ( ভূঃ আদি ) সমস্তের পতি, সমুদায় পৃথিবীর পতি এবং যিনি অন্ধক বৃষ্ণি-বংশীয় ও ভাগবতগণের বিপদুদ্ধারকর্ত্তা এমন কি, যিনি তাঁহাদের সকলেরই গতিস্বরূপ—সেই সাধুগণ-গতি ভগবান্ আমার উপরে প্রসন্ন হউন। [১৯] পণ্ডিতেরা যাঁহার চরণযুগলানুধ্যানরূপ সমাধি-বারি-বিধৌত-বিনির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবলোকন করিতেছেন এবং আপন আপন অভিরুচি মত তাঁহারা ভগবানের ' এইরূপ ' বলিয়া যে সকল রূপের ব্যাখ্যা করিতেছেন তাদৃশ রূপবান্ সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার উপরে প্রসন্ন হউন। [২০] যে ভগবান্ কল্পাদিতে ব্রহ্মার মনে পূর্ব্ব সৃষ্টি বিষয়ক স্মৃতি বিস্তার-৯-করিয়া সরস্বতীকে-১০-তাঁহার মুখ হইতে বিনি-র্গত হইবার জন্য প্রেরণা করাতে তিনি ঐরূপে স্বলক্ষণা হইয়া-১১-প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই ঋষিবর ভগবান্ আমার উপরে প্রসন্ন হউন। [২১] যিনি মহাভূতসমূহদ্বারা এই সকল পুর্ (শরীর) নির্ম্মাণ-১২-করিয়া অন্তর্যামিরূপে শয়ন (অবস্থান) করিয়া থাকায় পুরুষ -১৩- বলিয়া অভিহিত হইতেছেন এবং ষোড়শাত্মক হইয়া -১৪-ষোড়শগুণের -১৫- উপভোগ করিতেছেন সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মদীয় এই সমুদায় বাক্যগুলি অলঙ্কৃত -১৬- করুন। [২২] জ্ঞানিগণ যাঁহার মুখপদ্মাসব জ্ঞানময় মধু পান করিতেছেন সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

---

১—ম্লেচ্ছবিশেষ। ২—জাতিবিশেষ। ৩—ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। ৪—চণ্ডাল।
৫—মহাশূদ্রী। ৬—ব্যাধজাতি বিশেষ। ৭—খস জাতিও ম্লেচ্ছজাতিরই মধ্যে গণ্য।
৮—অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয় ভক্ত তাঁহার আশ্রয়।
৯—মনুর সৃষ্টি প্রকরণ দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে।
১০—সরস্বতী এস্থলে বেদময় বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল যে বেদ ব্রহ্মার সৃষ্ট নহে। ব্রহ্মা কেবল আদিপ্রকাশক।
১১—অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়বিধ অঙ্গযুক্ত হইয়া। যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ।
১২—ক্ষিত্যাদিমহাভূতদ্বারা শরীর নির্ম্মাণ প্রকরণ অগ্রিম অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।
১৩—পুর্ শরীরকে কহে। যিনি শরীরে শয়ন অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন, তাঁহারে পুরুষ কহে। পুরুষশব্দের ইহা যোগার্থ করা হইয়াছে।
১৪—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতে চিদ্রূপে অধ্যাসিত হইয়া।
১৫—অর্থাৎ পরিণত গুণময় উক্ত ষোড়শ সংখ্যক কার্য্যসকলের। ১৬—অর্থাৎ সফল করুন।

হে রাজন্ ! অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীহরি সাক্ষাৎ যাহা কহিয়াছিলেন, আত্মভু বেদগর্ভ (ব্রহ্মা) জিজ্ঞাসাযুক্ত নারদকে যাহা উপদেশিয়াছিলেন তাহা ইহাই হইতেছে ॥ ২৪ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ পঞ্চম অধ্যায় ॥

নারদ বলিলেন। হে দেবদেব ! হে ভূতভাবন ! তোমায় নমস্কার। হে পূর্ব্বজ ! এক্ষণে তুমি আমায় অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকাশকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটিই বিশেষরূপে প্রদান কর।[১] যাঁহাদ্বারা বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে, যিনি সকলের আশ্রয়, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হই-তেছে, সৃষ্ট হইয়া যাঁহার অধীনে বর্ত্তমান থাকে, তদন্তে পুনশ্চ যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, হে বিভো ! এতাদৃশ যে তত্ত্ব, তাহা আমায় প্রকৃতরূপে বল।[২] যেহেতু আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানজাত সমুদায় কার্য্যেরই প্রভু, সুতরাং তাবৎ বিশ্বই আপনার করামলকবৎ -১- হইয়া বিজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে-২- অতএব আপনি সমুদায়ই অবগত আছেন।[৩] (যাহাহউক সম্প্রতি আমার তোমার নিকটে এইমাত্র জিজ্ঞাসা সমুপস্থিত হইতেছে যে) তুমি যাঁহার চৈতন্যে চেতন, যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত (যাঁহার সত্তায় তোমার সত্তা) যাঁহার অধীনে তুমি অবস্থিত, ও যাঁহার স্বরূপ লাভ করিয়া রহিযাছ এবং তুমি অসহায় হইয়াও যাঁহার মায়ামাত্র অবলম্বিয়া মহাভূতসমূহদ্বারা এই সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি করিতেছে (সেই তত্ত্বটি কিরূপ -৩- ?)[৪] ঊর্ণনা -৪- সকল যেমন বাগুরা দ্বারা আপনাহতেই আপনার শক্তি সঙ্কোচ পূর্ব্বক পরাভব স্বীকার করিয়া থাকে তদ্রূপ তুমিও আপনাহতেই আপনার শক্তি সঙ্কোচ পূর্ব্বক পরাভব

১—অর্থাৎ যেমন আমলকি ফল করতলগত হইলে আয়ত্তাধীন হয তদ্রূপ।

২—অতএব উক্ত হইযাছে "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ঈশোপনিষৎ ১ম০ দেখুন।

৩—সমুদয়ে নয়টি প্রশ্ন করিলেন। ৪—অর্থাৎ মাকড়সা।

স্বীকার করিয়া অপ্রয়াসেই এই সমস্ত ভূতগণকে রক্ষা করিতেছ। ৫ অতএব হে বিভো! আমিত এই বিশ্বমধ্যে তোমা হইতে বৃহৎ কাহাকেও দেখি না -১- তোমা হইতে ক্ষুদ্রও কাহাকে দেখি না -২- এবং কোনো পদার্থ তোমার সমান বলিয়াও দেখি না ৩- যেসমস্ত পদার্থ নাম রূপ ও গুণদ্বারা বিশেষ হইয়া রহিয়াছে -৪- এবং তাহাদের মধ্যে ও যাহারা সৎ, অসৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে বিশেষ হইয়া রহিয়াছে -৫- সেই এই পদার্থ সমুদায়ের মধ্যে এমন কোনো পদার্থই দেখিতেছি না যে তোমাভিন্ন অন্য কাহারো দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে প্রত্যুত সমুদায়ই তোমাহইতে উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপই আমি বিশ্বাস করি॥ ৬॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনি সুসমাহিত হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করেন -৬- সেই তপঃ প্রভাবেই এক্ষণে আপনি আপনার এইসমস্ত দুর্জ্ঞেয় বিভূতি গুলি আমাদিগকে দেখাইয়া আশঙ্কিত -৭- করিতেছেন ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন।[৭] ( যাহাহউক এক্ষণে আমি আপনার নিকট আরো একটি নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে ) আমি আপনার নিকট এই সমস্ত অধ্যাত্মতত্ব জিজ্ঞা-সিতেছি বটে কিন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সকলেশ্বর! আপনি এবিষয়ে আমাকে সেই পরিমাণেই উপদেশ দিবেন যতটুকু আমি উপদিষ্ট হইয়া অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারি॥ ৮॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! তোমার সন্দেহ পূর্ব্বক কৃত এই প্রশ্নগুলি অতীব সুন্দর হইয়াছে। হে প্রিয়দর্শন! আমি এক্ষণে সেই ভগবানেরই প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছি অতএব তুমি এতাদৃশ মহৎ বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইয়া এক্ষণে আমার উপরে করুণা প্রকাশই করিয়াছ॥ ৯॥

অঙ্গ! তুমি ইতি পূর্ব্বে আমার সহিত যেরূপ সম্ভাষিয়াছ -৮- তাহা সত্য, এবং এখনও যেরূপ সম্ভাষিলে -৯- তাহাও নিতান্ত অসত্য নহে; যেহেতু আমার এরূপ প্রভাব থাকে, থাকুক; কিন্তু আমাহইতে পৃথগ্‌ভূত আমার প্রেরয়িতা যে পরমেশ্বর, তাঁহারে তুমি সম্যকরূপে না জানিয়া যে সম্ভাষিলে, এইটুকুই তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে॥ ১০॥

---

১—অর্থাৎ যতই বৃহৎ পদার্থ হউক না কেন, সমস্তেতেই তুমি বর্ত্তমান।

২—অর্থাৎ যতই ক্ষুদ্র পদার্থ হউক না কেন, সমস্তেতেই তুমি বর্ত্তমান।

৩—অর্থাৎ তাহা হইলে এক জগতে ঈশ্বরদ্বয়াপত্তি রূপ দোষ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে।

৪—অর্থাৎ নাম—মনুষ্য ব্যাঘ্র ইত্যাদি। রূপ—দ্বিপদত্ব চতুষ্পদত্বাদি। গুণ—শুক্লত্ব কৃষ্ণত্বাদি।

৫—সৎ—কার্য। অসৎ—খপুষ্পাদি। স্থূল—ক্ষিত্যাদিমহাভূতসকল। সূক্ষ্ম—শব্দাদিতন্মাত্রাসকল।

৬—এতদ্বিবরণ মনুর প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট আছে।

৭—অর্থাৎ তুমিই আমাদের ঈশ্বর বা অন্য কেহ ঈশ্বর? এইরূপ সন্দেহযুক্ত করিতেছেন।

৮—এই অধ্যায়েরই তৃতীয়াদি অঙ্কের অনুবাদ দেখুন। ৯—৭।৮ম অঙ্কের অনুবাদ দেখুন।

* যেমন সূর্য্য ও অগ্নি, যেমন চন্দ্র, এবং যেমন ঋক্ষ (রাশি), গ্রহ, তারকাসকল পরপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে তদ্রূপ যে স্বপ্রকাশদ্বারা প্রকাশিত এই বিশ্বকে আমি প্রকাশিত -১- করিতেছি।[১১] তাঁহারে নমস্কার। এবং যাঁহার দুর্জ্জয় মায়াপ্রভাবে সর্ব্বসাধারণে আমারে জগদ্গুরু বলিয়া সম্ভাষিতেছে, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে আমরা -২- চিন্তা করি ॥১২॥

অবিদ্যা যাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয় সেই অবিদ্যা-বিমোহিত দুর্বুদ্ধি জনগণ 'আমি, আমার' বলিয়া বৃথাই জল্পিতেছেন -৩- ॥ ১৩ ॥

দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব সমুদায়ই বাসুদেব। হে ব্রহ্মন্! বস্তুত দেখিতে গেলে, বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই।[১৪] অর্থাৎ বেদসকল সমস্তই নারায়ণপর। দেবতা সকল, সমস্তই নারায়ণ শরীর হইতে উৎপন্ন। লোক সকল সমস্তই নারায়ণপর। যজ্ঞসকল সমস্তই নারায়ণপর।[১৫] যোগসকল, সমস্তই নারায়ণপর। তপশ্চর্য্যা ইহাও নারায়ণ পর। জ্ঞান, ইহাও নারায়ণ পর। গতি, ইহাও নারায়ণ পর।[১৬] -০- সেই দ্রষ্টৃভূত কূটস্থ অখিলাত্মা পরমেশ্বরের ঈক্ষণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি উৎপন্ন হই। অনন্তর এই সমস্ত তদীয় সৃষ্ট বস্তুই আমি সর্জ্জন করিতেছি।[১৭] ॥

৪- সেই গুণবিবর্জ্জিত বিভু মায়াদ্বারা স্থিতি, সর্গ ও নিরোধাত্মক ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাহার সত্ব, রজ, ও তম ইত্যভিধেয় গুণত্রয়কে অবলম্বন -৫- করেন।[১৮]

---

*—ব্রহ্মা নিজের ঈশ্বরত্ব খণ্ডন করিয়া এক্ষণে যিনি প্রকৃত ঈশ্বর তাঁহারে নমস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১—অর্থাৎ আমাদ্বারা অভিব্যক্ত মাত্র হইতেছে। ইহা দ্বারা বস্তু সৎ, এবং প্রলয়কালে মূলকারণ প্রধানে অব্যক্তা অবস্থ হইয়া থাকে। এই সাংখ্যমতটি সূচিত হইল।

২—'আমরা' ইত্যাকারক বহুবচনপ্রযোগ দেখিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে 'বহুবচনপ্রযোগ শিষ্যাভিপ্রায়ক' কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু ইহার কতিপয় শব্দের পূর্ব্বেই একবচনান্ত অস্মদের প্রয়োগ রহিয়াছে সুতরাং ভাববৈজাত্য দোষে দূষিত হইতে হইবে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এতদ্বিষয়ে যাহা সমাধান করা হইয়াছে সেই সমাধানই এস্থলে স্মরণার্হ।

৩—'তাদৃশ বাসু দেবকে নমস্কার' এই অংশ টুকু ভাবে আনিতে হইবে। এস্থলে গ্রন্থকারের মুখে দ্বৈত ও অন্তরে অদ্বৈত ভাব প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ উপদেশের সময়ে দ্বৈত ভাব প্রকাশ হওয়া নাপ্রাপ্ত। এই বিষয়টি যোগভাষ্যে সম্যক্ সমালোচিত হইয়াছে।

০—১৫। ১৬ অঙ্কাঙ্কিত অনুবাদের ভাবার্থ প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকের অনুবাদ দৃষ্টি করিলেই অবগত হইতে পারিবেন।

৪—এক্ষণে প্রায়শঃ সাংখ্যমত অবলম্বন পূর্ব্বকই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

৫—অর্থাৎ মায়া স্বরূপ দর্পণে তাঁহার চিৎ রূপী মুখের প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়ে।

সেই নিমিত্তই দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াশ্রয় গুণ সকল -১- সেই মায়ী -২- নিত্য মুক্ত পুরুষকে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তত্বে -৩- সতত আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।[১৯] হে ব্রহ্মন্! সেই এই অধোক্ষজ ভগবান্ ঈশ্বর এইসকল গুণত্রয়দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যাওয়াতে সকলেরই অলক্ষিতগতি হইয়া পড়িয়াছেন; আমারও সম্বন্ধে তদ্রূপ ॥ ২০ ॥

৪—সেই মায়েশ একদা বিবিধরূপে উৎপন্ন হইবার জন্য স্বীয় ইচ্ছাশক্তি স্বরূপিণী মায়াদ্বারা আপনাতেই কাল, কর্ম্ম, ও স্বভাবকে আবির্ভূত করেন।[২১] অনন্তর সেই মায়ী পুরুষাধিষ্ঠিত মায়াদেবী হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ অগ্রে কালদ্বারা তাহাতে গুণবৈসম্য অনন্তর স্বভাবদ্বারা গুণের পরিণাম, তদনন্তর কর্ম্মদ্বারা মহতের আবির্ভাব হয় -৫-।[২২] সেই জায়মান মহত্তত্ত্ব হইতে সত্ত্বরজঃসম্মিশ্র তমোগুণপ্রধান -৬- দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াত্মক এক পদার্থ উৎপন্ন হয়।[২৩] তাহার নাম অহঙ্কার। সে আবার রূপান্তরিত হইয়া ত্রিবিধ হইয়া জায়। যথা বৈকারিক, তৈজস ও তামস। হে প্রভো! এই ত্রিবিধের মধ্যে বৈকারিক অহঙ্কারের জ্ঞানোৎপাদনে, তৈজসের ক্রিয়া উৎপাদনে এবং তামস অহঙ্কারের দ্রব্যোৎপাদনে শক্তি হয় ॥ ২৪ ॥

---

১—দ্রব্যাশ্রয় গুণ তমোগুণ। জ্ঞানাশ্রয় গুণ সত্ত্ব গুণ। ক্রিয়াশ্রয় গুণ রজোগুণ।

২—মায়া যাঁহাতে বশতাপন্ন হইয়া বর্ত্তমান এতাদৃশ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বভূত যে ঈশ্বর নামধেয় চেতন পুরুষ তাঁহাকে মায়ী কহে।

৩—অর্থাৎ দ্রব্যে কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) সম্বন্ধে, জ্ঞানে করণত্ব সম্বন্ধ, এবং ক্রিয়াতে কর্ত্তৃত্ব (ক্রিয়াশ্রয় প্রাণিত্ব) সম্বন্ধে।

৪—এই ২১ র শ্লোকে ব্রহ্ম, মায়া, (ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী) কাল, কর্ম্ম [অদৃষ্ট] এবং স্বভাব এই পাঁচটি অনাদি বলিয়া সূচিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অদৃষ্টের অনাদিত্ব সূচিত হওয়াতে জীব ও ঈশ্বরেরও অনাদিত্ব সূচিত হইয়াছে।

৫—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান (মায়া)। এতদবস্থায় কূর্ম্ম শরীরে প্রবিষ্ট কূর্ম্মাবয়বের ন্যায় কার্য্য সকল ইহাঁতে অব্যক্ত অবস্থায় প্রবিষ্ট থাকে। অনন্তর যখন ইহাঁতে চেতনাধিষ্ঠানে কালে ক্ষোভ অর্থাৎ গুণবৈষম্য (ন্যূনাধিক ভাব) হয় তখন ইহাঁর কার্য্যোন্মুখতা হয়, সুতরাং 'প্রকৃতি' নাম প্রাপ্ত হন। অনন্তর আপনা আপনিই অর্থাৎ স্বভাব দ্বারা সত্ত্বাদি গুণ সকল মহদাদি কার্য্য রূপে পরিণত হইয়া ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। সৃষ্টি সকল একবিধ হওয়াই সম্ভব, ফলত তাহা হয় না অর্থাৎ কেহ অণ্ডজ কেহ স্বেদজ কেহ রাজা কেহ প্রজা ইত্যাদি বহুবিধ হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কার নিবারণার্থ বলিতেছেন—সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্ট মহত্তত্ত্বই (সাধারণের বুদ্ধি) পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্ট জীবগণের অদৃষ্টানুসারে আবির্ভূত হন।

৬—অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণের ভাগ ন্যূন, তৃতীয় তমোগুণের ভাগই অধিক।

মহাভূত সমস্তের মধ্যে আদি উৎপন্ন উক্ত তামস অহঙ্কার হইতে অগ্রে আকাশ নামক মহাভূত উৎপন্ন হয়। তাহার মাত্রাগুণ শব্দ -১-। শব্দ, দ্রষ্টৃ দৃশ্যের বোধককে কহে -২-।[২৫] জায়মান আকাশ হইতে স্পর্শ গুণক বায়ু উৎপন্ন হয়। সেই বায়ু পূর্ব্ব কারণ গুণ শব্দও প্রাপ্ত হয়। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীর সমূহের পটুতা জনককে বায়ু কহে।[২৬] কাল কর্ম্ম স্বভাবাধীন সেই উৎপন্ন বায়ু হইতে ও আবার শব্দস্পর্শ রূপবান তেজঃ পদার্থ উৎপন্ন হয়।[২৭] পুনশ্চ ঐরূপে জায়মান তেজ হইতে রসাত্মক জল সমুৎপন্ন হয়। এই জলেতে নিজকারণকারণ হইতে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই তিনটি গুণ অনুরক্ত হইয়াছে।[২৮] সেই জায়মান জল হইতে গন্ধগুণক পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাতে কারণ কারণানুরক্ত গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারিটি -৩- ॥১॥

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মানস -৪- উৎপন্ন হয়। এবং সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কারেরই কার্য্য দশ সংখ্যক দেবতা আছেন। যথা, দিগ, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বী, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, ও প্রজাপতি -৫- ॥ ২৯ ॥

---

১—মাত্রা সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভূত মহাভূতাংশকে কহে। আকাশের সূক্ষ্মাংশ শব্দগুণ। তামস অহঙ্কার হইতে অগ্রে শব্দ স্পর্শাদি তন্মাত্র পঞ্চকের উৎপত্তি হয় অনন্তর ঐ সকল তন্মাত্রা হইতে ক্রমশঃ আকাশাদির উৎপত্তি হইয়াছে। এবংবিধ সাংখ্য মতটি এস্থলে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

২—অর্থাৎ কেহ যদি হস্তি দেখিয়া একজনকে লক্ষ্য পূর্ব্বক 'ঐ হস্তি ঐ হস্তি' এইরূপ চীৎকার করে তাহা হইলে হস্তিদ্রষ্টা ও হস্তি এই উভয়ের সম্বন্ধে যে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব হয় তাহার বোধক যে, তাহাকে শব্দ কহে।

৩ গুণ দ্বিবিধ স্বকারণানুরক্ত ও স্বকারণকারণানুরক্ত। অস্থানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে যাহার যত গুলি পরম্পরা রূপে কারণ আছে তাহার সম্বন্ধে স্বকারণকারণ ততগুলিই হইতেছে। উদাহরণ যথা। প্রথম আকাশ। আকাশের নিজকারণ মাত্রা গুণ (সূক্ষ্ম শব্দভূত গুণ) শব্দ একটি মাত্র সুতরাং তাহার সেই শব্দ মাত্র এক গুণ। ২য় বায়ু। বায়ুর নিজ কারণ গুণ স্পর্শতন্মাত্রা ও নিজকারণকারণগুণ শব্দতন্মাত্রা এই দুইটি সুতরাং ইহার স্বকারণানুরক্ত গুণ স্পর্শ ও স্বকারণকারণানুরক্ত গুণ শব্দ, সমুদয়ে এই দুইটি। ৩য় তেজ। তেজের নিজকারণ গুণ রূপতন্মাত্রা ও নিজ কারণকারণ গুণ দুইটি স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্রা। সুতরাং ইহার সমুদায়ে তিনটি গুণ। ৪র্থ রস। রসের নিজকারণ গুণ রস তন্মাত্রা ও নিজকারণকারণ গুণ তিনটি রূপ স্পর্শ ও শব্দ সুতরাং ইহার সমুদায়ে ৪ টি গুণ। এইরূপে ৫ম ক্ষিতি। ক্ষিতির নিজ কারণ গুণ গন্ধ তন্মাত্রা ও নিজকারণকারণগুণ রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই চারিটি সুতরাং সমুদায়ে ইহার পাঁচটি গুণ।

৪—অর্থাৎ মন ও মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমা উভয়ই।

৫—ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাবিশেষ হইতেছেন। ইহার মধ্যে যথাক্রম

জ্ঞানশক্তি স্বরূপ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ প্রাণ এই দুইটিও রাজস অহঙ্কারেরই কার্য্য অতএব সেই জায়মান রাজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞান ক্রিয়া বিশেষরূপ দশ ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যথা, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা, নাসিকা। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মবিদ-শ্রেষ্ঠ! এই জায়মান মহাভুত, ইন্দ্রিয় ও মানস নামক গুণভুত পদার্থসকল যখন পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত ছিল না তখন ইহারা জীবদিগের শরীর নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই। [৩১] যখন ভগবৎশক্তি প্রেরিত হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইল তখন প্রধান গুণ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক এই সমষ্টি ব্যষ্টি রূপ উভয় শরীরই নির্ম্মাণ করিল ॥ ৩২ ॥

অনন্তর পরমাত্মা বহু সহস্রবর্ষান্তে পূর্ব্ব সৃষ্টির অবস্থার ন্যায় কালকর্ম্ম স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া উদকশায়ি পরস্পর সম্মিশ্লিষ্ট অচেনাত্মক সেই কার্য্যরূপী অণ্ডকে সচেতন করিলেন। [৩৩] তদনন্তর সেই পুরুষই সেখান হইতে অণ্ড নির্ভেদ পূর্ব্বক সহস্রোরু, সহস্রপাদ, সহস্রবাহু, সহস্রাক্ষ, সহস্রানন ও সহস্র মস্তকবিশিষ্ট হইয়া বহির্গত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

মনীষিগণ তাঁহার অবয়ব সমূহেই ভু আদি লোক সমূহের কল্পনা করিয়াথাকেন। কটি প্রভৃতি অধস্তন সপ্ত ও জঘনাদি হইতে উর্দ্ধতন সপ্ত এই সমুদায়ে ১৪শ অবয়বে চতুর্দ্দশ ভুবন কল্পিত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

সেই পুরুষের ব্রাহ্মণ জাতি মুখ। ক্ষত্রিয় সকল ইহাঁর বাহুসমূহ। বৈশ্যজাতি ভগবানের উরু। এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

মহাত্মার পাদদ্বয় দ্বারা 'ভু' লোক, কল্পিত হইয়াছে। নাভিদ্বারা ভুবলোক, হৃদয় দ্বারা স্বর্লোক, উরঃস্থলদ্বারা মহর্লোক। [৩৭] এবং ইহাঁর গ্রীবাতে সনাতন ভুত ব্রহ্মলোক কল্পিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার কটিতে অতল পরিকল্পিত হইয়াছে। উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে বিশুদ্ধ সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্‌ফদ্বয়ে মহাতল পাদাগ্রদ্বয়ে রসাতল এবং পাদতল দ্বারা পাতাল কল্পিত হইয়াছে। হে বিভো! তিনি এইরূপ চতুর্দ্দশ লোকময় পুরুষ হইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

---

এইরূপ বুঝিতে হইবে, যথা। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতা দিগ্। ত্বকের অধিষ্ঠাতা বায়ু। চক্ষুর অধিষ্ঠাতা অর্ক (সূর্য্য)। নাসিকার অধিষ্ঠাতা অশ্বী। এইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের ও বুঝিতে হইবে, যথা বাক্যের অধিষ্ঠাতা বহ্নি। পাণির অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র। পাদের অধিষ্ঠাতা উপেন্দ্র। পায়ুর অধিষ্ঠাতা মিত্র। ও উপস্থের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি।

অথবা তাঁহার পাদদ্বয়দ্বারা ভূর্লোক কল্পিত হইয়াছে; নাভিদ্বারা ভুবর্লোক ও মূর্দ্ধাদ্বারা স্বর্লোক কল্পিত হইয়াছে এইরূপ লোক কল্পনা জানিবে ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষসংস্থান বর্ণন (সৃষ্ট্যাদিবিভূতি বর্ণন) নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

ব্রহ্মা বলিলেন ;—অস্মদাদির বাগিন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বহ্নির উৎপত্তি স্থান তাঁহার আনন। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সপ্তকের উৎপত্তি স্থান তাঁহার ত্বগাদি সপ্তক -১-। হব্য, কব্য ও অমৃতান্নের তথা মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসের উৎপত্তি স্থান তাঁহার জিহ্বা।[১] অস্মদাদির শরীরাভ্যন্তরাবস্থিত পঞ্চবিধ প্রাণ ও শরীরের বাহ্যে অবস্থিত বায়ুর উৎকৃষ্ট উৎপত্তি স্থান তাঁহার নাসিকাদ্বয়। অশ্বিদ্বয়, ওষধি সকল ও মোদ প্রমোদাত্মক গন্ধদ্বয়ের উৎপত্তি স্থান তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়।[২] রূপপ্রকাশক তেজঃ সমূহের উৎপত্তিস্থান তাঁহার নেত্রগোলকদ্বয়। পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি দিক্ সমুদায় ও তীর্থ সমুদায়ের উৎপত্তিস্থান তাঁহার কর্ণগোলকদ্বয়। আকাশ ও তাহার মাত্রাগুণ শব্দের উৎপত্তিস্থান তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয়। তাঁহার শরীর, সমুদায় বস্তুর সারভূত ও সমুদায় সৌন্দর্য্যের আকর।[৩] ইহাঁর ত্বগিন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ু ও সমুদায় যজ্ঞের উৎপত্তিস্থান। ইহাঁর রোম সকল, উদ্ভিজ্জ জাতি তাবৎ বৃক্ষের অথবা যে সকল উদ্ভিজ্জাতি দ্বারা যজ্ঞ সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াথাকে সেই সকল বৃক্ষের উৎপত্তি স্থান।[৪] ইহাঁর কেশ-কলাপ, মেঘ সমুদায়ের উৎপত্তি স্থান। ইহাঁর শ্মশ্রু, বিদ্যুৎ সমুদায়ের উৎপত্তি স্থান। ইহাঁর পাদ-

১ – অর্থাৎ তাঁহার ত্বক্ হইতে গায়ত্রী, চর্ম্ম হইতে অষ্টি, মাংস হইতে অনুষ্টুপ্ শোণিত হইতে বৃহতী, মেদ হইতে পংক্তি, মজ্জা হইতে ত্রিষ্টুপ্ এবং অস্থি হইতে জগতীছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ফলতঃ এ সমস্ত আরোপ মাত্র, পরে স্বয়ংই ব্যক্ত হইবে।

নখ, শিলাসমুদায়ের উৎপত্তি স্থান। ইহাঁর হস্ত-নখ, লোহ সমুদায়ের উৎপত্তি স্থান। এবং অস্মদাদির প্রায়শঃ শুভ বিধান কর্ত্তা লোকপালগণ ইহাঁর বাহু সকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।[৫] ভূ, ভুব, ও স্বর্লোক ইহাঁর পাদবিন্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লব্ধবস্তুর রক্ষা ও ভয় হইতে পরিত্রাণ এই দুইটি সর্ব্বকামনাধার সেই শ্রীহরির চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[৬] সৃজ্যমান জল সমুদায়, পর্জ্জন্য ও শুক্র এই সকল সেই আদিপুরুষ প্রজাপতির শিশ্ন (উপস্থেন্দ্রিয়ের আধার) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং স্ত্রীসম্ভোগজনিত যে বিজাতীয় আনন্দ, তাহা তাঁহার সেই শিশ্নান্তঃস্থিত উপস্থ নামক ইন্দ্রিয় হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।[৭] তথা যম, মিত্র ও পুরীষোৎসর্গ-রূপ ক্রিয়া তাঁহার পায়ুরিন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে নারদ! এইরূপে হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরক এই সমুদায় তাঁহার সেই পায়ুরিন্দ্রিয়ের আধারভূত যে, গুহ্য (পায়ু বা গুদ) প্রদেশ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে।[৮] তাঁহার পৃষ্টভাগ, পরাভব অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার নাড়ী সকল, নদ নদী সকলের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার অস্থি সমূহ গিরি সকলের উৎপত্তি স্থান।[৯] অব্যক্ত, অন্নাদির সার সমুদায় সমুদ্র সকল ও ভূত সমুদায়ের লয় স্থান সেই আদিপুরুষের উদর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই রূপে অস্মদাদির নিজ শরীরের উৎপত্তিস্থান তাঁহার হৃদয়দেশ।[১০] এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের, আমার, তোমার, মহাদেবের সনৎকুমার-গণের, বিজ্ঞানের ও পরতত্ত্বের উৎপত্তি সেই আদিপুরুষের আত্মা হইতে হইয়াছে।[১১] আমি, আপনি, মহাদেব, সেই প্রসিদ্ধ এই সকল অগ্রজ মুনি মহাভাগেরা, সুর সকল, অসুর সকল, নর সকল, নাগ সকল, খগ সকল, মৃগ সকল, সরীসৃপ সকল।[১২] গন্ধর্ব্ব সকল, অপ্সর সকল, যক্ষ সকল, রাক্ষস্ সকল, ভূতযোনি সকল, উরগ সকল, পশু সকল, পিতৃ সকল, বিদ্যাধর সকল, চারণ সকল, দ্রুম সকল,।[১৩] এই সমুদায় ভিন্ন যে সকল জীবেরা জল, স্থল, আকাশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহারা এবং গ্রহ, ঋক্ষ, কেতু, তারা, তড়িৎ ও তনয়িত্নু সকল।[১৪] সমুদায়ই সেই আদিপুরুষ স্বরূপ হইতেছে, তাঁহা হইতে কিছু পৃথক্ নহে। এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্তই তিনি হইতেছেন। এই বিশ্ব সমুদায় তাঁহারদ্বারা ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে; তিনি সমুদায় আবরিয়া ও বিতস্তি প্রমাণ -১- অধিক হইয়া রহিয়াছেন ॥১৫॥

---

১—যাঁহার পরিমাণ নাই অর্থাৎ অপবিচ্ছিন্ন তাঁহার বিতস্তি (দশ অঙ্গুল) প্রমাণ আধিক্য কিরূপে সম্ভব হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় টীকাকার শ্রীশ্রীধরস্বামী বলেন "এস্থলে বিতস্তি শব্দদ্বারা আধিক্য মাত্র বিবক্ষিত, পরিমাণ নহে; যেহেতু এস্থলে পরিমাণের কোনো প্রয়োজন নাই এবং ঈশ্বর অপবিচ্ছিন্ন হেতুক সম্ভবও নাই" এই শ্লোকটি "স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্" এই মন্ত্রের অনুবাদ স্বরূপ হইতেছে। এই মন্ত্রের দশাঙ্গুল শব্দের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ

যেমন এই প্রাণ স্বরূপ আদিত্য আপন মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া মণ্ডলের বাহিরও প্রকাশিত করিতেছেন। এইরূপে বিরাট্ পুরুষও আপন বৈরাজ দেহ প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহির সমুদায়ই প্রকাশিত করিতেছেন; তিনি আমাদের জন্য কেবল মরণধর্ম্মা কর্ম্মফল আবির্ভূত করিয়াছেন এমত নহে; কিন্তু তিনি অভয় ও অমরণ ধর্ম্মেরও প্রকাশয়িতা -১- অতএব হে ব্রহ্মন্! পুরুষের এই মহিমা অবিনশ্বর বলিয়া জানিবে -২- ॥ ১৬ ॥

এস্থলে কোবিদ বেদাধ্যায়িরা এইরূপ অবগত আছেন, ভূঃ আদি লোক সকল -৩- যাঁহার পাদ সমূহ -৪- অর্থাৎ পাদের ন্যায় গতি কর্ম্মবান্ অংশ সমূহ; সেই পরম পুরুষের সেই পাদাংশ সমূহেই সমুদায় ভূতগণ অবস্থিত করিয়া রহিয়াছে -৫-। [১৭] মহর্লোক, ভূঃ আদি লোকত্রয়ের

---

শ্রীধরস্বামির বিতস্তি শব্দের ব্যাখ্যার ন্যায় অনেকে অনেকবিধ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সে সমুদায়ই শিরোধার্য্য। তথাপি আমিও কিঞ্চিৎ যথা বুদ্ধি ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা—৯য় পর্য্যন্ত সংখ্যা আছে তৎপরে আর সংখ্যা নাই সুতরাং ১০(দশ) বলিতে সংখ্যার পর। অঙ্গুলি শব্দ সামান্যত ইয়ত্তা নির্দ্দেশক। তথাচ- যাহার ইয়ত্তা-নির্দ্দেশকের সংখ্যা নাই। অর্থাৎ যে অসংখ্য,অপরিচ্ছিন্ন তাহারই ইয়ত্তা-নির্দ্দেশকের সংখ্যা থাকে না, ইহা ভাবে আসিল।

১ এই ষোড়শশ্লোকের সহিত সামবেদীয় "উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি" এই মন্ত্র খণ্ডের সম্যক্ সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব ইহার অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, "ইনি আপন মায়া দ্বারা আমাদের অমরণ ধর্ম্মের প্রকাশয়িতা যেহেতু ইনি প্রাণিগণের ভোগ্য অন্নদ্বারা স্বকীয় কারণাবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক পরিদৃশ্যমান জগদবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন অতএব প্রাণিগণের কর্ম্মফল ভোগের জন্য জগদবস্থা স্বীকার করিলেও এই (বৈরাজ) রূপ কিছু ইহাঁর প্রকৃত রূপ নহে।"

২—এই অংশটুকুর "এতাবানস্য মহিমা অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" সামবেদীয় এই মন্ত্রখণ্ডের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—"অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানাত্মক জগদাদ্যাধারভূত যাহা কিছু আছে সে সমস্ত এই পুরুষের (বিরাট্ পুরুষের) মহিমা অর্থাৎ সামর্থ্য বিশেষ মাত্র। তাঁহার বাস্তবিক স্বরূপ এসমস্ত নহে। বস্তুত দেখিতে গেলে এ সমুদায় মহিমাস্বরূপ হইতে তিনি অত্যধিক হইয়া রহিয়াছেন।"

৩—অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ। ৪ এস্থলে পাদ সমূহ বলিতে পাদত্রয়।

৫ -এই শ্লোকের "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই সামবেদীয় মন্ত্র খণ্ডের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—"সমুদায় প্রাণিগণ এই পুরুষের পাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ স্বরূপ মাত্র। ইহাঁর অবশিষ্ট স্বরূপ ত্রিপাৎ। সেই ত্রিপাৎ পুরুষ অবিনশ্বর হইয়া দ্যুলোকে অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক স্বীয় প্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন। "সত্যং জ্ঞান মনন্তম্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরব্রহ্মের অনন্তত্বই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে অতএব তাঁহার অংশ চতুষ্টয়ের নিরূপণ কিরূপে হইবে? উত্তর, এই সমস্ত ভূতজাত ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষা অল্প এইরূপ বিবক্ষাধীন অংশত্রয়ের আরোপ মাত্র হইয়াছে।

মূর্দ্ধা স্বরূপ ; জন আদি লোকত্রয় সেই মূর্দ্ধা স্বরূপ মহর্লোকেরও মূর্দ্ধাস্বরূপ। এই লোক-ত্রয়ে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় বিরাজমান আছে -১-। যে সকল লোক ব্রহ্মচারী বান-প্রস্থ ও যতীগণের প্রাপ্য তাদৃশ পাদত্রয় ত্রিলোকির বাহিরে আছে -২-। আর ত্রিলোকির অন্তরে যে পাদ আছে তাহা তাঁহার চতুর্থ পাদ। এই পাদ গৃহস্থগণের প্রাপ্য যেহেতু ইহাঁরা ব্রহ্মচর্য্যব্রত রহিত। [১৮] ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ উভয়াশ্রয় হইয়া -৩- দক্ষিণ ও উত্তর মার্গদ্বয়ে -৪- সদাই

---

১—অর্থাৎ জনলোকবাসিগণের ক্ষেম ও অভয় সুদূর পরাহত হইয়া রহিয়াছে কিন্তু অমৃত অর্থাৎ মহর্লোকনিবাসির ন্যায় তাঁহার অবিনাশি সুখ মাত্র সন্নিহিত রহিয়াছে। তদুপরিতন তপোলোকনিবাসিগণের অমৃত ব্যতীত দ্বিতীয় ক্ষেমও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু মহর্লোক ও জনলোকবাসিগণের ক্ষেম নাই। কারণ যখন কল্পান্ত কাল উপস্থিত হইয়া থাকে তখন সংকর্ষণের প্রলয়াগ্নিতে ত্রিলোকী ( ভু, ভুবঃ ও স্বঃ ) দগ্ধ হইয়া সেই উত্তাপ মহর্লোকে জায় অনন্তর মহর্লোক হইতে ও জনলোক পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ভূ আদি জনলোক যাবৎ তত্তন্নিবাসি জনগণের ক্ষেম আর কোথায় ? এইরূপে তদুপরিতন সত্য লোকে অমৃত ও ক্ষেম ত আছেই তদ্ব্যতীত বিশেষ অভয়ও আছে, কারণ মোক্ষ ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠলোক ইহার অতীব সন্নিকটবর্ত্তী।

এই শ্লোকের শ্রীপাদ জীবগোস্বামি কৃত অর্থ আমার বিবেচনায় অতীব সুন্দর বোধ হইয়াছে। সেই অর্থটি এক্ষণে পাঠকগণের আনন্দার্থ প্রদর্শিতেছি। যথা,—

" সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, পদার্থত্রয়ের মূর্দ্ধা স্বরূপ যে মূল প্রকৃতি সেই মূর্দ্ধা স্বরূপ মূল প্রকৃতিরও মূর্দ্ধা স্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক। সেখানে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় এই তিনটি সতত বিরাজমান রহিয়াছে।"

২—শ্রীজীব গোস্বামি মতে ঈশ্বরের অমৃত, ক্ষেম ও অভয়াত্মক ত্রিপাদ, চতুর্থ অন্ন মাত্রাত্মক। অন্ন মাত্রাত্মক পাদ সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ প্রকৃতি জন্তুগণের প্রাপ্য এবং অমৃতাদি পাদ ত্রয় শ্রীবৈকুণ্ঠ নিবাসি জনগণের প্রাপ্য। এই শ্লোকের সামবেদীয় " ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ" এই মন্ত্রখণ্ডের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—" সেই এই ত্রিপাদ পুরুষ—সংসারস্পর্শরহিত হইয়াও বহুলরূপ, ইনি এই সমস্ত অজ্ঞান কার্য্যের ( ত্রিলোকির ) বহির্ভূত থাকিয়া অর্থাৎ অত্রত্য গুণদোষে অলিপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহাঁর এই পাদ ( একাংশ, বা লেশ ) ইহ মায়াতে ( সৃষ্টি সংহার দ্বারা ) পুনঃ পুনঃই আসিয়াছে"। ফলতঃ এই সমুদয় জগৎ পরমাত্মার পাদ (লেশ) মাত্র এতদ্বিষয়ে প্রমাণ বহুতর আছে, যথা—" বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতোজগৎ " ( শ্রীমদ্গীতা ) অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, " আমি এই জগৎ সমুদায় আবরিয়া রহিয়াছি কিন্তু ইহা আমার একাংশ মাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে " ইত্যাদি।

৩—অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানাত্মক মায়াশ্রয় হইয়া।

৪—অর্থাৎ জন্ম মরণ প্রবাহ নিঃক্ষেপ কারিণী ক্রিয়াসঙ্ঘকে দক্ষিণ মার্গ কহে। এবং জন্মাদি দুঃখৌঘসংচ্ছেদন জ্ঞান সাধিকা ক্রিয়াকে উত্তর মার্গ কহে।

ভ্রমিতেছেন। এই মার্গদ্বয় যথাক্রমে ভোগ ও অপবর্গের সাধন বলিয়া জানিবে। যেহেতু ইহারা একটি অবিদ্যা স্বরূপ, অপরটি বিদ্যা স্বরূপ হইতেছে -১- ॥ ১৯ ॥

যাঁহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন করিয়া যিনি স্বয়ংই তাহাতে ভূত ইন্দ্রিয় গুণাত্মক বিরাট্ রূপে আবির্ভূত হন, তিনি ঈশ্বর। সূর্য্য যেমন আপন মণ্ডলের বাহিরেও প্রকাশিত হইয়া থাকেন তদ্রূপ সেই ঈশ্বরও দ্রব্যাত্মক বৈরাজ দেহ ও অণ্ড এই দুইয়ের বাহিরেও অবস্থিতি করিয়েছেন -২- ॥ ২০ ॥

যখন আমি এই মহাত্মার নাভি কমল হইতে আবির্ভূত হই, তখন পুরুষেরই অবয়বভূত কতকগুলি যজ্ঞীয় সামগ্রী ব্যতীত, আর কিছু অনুভব করি নাই।[২১] হে সাধুবর! আমি তখন যজ্ঞের জন্য পুরুষাবয়ব দ্বারা এই সমুদায় যজ্ঞসাধন সামগ্রি আহরণ করিয়াছিলাম; যথা—পশু সকল, সবনস্পতি কুশা সকল, যজ্ঞভূমি, বহুগুণান্বিত কাল ( বসন্ত ), পাত্র সকল, ওষধি সকল, স্নেহ সকল, মধুরাদি রস সকল, লোহাদি ধাতু সকল; মৃত্তিকা সকল, জল সকল, ঋক্ সকল, যজু সকল, সাম সকল, চাতুর্হোত্র কর্ম্ম, নামধেয় সকল, মন্ত্র সকল, দক্ষিণা সকল, ব্রত সকল, দেবগণের উদ্দেশ্য, কল্পগ্রন্থ, সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান প্রকার, গতি সকল, মতি সকল, শ্রদ্ধা, প্রায়শ্চিত্ত এবং সমর্পণ।[২২]।[২৩]।[২৪]।[২৫] আমি পুরুষাবয়ব দ্বারা এই সকল সামগ্রি আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞ দ্বারা সেই যজ্ঞপুরুষ ঈশ্বরের আরাধনা করি।[২৬] আমারে এই রূপে আরাধনা

---

১ এই শ্লোকের সামবেদীয় "তথা বিষ্বঙ্ ব্যক্রামদশনানশনে অভী" এই মন্ত্র খণ্ডের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এইরূপ, "সেই পুরুষ মায়াতে আসিয়া অশন ও অনশন এই দুইটী লক্ষ্য করত দেব, তির্য্যগাদি রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছেন।" এস্থলে অশন শব্দে চেতনোপলক্ষিত উপভোগ ( সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার )। অনশন বলিতে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার রহিত অর্থাৎ জড় গিরি নদ্যাদিবৎ যে জ্ঞানী, তদুপলক্ষিত জ্ঞান। এই জ্ঞানটি মুক্তি-সাধন অন্যতা খ্যাতি রূপ বুঝিতে হইবে।

২— এই শ্লোকের সহিত সামবেদীয় যে মন্ত্রের সৌসাদৃশ্য আছে, এক্ষণে সেই মন্ত্রটি অর্থের সহিত প্রদর্শিতেছি। যথা, - "ততো বিরাড় জায়ত, বিরাজো অধিপূরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাৎ ভূমি মথো পুরঃ।" সেই আদি পুরুষ হইতে বিরাড্ ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হয়। সেই বৈরাজ দেহকে আশ্রয় করিয়া তদ্দেহাভিমানী কোন এক পুরুষ আবির্ভূত হন। অর্থাৎ সর্ব্ববেদান্তবেদ্য যে পরমাত্মা, সেই তিনিই আপন মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপি বৈরাজ সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাতে জীবরূপে প্রবেশিয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীব বিশেষ হইলেন। তিনি ঐরূপে জন্মিয়া দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাদি রূপী হইলেন। এইরূপে দেবাদি জীব ভাব প্রাপ্ত হইলে পর আদৌ ভূমি সৃষ্টি করিলেন। ভূমির পরে সেই সকল দেবাদি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবগণের ভোগাপবর্গের জন্য সপ্ত ধাতু দ্বারা পুর ( শরীর ) সকল নির্ম্মাণ করিলেন।"

করিতে দেখিয়া আমার এই সকল প্রজাপতি ভ্রাতারাও সংযত হইয়া সেই ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ পুরুষের আরাধনা করেন।[২৭] অনন্তর মনুসকল, অপরাপর ঋষি সকল, পিতা সকল, বিবুধ সকল, দৈত্য সকল, ও মনুষ্য সকল ইঁহারা আপনার আপনার অধিকারে দেখাদেখি সকলেই এইরূপ যজ্ঞ সমূহ দ্বারা বিভুর উপাসনা করিয়াছিলেন।[২৮] সেই এই বিশ্বসমুদায় ভগবান্ নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভগবান্, বিশ্বোৎপত্তির পূর্ব্ব ক্ষণে স্বভাবতঃ অগুণই ছিলেন। কেবল উৎপত্তির জন্য মায়া অবলম্বন করিয়া ঐরূপ বহুগুণ হইয়া পড়িয়াছেন।[২৯] আমি তাঁহা দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই বিশ্ব সমুদায় সৃষ্টি করিতেছি। মহাদেবও তাঁহারই অধীন হইয়া কাল প্রাপ্তে তাহাদের সংহার করিতেছেন। এবং ত্রিশক্তিধারী আপন পৌরুষরূপ দ্বারা স্বয়ং কেবল পরিপালন কার্য্যের ভার লইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বাপু! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসিতেছ তাহাত এইরূপ বলিলাম; (ফলতঃ আমি তোমায় যে সকল কথা বলিলাম তাহার মধ্যে সার কথা এই মাত্র জানিবে যে) এই কার্য্য কারণাত্মক (প্রকৃতি বিকৃতি স্বরূপ) সৃজ্যমান বস্তু, সমুদায়ই ভগবান্ স্বরূপ হইতেছে, ভগবান্ হইতে অণু মাত্র পৃথক নহে ॥ ৩১ ॥

অঙ্গ! আমি প্রথমে ভগবানের দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম; ভগবান্ সেই জন্য আমার হৃদয়ে সতত বাস করিতেছেন। অতএব আমার মনের গতি কখন কোনোখানেও মিথ্যা হয় না; আর আমার হৃষীকগণও এই জন্য কখন অসৎ পথে গমন করে না। অতএব বলি,—তুমি আমার এই সমস্ত কথা যেন কখন ভ্রম ক্রমেও মিথ্যা বলিয়া আলোচনা করিও না।[৩২] দেখ, আমি বেদময়, তপোময়, এবং প্রজাপতিগণেরও পতি হইয়া পূজিত তথাপি তাঁহারে সমাহিত হইয়া সুনিপুণ যোগ অবলম্বন করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই। ফলতঃ আমি অনন্তপ্রকারে মহান্ হই না কেন, সর্ব্বইব ব্যর্থ; যেহেতু আমি আপনাকেই আপনি জানি না যখন, তখন আর অন্যের কি কথা? ॥ ৩৩ ॥

সেই শরণাগত জনগণের সংসার নিবর্ত্তক, মঙ্গলাবহ, সুসেব্য চরণে আমি নমস্কার করি। লোকে যেমন নিজ হৃদয় মধ্যে অবস্থিত আকাশ নিজেই জানিতে পারে না তদ্রূপ যিনি নিজ মায়া বিস্তার নিজেই জানিতে পারেন না, আহা! আমরা আর—কিরূপে তাঁহার মায়া জানিতে পারিব?! ॥ ৩৪ ॥

বস্তুত তদীয় পর তত্ত্বটী না আমি, না তোমরা না বামদেব, কেহই যখন জানিতে পারি নাই তখন অপরাপর দেবতারা আর কি রূপে জানিতে পারিবেন?—ফলতঃ এক্ষণে আমরা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াই এই বিশ্ব সমুদায়কে আপনার আপনার ন্যায় বিনির্ম্মিত বলিয়া আখ্যান করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

আমরা যাঁহার আবতারিক কার্য্য সকল কীর্ত্তন করিতেছি। যাঁহাকে পণ্ডিতগণও তত্ত্বতঃ জানিতে পারিতেছেন না সেই ভগবানকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

সেই জন্মরহিত আদি পুরুষ প্রতিকল্পে আপনাতেই আপনার সৃষ্টি করিতেছেন, আপনাতেই আপনার পালন করিতেছেন আবার যথাকালে আপনাতেই আপনার লয়ও করিতেছেন।[৩৭] তিনি বিশুদ্ধ, কেবল, জ্ঞান, সত্য, পূর্ণ, আদ্যন্তবিবর্জ্জিত, নির্গুণ, নিত্য ও দ্বৈতবর্জ্জিত হইয়াও প্রত্যেক জীবাত্মাতে সুন্দররূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।[৩৮] হে ঋষে! যখন মুনিগণ প্রশান্ত হইলে তাঁহাদের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বাসনা সকল প্রশান্ত হয়, তখনই তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আর যখন তাঁহাদের আত্মা ( বুদ্ধি ) অসতর্ক জালে আচ্ছন্ন হয় তখন আর এরূপ ভাব থাকে না ॥ ৩৯ ॥

সেই পরাৎপর মহানের আদ্য অবতার 'পুরুষ' ( প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক ) নামধেয়। অনন্তর কাল, স্বভাব, সদসৎ, মন, দ্রব্য, বিকার, গুণ, ইন্দ্রিয় সকল, বিরাট, স্বরাট, স্থাবর, জঙ্গম।[৪০] এই সমুদায় তাঁহার পরবর্ত্তী অবতার হইতেছে। আমি (ব্রহ্মা,) রুদ্র, বিষ্ণু এবং আপনি ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি সকল, স্বলোকপাল সকল, খগলোক পাল সকল, নৃলোকপাল সকল, তললোকপাল সকল।[৪১] গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণ প্রভৃতি অধীশ সকল, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ, নাগগণের অধিনায়ক সকল, প্রেতপুরুষ গণের অধীশ সকল, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্র সকল।[৪২] তদ্ভিন্ন প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, যাদস্, মৃগ, ও পক্ষিগণের অধীশ সকল, সমুদায়ই তাঁহার বিভূতি হইতেছে। অধিক কি ?—ইহলোকে ভগবৎ-ঐশ্বর্য্যযুক্ত, ভগবত্তেজোযুক্ত এবং ভগবৎ ওজ ও সহস্ যুক্ত -১- বলবিশিষ্ট, ক্ষমাবিশিষ্ট, শ্রী, হ্রী, সম্পত্তি ও বুদ্ধিযুক্ত, অদ্ভুত বর্ণ জীব জন্তুগন এবং স্বরূপবৎ ও অস্বরূপবৎ যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার বিভূতি হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

হে ঋষি! অনন্তর সেই মহাপুরুষের শাস্ত্রে যে সকল লীলাবতার প্রাধান্যত বর্ণিত আছে; যাহার গুণানুবর্ণন শ্রবণে দুষ্ট কথা শ্রবণজাত কর্ণ কষায় গুলি নষ্ট হইয়া থাকে তাদৃশ সুন্দর সেই এই ( বক্ষ্যমাণ ) কথাগুলি এক্ষণে আমি তোমায় বলিতে উপক্রম করিতেছি। তুমি সেই সকল কথামৃত সুন্দর রূপে পান কর ॥ ৪৪ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষসংস্থানুবর্ণন ( সৃষ্ট্যাদিবিভূতি বর্ণন ) নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

১ অর্থাৎ ওজ ও সহস্ ইন্দ্রিয় শক্তি ও মানস শক্তি, তদ্বিশিষ্ট।

## অথ সপ্তম অধ্যায় ॥

ব্রহ্মা বলিলেন। যখন অনন্তদেব রসাতল গত পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে সকল যজ্ঞময়ী বারাহী তনু আশ্রয় করিয়া মহাসমুদ্রের ভিতরে আবির্ভূত হন তখন বজ্রধারীর অদ্রিবিদারণের ন্যায় তিনি সেই প্রসিদ্ধ আদিদৈত্যকে দংষ্ট্রাদ্বারা বিদারিত করেন ॥ ১ ॥ ( ১ বরাহ অবতার )

রুচির ঔরসে তাঁহার ভার্য্যা আকূতি দেবীর গর্ভে সুযজ্ঞ নামে পুত্র হয়, তিনি আবার স্বীয় ভার্য্যা দক্ষিণা দেবীর গর্ভে সুযমাভিধ দেবগণের উৎপত্তি করেন। অনন্তর যখন তিনি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র হইয়া তাঁহাদের অসুর উপদ্রব জনিত দুঃখ হরণ করেন তখন তিনি প্রথমে সেই ' সুযজ্ঞ, নামে প্রথিত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু দ্বারা ' হরি ' বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ [ ২ যজ্ঞাবতার ]

কর্দ্দম প্রজাপতির গৃহে তাঁহার ভার্য্যা দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিয়া নব-সংখ্যক স্ত্রীলোকের সহিত বিদ্যমান নিজ জননীকে ব্রহ্ম বিদ্যা উপদেশ করেন।—যে বিদ্যার প্রভাবে তিনি ( জননী ) ইহ জন্মেই আত্ম-মালিন্য কারণ গুণসঙ্গ পঙ্ক পরিধৌত করিয়া সেই কপিল নির্দ্দিষ্ট গতি ( মুক্তি ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ [ ৩ কপিল অবতার ]

অত্রি, ভগবান্‌কে পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবান্ তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন " তোমায় আমি আমাকে প্রদান করিলাম " এইরূপ বর প্রদান করিয়া যিনি আপন আত্মারে পুত্ররূপে প্রদান করেন। এবং যদু হৈহয় প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহার পাদপঙ্কজ পরাগে পবিত্র দেহ হইয়া ঐহিক আমুষ্মিক রূপী অথবা ভুক্তি মুক্তি রূপী—উভয় যোগর্দ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন ॥ ৪ ॥ [ ৪ দত্তাত্রেয়াবতার ]

আমি সর্ব্বাদৌ " বিবিধ লোক সৃষ্টি করিব " এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করি ; সেই মদীয় অখণ্ডিত মহত্তপঃ প্রভাবে শ্রীহরি চতুঃসন হইয়া -১- আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবির্ভূত হইয়া তিনি পূর্ব্ব কল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট প্রায় যে আত্মতত্ব তাহা বর্ত্তমান কল্পে সুন্দর রূপে আখ্যান করিয়া যান। ফলতঃ তিনি উহা এমত উৎকৃষ্ট রূপে আখ্যান করিয়াছিলেন যে, মুনিরা তখন উহা শ্রবণ মাত্র তাঁহারে মনেতে দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ [ ৫ কুমারাবতার ]

ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষ কন্যা মুর্ত্তির গর্ভে স্বীয় স্বীয় তপঃ প্রভাবে প্রভাবান্বিত নর নারায়ণ

---

১—অর্থাৎ সনৎকুমারঃ ( ১ ) সনক ( ২ ) সনন্দন ( ৩ ) ও সনাতন ( ৪ ) এই চারিমূর্ত্তি হইয়া।

যুগল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের এমনই তপঃ প্রভাব ছিল যে, সাক্ষাৎ অনঙ্গ-সেনা অপ্সরোগণও তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জ কলেবর হইতে স্বপ্রতীরূপ অপ্সরোগণকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া ব্রতভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই।৬ [ ৬ নর ও নারায়ণ অবতার ] ক্ষতিরা কামকে ক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাকেন। এবং ক্রোধ তাঁহাদের অসহ্য হইলে, সেই ক্রোধ আপনাকেই দগ্ধ করিয়া থাকে; তাঁহারা সেই আত্ম ( ক্রোধ )-দহনকারি ক্রোধকে আর দগ্ধ করেন না অর্থাৎ তাঁহারা অসহ্য ক্রোধকে ক্রোধ দ্বারাই অভিভব করিয়া থাকেন। সেই এই প্রসিদ্ধ ক্রোধ রিপু যাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও অন্তর দাহে সমর্থ হয় না প্রত্যুত সম্পূর্ণরূপে ভীত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় তাঁহার মনকে, কাম আবার কিরূপে আশ্রয় করিবে ? ॥ ৭ ॥

ধ্রুব, বালক হইয়াও বিমাতার বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়া রাজা উত্তানপাদের নিকট তপস্যার্থ বনে গমন করেন। অনন্তর তিনি সিদ্ধ হওয়াতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবপদ প্রদান করেন। যে স্থানকে উপরে ভৃগু প্রভৃতি মুনিরা নিম্নে সপ্তর্ষিরা সকলেই ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ [ ৭ ধ্রুবাবতার ]

যখন ভগবান্ ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া উৎপথগামী, দ্বিজ বাগবজ্র দ্বারা দগ্ধৈশ্বর্য্য ও দগ্ধপৌরুষ, নরককুণ্ডে পতনোন্মুখ বেণকে উদ্ধার করিয়া জগতে তাহার পুত্র পদ লাভ করিয়াছিলেন। তখন তিনি এই ধরাধাম হইতে সমুদায় প্রকার ধন (ওষধি) সকল দোহন (আবির্ভাব করিয়া ছিলেন ॥ ৯ ॥ [৮ পৃথু অবতার]

এই শ্রীহরিই নাভির ( অগ্নীধ্র পুত্রের ) ঔরসে সুদেবীর গর্ভে পুত্র রূপে অবতীর্ণ হন। যিনি সমদৃক্ ও নিত্য সমাধিমান্ হইয়া জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহার সমাধিকে ঋষিরা পারমহংস্য পদ বলিয়া থাকেন। তিনি স্বস্থ, শান্তেন্দ্রিয়, এবং সমস্তসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ [ ৯ ঋষভাবতার ]

সেই ভগবানই আবার আমার যজ্ঞে হয়শীর্ষ নামে সুবর্ণ-বর্ণ যজ্ঞপুরুষ রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। ইনিই ছন্দোময়, ইনিই যজ্ঞময় এবং ইনিই নিখিল দেবতা স্বরূপ হইতেছেন। ইহাঁর শ্বাস পরিত্যাগের সঙ্গে নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদলক্ষণ বাক্য সমুদায় আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥ [ ১০ হয়গ্রীবাবতার ]

যখন যুগান্তে জলে জলাময় হইয়া যায় সেই সময়ে, সেই একার্ণবে মনু, এই ভগবানকে মৎস্যরূপে উপলব্ধি করেন। তখন মৎস্যরূপী ভগবান্ নিখিল জীব শরীরের আশ্রয়ভুত ক্ষৌণীময় পদার্থকে ( নৌকাকে ) আশ্রিত করিয়া আমার মুখবিনির্গত বেদ সকল তাহাতে স্থাপন পূর্ব্বক সেই মহাভয়-সঙ্কুল সলিলে হর্ষের সহিত বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

[ ১১ মৎস্যাবতার ]

যখন অমরগণ অমৃত লালসায় ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়া অচলকে ( মন্দর পর্ব্বতকে ) মন্থন দণ্ড করেন তখন আদিদেব কচ্ছপ শরীরী হইয়া সেই ঘূর্ণ্যমান অচল নিজ পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পৃষ্ঠোপরি সেই অদ্রি-ঘূর্ণন নিদ্রাবস্থায় গাত্র কণ্ডূর ন্যায় সুখপ্রদ হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥ [ ১২ কূর্ম্মাবতার ]

তিনিই আবার দেবগণের মহৎভীতিনাশক শ্রীনৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভ্রাম্যমান ভ্রুকুটি, দংষ্ট্রা ও করাল বদন বিশিষ্ট অতি তেজস্বী দৈত্যেন্দ্রকে অতিশীঘ্রই গদাভিঘাতে ভূম্যবলুণ্ঠিত করিয়া সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় উরু দেশে নিপাতিয়া নখ সমূহদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ [ ১৩ নৃসিংহাবতার ]

অমুভ-হস্ত যূথপতি সরোবরের মধ্যে মহাবল নক্রকর্ত্তৃক পাদদ্বয়ে গৃহীত হইয়া অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। তখন সে ক্লিষ্ট হইয়া এইরূপ বলিয়াছিল ;—" হে আদি পুরুষ! হে অখিল-লোকনাথ! হে তীর্থশ্রবঃ! হে শ্রবণ-মঙ্গল-নামধেয়! " ( আমায় রক্ষা কর ) । ১৫ ইহা শুনিয়া পতগরাজ ( গরুড় )-ভুজাধিরূঢ়, অপ্রমেয়, চক্রায়ুধ ভগবান্ শ্রীহরি কৃপা পূর্ব্বক চক্র দ্বারা নক্রের মুখ বিদীর্ণ করিয়া সেই মরণাপন্ন হস্তীরে শুণ্ড ধরিয়া তাহার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ [ ১৪ হরিসজ্ঞক অবতার ]

যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু অদিতিপুত্রগণের মধ্যে বয়ক্রমে সকলের অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি এই সমুদায় লোকই ( স্বীয় পাদ বিন্যাস দ্বারা ) আক্রমণ (ব্যাপ্ত) করিয়াছিলেন। "বলিরাজ যেরূপ ধর্ম্মপথে আছে, তাহাতে যাচ্ঞা বিনা অন্য কোনো উপায়েই ইহাকে ঐশ্বর্য্যমত্ততা হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিব না ' ভগবান্ এইরূপ ভাবিয়া বামনমূর্ত্তি হইয়া ত্রিপাদমাত্র ভূমি যাচ্ঞা ছলে সমুদায় লোকই অধিকার করিয়া লন।" যিনি আপন শিরোদেশে উরুক্রমের পাদপ্রক্ষালনোদক বহন করিয়াছিলেন। যিনি প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার অন্যথা করিতে ইচ্ছা করেন নাই। অঙ্গ! দেখ, যিনি প্রতিশ্রুত পালনের জন্য আপন শরীর পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া ভগবানের প্রার্থিত তৃতীয় পাদটী পূরণ করিয়াছিলেন তাদৃশ মহাত্মা বলিরাজের পক্ষে, এই সমস্ত বিবিধ আধিপত্য পুরুষার্থই নহে (সুতরাং ভগবান্ তাঁহাকে প্রকৃত পুরুষার্থ প্রদান করিবার জন্যই এরূপ ছলনা করিয়াছিলেন) ॥ ১৮ ॥ [ ১৫ বামনাবতার ]

হে নারদ! দেখ, সেই ভগবানই আবার হংস মূর্ত্তিতে ত্বদীয় অতিশয় ভক্ত্যুদ্রেকে পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তিযোগ ও আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবত নামক জ্ঞান শাস্ত্র, এই দুইটী তোমায় ভাল রূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। বাসুদেব শরণাগত জনেরা উহা লাভ করিয়া শীঘ্রই জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ [ ১৬ হংসাবতার ]

যিনি মন্বন্তরগণের মধ্যে মনুবংশধর হইয়া স্বকীয় তেজচক্র দশ দিগে অপ্রতিহতভাবে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি চরিত্র প্রভাবে প্রথিত হইয়া ত্রিলোকির উপরিস্থিত সত্য লোক পর্য্যন্ত স্বীয় কমনীয় কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক দুষ্ট রাজগণকে দমন করিতেছেন ॥ ২০ ॥ [ ১৭ মন্বন্তরাবতার ]

ভগবান্ ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়া ধন্বন্তরি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ধন্বন্তরি, মহারোগী মনুষ্য-দিগের সম্বন্ধে স্বয়ং কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া নিজ নাম মাত্র ঔষধ দ্বারা শীঘ্রই রোগ সমূহ নষ্ট করি-তেছেন। স্বয়ং অমৃতায়ু হইয়াও যজ্ঞে দৈত্যগণ অধিকৃত অমৃত ভাগ লাভ করিতেছেন। এবং আয়ুর্ব্বিষয়ক শাস্ত্রেরও অনুশাসন করিতেছেন ॥ ২১ ॥ [ ১৮ ধন্বন্তরি অবতার ]

ক্ষত্রিয়েরা সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া বিধি বিড়ম্বনায় অত্যন্তই উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। তাহাদের নরক দুঃখ ভোগ লালসা প্রাদুর্ভূত হইল। অর্থাৎ ব্রহ্মদ্রোহি ও বেদমার্গ বহিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীর কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিল। সুতরাং এই ভগবানই উগ্রপ্রভাব সম্পন্ন পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণধার পরশু (টাঙ্গি) দ্বারা ত্রিঃ সপ্তবার (২১) সেই সব অবনীকণ্টকগণের উচ্ছেদ করিলেন ॥ ২২ ॥ [ ১৯ পরশুরামাবতার ]

আমাদিগকে রাক্ষস হইতে পরিত্রাণ পাওয়াইবার জন্য মায়েশ মায়ার সহিত ইক্ষ্বাকু বংশে অবতীর্ণ হন। অনন্তর গুরু আজ্ঞা বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত বনে প্রবেশ করেন। যাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া দশকন্ধর ( রাবণ ) বিনাশ প্রাপ্ত হয়।[২৩] প্রিয়া দূরে ( সমুদ্র পারে ) থাকা প্রযুক্ত ভগবানের দৃষ্টি, রোষাগ্নিতে অত্যন্তই উচ্ছিত ও অরুণবর্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহার ঐরূপ অত্যুচ্ছিত অত্যরুণ দৃষ্টিতে অত্যন্ত তপ্যমান যে মকর, উরগ ও নক্রসমূহ, তৎবিশিষ্ট এবং ত্রিপুর-দাহেচ্ছমহাদেবের ন্যায় শত্রুপুর দাহেচ্ছু সেই ভগবানের উদধি আরোহণ-ভয়ে সমুদ্র কম্পিত কলেবর হইয়া যাঁহাকে অতি শীঘ্রই মার্গ প্রদান করে।[২৪] যুদ্ধে বক্ষস্থল স্পর্শে ঐরাবত ভগ্ন দন্ত দ্বারা ধবলী কৃত দিক সকলের অধিনায়ক রাবণ অহঙ্কারে মনে মনে "অহো! আমার ন্যায় সামর্থ্যবান বলী ত্রিলোকির মধ্যে আর কেহ নাই" এইরূপ ভাবিয়া বড়ই হাসিয়া ছিল। স্বপর সৈন্য মধ্যে সাহঙ্কারে বিচরণশীল সেই পরদার হর্ত্তার উক্ত হাস্য ধনুকের টঙ্কার নির্ঘোষ দ্বারা অতি শীঘ্রই একেবারে প্রাণের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫ ॥ [ ২০ শ্রীরামাবতার ]

অসুরাংশভূত রাজগণের সৈন্য ভার পীড়িত ভূমির ক্লেশ দূর করিবার জন্য ইতর সাধারণের অনুপলক্ষ্যগতি সিত-কৃষ্ণ-কেশকলাপ বিশিষ্ট ভগবান্ ( শ্রীকৃষ্ণ ) রামের সহিত জন্ম গ্রহণ করিবেন। অনন্তর স্বীয় মহিমোপজাত অমানুষ কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৬ ॥ [ ২১ শ্রীবলভদ্র ও ২২ শ্রীকৃষ্ণাবতার ]

অতি শৈশবাবস্থায় পূতনার বধ, ত্রৈমাসিক বালকের হামাগুড়ি দিয়া শকটের মধ্যে পাদ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার অপসারণ এবং অতুচ্চ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের যে উন্মূলন এই সমুদায় অত্যদ্ভুত কার্য্য তাঁহার অবতারত্ব বিনা কখনই সম্ভাবিত নহে॥ ২৭ ॥ [শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব সংস্থাপন ] যিনি ব্রজেতে বিষমিশ্রিত জলপায়ী ব্রজপশু, ও ব্রজ গোপগণকে অনুগ্রহ সুধাদৃষ্টি বৃষ্টি দ্বারা উজ্জীবিত করেন ( অর্থাৎ ) তাহাদিগকে নির্ব্বিষ করিবার জন্য যমুনায় বিহার করিতে করিতে সেই অতি বিষবীর্য্য জনিত চঞ্চল রসনাবান কালিয় সর্পের দমন করেন। [২৮] লোকে তাদৃশ কার্য্য অলৌকিকের ন্যায়ই হইয়াছে, ( তাহাতে আর সন্দেহ কি ? )। সেই অগম-প্রভাব ভগবান্, রামের সহিত একত্র হইয়া দাবাগ্নিদ্বারা শুষ্ক বন পরিদগ্ধ করিলে রাত্রিকালে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে শয়ান ব্রজনিবাসিগণের সুতরাং তখন মরণকাল নিশ্চিত হয় সে অবস্থায় যিনি তাদৃশ মরণনিশ্চিত-ব্রজবাসিদের নেত্রদ্বয় মাত্র আচ্ছাদিত করাইয়া উদ্ধার করিবেন। [২৯] তাঁহার মাতা তাঁহারে বাঁধিবার জন্য যতই রজ্জু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সেই অদ্ভুত পুত্রের উদরে কিছুতেই কুলায় না। গোপী ( যশোদা ) তখন অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন্। ইহা দেখিয়া ভগবান্ তাঁহারে জৃম্ভন তুলিবার সময়ে আপন মুখের মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখাইলেন। তখন তিনি ( ঐরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ) নিঃশঙ্কিতা হইলেন। [৩০] নন্দকে বরুণ পাশ-ভয় হইতে মুক্ত করিবেন। এবং ময়পুত্র দানব দ্বারা আক্রান্ত গোপগণ গুহাতে লুক্কায়িত হইলে, তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন। এতদ্ভিন্ন গোকুলবাসি জনগণ যখন সমস্তদিন অতিরিক্ত শ্রম করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিবে তখন তাহাদিগকে স্বীয় শ্রীবৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইবেন॥ ৩১ ॥

গোপগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ প্রতিহত হইলে ব্রজপুরী প্লাবিত করিবার জন্য যখন দেবতা (মেঘ) সপ্ত দিন যাবৎ অনবরত বর্ষিতে লাগিবেন তখন ভগবান্ সপ্তমবর্ষের বালক হইয়াও পশুগণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় একমাত্র অনঘ হস্তে ঠিক যেন ছত্রাকের ন্যায় অবলীলাক্রমে যেন খেলা করিতে করিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিবেন॥ ৩২ ॥

বিকীর্ণ নিশাকর কর সমূহে অতি স্বচ্ছ শুভ্র রাত্রিতে ভগবান্ বনে রাসোৎসুক হইয়া ক্রীড়া পরতন্ত্র হইলে যখন মঞ্জুলপদ সমূহ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনা আলাপ যুক্ত গীত শ্রবণ জন্য উদ্দীপিত কামরোগগ্রস্ত ব্রজভূৎ-বধূগণকে হরণ করিবার উদ্দেশে কুবেরানুচর শঙ্খচূড় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন তিনি তাহার মস্তক হরণ ( ছেদন ) করিবেন॥ ৩৩ ॥

যে সকল প্রলম্ব, খর, দর্দুর, কেশী, অরিষ্ট, মল্ল, ইভ, কংস, যবন, কুজ ও পৌণ্ড্রকাদি তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সাল্ব, কপি, বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, সংবর, বিদূরথ, ও রুক্মি মুখ্যগণ, এবং যাহারা, সংগ্রামে অতিশ্লাঘা করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কাম্বোজ,

মৎস্য কুরু সৃঞ্জয় ও কেকয়াদি সকল,--ইহারা সকলেই কপট নামধারী বলবান্ ভীম অর্জ্জুন রূপী শ্রীহরি দ্বারা নিহত হইয়া অদৃশ্যভূত তদীয় নিলয়ে (বৈকুণ্ঠে) অবশ্যই গমন করিবেক ॥৩৪॥ ॥ ৩৫ ॥

[অথ ব্যাসাবতার] কালপ্রভাবে মনুষ্যগণ অল্পধী ও অল্পায়ু হইলে, আহা! তখন তাহাদের নিজ নিগম ধর্ম্ম দুর্গম হইয়া উঠিবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই ভগবান্ই আবার যুগানুরূপে সত্যবতীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া নিগমতরুকে শাখা প্রশাখায় বিভাগ করিবেন ॥ ৩৬ ॥ [ ২৩ ব্যাসাবতার ]

নিগমপথে অবস্থিত লোকদিগের বিঘ্নকারী ও দেবতাগণের দৃঢ় বিদ্বেষকারী যে সকল লোক, তাহাদিগকে ময়বিহিত অলক্ষ্য বেগ সম্পন্ন পুরী সমূহ দ্বারা বুদ্ধির বিমোহ ও বুদ্ধিতে অযুক্ত নিশ্চয় করাইবার জন্য ভগবান্ পাষণ্ডবেষে অবতীর্ণ হইয়া উপধর্ম্ম অনেক করিয়া আখ্যান করিবেন ॥ ৩৭ ॥ [ ২৪ বুদ্ধাবতার ]

যখন সাধুলোকদিগেরও গৃহেতে শ্রীহরি-কথালাপ না হইবে, নরদেব দ্বিজগণ শূদ্র ও পাষণ্ড তুল্য হইবেন। সেই সময়ই কলিযুগের শেষ। ভগবান্ সেই শেষাবস্থায় সেইসমস্ত দুষ্টগণের শাস্তা হইবার জন্য যে গৃহে স্বাহা, স্বধা, ও বষট্ বাণী সমুদায় উচ্চরিত না হইবে সেই গৃহে গিয়া অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৩৮ ॥ [২৫ কল্কি অবতার]

সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত তপঃ প্রভাবসম্পন্ন আমি এবং ঋষিপদবাচ্য নয় জন প্রজাপতিরা; পালন কার্য্যে নিযুক্ত, ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু সকল, অমর সকল ও অবনীশ সকল; সংহার কার্য্যে নিযুক্ত অধর্ম্ম, রুদ্র ও সর্প সকল। ইহাঁরা সমুদায়ই সেই এক বহুশক্তিমান্ ভগবানের মায়া বিভূতি স্বরূপ হইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

যিনি ত্রিবিক্রমরূপে অপ্রতিহত স্বকীয় পাদবেগ দ্বারা স্বীয় ত্রিসাম্যাত্মক প্রধান স্থান আরম্ভ করিয়া বহুকম্প-যান সত্যলোক পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সমুদায় লোকই আক্রমণ করিয়াছিলেন। কে এমন ব্যক্তি আছেন, যে তাদৃশ শ্রীবিষ্ণুরও সামর্থ্যের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবেন? যে পণ্ডিত পৃথিবীর ধূলিকণা সমুদায়ও গণনা করিয়াছেন তিনিও সমর্থ নহেন ॥ ৪০ ॥

তোমার অগ্রজ এই সমস্ত মুনিগণ এবং আমি কেহই সেই মায়াবল পুরুষের অন্ত জানিতে পারিতেছি না। অধিক কি, আদিদেব শেষ ইহাঁর গুণ সমূহ বর্ণন করিবার জন্য সহস্রানন হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপিও অন্ত পাইলেন না! অন্যে আর কি প্রকারে জানিবে? ॥ ৪১ ॥

সেই এই অনন্তগুণ ভগবান্ তাহাদেরই উপরে দয়া করিবেন জানিবে, যাহারা নিষ্কপট ভাবে সর্ব্বত তাঁহারই চরণ মাত্র আশ্রয় করিয়া আছে। ফলতঃ যাঁহারা তাঁহার দয়া লাভ করি-

তেছেন তাঁহারাই এই দুস্তর দেবমায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতেছেন; তখন আর তাঁহার এই শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য ( অবিনশ্বর ) দেহে 'আমি' 'আমার' বলিয়া মমতা জ্ঞান থাকে না ॥ ৪২ ॥

তোমরা মহাদেব দৈত্যবর্য্য ভগবান্ প্রহ্লাদ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার পত্নী ( শতরূপা ) তাঁহার আত্মজ সকল প্রাচীন বর্হি ঋভু অঙ্গ ধ্রুব এবং আমি তাঁহার এই যোগ মায়া অবগত আছি। [৪৩] ইক্ষ্বাকু বৈণ মুচুকুন্দ বিদেহ গাধি রঘু অম্বরীষ সগর গয় নাহুষাদি, মান্ধাতা অলর্ক শতধনু রন্তিদেব, দেবব্রত বলি অমূর্ত্ত অজ দিলীপ [৪৪] সৌভরী উতঙ্ক শিবি দেবল পিপ্পলাদ, সারস্বত উদ্ধব পরাশর ও ভুরিষেণ তদ্ভিন্ন বিভীষণ হনুমান উপেন্দ্রদত্ত ( শুক ) পার্থ আর্ষ্টিসেণ বিদুর ও শ্রুতদেববর্য্য [৪৫]—ইঁহারাও দেবমায়া অবগত আছেন; সুতরাং সেই দৈবীমায়া হইতে উত্তীর্ণও হইতেছেন। ফলতঃ স্ত্রী শূদ্র হূণ শবর প্রভৃতি অথবা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত পাপ জীবগণই হউক না কেন, যদি অদ্ভুতবিক্রম-সেবাপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই ভাগবত শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলে সকলেই ঐরূপে তাঁহার দৈবী মায়া জ্ঞাত হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ৪৬ ॥

তিনি নিত্য প্রশান্ত ভয়রহিত প্রতিবোধ মাত্র শুদ্ধ সম সৎ অসৎ হইতে পর ও আত্ম তত্ত্ব স্বরূপ হইতেছেন। শব্দ যেখানে ক্রিয়ার জন্য বহু কারকবান্ হয় না। এবং মায়া যাঁহার সম্মুখে বিলজ্জমানা হইয়া দূর হইতেই পলায়ন করিয়া থাকে। [৪৭] পণ্ডিতগণ সেই স্বরূপই পুরুষের পর স্বরূপ অর্থাৎ যাহাকে অজস্র সুখ ও বিশোক স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। যত্নশীল জনগণ মনকে স্থির করিয়া মোক্ষ সাধন অভেদ জ্ঞান লালসা পরিত্যাগ করিবেন। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সমৃদ্ধ সম্পন্ন হইলে তাহার পূর্ব্বাবস্থার কূপ-খনন-সাধন খনিত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে তদ্রূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থার সুখ-সাধন মোক্ষ-সাধন অভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রসাদ মাত্র লাভ করিবেন। [৪৮] সেই ভগবানই আমাদের সমুদায় শুভকর্ম্মের দাতা, যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে ব্রাহ্মণগণস্বভাব বিহিত শুভকর্ম্মের ফল দাতা তিনিই হইতেছেন। দেখ, দেহ যখন আপনার আরম্ভক জীবাত্মা হইতে বিচ্যুত হয় তখন সে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অজ স্বরূপ সেই জীবাত্মা আকাশের ন্যায় যেখানকার সেই খানেই অবস্থিত থাকেন, তিনি আর কিছুমাত্র বিশীর্ণ হন না ॥ ৪৯ ॥

বাপু! তোমায় সংক্ষেপে সেই—এই—বিশ্বভাবন ভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া দিলাম। ফলতঃ কার্য্য কারণ রূপে যাহা কিছু দৃশ্য হইতেছ—এ সমস্ত শ্রীহরি হইতে কিছু পৃথক্ নহে ॥ ৫০ ॥

ভগবৎ বিভুতি সমুদায়ের সংগ্রহ স্বরূপ এই ভাগবত নামক শাস্ত্র প্রথমে ভগবান্ আমায় উপদেশ করেন। এক্ষণে তুমি ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন কর। [৫১] ফলতঃ তুমি এরূপ বিচার পূর্ব্বক বর্ণন করিবে যাহাতে সেই সর্ব্বাত্মা অখিলাধার ভগবান্ শ্রীহরিতে মনুষ্যগণের ভক্তি উদিত হয় ॥ ৫২ ॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় ঈশ্বর মায়া বর্ণন করে, এবং যে সেই বর্ণন নিত্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার আত্মা ( বুদ্ধি ) মায়াদ্বারা মোহিত হয় না ॥ ৫৩ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সৃষ্ট্যাদিবিভূতি বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

( ৩ )

## অথ অষ্টম অধ্যায় ॥

রাজা বলিলেন। ব্রহ্মন্! দেবদর্শন নারদ অগুণের গুণবর্ণন বিষয়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যাঁহাকে যাঁহাকে এবং যে যেরূপে তাঁহার গুণানুবাদ তত্ত্ব বলিয়াছিলেন।[১] এক্ষণে আমি সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। হে তত্ত্ববিদশ্রেষ্ঠ! হে মহাভাগ! আপনি অদ্ভুত-প্রভাব শ্রীহরির লোক-সুমঙ্গল কথাগুলি আমায় এরূপে বলুন যাহাতে আমি এই অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিঃসঙ্গভাবে মনোনিবেশ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি ॥ ২ ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবৎ কথাগুলি প্রত্যহ শ্রবণ করিয়া থাকে এবং তাঁহার সুচেষ্টিত ( লীলা ) গুলির অভিনন্দন করিয়াথাকে, ভগবান্ অনতি দীর্ঘ কালেই তাহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন।[৪] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের হৃদয়ে কর্ণরন্ধ্র দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াথাকেন। প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে শরৎকালের জলের ন্যায় পাপ সমূহ ক্ষালন পূর্ব্বক স্বচ্ছ করিয়া থাকেন।[৫] প্রবাস হইতে আগত স্বীয় আবাস প্রাপ্ত পান্থ যেমন আপন আবাস আর পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না তদ্রূপ তখন সেই স্বচ্ছ সর্ব্বক্লেশ-বিনির্ম্মুক্ত ভক্ত পুরুষও শ্রীকৃষ্ণপাদমূল আর পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন না ॥ ৬ ॥

কেমন ব্রহ্মন্! এই ভূত-সম্বন্ধশূন্য অলৌকিক আত্মার ভূত-সমষ্টি দ্বারা দেহারম্ভ হইয়াছে। ইহার কি কোন কারণ আছে? অথবা স্বভাবতই এইরূপ হইয়া থাকে? ফলতঃ এতদ্বিষয়ে আপনি প্রকৃতরূপই অবগত আছেন ॥ ৭ ॥

যাঁহার উদর হইতে লৌকিক রচনানুরূপ পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। লৌকিক পুরুষ যেমন যতগুলি অবয় বিশিষ্ট সেই এই ঈশ্বরও ততগুলি অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অতএব জীব ও ঈশ্বরে পার্থক্য কি?।[৮] নাভিপদ্ম-সমুদ্ভব সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মা যাঁহার অনুগ্রহে ভূতসকল সর্জন করিতেছেন। এবং যে অনুগ্রহ প্রভাবে তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া-

ছিলেন।[৯] সেই সর্ব্বহৃদন্তর্য্যামী মায়ী পুরুষ, প্রকটিত মায়ার দিকে দৃষ্টি প্রদান পূর্ব্বক যেরূপে অবস্থিত আছেন ও যাহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। [১০] দিকপালগণের সহিত এই সমুদায় লোক সেই পুরুষের অবয় সমূহ দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যেহেতু " দিক্-পালগণের সহিত বর্ত্তমান এই লোক সমুদায় দ্বারা তাঁহার অবয়গুলি কল্পিত হইয়াছে " এইরূপে পূর্ব্বে তোমার মুখেই অবগত আছি। [১১] কল্প ও বিকল্পের পরিমাণ এবং যেরূপে কাল সামান্যের অনুমান করা যায়। তথা, ভূত ভব্য ও ভবৎ শব্দের অর্থ ও স্থূল দেহাভিমানি মনুষ্য পিতৃ দেবাদির যে আয়ু পরিমাণ। [১২] কালের গতি কদাচিৎ অণু, কদাচিৎ বৃহৎ হয়; হে দ্বিজসত্তম! কর্ম্মগতি সকল যেরূপ ও যাবৎ সংজ্ঞক। [১৩] গুণপরিণামেচ্ছু ও গুণগণের মধ্যে যে পরিমাণে পুণ্য পাপ কর্ম্ম সমুদয় যেরূপে যাহা দ্বারা উপভুক্ত হয়। [১৪] ভূ, পাতাল, ককুব্, ব্যোম, গ্রহ, নক্ষত্র, ও ভূভৃদ্গণের এবং সরিৎ, সমুদ্র ও দ্বীপ সমুদায়ের উৎপত্তি, এবং এই সকল যাহাদের আশ্রয় স্থান বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে—সেই সকল প্রাণিগণের। [১৫] বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে অণ্ডকোষের প্রমাণ, মহৎ লোকগণের কীর্ত্তি, বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের আচার সকল। [১৬] শ্রীহরির যে আশ্চর্য্যতম আবতারিক অনুষ্ঠান, যুগ সকল, যুগমান এবং যুগে যুগে যুগানুরূপ যে ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়। [১৭] মনুষ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম যেরূপ; ব্যবসায়োপজীবি, রাজর্ষি ও সমূহ আপৎগ্রস্ত হইয়াও যাহারা জীবিত থাকে তাহাদের ধর্ম্ম। [১৮] প্রকৃত্যাদি তত্ত্বসমুদায়ের স্বরূপ, হেতুলক্ষণের লক্ষণ, পুরুষের আরাধন-বিধি, ও আধ্যাত্মিক যোগের বিধি। [১৯] যোগেশ্বরগণের ঐশ্বর্য্য গতি, যোগিগণের লিঙ্গশরীরের তিরো-ভাব, বেদ উপবেদ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস পুরাণ এইচয়ের।[২০] তথা, ভূত সকলের অবান্তর প্রলয়, স্থিতি মহাপ্রলয় ইষ্টা পূর্ত্ত কাম্য ও ত্রিবর্গের যেরূপ বিধি। [২১] লীনোপাধী জীবগণের উৎ-পত্তি ও জীবের বন্ধমোক্ষ ও তদতিরিক্ত স্বরূপে অবস্থান এবং পাষণ্ডের উৎপত্তি।[২২] তথা স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ যেরূপে আত্ম-মায়াদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন এবং সেই বিভুই আবার প্রলয় কালে মায়ারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেরূপে সাক্ষী স্বরূপ হইয়া বিরাজিতেছেন।[২৩] হে মহামুনি! আমি এই সমস্ত আপনাকে জিজ্ঞাসিতেছি; অতএব এ বিপন্নকে এই সমুদায় বিষয় আপ-নিই যথাক্রমে তত্ত্ত বলিতে যোগ্য হইতেছেন॥ ২৪॥

যেমন আত্মভূ ভগবান্ পরমেষ্ঠী এতদ্বিষয়ের সম্যক জ্ঞাতা, তৎপরবর্ত্তি মহাভাগেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন কৃত পথে অবস্থিত হইবায় তাঁহারাও সেইরূপই সম্যক্ অবগত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ২৫॥

ব্রহ্মন্! অচ্যুত কথামৃত পান করিয়া আমার অনশন ও দ্বিজশাপ জন্য কিছু মাত্র প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে না॥ ২৬॥

সুত বলিলেন। সেই ব্রহ্মরাত, সাধুপালক বিষ্ণুরাত-সভাতে মহারাজাকর্ত্তৃক সরল হৃদয়ে এইরূপ বিষ্ণু কথা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া অতীব প্রীত হইয়াছিলেন।[২৭] অন[ন্ত]র ভগবান্ ব্রহ্মজন্মোপলক্ষিত এই কল্পের আদিতে ব্রহ্মারে ব্রহ্মসম্মিত যে ভাগবত নামক পুরাণ বলিয়াছিলেন।[২৮] পাণ্ডবগণশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ যাহা যাহা জিজ্ঞাসিলেন শুকদেব আনুপূর্ব্বিক সেই সমুদায়ের উত্তর, সেই ভগবৎ-প্রোক্ত ভাগবত কথা দ্বারা বলিতে উপক্রম করিলেন ॥ ২৯ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পারীক্ষিৎ প্রশ্ন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

( হরিঃ ওঁ )

## অথ নবম অধ্যায় ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন। হে রাজন্! দেখ, যিনি অনুভব ( জ্ঞান ) স্বরূপ, প্রকৃতি হইতে পর তাঁহার আপন মায়া ব্যতিরেকে এরূপ স্বপ্ন-দ্রষ্টার ন্যায় তত্ত্বত অর্থ-সম্বন্ধ ঘটে না।[১] ইনি এই বহুরূপিণী মায়া দ্বারা ঠিক্ যেন বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, (অর্থাৎ) গুণসমুদায়ে আসক্ত হইয়া " আমি, আমার " এইরূপ আরোপিত অভিমান করিতেছেন।[২] যখন আপনার সেই কাল ও মায়া হইতে শ্রেষ্ঠ পরম সামর্থ্যটী আশ্রয় করিবেন, তখন আবার আমি আমার এই উভয় অভিমানই পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থান করিবেন।[৩] ব্রহ্মা প্রকৃত রূপে তপঃ পরায়ণ হন এই হেতু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে আপন প্রকৃত স্বরূপ-লক্ষণ চিদ্‌ঘন স্বরূপ দেখাইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞানার্থ যাহা বলিয়াছিলেন ( তাহা ভগদ্-ভজনা ব্যতীত আর কিছু নহে ) ॥ ৪ ॥

জগতের পরম গুরু সেই আদি দেব ( ব্রহ্মা ) আদৌ পদ্মে অবস্থান করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য আলোচনা মাত্র করিয়াছিলেন অর্থাৎ কিরূপে সৃষ্টি করি? এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। সৃষ্টি বিষয়ে উপযুক্ত প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ প্রকার যাহা দ্বারা হইয়া থাকে তাদৃশ প্রজ্ঞাটি তখন প্রাপ্ত হন নাই। ৫ বিভু এইরূপ ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে স্পর্শবর্ণ -১- সমুহের মধ্যে যাহা ষোড়শ ও একবিংশ -২- আহা! রাজন্! যাহা একান্ত ভক্ত অকিঞ্চনগণের এক মাত্র ধন -৩-

১—স্পর্শ ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণের সংজ্ঞা।

২—ষোড়শ বর্ণ 'ত' এবং একবিংশ বর্ণ 'প'।

৩—এই জন্যই তাঁহাদের 'তপোধন' নাম হইয়াছে।

বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে তাদৃশ বর্ণদ্বয় উদক মধ্যে দুইবার উচ্চারিত হইল, শুনিতে পাইলেন।[৬] এই রূপ শুনিয়া সেই দ্বিরুচ্চরিত বাক্য কে বলিল দেখিবার মানসে সেখান হইতে উচ্চলিত হইয়া চারিদিগে অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনোখানেও কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন ঐ বাক্যকে আপন হিতকর বিবেচিয়া আদিষ্ট হইয়াই যেন তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন -১- ॥ ৭ ॥

অনন্তর সেই অমোঘ দর্শন অতি তপস্বী আদি পুরুষ, জিতাত্মা, জিতমানস, জিত-উভয়েন্দ্রিয় ও সমাহিত হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ অখিল লোক প্রকাশক ( বিশ্বসর্জ্জনকারক ) ঘোরতর তপস্যা করেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ ( বিষ্ণু ) এইরূপে উপাসিত হইয়া যাহা হইতে উৎকৃষ্ট নাই, যেখানে সংক্লেশ মোহ ভয় কিছু মাত্র নাই এবং যাহা শুভাদৃষ্টশালী পুরুষগণেরই প্রাপ্য এতাদৃশ স্বকীয় পরলোকটি তাঁহারে প্রদর্শন করাইলেন।[৯] যেখানে রজ, তম, সত্ব, এবং রজ স্তমোমিশ্র সত্ব এসব কিছু নাই, কিন্তু শুদ্ধ সত্বই সদা বর্ত্তমান আছে। যেখানে কালের নাশ নাই। বস্তুত যেখানে যখন মায়াই নাই তখন রাগাদি ত নাইই, তাহাতে আর বক্তব্য কি? পক্ষান্তরে যেখানে শ্রীহরির সুরাসুর-পূজিত পার্ষদগণ সতত বিরাজিত আছেন।[১০] তাঁহারা শ্যাম অথচ শ্বেত কান্তিমান্, তাঁহাদের নেত্র সকল কমল সদৃশ, পরিধেয় পীতাম্বর। সকলেই বাহু-চতুষ্টয় যুক্ত, সকলেই দেখিতে অতি কমনীয় অতি সুকুমার ও তেজঃসম্পন্ন। তাঁহাদের পদক নামক আভরণ সকল অতি প্রভাব শালী ভাল ভাল মণি সমূহদ্বারা খচিত।[১১] তাঁহারা প্রবাল বৈদূর্য্য মৃণাল সদৃশ কান্তিমান্ হইতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গে যথাস্থানে কুণ্ডল ও মালা সমূহ দোদুল্যমান রহিয়াছে।[১২] সেই লোকটি দেদীপ্যমান অত্যুত্তম যুবতি-কান্তিচ্ছটায় সর্ব্বতঃ প্রকাশিত হইতেছে। এবং আকাশ যেমন সবিদ্যুৎ মেঘাবলি সমূহে বিদ্যোতমান হইয়া থাকে তদ্রূপ ঐলোকও মহাত্মাগণের প্রদীপ্ত বিমানাবলি সমূহে বিদ্যোতমান হইতেছে ॥ ১৩ ॥ লক্ষ্মী যেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া উরুগায়ের পাদদ্বয় নানাবিভব দ্বারা পূজা করিতেছেন। প্রেম জন্য আন্দোলন গ্রহণ করিতেছেন। এবং কুসুমাকরের অনুগামি ( ভ্রমর ) গণের সহিত বিবিধ রূপে গায়ন-তৎপরা হইয়া ও প্রিয়তমেরই কর্ম্ম গান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা ঈদৃশ লোক সন্দর্শন করিয়া ভগবানকে তখন এইরূপ দেখিতে পাইলেন;—সুনন্দ নন্দ প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি যেসকল স্বকীয় পার্ষদ মুখ্য আছেন তাঁহারা, নিখিল ভক্তগণের পতি, শ্রী

১—অর্থাৎ জলের মধ্যে 'তপ, তপ' ( তপ কর, তপ কর ) এইরূপ বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মা মনে করিলেন, ভগবান্ আমায় তপস্যা করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সমুদায়ের পতি, যজ্ঞ সমুদায়ের পতি ও জগৎ সমুদায়ের পতি সেই বিভুকে সেবা করিবার জন্য চারিদিকে অবস্থিত রহিয়াছেন। [১৬] ভগবান্ ভৃত্যগণকে প্রসন্ন করিতে অভিমুখীন হইয়া রহিয়াছেন। দ্রষ্টাগণের সম্বন্ধে তাঁহার লোচনদ্বয় মধুর ন্যায় আনন্দজনক হইয়াছে। তাঁহার আনন প্রসন্ন হাস্য ও অরুণ-নয়ন বিশিষ্ট। মস্তক কিরীট ও কর্ণদ্বয় কুণ্ডল বিশিষ্ট। চতুর্ব্বাহু। পীতাম্বর পরিধায়ী। এবং বক্ষঃস্থল তাঁহার লক্ষ্মী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। [১৬] পূজনীয় সিংহাসনের উপরে অবস্থিত। চার, ষোড়শ, ও পঞ্চাত্মক শক্তিগণ দ্বারা পরিবৃত। -১- এবং তিনিই আবার অন্যত্র স্বীয় অনিত্য ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা যুক্ত রহিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ হইলেও ঈশ্বর আপন ধামে বিহার করিতেছেন॥ ১৭ ॥

বিশ্বস্রষ্টা ঐরূপ দর্শনাবধি আহ্লাদ-সমাচ্ছন্ন-অন্তর, রোমাঞ্চিত-শরীর ও প্রেমভরে অশ্রু-পূর্ণলোচন হইয়া জ্ঞান মার্গ-গম্য এই ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। [১৮] তখন প্রিয় ভগবান্ প্রীতমনা হইয়া সেই প্রণামাগত সমুপস্থিত প্রিয় কবিকে প্রজা সৃষ্টি কার্য্যে আপন নিয়োগের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার করদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত সুশোভন বাক্য দ্বারা আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে বেদগর্ভ! দেখ, আমি কূট যোগিগণের তপস্যাতেও শীঘ্র তুষ্ট হই না কিন্তু এক্ষণে তুমি জগৎ সিসৃক্ষা নিবন্ধন বহুকাল হইতে যে তপস্যা সংগ্রহ করিয়াছ তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মন! আমিই বরদাতা; তোমার ভাল হইবে; অতএব তুমি এক্ষণে আমার নিকট অভীপ্সিত বর লাভ কর। পুরুষের শুভফল সমূহের প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-প্রয়াস এই আমার দর্শন পর্য্যন্তই জানিবে; অর্থাৎ আমার দর্শন হইলে আর তাহাদের সাধন-প্রয়াস থাকে না। [২১] তুমি যে আমার এই লোক অবলোকন করিতেছ, ইহাও আমারই ইচ্ছার সামর্থ্য জানিবে। জন-শূন্য জলময় স্থানে যে বাক্য শুনিয়া তুমি পরম তপস্যা সম্পাদিয়াছ। [২২] সেই বাক্যও আমিই তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম। কারণ, তুমি সে অবস্থায় প্রকৃতকার্য্যে বিমোহিত ছিলে। বস্তুত তপস্যা আমার সাক্ষাৎ হৃদয় (অন্তরঙ্গা শক্তি) স্বরূপ হইতেছে। হে নিষ্পাপ! আমি সেই তপস্যা দ্বারাই [২৩] সৃষ্টি করিয়া থাকি। সেই তপস্যা দ্বারাই আবার তাহার গ্রাস করিয়া থাকি। এবং সেই তপস্যা দ্বারাই বিশ্বের পালনও করিয়া থাকি। ফলতঃ দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি স্বরূপ হইতেছে ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবন্! তুমি সকল ভূতগণের অধ্যক্ষ হইতেছ। যদিও তুমি তাহাদের

---

১ 'চার' অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ব, অহঙ্কার। 'ষোড়শ' অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, সকলের অধিনায়ক মানস ইন্দ্রিয় এবং পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত। 'পঞ্চ' অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র।

বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া স্বকীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞা শক্তি দ্বারা চিকীর্ষিত বিষয় জানিতে পারিতেছ, তথাপি বলি, তুমি এক্ষণে যাচমানের যাচিত বিষয়টি প্রদান কর। হে নাথ! তুমি অরূপ হইয়াও তোমার স্থূল সুক্ষ্মভুত যে রূপদ্বয় তাহা আমি যাহাতে জানিতে পারি এরূপ শক্তি আমায় প্রদান কর।[২৫] আর তুমি যেরূপে আপন মায়া সম্পর্কে নানা শক্তি সম্পন্ন হইয়া অতি সমৃদ্ধিশালি এই বিশ্বকে বিবিধপ্রকারে সর্জ্জন করিয়া, পালন করিয়া, আপনা দ্বারাই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতেছ।[২৬]—হে অমোঘসঙ্কল্প! উর্ণুনা (মাকড়সা) যেমন নিজ নির্ম্মিত তন্তু দ্বারা নিজেই আবদ্ধ হইয়া থাকে তদ্রূপ তুমিও এই বিশ্বে আবদ্ধ হইয়াছ, অতএব হে মাধব! তোমার তদ্বিষয়ক অদ্ভুত বুদ্ধিটি আমাতেও আধান কর ॥ ২৭ ॥

আমি ভগবান দ্বারা শিক্ষিত হইলে আলস্য বর্জ্জিত হইয়া তাহা অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার অনুগ্রহে প্রজা সৃষ্টি করিয়াও অভিমানে আবদ্ধ হইবো না।[২৮] ভো ঈশ্বর! দেখ, লোকে যেমন সখা, সখার সহিত সমানব্যবহার করে তদ্রূপ তুমিও আমার সহিত সমান ব্যবহার করিয়া তোমার সমান সম্মানিত করিয়াছ; অতএব তোমার প্রজা সৃষ্টিরূপ সেবা কার্য্যে অবস্থিত হইয়া অব্যাকুল থাকিয়া যাবৎ কাল লোক সমূহ (উত্তম অধম ও মধ্যমভাবে) সৃষ্টি করিতেছি, তাবৎ কাল তোমার সম্মানে সম্মানিত হওয়ায় আমিও অজ ও স্বতন্ত্র (কর্ত্তা) বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিতেছি; অতএব প্রার্থনা—এতাদৃশ অভিমান অবস্থায় আমার উৎকট মত্ততা যেন না হয় অর্থাৎ যেটুকু নহিলে নয় সেইমাত্র থাকুক, তদতিরিক্ত আর যেন না হয় ॥২৯॥

শ্রীভগবান বলিলেন। আমি যে অনুভবের সহিত রহস্যের সহিত পরম গোপনীয় জ্ঞান শাস্ত্র ও তদঙ্গ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি এক্ষণে আমার নিকটে সে সমুদায় অবগত হও।[৩০] আমার যেরূপ স্বরূপ, আমি যেরূপ সত্তাবিশিষ্ট এবং আমার যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম সকল—আমার অনুগ্রহে তোমার সে সমস্তের সেই রূপেই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হউক ॥ ৩১ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল, সুক্ষ্ম ও তাহাদের কারণ (প্রকৃতি)—এ সমুদায় আমা ভিন্ন বলিয়া এখন বোধ হইলেও তখন আমাতে বিলীন হইয়া থাকায় আমিই একমাত্র ছিলাম। ফলতঃ সৃষ্টির অনন্তরও এই সমস্ত যাহা কিছু দেখিতেছ সে সমুদায়ও একমাত্র আমিই জানিবে। আবার প্রলয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই একমাত্র আমিই হইতেছি ॥ ৩২ ॥

দ্বি-চন্দ্র দর্শনাদি আভাস জ্ঞানের ন্যায় অনাত্মাতে আত্মার যে প্রতীতি হয় এবং গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত রাহুর অপ্রতীতির ন্যায় আত্মাতে যে আত্মার অপ্রতীতি হয় ইহাই আমার মায়া বলিয়া জানিবে -১- ॥ ৩৩ ॥

১—অর্থাৎ অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান ও বস্তুতে তদভাবাত্মক যে জ্ঞান তাহাকে ভ্রম কহে। এই মিত্য ভ্রমটি

যেমন মহাভূত সকল ছোট বড় সমুদায় বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্টও আছে অথচ অপ্রবিষ্টও আছে -১-। তদ্রূপ আমিও সেই সমস্তে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট আছি ॥ ৩৪ ॥

আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই মাত্র বিচার করিবেন যে " কার্য্য কারণের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যাহা অনুমিত হইবে তাহাই আত্মা " -২-। [৩৫] একাগ্রচিত্তে এই মতেরই আলোচনা করিবেন। তাহাহইলে আপনি কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্ট জীবসমুদায়ে কখনই আর আপনাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান করিবেন না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন ; অজ হরি লোকগণের পরম আধিপত্য স্থানে অবস্থিত ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই আত্ম স্বরূপ অন্তর্হিত করিলেন। [৩৭] সর্ব্বভূতময় ব্রহ্মা সেই অন্তর্হিত প্রত্যক্ষ রূপী শ্রীহরিকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নমস্কার পুর্ব্বক পূর্ব্ব সৃষ্টিবৎ এই বিশ্ব সমুদায় সর্জ্জন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

সেই ধর্ম্মপতি প্রজাপতি একদা স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় অর্থাৎ প্রজাগণের কল্যাণের নিমিত্ত যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন। [৩৯] হে রাজন্ পুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম অনুরক্ত মহাভাগবত মহামুনি নারদ, মায়েশ শ্রীবিষ্ণুর মায়া জানিবার ইচ্ছায় আপন সেই পিতাকে শীল, প্রশ্রয় ও দমগুণ দ্বারা সেবমান হইয়া পরিতুষ্ট করিলেন। [৪০]। [৪১] হে রাজন্! আপনি যাহা আমায় জিজ্ঞাসিতেছেন পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদও সর্ব্বলোক পিতামহ নিজ পিতা তুষ্ট আছেন জানিয়া তাঁহাকেও ইহাই জিজ্ঞাসিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

হে রাজন্! এই ভাগবত নামক দশ-লক্ষণ-সম্পূর্ণ পুরাণ পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতকর্ত্তারে সংক্ষেপে বলেন। ভূতকর্ত্তা প্রীত হইয়া আপন পুত্র নারদকে বলেন। [৪৩] নারদ আবার সরস্বতীতীরে উপবিষ্ট অপ্রমিততেজা পরব্রহ্ম চিন্তাপরায়ণ ব্যাস মুনিকে বলেন ॥ ৪৪ ॥

---

তাবৎ থাকিবে যাবৎ সেই ভ্রম পদার্থ প্রত্যক্ষ না হইতেছে। দ্বিচন্দ্র দর্শন দৃষ্টান্ত অবস্তুতে বস্তু জ্ঞানাত্মক প্রথম ভ্রমের এবং গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত বাহুব অজ্ঞান, দ্বিতীয ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

১—অর্থাৎ ঈশ্বর কার্য্যরূপে যখন আছেন তখন তাহাদের ব্যক্ত ভাব হয় বলিয়া 'প্রবিষ্ট আছেন' এইরূপ ব্যবহার হয় এবং যখন কারণরূপে থাকেন তখন অব্যক্ত ভাব হয় বিধায় 'অপ্রবিষ্ট আছেন' বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। এস্থলে কারণ বলিতে নিমিত্ত কারণ নহে কিন্তু অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২—এস্থলে কার্য্যে কারণের যে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান রূপে অবস্থিতি তাহাকে কার্য্যে কারণের অন্বয় কহে। এবং কারণাবস্থাতে অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির প্রাক্‌ক্ষণে কারণ কিছু কার্য্যে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান রূপে অবস্থিত হইতে পারে না, তাদৃশ অনবস্থিতিকে কার্য্যে কারণের ব্যতিরেক কহে। এই বিশ্বরূপ কার্য্যে এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক, সত্তারূপ বা চিদ্রূপ যে শক্তি, তাহারই সহিত হইয়া থাকে। অতএব তিনিই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অনুমিতহইয়া থাকেন।

বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া স্বকীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞা শক্তি দ্বারা চিকীর্ষিত বিষয় জানিতে পারিতেছ, তথাপি বলি, তুমি এক্ষণে যাচমানের যাচিত বিষয়টি প্রদান কর। হে নাথ! তুমি অরূপ হইয়াও তোমার স্থূল সূক্ষ্মভূত যে রূপদ্বয় তাহা আমি যাহাতে জানিতে পারি এরূপ শক্তি আমায় প্রদান কর।[২৫] আর তুমি যেরূপে আপন মায়া সম্পর্কে নানা শক্তি সম্পন্ন হইয়া অতি সমৃদ্ধিশালি এই বিশ্বকে বিবিধপ্রকারে সর্জ্জন করিয়া, পালন করিয়া, আপনা দ্বারাই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতেছ।[২৬]—হে অমোঘসঙ্কল্প! উর্ণুনা (মাকড়সা) যেমন নিজ নির্ম্মিত তন্তু দ্বারা নিজেই আবদ্ধ হইয়া থাকে তদ্রূপ তুমিও এই বিশ্বে আবদ্ধ হইয়াছ, অতএব হে মাধব! তোমার তদ্বিষয়ক অদ্ভুত বুদ্ধিটি আমাতেও আধান কর ॥ ২৭ ॥

আমি ভগবান দ্বারা শিক্ষিত হইলে আলস্য বর্জ্জিত হইয়া তাহা অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার অনুগ্রহে প্রজা সৃষ্টি করিয়াও অভিমানে আবদ্ধ হইবো না।[২৮] ভো ঈশ্বর! দেখ, লোকে যেমন সখা, সখার সহিত সমানব্যবহার করে তদ্রূপ তুমিও আমার সহিত সমান ব্যবহার করিয়া তোমার সমান সম্মানিত করিয়াছ; অতএব তোমার প্রজা সৃষ্টিরূপ সেবা কার্য্যে অবস্থিত হইয়া অব্যাকুল থাকিয়া যাবৎ কাল লোক সমূহ (উত্তম অধম ও মধ্যমভাবে) সৃষ্টি করিতেছি, তাবৎ কাল তোমার সম্মানে সম্মানিত হওয়ায় আমিও অজ ও স্বতন্ত্র (কর্ত্তা) বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিতেছি; অতএব প্রার্থনা—এতাদৃশ অভিমান অবস্থায় আমার উৎকট মত্ততা যেন না হয় অর্থাৎ যেটুকু নহিলে নয় সেইমাত্র থাকুক, তদতিরিক্ত আর যেন না হয় ॥২৯॥

শ্রীভগবান বলিলেন। আমি যে অনুভবের সহিত রহস্যের সহিত পরম গোপনীয় জ্ঞান শাস্ত্র ও তদঙ্গ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি এক্ষণে আমার নিকটে সে সমুদায় অবগত হও।[৩০] আমার যেরূপ স্বরূপ, আমি যেরূপ সত্তাবিশিষ্ট এবং আমার যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম সকল—আমার অনুগ্রহে তোমার সে সমস্তের সেই রূপেই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হউক ॥ ৩১ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল, সূক্ষ্ম ও তাহাদের কারণ (প্রকৃতি)—এ সমুদায় আমা ভিন্ন বলিয়া এখন বোধ হইলেও তখন আমাতে বিলীন হইয়া থাকায় আমিই একমাত্র ছিলাম। ফলতঃ সৃষ্টির অনন্তরও এই সমস্ত যাহা কিছু দেখিতেছ সে সমুদায়ও একমাত্র আমিই জানিবে। আবার প্রলয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই একমাত্র আমিই হইতেছি ॥ ৩২ ॥

দ্বি-চন্দ্র দর্শনাদি আভাস জ্ঞানের ন্যায় অনাত্মাতে আত্মার যে প্রতীতি হয় এবং গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত রাহুর অপ্রতীতির ন্যায় আত্মাতে যে আত্মার অপ্রতীতি হয় ইহাই আমার মায়া বলিয়া জানিবে -১- ॥ ৩৩ ॥

---

১—অর্থাৎ অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান ও বস্তুতে তদভাবাত্মক যে জ্ঞান তাহাকে ভ্রম কহে। এই মিত্যা ভ্রমটি

যেমন মহাভুত সকল ছোট বড় সমুদায় বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্টও আছে অথচ অপ্রবিষ্টও আছে -১-। তদ্রূপ আমিও সেই সমস্তে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট আছি ॥ ৩৪ ॥

আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই মাত্র বিচার করিবেন যে “ কার্য্য কারণের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যাহা অনুমিত হইবে তাহাই আত্মা ” -২-। [৩৫] একাগ্রচিত্তে এই মতেরই আলোচনা করিবেন। তাহাহইলে আপনি কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্ট জীবসমুদায়ে কখনই আর আপনাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান করিবেন না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন ; অজ হরি লোকগণের পরম আধিপত্য স্থানে অবস্থিত ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই আত্ম স্বরূপ অন্তর্হিত করিলেন। [৩৭] সর্ব্বভুতময় ব্রহ্মা সেই অন্তর্হিত প্রত্যক্ষ রূপী শ্রীহরিকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক পূর্ব্ব সৃষ্টিবৎ এই বিশ্ব সমুদায় সর্জ্জন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

সেই ধর্ম্মপতি প্রজাপতি একদা স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় অর্থাৎ প্রজাগণের কল্যাণের নিমিত্ত যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন। [৩৯] হে রাজন্ পুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম অনুরক্ত মহাভাগবত মহামুনি নারদ, মায়েশ শ্রীবিষ্ণুর মায়া জানিবার ইচ্ছায় আপন সেই পিতাকে শীল, প্রশ্রয় ও দমগুণ দ্বারা সেবমান হইয়া পরিতুষ্ট করিলেন। [৪০]। [৪১] হে রাজন্ ! আপনি যাহা আমায় জিজ্ঞাসিতেছেন পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদও সর্ব্বলোক পিতামহ নিজ পিতা তুষ্ট আছেন জানিয়া তাঁহাকেও ইহাই জিজ্ঞাসিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

হে রাজন্ ! এই ভাগবত নামক দশ-লক্ষণ-সম্পূর্ণ পুরাণ পূর্ব্বে ভগবান্ ভুতকর্ত্তারে সংক্ষেপে বলেন। ভুতকর্ত্তা প্রীত হইয়া আপন পুত্র নারদকে বলেন। [৪৩] নারদ আবার সরস্বতী-তীরে উপবিষ্ট অপ্রমিততেজা পরব্রহ্ম চিন্তাপরায়ণ ব্যাস মুনিকে বলেন ॥ ৪৪ ॥

---

তাবৎ থাকিবে যাবৎ সেই ভ্রম পদার্থ প্রত্যক্ষ না হইতেছে। দ্বিচন্দ্র দর্শন দৃষ্টান্ত অবস্তুতে বস্তু জ্ঞানাত্মক প্রথম ভ্রমের এবং গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত রাহুর অজ্ঞান, দ্বিতীয় ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

১—অর্থাৎ ঈশ্বর কার্য্যরূপে যখন আছেন তখন তাহাদের ব্যক্ত ভাব হয় বলিয়া ‘ প্রবিষ্ট আছেন ’ এইরূপ ব্যবহার হয় এবং যখন কারণরূপে থাকেন তখন অব্যক্ত ভাব হয় বিধায় ‘ অপ্রবিষ্ট আছেন ’ বলিয়াব্যবহার হইয়া থাকে। এস্থলে কারণ বলিতে নিমিত্ত কারণ নহে কিন্তু অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২—এস্থলে কার্য্যে কারণের যে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান রূপে অবস্থিতি তাহাকে কার্য্যে কারণের অন্বয় কহে। এবং কারণাবস্থাতে অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির প্রাক্‌ক্ষণে কারণ কিছু কার্য্যে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান রূপে অবস্থিত হইতে পারে না, তাদৃশ অনবস্থিতিকে কার্য্যে কারণের ব্যতিরেক কহে। এই বিশ্বরূপ কার্য্যে এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক, সত্তারূপ বা চিদ্রূপ যে শক্তি, তাহারই সহিত হইয়া থাকে। অতএব তিনিই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অনুমিতহইয়া থাকেন।

যাহাহউক তুমি আমাকে "বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব সমুদায় কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে?" এই যে জিজ্ঞাসিয়াছ এবং এতদ্ভিন্ন আর আর যে প্রশ্ন সকল করিয়াছ এক্ষণে আমি সে সমুদায়ই বলিতেছি ॥ ৪৫ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে ভাগবতপ্রবৃত্তি নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

## অথ দশম অধ্যায় ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন্; এই ভাগবত শাস্ত্রে সর্গ ১ বিসর্গ ২ স্থান ৩ পোষণ ৪ উতী সকল ৫ মন্বন্তর সকল ৬ ঈশকথা সকল ৭ নিরোধ ৮ মুক্তি ৯ আশ্রয় ১০—এই দশটি বিষয় বর্ণিত হইবে [১]। মহাত্মারা এই শাস্ত্রে দশমটির ( আশ্রয়ের ) বিশুদ্ধরূপে তত্ত্ব জানিবার জন্যই সর্গাদি নয়ের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। দেখ, যেখানে যেখানে স্তুতিবাদ সকল আছে, সেই সেই স্থানে তাঁহার ( দশম আশ্রয়ের ) সাক্ষাৎ বর্ণন করিতেছেন আর যে যে স্থানে সর্গাদির স্বরূপাখ্যান হইয়াছে সেই সকল স্থানেও সাক্ষাৎ না হউক, তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারাও তাঁহারই বর্ণন করিতেছেন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মার -৩- গুণের বৈষম্য নিবন্ধন বৈরাজ রূপে ভুত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যে উৎপত্তি, তাহাকে সর্গ কহে। সেই বৈরাজ পুরুষ কৃত যে চরাচর সমুহের সর্গ, তাহাকে বিসর্গ ( বিশেষ রূপে সর্গ ) কহে। [৩] বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিকে স্থিতি কহে। তাঁহার অনুগ্রহকে পোষণ কহে। কর্ম্ম বাসনা সকলকে উতি কহে। মন্বন্তর পদে এস্থলে সেই সেই মন্বন্তর কালাবস্থিত মন্বাদি গণের অনুগৃহীত যে সকল সাধুরা তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। [৪] শ্রীহরির আবতারিক অনুষ্ঠান-কথা ও ইহাঁরই অনুবর্ত্তী পুরুষগণের যে নানাবিধ সোপাখ্যান বিস্তৃত কথা

---

৩—এস্থলে ব্রহ্মা বলিতে প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। ফল সাংখ্যের প্রকৃতি পৌরাণিকের হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা একই হইতেছেন।

সকল তাহাকে ঈশ-কথা কহে। [৫] এই জীবাত্মার সমস্ত উপাধির সহিত শ্রীহরির শয়নের পরে যে জীবগণের শয়ন তাহাকে লয় কহে। আরোপিত স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি কহে। [৬] সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইতেছে তিনিই আশ্রয়, পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। [৭] যে এই অধ্যাত্মিক পুরুষ ইনিই, সেই আধিদৈবিক পুরুষ হইতেছেন, এবং ইহঁাদের পরস্পর বিচ্ছেদ কারক যে, তাহাকে আধিভৌতিক কহে। [৮] আমরা এই তিনের মধ্যে একতমের অভাব হইলে অপরদ্বয়,বা একটিরও আর উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু সেখানে যিনি এই তিনকেই একমাত্র আলোচনাত্মক জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষী-রূপে অবলোকিতেছেন, সেই পরমাত্মা ( ব্রহ্মা )ও স্বাশ্রয়ের (ভগবানের) আশ্রিত হইতেছেন। [৯] যখন এই পুরুষ অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হন তখন তিনি পবিত্র থাকায় আপনার থাকিবার জন্য পবিত্র স্থান ইচ্ছা করিয়া পবিত্র জলের সৃষ্টি করেন। [১০] সেই স্বীয় সৃষ্ট জলে, সহস্র বৎসর বাস করেন। পুরুষের নাম নর, সেই নর হইতে উৎপন্ন জলকে নারা কহে; সেই নারাতে পূর্ব্বে যাহার অয়ন ( নিবাস ) ছিল তাহাকে 'নারায়ণ' কহে। এই জন্যই ব্রহ্মা সেই অবধি 'নারায়ণ' নামে ব্যবহৃত হইতেছেন। [১১] দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, জীব এ সমুদায় যাঁহার অনুগ্রহে আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে; পক্ষান্তরে যাঁহার উপেক্ষামাত্রে সমুদায়ই অসৎ মিথ্যাভূত হইতেছে। [১২] যোগ-শয্যা হইতে সমুত্থিত সেই দেব এক হইয়াও "আমি বহু হই"—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া মায়া দ্বারা নিজ হিরণ্ময় বীর্য্যকে ত্রিধা বিভাগ করিলেন। [১৩] যথা--অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত। অনন্তর প্রভু আপন পৌরুষ বীর্য্যকে কিরূপে ত্রিধা বিভাগ করেন তাহা বলিতেছি; শ্রবণ কর। [১৪] শরীরের মধ্যে যে আকাশ আছে, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা বিবিধরূপ চেষ্টাযুক্ত পুরুষের সেই আকাশ হইতে ওজস্, সহো, বল এই তিন উৎপন্ন হয়। অনন্তর এই তিনের সূক্ষ্মাংশ হইতে সুত্রাত্মা মহদ্ভুত প্রাণের উৎপত্তি হয়। [১৫] যেমন ভৃত্যেরা রাজার অনুগত থাকে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়েরাও এই প্রাণের অনুগত হইয়া চলে; অর্থাৎ সমুদায় জন্তুতেই দেখিতে পাইবে যে, প্রাণ চেষ্টাযুক্ত থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সচেষ্ট হইতেছে; পক্ষান্তরে প্রাণ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে ইহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে। [১৬] প্রাণ যদি চঞ্চল হয় তাহা হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না॥

প্রভুর অশন ও পান করিতে ইচ্ছা হইবায় প্রথমে তাঁহাহইতে মুখ নামে প্রধান অঙ্গ ব্যাকৃত হয়। মুখ হইতে তালুর অভিব্যক্তি হয়। তদনন্তর নানাবিধ রসের উৎপত্তি হয়—জিহ্বা দ্বারা যাহার গ্রহণ হইয়া থাকে। [১৮] অনন্তর কথা কহিবার ইচ্ছা হওয়ায় মহাত্মার মুখ হইতে বহ্নি ও বাক্যের অভিব্যক্তি হয়। জলেতে উহাদের অভি ব্যক্তির নিরোধ চির-কাল হইতে হইয়া আসিতেছে। [১৯] যখন মহাত্মার প্রাণ বায়ু দোধূয়মান ( অত্যন্ত চঞ্চল ) হইয়া

উঠে তখন তাঁহা হইতে নাসিকাদ্বয় অভিব্যক্ত হয়। পরে গন্ধ-জিঘৃক্ষায় সেই নাসিকাতে গন্ধবহ বায়ু দেবতা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হয়।[২০] যখন আলোকশূন্য শরীরকে আপনাতে দেখিতে ইচ্ছা করেন তখন দুইটি চক্ষু ব্যাকৃত হয়। সেই চক্ষুতে ( চক্ষুগোলকে ) আদিত্য দেবতা ও চক্ষুরিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।[২১] ঋষিগণ-উপদিষ্ট বেদ-বোধ্য আত্মার গ্রহ করিবার ইচ্ছায় কর্ণদ্বয় ব্যাকৃত হয়। অনন্তর তাহাতে দিক্ সকল, ও শব্দগ্রাহক শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব হয়।[২২] বস্তুর মৃদুত্ব, কাঠিন্য, লঘুত্ব, গুরুত্ব, উষ্ণত্ব, ও শীতত্ব, অনুভব করিবার ইচ্ছায় ত্বক্ -১- অভিব্যক্ত হয়। অনন্তর তাহাতে রোম সকল, মহীরুহ দেবতা সকল, ও ত্বগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই ত্বক্ চর্ম্মের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বায়ু আছে। সেই বায়ু ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারাই স্পর্শ গুণ লাভ করিয়াছে।[২৩] নানাবিধ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় তাঁহার হস্তদ্বয় অভিব্যক্ত হয়। ঐ হস্তদ্বয়ে বলবান ইন্দ্র দেবতা, ও উভয়াশ্রয় আদান রূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।[২৪] অভীপ্সিত গমনেচ্ছা হওয়াতে তাঁহার পাদদ্বয় ব্যাকৃত হয়। ঐ পাদদ্বয়ে বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে অবস্থিত হইলে উহাদের ইন্দ্রিয় গত্যাখ্য কর্ম্ম শক্তি স্বরূপ হইল। এবং গতিপ্রাপ্য যজ্ঞার্থ আহরণীয় দ্রব্য উহাদের বিষয় হইল।[২৫] স্ত্রীসম্ভোগজনিত আনন্দ অপত্য এবং অপত্যজনিত স্বর্গের অভিলাষু হইয়া শিশ্নের অভিব্যক্তি করেন। উহাতে প্রজাপতি দেবতা ও উপস্থ ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। কামজন্য যে সুখ হয় তাহা ঐ উভয়াশ্রয় জানিবে।[২৬] ভুক্ত অন্নাদির অসার ভুত অংশের উৎসিসৃক্ষায় গুহ্যদেশ অভিব্যক্ত হয়। অনন্তর তাহাতে পায়ু ইন্দ্রিয়, ও মিত্র দেবতার উৎপত্তি হয়। পুরীষোৎসর্গ ক্রিয়া ঐ উভয়াশ্রয় জানিবে।[২৭] দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিবার ইচ্ছায় ঐ অপগমন-শালের নাভিদ্বয় অভিব্যক্ত হয়। নাভিতে অপান উৎপন্ন হয়। অনন্তর তাহার অধিষ্ঠাতা মৃত্যু হন। মরণ ঐ উভয়েরই আশ্রয় হইয়াছে।[২৮] অন্ন পান সংগ্রহেচ্ছুর কুক্ষি এবং অন্ত্র সকল ও নাড়ী সকল অভিব্যক্ত হয়। অনন্তর অন্ত্র সমুদায়ের অধিষ্ঠাতা নদী সকল এবং নাড়ী সমুদায়ের অধিষ্ঠাতা সমুদ্র সকল উৎপন্ন হয়। তুষ্টি ও পুষ্টি অন্ন ও পানজন্য হয়।[২৯] আত্মমায়ার পুনঃ পুনঃ চিন্তা করেণেচ্ছুর হৃদয় উৎপন্ন হয়। তাহাতে মানস ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। অনন্তর চন্দ্র তাহার অধিষ্ঠাতা হন। কামনাই তাঁহার সঙ্কল্পাত্মক কার্য্য হয় ॥ ৩০ ॥

ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি, এই সপ্ত ধাতু ভুমি জল ও তেজোময় হইতেছে। কিন্তু একা প্রাণ ত্রিবিধ হইয়াছেন অর্থাৎ কোনো প্রাণ আকাশময়, কোনো প্রাণ জলময় এবং কোনো প্রাণ বায়ুময়ও হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

---

১—ত্বগিন্দ্রিয়ের আধার ভুত চর্ম্ম বিশেষকে ত্বক্ কহে।

ইন্দ্রিয় সকল, গুণাত্মক-১- হইতেছে। শব্দাদিগুণ সকল, আকাশাদি মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে -২-। মন, সমুদায় সুখ দুঃখাদির স্বরূপ -৩- হইতেছে। বুদ্ধি, বিজ্ঞান স্বরূপিণী -৪- হইতেছেন ॥ ৩১ ॥

এই যে আমি তোমায় বলিলাম, ইহাই ভগবানের স্থূল রূপ হইতেছে। এই বাহ্য স্থূল রূপটি ভূম্যাদি অষ্ট আবরণ -৫- দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ৩৩ ইহারই কারণভূত আর একটী সূক্ষ্মতম শরীর আছে। তাহার বর্ণ ও আকারাদি নাই সুতরাং অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার উৎপত্তি স্থিতি লয় কিছুই নাই। সে নিত্য ও বাক্য মনের অগোচর হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

ভগবানের এই দুইটি রূপ যে তোমায় বলিলাম, পণ্ডিতগণ এই উভয় রূপই মায়া-সৃষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। ৩৫ ব্রহ্মাদি রূপধারী ভগবান্ বস্তুত নিষ্ক্রিয় হইয়াও মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক সক্রিয় হইয়া বাচক রূপে নাম সকল -৬- বাচ্যরূপে রূপসকল ও ক্রিয়া সকল সর্জ্জন করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

---

১—গুণ বলিতে শব্দাদি বিষয় সকল, এই শব্দাদি বিষয় গুলিই আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। অর্থাৎ যাহার বিষয় দেশে গিয়া বা স্বস্থানে থাকিয়াই হউক বিষয়াকারাকারিত হওয়াই এক মাত্র কার্য্য সুতরাং তাহার স্বরূপ বিষয়াকার ব্যতীত আর কিছু পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে না। যেমন অস্মদাদির জ্ঞান, জ্ঞেয়কে পৃথক ভাবে রাখিয়া দেখান যায় না তদ্রূপ এস্থলেও বুঝিয়া লইতে হইবে। ফলতঃ বৌদ্ধেরা এই যুক্তি মূলকই সমুদায় বিষয়ই জ্ঞান, জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয় বলিয়া বস্তুই নাই, এই মতের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

২— সাংখ্যাচার্য্যেরা আকাশাদিভূত সকল শব্দাদি তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

৩— অর্থাৎ মনোরূপিণী বৃত্তি যখন সত্ব-প্রধান হইয়া পরিণত হয় তাদৃশ অবস্থার সেই মানস বৃত্তিকে সুখ কহে। যখন ঐ বৃত্তি রজঃ-প্রধান হইয়া পরিণত হয় তাদৃশ অবস্থার বৃত্তিকে দুঃখ কহে এবং এইরূপ যখন উহা তমঃ প্রধান হইয়া পরিণত হয় তাদৃশ অবস্থায় তাহাকে মোহ কহে। ইহার অবান্তর ভেদ আরো অনেক আছে।

৪—অর্থাৎ ভাল মন্দ বিবেচনা হয় যে বৃত্তি দ্বারা তাদৃশ মনোবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে। যদিও বুদ্ধি ও মনের লক্ষণ পৃথক এবং প্রায় সকলেই পদার্থ গণনায় উহাদের পার্থক্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি উহা বস্তুগত্যা একই হইতেছে, কেবল কার্য্য-ভেদে নাম ভেদ মাত্র বুঝিতে হইবে। উত্তর মীমাংসা ভাষ্যাদিতে ইহা স্পষ্ট আছে।

৫—যদ্যপি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার, মহত্তত্ব এই সাত আবরণই প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি এস্থলে প্রকৃতিকেও আবরণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া অষ্ট আবরণ বলিয়া সংখ্যাত হইল।

৬—এস্থলে বৈয়াকরণেরা অবশ্য সন্দেহ করিতে পারেন যে, মহামুনি বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও মহামুনি সাক্ষাৎ শেষ অবতার পতঞ্জলি—ইহাঁরা আপন আপন প্রণীত বার্ত্তিক ও মহাভাষ্যে " সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে " এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্ট নির্ণীত হইয়াছে যে, শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য বাচক ভাব সম্বন্ধ

প্রজাপতি সকল, মনুসকল, দেবতাসকল, ঋষিসকল, পৃথক্ পৃথক্ পিতৃগণ সকল, সিদ্ধসকল, চারণ সকল, গন্ধর্ব্ব সকল, বিদ্যাধর সকল, অসুর সকল, গুহ্যক সকল,।[৩৭] কিন্নর সকল, অপ্সর সকল, নাগ সকল, সর্প সকল, কিম্পুরুষ সকল, উরগ সকল, মাতৃগণ সকল, রাক্ষস সকল, পিশাচ সকল, ভূত সকল, বিনায়কগ্রহ সকল,।[৩৮] কুষ্মাণ্ড সকল, উন্মাদ সকল, বেতাল সকল, যাতুধান সকল, গ্রহ সকল, খগ সকল, মৃগ সকল, পশু সকল, বৃক্ষ সকল, গিরি সকল, ও সরীসৃপ সকল, হে রাজন! [৩৯] এই সকল, জীবগণ ভিন্ন আরও যে সকল জল, স্থল বা আকাশ নিবাসী দ্বিবিধ, -১- চতুর্ব্বিধ -২- জীব সকল আছে, তাহাদিগকেও তিনি সর্জ্জন করিতেছেন। এবং এই সকলের মধ্যে কেহ বা উত্তম কেহ বা মধ্যম ও কেহ বা অধম হইতেছে। ইহার কারণ কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা আপনার আপনার শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মাত্র। [৪০] যাঁহারা শুভ কর্ম্মের অতি বাহুল্য হেতু সত্ত্বগুণ-প্রধান-প্রকৃতি হইয়াছেন তাঁহারা সুর-পদবাচ্য উত্তম বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছেন। যাঁহারা শুভকর্ম্মের অনতিবাহুল্য হেতু রজোগুণ-প্রধান-প্রকৃতি হইয়াছেন তাঁহারা মনুষ্য পদবাচ্য মধ্যম বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছেন এবং যাহারা অশুভ কর্ম্ম নিবন্ধন তমোগুণ-প্রধান-প্রকৃতি হইয়াছে তাহারাই নারক অর্থাৎ তীর্য্যগাদি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত অধম বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। হে রাজন্! এই ত্রিবিধ জীবের মধ্যেও আবার ঐরূপ প্রত্যেকজাতীতে ত্রৈবিধ্য আছে জানিবে; অর্থাৎ যে জাতিকে উত্তম জীব বলিয়া জানিতেছ তাহাতেও আবার উত্তম মধ্যম অধম ভাব আছে। এইরূপ যে জাতিকে মধ্যম বা যে জাতীকে অধম বলিয়া জানিতেছ উত্তম মধ্যম অধম এই ত্রিবিধ ভাব তাহাতেও আছে॥ ৪১॥

ধর্ম্মরূপী জগৎবিধান কর্ত্তা সেই ভগবান সুর, মনুষ্য ও তির্য্যগাদি রূপে এই বিশ্ব স্থাপিত করিয়া স্বয়ংই প্রতিপালন করিতেছেন। [৪২] অনন্তর কালপ্রাপ্তে তিনিই আবার কালাগ্নি রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া আত্ম-সম্ভূত এই জগৎকে, বায়ু যেমন মেঘাবলিকে উড়াইয়া লইয়া যায় তদ্রূপ লয়ও করিতেছেন॥ ৪৩॥

ভগবত্তম ভগবান্ এই রূপে ( কর্তৃত্বাদিরূপে ) নিরূপিত হইলেন বটে, কিন্তু বিদ্বানেরা ইহাকে কেবল এই রূপেই দেখিবেন না। [৪৪] যেহেতু এই বিশ্বসংসারের উৎপত্ত্যাদি কার্য্যে

---

নিত্য, কর্তৃজন্য নহে; কিন্তু এস্থলে কর্ত্তৃজন্যত্ব স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইল।— অতএব এক্ষণে কোনটি প্রকৃত? এতদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহামুনি কাত্যায়ন বা মহামুনি পতঞ্জলি ইহাঁরা স্ফোটাত্মক ব্যঙ্গ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন এবং এস্থলে মহামুনি বেদব্যাস তাল্বাদি স্থান হইতে উৎপন্ন যে ব্যঞ্জক শব্দ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই কহিয়াছেন।

১—দ্বিবিধ অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম রূপী। ২—চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ রূপী।

পরমেশ্বরের বস্তুত কিছু এইরূপ কর্ত্তৃত্বাদি ভাব নাই, তবে আমি যে বর্ণিতেছি সে কেবল তাঁহার কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধ করিবার জন্যই; অর্থাৎ বাস্তবিক না থাকিলেও মায়াদ্বারা তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, অতএব সেই মায়ারোপিত কর্ত্তৃত্বাদির নিরূপণ করায় তাঁহার সুতরাংই প্রকৃত কর্ত্তৃত্বাদির প্রতিষেধ সম্পন্ন হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা সম্বন্ধি কল্প (মহাকল্প) বিকল্পের (অবান্তরকল্পের) সহিত উদাহরণ চ্ছলে সংক্ষেপে উক্ত হইল, অর্থাৎ প্রাকৃত মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টি সকল মহাকল্পে এবং বৈকৃত স্থাবরাদি সৃষ্টি সকল অবান্তর কল্পে হইয়াছে। এইটি ইহার সাধারণ লক্ষণ হইল জানিবে ॥ ৪৬ ॥

কালের পরিমাণ, কল্পের বিশেষ লক্ষণ, অবান্তর কল্প, এই সমুদায় যথাস্থিত রূপে পরে (তৃতীয় স্কন্ধে) বলিব। এক্ষণে পাদ্ম কল্প বিস্তারিত রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

শৌনক বলিলেন, হে সূত! আপনি আমাদিগকে বলিলে যে, "ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বিদুর সুদুস্ত্যজ বন্ধু বান্ধব গণকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন করেন।[৪৮]" ভাল তিনি এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার মৈত্রেয়ের সহিত কোন স্থানে বসিয়া অধ্যাত্ম বিষয়ক কথালাপ হয়? আর সেই ভগবান্ (মৈত্রেয়) জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে যে তত্ত্ব উপদেশ করেন।[৪৯] এবং সেই মহাত্মা বিদুর বন্ধুত্যাগ নিবন্ধন যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, এবং তিনি সমুদায় ত্যাগ করিয়াও পুনশ্চ যেরূপে সংসারে আগমন করেন? হে সৌম্য! এক্ষণে তুমি আমাদিগকে এই সমুদায় বিষয়গুলি বিশেষ রূপে বল ॥ ৫০ ॥

সূত বলিলেন, তুমি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসিলে, রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক মহামুনিও (শুকদেব) এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারে তাঁহার প্রশ্নানুসারে যেরূপ বলিয়া ছিলেন এক্ষণে তোমা-দিগকে আমিও সেই রূপই বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫১ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরাণ লক্ষণ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥
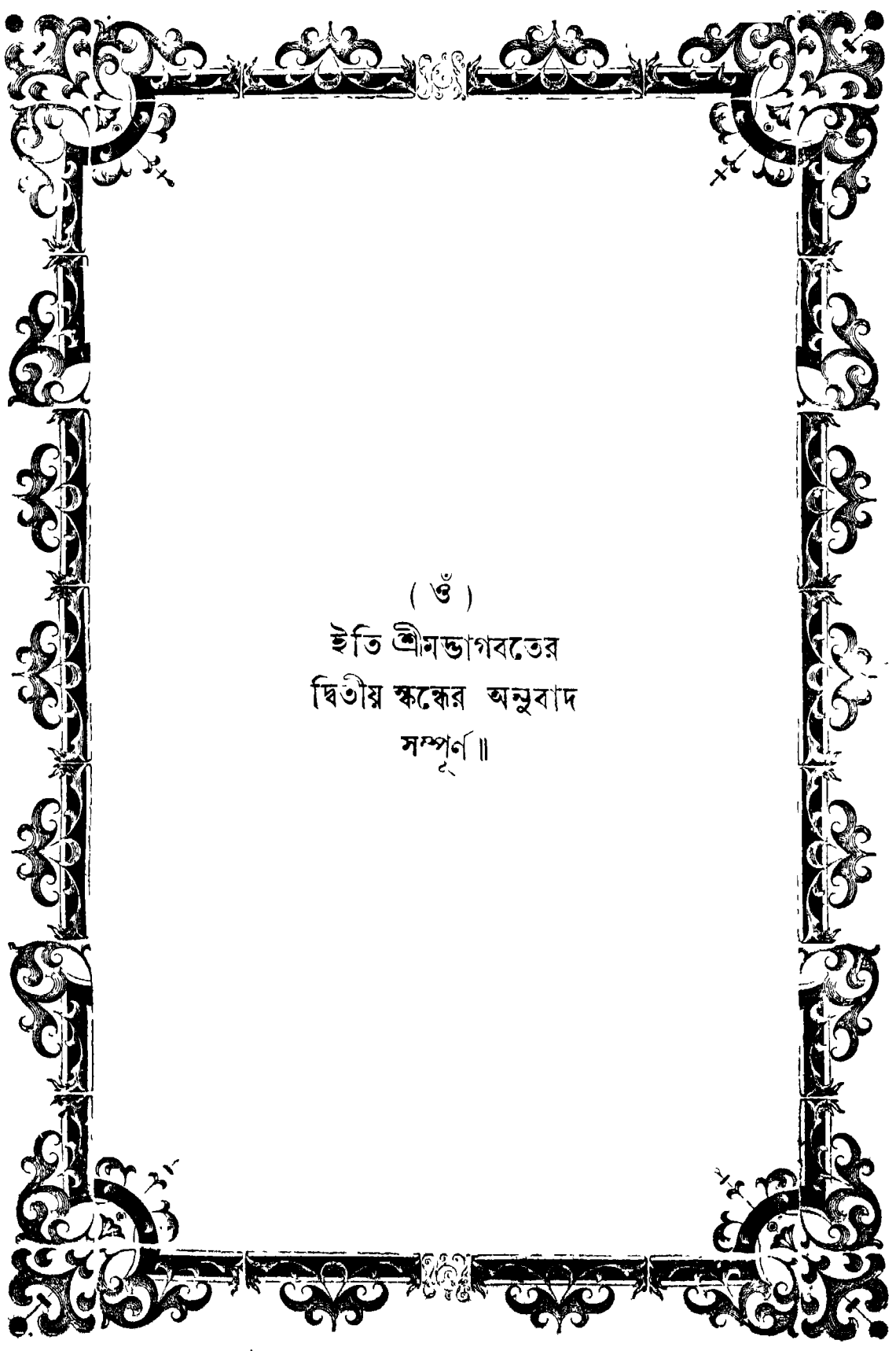
শ্রীমৎসামবেদানুবাদক-শ্রীব্রহ্মব্রত-সামাধ্যায়ী-ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতার দ্বিতীয়স্কন্ধের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

(হরিঃ ওঁ)

[ শ্রীগুরুভ্যোনমঃ ]

( ওঁ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের

দ্বিতীয় স্কন্ধের অনুবাদ

সম্পূর্ণ ॥

( ওঁ )



# অথ তৃতীয় স্কন্ধ।

## প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমোভগবতেবাসুদেবায়নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় চ।

### শ্রীশুকদেব কহিলেন,

পূর্ব্বকালে মহাত্মা বিদুর স্বীয় সমৃদ্ধিশালি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করেন। সেখানে ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

আহা! সেই এই অখিললোকপালক সুমন্ত্রী ভগবান্ পৌরবেন্দ্র, সেই পরিত্যক্ত রাজ্যে কাহারও দ্বারা আহূত না হইয়াও কেবল দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাদের ( পৌরবদের ) কল্যাণার্থই পুনশ্চ প্রবিষ্ট হন। প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয় রূপেই গ্রহণ করেন ॥ ২ ॥

রাজা বলিলেন, প্রভো! ভগবান্ মৈত্রেয়ের সহিত মহাত্মা বিদুরের বনে কোথায় গিয়া সাক্ষাৎ হয় এবং সাক্ষাৎ হইলে পর কোন্ সময়েই বা তাঁহাদের পরস্পর সদালাপ হইয়াছিল? তাহা সবিস্তরে আমাদিগকে বলুন। ৩ ফল, ইহা অবশ্যই বোধ হইতেছে যে, সেই অমলাত্মা বিদুরের সেই সর্ব্ব বরীয়ানে যে, প্রশ্ন করা হয়, তাহা কিছু স্বল্প ফল প্রসব করে নাই। প্রত্যুত উহা অবশ্যই সাধুবাদ দ্বারা বহু সম্মানিত হইয়াছিল! ॥ ৪ ॥

সুতদেব বলিলেন, সেই বহুদর্শী ঋষিবর ( শুকদেব ) রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, অতীব প্রীতমনা হইয়া তাঁহারে 'শ্রবণ কর' বলিয়া বলিতে উপক্রম করিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, যখন রাজা ( ধৃতরাষ্ট্র ) অধর্ম্মেতে হতদৃষ্টি ( অন্ধ ) হইয়া স্বীয় অসাধু পুত্রগণকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন, এদিগে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতৃহীন সাধুপুত্রগণকে জতু গৃহে ( ছল পূর্ব্বক ) প্রবেশ করাইয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করান ॥ ৬ ॥

যখন সভাতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ হয়, আহা! যে সময়ে দেবী স্বীয় অশ্রুজলে কুচকুঙ্কুম সকল পরিধৌত করেন। রাজা সেই স্বীয় স্নুষা সম্বন্ধে, সুত সম্পাদিত গর্হিত ব্যবহার দেখিয়া অনায়াসে মৌনী হইয়া রহিলেন, নিবারণ করিলেন না ॥ ৭ ॥

কৌরবেরা অধর্ম্ম করিয়া দ্যূতে জয় লাভ করিলে, সাধু, সত্যাশ্রয়, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির বনে গিয়া নিয়মিতকাল অতিবাহিত করতঃ পুনরায় রাজ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। প্রবিষ্ট হইয়া যখন কৌরবেন্দ্রের নিকটে আপন উচিতমত প্রাপ্য রাজ্য ভাগ যাচ্ঞা করিলেও তিনি মোহাভিভূত হইয়া তাঁহারে কিছুমাত্র প্রদান করেন নাই ॥ ৮ ॥

যখন সভাতে জগদ্গুরু ভগবান্, পার্থ দ্বারা আহূত হইয়া রাজাকে যে সকল অমৃতস্রাবি উপদেশ বাক্য বলেন, তদ্ভিন্ন সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ভীষ্মাদি মহাত্মারাও যেসকল সদুপদেশ কথা কহেন, তখন রাজা ক্ষীণপুণ্য হইবায় সে সমস্ত বাক্য যে তাঁহার পক্ষে অমৃতস্রাবি, অতীব হিতজনক হইয়াছিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

যখন অগ্রজ ( ধৃতরাষ্ট্র ) মন্ত্রণা করিবার জন্য অনুজকে ( বিদুরকে ) আপন মন্ত্রভবনে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তখন মন্ত্রিবর-প্রধান তাঁহাকে এইরূপ কথাগুলি উপদেশ করিয়াছিলেন—যাহা অদ্য পর্য্যন্ত ভাল ভাল মন্ত্রিগণ 'বৈদুরিক উপদেশ' বলিয়া আগ্রহ সহকারে আখ্যান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

"অজাত শত্রুর দায় প্রাপ্ত ভাগ তাঁহারে প্রদান কর। তিতিক্ষাগুণসম্পন্ন মহাত্মার নিকটে তোমার দুর্ব্বিষহ অপরাধ হইয়াছে। দেখ, যেখানে মহাত্মা যুধিষ্ঠির আপন অনুজগণে পরিবেষ্টিত আছেন, যে সভাতে বৃকোদররূপী সর্প রোষান্বিত হইয়া সতত প্রশ্বাস ফেলিতেছে; যাহারে তুমি কাল সর্পের ন্যায় দেখিয়া অতিমাত্রভীত হইয়া থাক। রাজন্! তাহার দায় প্রাপ্ত ভাগ তাহারে প্রদান কর। [১১] দেখ, এদিগে সেই ক্ষিতিদেবদেব ভগবান্ মুকুন্দ পার্থগণকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই যদুদেবদেব সমুদায় নৃদেব-দেবকে জয় করিয়া আপন পুরীতে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন -১-। [১২] আহা! রাজন্! তুমি যাহাকে অপত্য -২- বুদ্ধিতে প্রতিপালন করিতেছ, তোমার সমুদায় রাজ্যে যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিয়াছে, সেই এই ত্বদীয় আত্মজটী শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী হইবায় সমুদায় রাজ্যে কণ্টক হইয়া প্রবিষ্ট রহিয়াছে জানিবে। এবং সে শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত হইয়াই এরূপ দিন দিন হতশ্রী হইতেছে, অতএব এখনও তোমায় বলিতেছি, তুমি যদি কুলের মঙ্গল প্রার্থনা

---

১—অর্থাৎ এক্ষণে তাঁহার অনেকানেক রাজারা করপ্রদ হইয়া সাহায্যকারী ও আজ্ঞাকারী আছেন।

২—যাহার কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান প্রভাবে পূর্ব্ব পুরুষগণ পুন্নাম নরকে পতিত না হন তাহাকে অপত্য কহে। ইহার বিপরীত হইলেই অপত্যের অপত্যত্ব থাকে না।

কর তাহা হইলে অচিরাৎ সেই কুলাঙ্গার রাজ্য কণ্টক অমঙ্গল মূর্ত্তি পুত্রাভাসকে পরিত্যাগ কর, ক্ষণবিলম্ব করিও না ” -১- ॥ ১৩ ॥

সাধুগণ-স্পৃহণীয়শীল মহাত্মা বিদুর, আপন অগ্রজকে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিলেন। দুর্য্যোধন ঐ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্তই ক্রুদ্ধ হন। ক্রোধে তাঁহার অধর কম্পিত হইয়া উঠে। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত এক হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; বলিলেন, [১৪]। “কে এই অনামন্ত্রণায়, খল, দাসীপুত্রকে মন্ত্রভবনে আমন্ত্রিত করিয়াছে? দেখ দেখ, দুষ্ট, যাহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারই সঙ্গে প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে! অতএব শীঘ্রই এ পাপকে জীবন্মাত্রাবশেষ করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, ক্ষণবিলম্ব করিও না” ॥ ১৫ ॥

তিনি ভ্রাতার সম্মুখে এইরূপ কর্ণবাণাঘাতের ন্যায় -২- পরুষবাক্যবাণাঘাতে অতিমাত্র মর্ম্মান্তিক আঘাতিত হইয়াও সে সময়ে মায়িক মাহাত্ম্যটী বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া গতব্যথ হইলেন, এবং তাহাদের বাহির করিয়া দিবার পূর্ব্বে স্বয়ংই সে সভা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। বাটীর বাহিরে আসিয়া দ্বারদেশে একখানি ধনুক ঠেশ্ দিয়া রাখিয়া -৩- রাজ্য হইতে বহির্ভূত হইয়া গেলেন ॥ ১৬ ॥

মহাভাগ! সেই কৌরব কুল-পুণ্যলব্ধ মহাত্মা বিদুর এইরূপে -৪- হস্তিনাপুরী হইতে বহির্গত হইয়া পুণ্য সঞ্চয়াভিলাষে তীর্থপদের তীর্থস্থান সকল ক্রমে ক্রমে সমুদায়ই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ভুমণ্ডলে যে যে স্থানে অনন্তমূর্ত্তির (ভগবানের) অধিষ্ঠান আছে তিনি তত্তাবৎ

---

১—“কুল রক্ষার্থে পুত্র ত্যাগ করিবে” এইরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও নীতি শাস্ত্রে বিধান আছে।

২—অর্থাৎ যেমন সূর্য্য-পুত্র মহারথী কর্ণ-প্রক্ষিপ্ত বাণ মর্ম্মান্তিক আঘাতিত করে, তদ্রূপ।

৩—দ্বারদেশে ধনুক ঠেশ দিয়া রাখিবার অনেকগুলি আন্তরিক ভাব আছে। প্রথম যখন ইহারা অত্যুৎকট পাপ সংগ্রহ করিতেছে সুতরাং নিশ্চয়ই যমলোকে যাইবে তখন আর ধনুক লইয়া কি হইবে? ২য়। আমি তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এরূপ আশঙ্কা করিও না। এই নাও—ধনুক ফেলিয়া চলিলাম। ৩য়। তোমার এতাধিক শত্রু হইবে যে, তোমার দ্বারদেশ ধনুকে ধনুকে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে ইত্যাদি বহুবিধ ভাব সূচিত হইয়া থাকে।

৪—অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্লোক হইতে ১৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভ্রাতার উক্ত অপরাধগুলি ক্রমাগত সহ্য করিয়াও যখন অবশেষে তাঁহার এরূপ অসম্মান হইল তখন সুতরাংই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের ‘যখন’ শব্দের অন্বয় এইরূপ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে।

স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। [১৭] পুর সকল, পবিত্র উপবন ও গিরি কুঞ্জ লতাদি নিগূঢ় স্থান সকল, অপঙ্কিল জল সকল, সরিৎ সকল, সরোবর সকল,—অনন্তলিঙ্গ সমূহে সমলঙ্কৃত এই সমুদায় পবিত্র তীর্থস্থান তিনি একাকীই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। [১৮] তখন তিনি পবিত্র অসঙ্কীর্ণ জীবিকার উপর নির্ভর -১- করিয়া প্রতি তীর্থে স্নান, অধঃশয্যা, অঙ্গের অপারিপাট্য ও অবধূত সদৃশ বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বজনগণের অলক্ষিত হইয়া এইরূপে ( পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপে ) সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীহরির সন্তোষজনক ব্রত সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥ ১৯॥

মহাত্মা বিদুর এইরূপে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই ভ্রমণ করিতে করিতে যতদিনে প্রভাস তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হন, ততদিনে এদিগে পার্থ ধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে সমুদায় অরাতিকুল নিপাতিত করিয়া পৃথ্বিকে একাতপত্রা ও একচক্রা করতঃ শাসন করিতে আরম্ভ করেন॥ ২০॥

অনন্তর তিনি প্রভাসে আসিয়া শুনিলেন যে, বন যেমন পরস্পরালোড়িত বেণুজ বহ্নি সম্পর্কে নষ্ট হয় তদ্রূপ কৌরব আত্মীয়েরাও পরস্পরোত্থিত স্পর্দ্ধাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিন্মাত্র অনুশোচনা করিলেন। তৎপরে মৌনী হইয়া সরস্বতী তীর্থোদ্দেশে প্রত্যক্ দিগ্ অবলম্বন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন॥ ২১॥

সরস্বতী তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো সকল, গুহ, এবং শ্রাদ্ধদেবের তীর্থে গিয়া বিধিমত তীর্থকৃত্য সকল অনুষ্ঠান করেন। [২২] এই সকল তীর্থ ব্যতীত যে সকল দ্বিজদেব-দেব রাজন্যবর্গ প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য তীর্থ স্থান আছে—যাহার মন্দির সকল বিষ্ণুর প্রত্যঙ্গ ( চক্র ) দ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে সুতরাং যাহার দর্শনে সাধক পুরুষেরা কৃষ্ণকে স্মরণগোচর করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন—সেই সকল স্থানেও তিনি রীতিমত তীর্থকৃত্য সকল অনুষ্ঠান করিলেন॥ ২৩॥

অনন্তর পরম ভাগবত উদ্ধব, সৌবীর মৎস্য কুরুজাঙ্গল এই সকল সুসমৃদ্ধ সুরাষ্ট্র অতিক্রম পূর্ব্বক যাবৎ যমুনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাবৎ এদিগে ইনিও ( বিদুরও ) সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে দেখিতে পাইলেন॥ ২৪॥

অনন্তর বাসুদেবের অনুচর, বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য, সেই শান্তস্বভাব, প্রখ্যাত উদ্ধবকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক ভগবানের পোষ্যবর্গ ও জ্ঞাতিগণের সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥

---

১—অর্থাৎ ফল মূল জলাহার মাত্র করিয়া।

পুরাণ পুরুষদ্বয় স্বীয় নাভি সমুদ্ভব কমল যোনির প্রার্থনায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। কেমন তাঁহারা পৃথিবীর ভার হরণ পূর্ব্বক দত্তাবসর হইয়া এক্ষণে ভাল আছেন ত? কেমন তাঁহাদের শূর আত্মীয়গণ আপন আপন গৃহে অবস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন ত? ॥ ২৬ ॥

যিনি ভগ্নী ও ভগ্নীপতিগণকে পিতার ন্যায় অতি সন্তোষের সহিত অর্থ প্রদান করিতেন অঙ্গ! যিনি আমাদের কুরুগণের পরম সুহৃৎ ছিলেন, কেমন সেই বদান্য পূজ্য শ্রীমান্ শৌরিদেব সুখে আছেন ত? ॥ ২৭ ॥

কেমন, যদুগণের সেনানী বীরবর প্রদ্যুম্ন সুখে আছেন ত?। অঙ্গ! যিনি আদি সৃষ্টিতে বিপ্রগণের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এ জন্মে তৎফলে ভগবান্ হইতে সাক্ষাৎ কাম দেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন, কেমন সেই কামদেবের মাতা রুক্মিনী দেবী ভাল আছেন ত? ॥ ২৮ ॥

যিনি প্রাণ-ভয়ে রাজ সিংহাসন আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণ হইলে, শতপত্র-লোচন (শ্রীকৃষ্ণ) যাঁহাকে সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ দাস ও অর্হক বংশীয় প্রজাগণের অধিপতি (রাজা) করিয়া রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কেমন তিনি (উগ্রসেন) এক্ষণে সুখে আছেন ত? ॥ ২৯ ॥

কেমন সৌম্য! যিনি শ্রীহরির পুত্রতুল্য সাধু। যিনি রথীগণের অগ্রণী। জাম্ববতী ব্রতাঢ্যা হইয়া যাহাকে প্রসব করেন। এবং পূর্ব্বজন্মে যিনি ভবানীর গর্ভে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সাম্বদেব এক্ষণে ভাল আছেন ত? ॥ ৩০ ॥

যিনি অধোক্ষজ সেবা দ্বারা অতি শীঘ্রই যতিগণ-দুর্লভ্য তদীয় গতি লাভ করেন এবং যিনি ফাল্গুন (অর্জ্জুন) হইতে ধনুর্ব্বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, কেমন সেই যুযুধান দেব ভাল আছেন ত? ॥ ৩১ ॥

যিনি প্রেমাতিশয্য নিবন্ধন অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ-পদাঙ্কিত পথের ধূলিকণা সমূহে অবলুণ্ঠন করিতেন, কেমন, সেই নিষ্পাপ, ভগবৎ পরায়ণ পণ্ডিত স্বফল্ক পুত্র (অক্রূর) ভাল আছেন ত?॥ ৩২ ॥

কেমন, ত্রয়ী বিদ্যা যেমন যজ্ঞ বিস্তাররূপ অর্থকে আপন অন্তরে ধারণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্বীয় গর্ভে দেবগণের ধারণকারিণী দেবমাতা বিষ্ণুপ্রজার ন্যায় দেবকভোজ-পুত্রী দেবকীর অন্তরে কল্যাণরূপী অর্থ নিহিত হইয়া আছে ত? ॥ ৩৩ ॥

যিনি ভক্তগণের কামফল-বর্ষিতা, যাঁহারে বেদ, শব্দ শাস্ত্রের কারণ, মনোময়, ও

অন্তঃকরণের তুরীয় তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। কেমন তোমাদের সেই অনিরুদ্ধ ভগবান্ সুখে আছেন ত ? ॥ ৩৪ ॥

কেমন সৌম্য! এই সকল ভিন্ন অন্যান্য আরও যে সকল মহাত্মারা আছেন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অনন্যভাবে এক তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া কাল ক্ষেপণ করিতেন, সেই সকল হৃদীক, সত্যাত্মক চারুদেষ্ণ গদাদিরা কুশলে কালহরণ করিতেছেন ত ? ॥ ৩৫ ॥

যাঁহার সভাতে বিজয়ানুগামিনী সাম্রাজ্য লক্ষ্মী দেখিয়া দুর্য্যোধন ঈর্ষা প্রযুক্ত অতিমাত্র তাপযুক্ত হয়, কেমন সেই ধর্ম্মরাজ মহারাজ কৃষ্ণার্জ্জুনরূপী বাহুদ্বয় দ্বারা ধর্ম্মমার্গে অবিচল হইয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা পূর্ব্ববৎ রক্ষা করিতেছেন ত ? ॥ ৩৬ ॥

রণদক্ষেরা, গদাঘূর্ণন পূর্ব্বক বিবিধ মার্গ গমন-শীল -১- যে মহাবলের সবলে পাদবিক্ষেপ সহ্য করিতে পারিত না, কেমন সেই সর্পসদৃশ অতিমাত্র ক্রোধন স্বভাব ভীম, কৃতাপরাধ কুরুগণের উপরে বহুকালানুচিন্তিত স্বীয় ক্রোধজ প্রতিজ্ঞাটি কি পরিত্যাগ করিয়াছেন ? কি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন ? ॥ ৩৭ ॥

কপট কিরাত বেশধারী, অলক্ষিতরূপী ভগবান্ ত্রিশূলপানি বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া যাঁহার বিক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কেমন, রথীগণের মধ্যে গণনীয় কীর্ত্তি সেই শত্রু-পরাভবয়িতা গাণ্ডীবধন্বা ( অর্জ্জুন ) ভাল আছেন ত ? ॥ ৩৮ ॥

চক্ষু-পক্ষসমূহে সুরক্ষিত চক্ষু যুগলের ন্যায় পার্থগণ দ্বারা রক্ষিত, পৃথাপালিত মাদ্রী পুত্রদ্বয়, গরুড় যেমন ইন্দ্র মুখ হইতে অমৃত কাড়িয়া লয় কেমন, তাঁহারাও দুর্য্যোধনের নিকট হইতে আপন প্রাপ্য ভাগ কাড়িয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে এখন গরুড় যুগলের ন্যায় বিহার করিতেছেন ত ? ॥ ৩৯ ॥

যিনি এই পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। যিনি রথাধিরূঢ় হইয়া ধনুক মাত্র দ্বিতীয় সহায়ে চারিদিগ্ জয় করিয়াছিলেন। তাদৃশ রাজর্ষিবর পাণ্ডুর অভাবে পৃথা সতী যে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য! অতএব তাঁহার আর কি কুশল জিজ্ঞাসিব ? ফল

---

১—গদাঘূর্ণন পূর্ব্বক বিবিধ মার্গ গমনের হিন্দু স্থানি ভাষায় যেমন একটি অখণ্ড সংজ্ঞা শব্দ আছে তদ্রূপ বঙ্গ ভাষায় বহু অনুসন্ধান করিয়াও পাইলাম না। হিন্দুস্থানি ভাষায় ' পয়্‌তরা ' ( পৈনরা ) কহে।

তিনি যে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তাহা কেবল বালকগণের প্রতিপালন করিবার জন্য; নিজ ভোগ-লালসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য নহে ॥ ৪০ ॥

যিনি আপন পরলোকগত ভ্রাতার অনিষ্টাচরণ করেন, আপন পুত্রগণের উন্নতি করিতে ব্রতী হইয়া আমি যে এমন সুহৃৎ! আমাকেও আপন পুরী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। আহা! সৌম্য! এক্ষণে সেই অধঃপতনশীল ভ্রাতার জন্য আমি অতিমাত্র অনুশোচনা করিতেছি ॥ ৪১ ॥

যিনি স্বীয় ষড়ৈশ্বর্য্য গোপন পূর্ব্বক যৎসামান্য মনুষ্যানুকরণ করিয়া মনুষ্যগণের বুদ্ধি-বৃত্তিতে ভ্রম বিধান করিতেছেন, আমি যখন অবধি সেই সর্ব্ব বিধাতা নিয়ন্তা শ্রীহরি-প্রসাদাৎ তাঁহার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করি, সেই অবধি আমি আর কোনো বিষয়ে বিস্ময় প্রাপ্ত হই না। এবং এইরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া সুখে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি ॥ ৪২ ॥

যিনি চমূসমূহ-ভারে পৃথিবী পুনঃ পুনঃ কম্পিত করত ত্রিবিধ মদে-১-উন্মত্ত অন্যান্য রাজন্য-বর্গের বধ সাধন করিয়াছেন, সেই কার্য্য দেখিয়া আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে ভগবান্ বিপন্নগণের দুঃখ নিবারণার্থই সে সময়ে কুরুগণের অপরাধ উপেক্ষা করেন। ৪৩ অজ হইয়াও যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন সে কেবল উৎপথগামি জনগণের উচ্ছেদ করিবার জন্যই এবং অকর্ত্তা হইয়াও যে তিনি আপনাতে কর্ত্তৃত্বের ভান করিতেছেন সে কেবল কর্ম্মপ্রবাহে পতিত জন-গণকে সৎপথে প্রবৃত্তি দেওয়াইবার জন্য। অন্যথা ত্রিগুণাতীত এমন কে আছেন যে, দেহ সম্বন্ধ ও কর্ম্মপারতন্ত্র্যকে লাভ করিবেন? ॥ ৪৪ ॥

যাহাহউক এক্ষণে বিপন্ন লোকপালগণসমুদায় এবং স্বীয় শাসনের মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য রাজন্যবর্গের কার্য্যোদ্ধারের জন্য জন্ম-গ্রহণকারী সেই সংসারতারিণী কীর্ত্তিমান্ অজ ভগবানের কীর্ত্তি সমুদায় হে সখে! এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৪৫ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর উদ্ধব সংবাদ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

১—এস্থলে বিদ্যামদ, ধনমদ এবং জনমদ এই ত্রিবিধমদ বুঝিতে হইবে। আমার মতে চতুর্থ আর একটি মদ আছে। তাহারে যৌবনমদ বলা যাইতে পারে।

## অথ দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ ১ ॥

মহাত্মা বিদুর যখন এইরূপ প্রিয়াশ্রয় কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন ভগবৎপরায়ণ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অতিশীঘ্র বিরহে কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রত্যুত্তর দানে সহসা সমর্থ হইলেন না ॥ ২ ॥

আহা! যিনি পঞ্চমবৎসরের বাল্যাবস্থাতে ভগবানকে স্বীয় বাল্য-লীলা-নির্ম্মিত অধিষ্ঠানে বাল্যলীলা পরিকল্পিত পূজোপকরণ দ্বারা পূজিবেন বলিয়া প্রাতঃকালে জননী প্রাতঃ ভোজন করাইবার জন্য সহস্র চেষ্টা পাইলেও তাহা উপযোগ করিতেন না। [৩] ফল, যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই যাঁহার এইরূপ সেবা করিতে করিতে কালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাদৃশ একান্ত ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি কিরূপে আর সেই ঈশ্বর বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তদীয় পাদ পদ্মদ্বয় অনুধ্যান পূর্ব্বক ঝটিতি প্রতিবচন দানে সমর্থ হইবে? কখনই না। [৪] যাহা হউক তিনি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপদামৃতদ্বারা অত্যধিক রূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই সেসময়ে মুহূর্ত্তকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। [৫] আহা! তখন তাঁহার পুলকেতে গাত্র সমুদায় শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে মুহূর্ত্তকালের পর চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক 'দর্‌দরিত' ধারায় অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। মাহত্মা বিদুর সে অবস্থায় তাঁহার এবংবিধ ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, ইনি অবশ্য কৃতার্থ (জীবন্মুক্ত) হইয়াছেন; নতুবা শ্রীকৃষ্ণকথা-স্মরণে এবং-প্রকার অলৌকিক স্নেহসাগরে একেবারে নিমজ্জিত হইবেন কেন?। [৬] অনন্তর উদ্ধব শনৈঃ শনৈঃ পুনশ্চ ভগবল্লোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগত হইলেন -১- এবং যদুকুল সংহা-রাদি কার্য্যে তদীয় অদ্ভুত চাতুর্য্যটী স্মরণ করিয়া সবিস্ময়ে নেত্রযুগল পরিমার্জ্জন পুরঃসর বিদুরকে প্রতিবচন প্রদান করিতে লাগিলেন ॥

শ্রীউদ্ধব বলিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপী দ্যুমণি (সূর্য্য) অস্ত হইলে আমাদের গৃহ সমুদায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া কাল মহাসর্প

---

১—অর্থাৎ একাগ্র সমাধি দ্বারা কথঞ্চিৎকাল ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া পুনশ্চ সেই সমাধি ভঙ্গ পূর্ব্বক সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে উদ্ধব যুক্ত যোগী ছিলেন না, কিন্তু যুঞ্জান যোগী ছিলেন।

দ্বারা কবলিত হয়, অতএব তাহার পর আর কি কুশল আছে যে বলিব ![৮] হাঃ লোক সকল কি দুর্ভাগ্যশীল ! যদুবংশীয়েরাত নিতান্তই ভাগ্যহীন, কেননা তাহারা একত্র এত সহবাস করিয়াও তাঁহারে চিনিতে পারে নাই। ফল, ক্ষীর সমুদ্রে মৎস্য সকল যেমন একস্থান-জাত চন্দ্রকে আপন সজাতীয় কমনীয় জলচর বিশেষ বলিয়াই জানিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও এককুলে জাত শ্রীকৃষ্ণকে আপন সজাতীয় কমনীয় মনুষ্য বিশেষ বলিয়াই জানিতেন। ভবসংসারের দুঃখহরণ কর্ত্তা =' হরি ' বলিয়া কিছু চিনিতে পারেন নাই।[৯] যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, ইঙ্গিতজ্ঞ, অতিপ্রৌঢ়, ও একাত্মবাদী, তাঁহারা সকলেই সেই ভক্তপালক ভগবান্‌কে ভূতগণের অন্তর্য্যামীরূপে অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।[১০] যে সকল যাদবগণ দৈবী মায়াতে মুগ্ধ হইয়া " ইনি আমার বন্ধু " এই ভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেছেন। অপর যাঁহারা তাঁহারে নষ্ট করিব বলিয়া বৈরভাব অবলম্বন করিতেছেন ; তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। তাঁহাদের বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি কখন বিচলিত হয় না। যেহেতু আমি সেই এক শ্রীহরিরূপী পরমাত্মাতেই আপন আত্মারে ( অভেদ ভাবে ) উপযোগ করিয়া রাখিয়াছি।[১১] যিনি এই সকল তপোহীন অবিতৃপ্তমনা সামান্য মনুষ্যগণের সামান্য লৌকিক চক্ষুর আবরণ পূর্ব্বক অলৌকিক চক্ষুর্দ্বারা আপন শ্রীমূর্ত্তিটী এতাবৎকাল প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করাইয়া এক্ষণে অন্তর্ধান করিয়াছেন।[১২] তিনি মনুষ্য লীলার উপযোগিরূপে গৃহীত স্বীয় যোগমায়ার অপ্রতিহত সামর্থ্য সর্ব্ব সাধারণকে দেখাইয়া স্বয়ংও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সমুদায় ভূষণের ভূষণ। এবং উহা সমুদায় পদ হইতে উৎকৃষ্ট হইতেছে।[১৩] হাঃ ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যখন ত্রিভুবনের লোক সকল সমাগত হয়, সমাগত হইয়া তাহারা, তাঁহার নয়নানন্দদায়ক কমনীয় রূপ লাবণ্য দেখিয়া তখন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল,—" আহা ! অদ্য আমরা ভগবানের যে এই রূপ অবলোকন করিতেছি, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বিধাতার মনুষ্য-নির্ম্মাণ-কৌশল ইহার নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছে"।[১৪] আহা ! ব্রজাঙ্গনারা সানুরাগ হাস্য, আমোদ ও লীলার সহিত কটাক্ষপাত দ্বারা সবিশেষ মান লাভ করাতে আপনার আপনার গৃহকৃত্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিত এবং তাহারা যাঁহার যথেচ্ছগমনে অনুগমন করিত অর্থাৎ কালাকাল কিছু মাত্র বিবেচনা করিত না।[১৫] যেমন মহাভূতরূপে নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ অগ্নি কাষ্ঠ সমুদায়ে আবির্ভূত হইয়া প্রাকৃত অয়োগোলোকাদি রূপ ধারণ করেন, তদ্রূপ পরাবরেশ প্রকৃত পক্ষে অজ হইয়াও অশান্ত দৈত্যাদি নিপীড়িত শান্তরূপ সমুদায়ে তাহাদের প্রতি অনুকম্পিত হইয়া আবির্ভূত হন, সুতরাং মহত্তত্ত্বযুক্ত অস্মদাদির ন্যায় প্রাকৃত শরীরী হইয়াছিলেন।[১৬] অজ হইয়াও বসুদেবের বন্ধনাগারে তাঁহার যে জন্ম, অনন্তশক্তি হইয়াও কংস ভয়ে তাঁহার যে, ব্রজে

সগোপনে বাস এবং কাল যবনাদি শত্রুদিগের ভয়েই যেন মথুরা হইতে তিনি পলায়ন করেন! ইত্যাকারক তাঁহাতে পলায়নের যে অনুমান—ইত্যাদি ভগবানের জন্মবিড়ম্বনা সকল আমায় অতিমাত্র তাপিত করিতেছে।[১৭] ভগবান্ মথুরা গমনকালীন পিতা মাতার চরণ-যুগলে অভিবাদন পুরঃসর "হে পিতঃ! হে মাতঃ! আপনারা এই অকৃতসেবী, কংস ভয়ে বহুশঙ্কিত পুত্রের উপরে প্রসন্ন হউন" এইরূপ প্রার্থনা করেন। আহা! ভগবানের এই কথাগুলি, এক্ষণে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া চিত্তকে ক্ষুভিত করিয়া ফেলিতেছে।[১৮] যিনি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সমান স্বীয় ভ্রূলতা-বিক্ষেপ দ্বারা ভারাক্রান্ত পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া থাকেন, এমন কে আছে? যে, তাদৃশ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবানের পাদপদ্মজ রেণু সকৃৎ আঘ্রাণ করিয়াও বিস্মৃত হইতে পারে?।[১৯] কেমন, আপনিও ত রাজসূয় যজ্ঞে অবশ্য দেখিয়াছেন. যোগিরা অত্যুৎকৃষ্ট কল্পের যাগ দ্বারা যাদৃশ সিদ্ধি লাভ করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুভাবেও চৈদ্যের অনুরূপ সেই সিদ্ধিই লাভ হয়; উঃ—কে এমন আছে যে তাদৃশ পরম কারুণিক ভগবানেরও বিরহ সহ্য করিবে?।[২০] ফল, কেবল চৈদ্যেরই ঐরূপে সদ্গতি লাভ হইয়াছিল এমন নহে, কিন্তু এই মর্ত্ত্য-লোকে অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যে সকল বীর হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ (শত্রু ভাবেও) সদ্গতি লভি করিয়াছেন, দেখ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যাঁহারা ভগবানের বিপক্ষপক্ষ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অন্তকালে পার্থের অস্ত্র-স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া নেত্র সমূহ দ্বারা অবলোকন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দ পানে তৎ-সাযুজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন॥২১॥

যাঁহার সমান নাই। যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নাই। যিনি ত্রিগুণের নিয়ন্তা (প্রেরক) যিনি স্বীয় পরমানন্দাত্মক সম্পত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ-কাম। যাঁহার পাদপীঠ বিবিধ পূজোপকরণ আহরণকারি চিরঞ্জীবী লোকপালগণ আপন আপন কিরীটাগ্রভাগ দ্বারা পূজা করিয়া আসিতে-ছিলেন।[২২] আহা! যখন উগ্রসেন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন তখন যিনি তাঁহার উপান্তে উপস্থিত হইয়া "দেব! আমার বাক্য শ্রবণ করুন" এইরূপে কিঙ্করের ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, অঙ্গ! এক্ষণে তাঁহার সেই কৈঙ্কর্য্য ভাবটী স্মৃথিপথে আসিয়া ভৃত্য-গণকে (আমাদিগকে) অতিমাত্র কষ্ট দিতেছে।[২৩] কি আশ্চর্য্য! যে পুতনা, প্রভুর (কংসের) জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভগবান্‌কে স্বীয় স্তনদ্বয়ে কালকূট মাখাইয়া পান করাইয়াছিল, তাদৃশ মহাপাপীয়সীও মাতার ন্যায় সদ্গতি লাভ করিয়া গেল!! আহা! যে ভগবান্ এত দয়ালু যে, ভক্তবেশমাত্রধারী জীবমাত্রকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, আমাদের তাঁহা হইতে শরণ্য অন্য আর কে হইতে পারে, যে তাহার শরণ লইবো?।[২৪] ফলতঃ যাহারা

ক্রোধাবেশমার্গে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া, ত্রিলোকীপতির জন্য আগত গরুড়ের স্কন্ধে উপবিষ্ট ভগবান্ চক্রায়ুধকে যুদ্ধে সন্দর্শন করিয়াছে তাহারা প্রকৃত পক্ষে অসুর হইলেও আমি তাহাদিগকে ভাগবত বলিয়াই স্বীকার করি ; [ যেহেতু তাহারা যেরূপেই হউক, ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে ত ] ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মা পৃথিবীর শুভ চিকীর্ষায় ভগবান্‌কে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। ভগবান্ সেই হেতুই ভোজেন্দ্রের ( কংসের ) বন্ধনাগারে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। [২৬] অনন্তর তাঁহার পিতা, কংসের দুর্ব্যবহারে অতিমাত্র ভীত হইয়াছিলেন বিধায় কংসালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দালয়ে গমন করেন। সেখানে একাদশ বৎসর যাবৎ গুপ্ত-প্রভাব হইয়াই বাস করিয়াছিলেন অনন্তর প্রকটিত-প্রভাব হন ॥ ২৭ ॥

বিভু, যমুনার প্রান্তবর্ত্তী কূজনশীল পক্ষিগণ সমাকীর্ণ বিবিধ বৃক্ষ লতা সমাচ্ছন্ন উপবনে বৎস, ও বৎসপালগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে চারণ করাইয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন ॥ ২৮ ॥

মুগ্ধ-সিংহশিশু-তুল্য-দৃষ্টি ভগবান্ বাল্যাবস্থায় কখন কাঁদিয়া কখন বা হাসিয়া ব্রজৌকসগণকে তাহাদের দর্শনীয় কৌমার চেষ্টাগুলি প্রদর্শন করাইতেন। [২৯] অনন্তর অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনিই আবার শোভাদি সর্ব্ব সম্পদের আধারভূত শ্বেতবর্ণ গো, ও বৃষশালী গোধন সমুদায় চরাইয়া বেড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে সেই সকল গোগণ ও সেই সব গো, বৃষ সঙ্ঘের পালক গোপগণকে বেণুবাদন দ্বারা আনন্দিত করিতেন। [৩০] সে অবস্থায় ভোজরাজ-( কংস )-প্রেরিত হইয়া যে সকল কামরূপী মায়াবেশধারী রাক্ষসগণ তাঁহারে আক্রমণ করে, ভগবান্ তাহাদিগকে ক্রীড়ানির্ম্মিত সিংহাদি তুল্য বিবেচনা করিয়া অবলীলাক্রমে নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

গো সকল বিষমিশ্র যমুনা জল পান করিয়া বিপন্ন হইলে, ভগবান্ যাহার দুষ্টতাতে ঐরূপ হয় সেই ভুজগরাজ কালিয়কে দমন করতঃ জল হইতে বহির্নিসারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ জলের নির্ব্বিষত্ব সম্পাদন করেন। এবং সেই বিপন্ন গো সকলকে উহা পান করাইয়া রক্ষা করেন ॥৩২॥

বিভু অতি সমৃদ্ধিশালি বিত্তের সদ্ব্যয় ও ইন্দ্রের আত্মাভিমান ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ভাল ভাল দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া গোপ রাজ নন্দ দ্বারা ইন্দ্র পূজার বিনিময়ে গোপূজা করাইয়াছিলেন। [৩৩] তাহাতে ইন্দ্র হতমান হইয়া ক্রোধে যখন অতি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সুতরাং ব্রজপুরী ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল তখন যিনি সুখে অবলীলাক্রমে পর্ব্বত-রূপী লীলা. ছত্র ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। [৩৪] একে শরৎকাল, প্রদোষ সময়

তাহাতে আবার পূর্ণশশী উদিত হইয়াছেন, শশির কিরণ জাল এরূপ শুভ্র হইয়া নিপতিত হইতেছে যে, তাহাতে বোধ হইতেছে প্রদোষ সময় যেন ধবল রূপ হইয়া গিয়াছে; ভগবান্ ঈদৃশ সময়ে স্ত্রীগণের সভা-শোভা-বর্দ্ধন হইয়া তাহাদের মান বিধান করিয়া এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ( আদিরসব্যঞ্জক ) মঞ্জুল পদ সকল গান করিয়া, সামান্য ক্রীড়াও করিয়াগিয়াছেন ॥ ৩৫॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর উদ্ধব সংবাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

## অথ তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্ধব বলিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর তিনি আপন পিতামাতার প্রিয় চিকীর্ষায় বলদেবের সহিত ব্রজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরা রাজধানীতে আসিয়া শত্রুকুলপতি মথুরাধিপতিকে রাজ্যসিংহাসন হইতে অধঃপাতিত করিয়া বধ করেন। এইরূপে তাহারে অতি বলের সহিত বধ করিয়া তাহার মৃত শরীর ঘূর্ণিত করত ( সুদূরে ) নিক্ষেপ করেন ॥ ২ ॥

অনন্তর সান্দীপন মুনির নিকটে সাঙ্গ, সরহস্য বেদ একবার মাত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারে ( গুরু দক্ষিণা ছলে ) পঞ্চজনোদর শঙ্খ বিদারণ পূর্ব্বক যমলোকগত তদীয় মৃত পুত্র আনয়ন করিয়া বর স্বরূপ প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

স্বয়ংবর সভাতে যে সকল রাজারা ভীষ্মক-কন্যার সহানুভূতি ( বিবাহ ) করিবার অভিলাষে রুক্মিণী সবর্ণ -১- রুক্মিরাজ দ্বারা সমাহূত হইয়াছিল, তাহারা একদৃষ্টে চাহিয়াই থাকিল,

১— অর্থাৎ যাহার বাচক শব্দে রুক্মিণী শব্দের সমান বর্ণ ( রু ও ক্ম ) আছে তাহাকে কহে। অথবা রুক্মিণী সদৃশ রূপবান্।

এদিগে ভগবান্ তাহাদের মস্তকে পদাপর্ণ করিয়া -১- গান্ধর্ব্ব বিধানে গরুড়ের ন্যায় আপন ভাগ হরণ করিয়া লন ॥ ৪ ॥

স্বয়ংবরে ককুদ্মশালি গো বৃষগণকে নাসিকাবিদ্ধ করিয়া দমন করত নিষ্কণ্টকে নগ্নজিৎ-পুত্রী সত্যাকে বিবাহ করেন। এবং সেই স্বয়ংবরে আগত সত্যাভিলাষি, অজ্ঞ শস্ত্রধারিরা তাঁহার ঐরূপে সবলে বিবাহ করাতে ভগ্নমান হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া তাহাদিগকে স্বীয় অস্ত্র সমুহ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করত নষ্ট করেন; ॥ ৫ ॥

প্রভু স্বতন্ত্র -২- হইয়া সামান্য গ্রাম্য লোকের ন্যায় স্ত্রৈণ হইয়া আপন প্রিয়ার -৩- প্রিয় চিকীর্ষায় প্যারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়াছিলেন; যাহার জন্য বজ্রহস্ত পুরন্দর ক্রোধোন্মথিত-চিত্ত হইয়া সগণে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন। ফল, বজ্রী আপন বধুগণের একটী ক্রীড়ামৃগ বিশেষই ছিলেন -৪- যেহেতু সামান্য পুষ্পের জন্য অজ্ঞ স্ত্রীলোকের কথায় ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে যান!॥ ৬ ॥

তদনন্তর ভূমি-পুত্র কুজের সহিত যুদ্ধ হয়। কুজ ভগবানের সহিত যুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল যে, তখন তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যে, সে আপনসুবিস্তীর্ণ শরীর দ্বারা এই অনন্ত-বিস্তার আকাশকেও যেন গ্রাস (আচ্ছাদন) করিয়া ফেলিতেছে। যাহা হউক, সে, ভগবানের সহিত যুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার চক্রাঘাতে নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর তাহার মাতা পৃথিবী, তাহারে তদবস্থ দেখিয়া তাহার পুত্রকে (ভগদত্তকে) রাজ্য প্রদান করিতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ এইরূপ প্রার্থিত হইয়া হৃতশেষ সেই ভৌম রাজ্য তাহারে প্রদান পূর্ব্বক তাহার (কুজের) অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭ ॥

আর্ত্ত-বন্ধু শ্রীহরি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে পর, কুজাহৃত নরকন্যা, দেবকন্যা সকল তাঁহারে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রহর্ষ, লজ্জা ও অনুরাগ ব্যঞ্জক দৃষ্টি বিক্ষেপ দ্বারা সদ্যই পতি ভাবে গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥

---

১—অর্থাৎ তাহাদিগকে একান্ত ভগ্নমান বা অপ্রতিভ করিয়া।

২—কর্ত্তার লক্ষণই 'স্বতন্ত্র' হইতেছে অতএব উক্ত হইয়াছে "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" পাণিনির ১ অ। ৪ পা। ৫৪ সূ।

৩—এস্থলে প্রিয়া বলিতে রাধিকা নহে, কিন্তু সত্যভামা বুঝিতে হইবে।

৪—অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ চর্ম্ম-নির্ম্মিত মৃগ যেমন স্বীয় বুদ্ধিচালনায় অসমর্থ তদ্রূপ।

অন্তর্যামি অন্তর বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় অচিন্ত্য মায়াশক্তি দ্বারা নানা গৃহে অবস্থিত হইয়া প্রত্যেকেরই মনোমত রূপ ধারণ পূর্ব্বক, বিবাহোচিত সমুদায় আয়োজনের সহিত, বিবাহ যোগ্য একমাত্র লগ্নেই এই সকল স্ত্রীগণের একেবারে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

এক লগ্নে নানারূপে নানা গৃহে পাণিগৃহীতা সেইসকল ভার্য্যাগণে, ভগবান্ সর্ব্বত আত্ম-সম প্রভাব পুত্র সকল উৎপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, প্রকৃতির বিস্তার করিবার অভি-প্রায়ে প্রত্যেক পত্নীতে দশ দশটী করিয়া পুত্রোৎপাদন করেন ॥ ১০ ॥

যদিও মুচুকুন্দ ও ভীমাদির সেনা সমূহ, কালযবন, মাগধ, ও শাম্ব প্রভৃতির পুরী অবরোধ করে, এরূপ সামান্য দৃষ্টিতে বোধ হয় বটে, সত্য ; তথাপি তাহারা তাহাদের জীবন-নাশে নিমিত্ত মাত্র ছিল, প্রকৃত পক্ষে ভগবানই তাহাদিগকে বধ করেন। যেহেতু তাহারা ভগবৎ-প্রদত্ত দিব্য পৌরুষিক তেজোলাভ করিয়াই ঐরূপ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল।[১১] এইরূপে শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও কতিপয় অসুরগণকে প্রদ্যুম্ন ও রামাদি দ্বারা নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু দন্তবক্রাদিকে তিনি স্বয়ংই বধ করিয়াছিলেন।[১২] অনন্তর যাহাদের কুরুক্ষেত্রে সসৈন্যে গমনকালে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিত, ত্বদীয় ভ্রাতৃপুত্রগণের সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রবিষ্ট সেই সকল নৃপতিগণকেও তিনিই নষ্ট করিয়াছিলেন।[১৩] ফল কর্ণ, দুঃশাসন ও সৌবলগণের কুমন্ত্রণায় হতশ্রী, হতায়ু, সুযোধন যখন একেবারে সমুদায় অনুচরের সহিত ভগ্নোরু হইয়া যুদ্ধে শয়ান হয়, তখন তাহারে ঐরূপ দুরবস্থ দেখিয়া তিনি কিছু আনন্দিত হন নাই অর্থাৎ সামান্য মানবেরা যেমন অরাতিকুল ধ্বংসে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার কিছু আনন্দ হয় নাই ॥ ১৪ ॥

" দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও ভীম ইহাদের দ্বারা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশ হয়, তাহাতে পৃথিবী অত্যধিক ভারাক্রান্ত হন, এবং সেই ভারটী আমি স্বীয় মায়া প্রভাবে লাঘবও করিয়া দিয়াছি, সত্য ; কিন্তু এ ভার যৎসামান্যই বুঝিতে হইবে, যেহেতু যদুগণের মধ্যে যেসকল প্রদ্যুম্নাদি মহা মহাবীরগণ আছে তাহারা আমার অংশভূত হইতেছে সুতরাং ইহাদের অপেক্ষাও তাহাদের দুর্ব্বিসহ বল আছে।[১৫] পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য ইহাদের ত সংহার করিবার আর অন্য কোনো উপায় দেখিতেছি না, তবে ইহারা যখন মধু নামক আমদ দ্বারা ঈষৎ তাম্র-লোচন হইয়া মত্ত হইবে ; মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিবেক ; তখনই ইহাদের বধোপায় আবিষ্কৃত হইবে। ইহাদের বধ দ্বারা পৃথিবীকে লঘু ভার করিবার উপায় এইরূপ ব্যতীত আর কিছু নাই। ফলতঃ এতদিনের পর আমার যখন এইরূপে ইহাদের বধোপায়-ইচ্ছা উদিত হইয়াছে তখন ইহারা অবিলম্বেই এইরূপে স্বয়ং অন্তর্ধান করিতেছে ; সন্দেহ নাই ॥ ১৬॥ "

ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরাৎ আপন রাজ্যে ধর্ম্মপুত্রকে স্থাপন করিলেন। স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে, সকলকেই সাধুগণাচরণীয় সাধু পথ সকল প্রদর্শন করাইয়া আনন্দিত করিলেন ॥ ১৭ ॥

এদিগে, সাধু অভিমন্যু কর্তৃক তদীয় ভার্য্যা উত্তরার গর্ভে পুরুবংশ রক্ষিত হইলে, সেই গর্ভস্থিত আভিমন্যব (পরীক্ষিৎ) যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আচ্ছন্ন হন তখন তিনি ভগবান দ্বারাই রক্ষা পান ॥ ১৮ ॥

সেই বিভু আমাদের, তিন বার অশ্বমেধ দ্বারা ধর্ম্মপুত্রকে যাগ করাইয়াছিলেন। ধর্ম্মপুত্রও আবার এমন ছিলেন যে, সতত সেই ভগবৎপরায়ণ হইয়াই স্বীয় অনুজগণের সহিত প্রজাপালন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত কাল হরণ করিয়া গিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ও আমার, আপন দ্বারাবতী নগরীতে লোক বেদ প্রদর্শিত পথে অবিচলিত হইয়াই কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহাতে সামান্য লোকের ন্যায় আসক্তচিত্ত ছিলেন না, প্রত্যুত সহজতই তাঁহার সাংখ্যপ্রোক্ত প্রকৃতি পুরুষের বিবেকরূপী তত্ত্ব জ্ঞান উচ্ছ্রিত ছিল ॥ ২০ ॥

রজনী যাহাদিগকে উৎসবার্থ অবসর প্রদান করিয়াছিল, সেই সকল কামিনীগণের সহিত যিনি আপন সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং যিনি সস্মিত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, পীযূষকল্প মধুর বাক্য, অনিন্দনীয় চরিত্র, ও লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত স্বীয় শরীর দ্বারা এই সমুদায় লোককে বিহার করাইয়া (সুতরাং যদুগণকেও বিহার করাইয়া) স্বয়ংও তাহাদের সহিত বিহার করিয়া গিয়াছেন।[২১]।[২২] ভগবান্ এইরূপে বহুসংবৎসর যাবৎ ক্রীড়াপরতন্ত্র থাকিয়াও অবশেষে তাঁহার গার্হস্থ্যোচিত সমুদায় কার্য্যেই একেবারে বিরক্তি জন্মিয়াছিল।[২৩] ফল ভগবানেরই যখন, তাঁহারই অধীনভূত কার্য্য সকলে বিরাগ জন্মিয়াছিল, তখন, এমন কে আছে যে, জ্ঞানযোগ দ্বারা যোগেশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণদেবে অনুরক্ত হইয়াও দৈবাধীন কার্য্য সকলে অনুরক্ত হইবে? ॥ ২৪ ॥

কদাচিৎ দ্বারকা পুরীতে যদু ও ভোজ বংশীয় বালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ভগবদভিপ্রায়জ্ঞ মুনিগণ কর্তৃক অভিশাপ গ্রস্ত হন।[২৫] এইরূপ দুর্ঘটনার কতিপয় মাস পরে বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকাদি বংশীয় দেব-বিস্ময়াক বীর্য্যশালী নৃপতিগণ, রথযানে আরূঢ় হইয়া প্রভাস তীর্থে গমন করেন; সেখানে গিয়া, তীর্থজলে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃগণ, দেবগণ, ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর বিপ্রগণকে বহুগুণান্বিত গোধন সকল বিতরণ করিলেন।[২৬] সেই সকল গো-ব্রাহ্মণ-জীবন শূর বীরগণ তাঁহাদিগকে কেবল বহুগুণান্বিত গোধন প্রদান

করেন এমন নহে, কিন্তু হিরণ্য, রজত, শয্যা, বাস, অজিন, কম্বল, হয়, হস্তী, রথ, কন্যা, জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ভূমি ( ব্রহ্মোত্তর )।[২৭] এবং বহুরস অন্ন এই সমুদায়ও প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমুদায় কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভূমিতে শিরঃ স্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৮ ॥

## ইতি, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর উদ্ধব সংবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

## অথ চতুর্থ অধ্যায়।

উদ্ধব বলিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর তাঁহারা সেই সকল ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আহারান্তে বারুণি ( মদিরা ) পান করিলেন। বারুণী-দোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া প্রথমে পরস্পর, পরুষ বাক্য দ্বারা পরস্পরকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতে লাগিলেন।[২] অনন্তর মরীচিমালি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলে, তাঁহারা সেই মৈরেয় ( মিরাদেশোৎপন্ন মদিরা ) পান-দোষে এতই বিষমচিত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের সেই কলহ, ক্রমে বেণুজবহ্নিসম্পর্কে বেণুসমূহের বিমর্দ্দনের ন্যায় ভয়ানকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর বিমর্দ্দন হইয়া গেল ॥ ৩ ॥

ভগবান্ স্বীয় মায়াজনিত তাহাদের এইরূপ পরস্পর বিমর্দ্দন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সরস্বতী তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেখানে পঁহুছিয়া সেই তীর্থজলে আচমন পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪ ॥

সেই বিপন্নজনদুঃখহরণ-কর্ত্তা, স্বকুলসংহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীহরি, আমারে দ্বারকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে যাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই আদেশ করেন।[৫] হে শত্রু-বিমর্দ্দন! আমি ভগবানের আন্তরিক অভিপ্রায় যদিও পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া রাখিয়াছিলাম, সত্য; তথাপি আমি ভর্ত্তার পাদ-পদ্ম বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াই তখন তাঁহার তাদৃশ আজ্ঞা প্রতিপালনে

সমর্থ হই নাই। প্রত্যুত তিনি যেমন পুরী হইতে বাহির হন আমিও অমনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসি।[৬] এইরূপে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ভাবে আমরা উভয়েই সরস্বতী তীরে আসিয়া উপস্থিত হই। আসিয়া দেখি কি, সেই প্রিয় প্রভু আমার কমলাশ্রয় হইয়াও তথায় সেই সরস্বতীর উপকূলে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ সংগ্রহ পূর্ব্বক, অনাশ্রয় হইয়া, ( অর্থাৎ একাকিই ) তাহাতে আবাস করিয়া রহিয়াছেন।[৭] তখন আমি, তাঁহাকে এইরূপে সন্দর্শন করিয়াছিলাম—শ্যাম, অথচ উজ্জ্বল কান্তিমান্, বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, প্রশান্ত, অরুণ-লোচন, পীত কৌশেয় বসনপরিধায়ী ও বাহু চতুষ্টয় যুক্ত[৮] এবং স্বীয় বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম অবস্থান পূর্ব্বক পৃষ্ঠের দিগে কোমল অশ্বত্থশাখা ঠেশ্ দিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ইত্যবসরে মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সুহৃৎ অথচ প্রকৃত বন্ধু পরম ভাগবত মৈত্রেয় নামক মুনি, যদৃচ্ছাক্রমে লোক সমুদায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই সিদ্ধস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

তিনি ভগবানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও প্রমোদভরে আনতস্কন্ধ হইয়া তাঁহার মুখপদ্ম বিনির্গত জ্ঞান কথা শুনিতে সবিশেষ ইচ্ছুক হইলেও ভগবান্ মুকুন্দ সানুরাগ হাস্য সহ কটাক্ষপাত দ্বারা আমার সেই পথশ্রমজনিত ক্লেশসমূহ যেন দূর করতঃ, আমারেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন ॥ ১১ ॥

"দেখ আমি তোমার মনোভীষ্ট অন্তর্য্যামী রূপে অবগত আছি। বসো! তুমি পূর্ব্ব-জন্মে বসু ছিলে। যখন বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিরা এবং বসুগণেরা একত্র হইয়া যাগ করেন, তখন তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থিত ছিলে ও সেই যাগে, আমার অভিলাষী হইয়া, আমারে যথেষ্ট অর্চ্চনা করিয়াছিলে, অতএব এক্ষণে তোমায় অবিলম্বে অভক্তগণ-দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিতেছি।[১২] হে সাধো! তোমার সেই সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মগুলির মধ্যে এই জন্মটীই চরম হইল জানিবে অর্থাৎ আর জন্ম হইবে না। যেহেতু এজন্মে তুমি আমার অনুগ্রহ পাত্র হইয়াছ; বিশেষ, তুমি যখন আমার মনুষ্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্রাগমনেও অনু-গামী হইয়াছ এবং একান্ত ভক্তিসহকারে অন্নাগত হইয়া একান্তে উপবিষ্ট আমারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছ তখন অবশ্যই এই শুভাদৃষ্ট দ্বারা অনুমান করিবে যে, এতদিনে তোমার অভীষ্ট লাভ হইল; সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

আমি পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে যখন আদিসৃষ্টি করি তখন আমার নাভি হইতে সমুৎপন্ন অজ

ব্রহ্মা, মদীয় তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারে আমার তত্ত্বপ্রকাশক পরম জ্ঞান বিষয়ক কথাগুলি উপদেশ করিয়াছিলাম। অর্থাৎ পণ্ডিতেরা যাহারে ভাগবত শাস্ত্র বলিয়া অভিধা করেন আমি তাঁহারে সেই শাস্ত্র উপদেশ করি ॥" ১৪ ॥

আমি -১- সেই এই পরম পুরুষের নিকটে এইরূপ সাদর সাধু উক্তি লাভ করিয়া প্রতিক্ষণই তখন তাঁহার কৃপাবলোকনাত্মক অনুগ্রহের যোগ্য হই। এইরূপে তাঁহার প্রগাঢ় সস্নেহ দৃষ্টিপাতে তখন আমার গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে, কথা কহিতে বর্ণ মাত্রাদি সকল স্খলিত হয়। যাহা হউক, তদনন্তর আমি অত্যধিক আনন্দোচ্ছ্বাসে অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে করযোড়ে এইরূপ বলিয়াছিলাম, ॥ ১৫ ॥

যথা—হে জগদীশ্বর! যাহাদের তোমার পাদ পদ্মে ভক্তি আছে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মাদি চতুর্বর্গের মধ্যে এমন কোন্ সুদুর্লভ গতি আছে যে, লাভ করা যাইতে পারে না! তথাপি আমি ঐ সমুদায়ের মধ্যে কিছু মাত্র তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি না, হে ভূমন্! আমি কেবল আপনার পাদপদ্ম সেবা করিতেই সম্পূর্ণ উৎসুক। [১৬] তবে, আমার আপনার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা আছে যে, আপনি অজ, তথাপি আপনাতে মায়িক কার্য্যগুলি দেখিতেছি, ইহাতে আমার মন অত্যধিক বিস্মিত হইতেছে অতএব এক্ষণে আমায় এরূপ তত্ত্ব উপদেশ করুন যাহাতে আমার সেই বিস্ময় ভাবটী বিদূরিত হয় ॥

আপনি অজ হইয়াও জাত হইলেন! নিস্পৃহ হইয়াও মায়িক কার্য্য সকল অনায়াসে অনুষ্ঠান করিলেন! কি আশ্চর্য্য! আপনি স্বয়ং কাল স্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হন!! অবশেষে দুর্গ ( গড় ) আশ্রয় করেন!!! যাঁহার রতি আপন আত্মাতেই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তিনি কি না—বহুসংখ্যক রমণীর আত্মাতে রমণ করিলেন!!! —ভগবানে (আপনাতে) এই সকল অঘটন ঘটনা দেখিয়াও ইহলোকে এমন কোন বিজ্ঞ আছেন, যাঁহার বুদ্ধি সাংশয়িক হইয়া খিন্ন না হইতেছে? [১৭] প্রভো! আপনিত স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, নিত্য ও আত্মবোধস্বরূপ, তবে কেনই বা আমায় প্রস্তুত মন্ত্রণা কার্য্য সকলে নিজ সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন? দেব! তুমি সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ হইয়াও যে, এইরূপ মুগ্ধের ন্যায় হইয়া আসিতেছ ইহাতেই আমার মন যেন মোহিত হইয়া যাইতেছে ॥ ১৮ ॥

---

১—এই আমি, ভগবান্ নহে, কিন্তু উদ্ধব বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ আপনি ব্রহ্মাকে আপনার সমস্ত রহস্য-প্রকাশক যে, উৎকৃষ্ট জ্ঞান শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, আহা! যাহা শ্রবণ করিয়া আমরা এই ভবসংসারীয় ক্লেশসমুদ্র নিশ্চয়ই পার হইব, স্বামিন্! এক্ষণে আমরা যদি উহা ধারণ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে অবিলম্বে বলুন ॥ ১৯ ॥”

আমি তখন স্বীয় এবংবিধ হৃদ্গত ভাব আবেদন করিলে, সেই পদ্মপলাশলোচন পরাৎপর ভগবান্ আমায় আপন পরম লীলাটি সংক্ষেপে আদেশ করিয়া যান ॥ ২০ ॥

আমার সেই আরাধিতপাদই-১-গুরু ছিলেন। আমি সেই গুরুর নিকটে পরমার্থজ্ঞানবিষয়ক পথ অবগত হই। অনন্তর গুরুদেবকে প্রদক্ষিণা পূর্ব্বক পাদপদ্মদ্বয়ে প্রণাম করিয়া তদীয়বিরহে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি।” ফলত এক্ষণে আমার হর্ষ, বিষাদ—উভয়ই সম্পূর্ণ রূপে আছে অর্থাৎ প্রভুর দর্শন জন্য অন্তরে আহ্লাদও আছে এবং প্রভুর বিয়োগ জন্য অন্তরে সম্যক্ কষ্টও আছে। অতঃপর যে আশ্রমে নারায়ণ দেব ও ভগবান্ নর নামক ঋষি এই লোকভাবন ঋষিদ্বয় দীর্ঘকাল যাবৎ ‘মৃদু তীব্র’ -২- তপস্যা করিতেছেন। আমি তাঁহার প্রিয় সেই বদরিকাশ্রমে গমন করিব ॥ ২১ ॥

---

১—যাঁহার পাদপদ্মদ্বয় সতত আরাধিত হইয়া থাকে তাঁহাকে আরাধিতপাদ কহে।

২—তপস্যা বলিতে এ স্থলে সমাধি নহে কিন্তু সমাধি ও তৎ ফল লাভের উপায়ভূত শ্রদ্ধা, সামর্থ্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই চতুর্ব্বিধ বুঝিতে হইবে। মুমুক্ষুরা সমাধি সিদ্ধ হইবার জন্য সকলেই এই উপায়গুলির যথাক্রমে যথানিয়মে অভ্যাস করিয়া থাকেন পরন্তু তাঁহাদের সকলেরই যে সমাধি সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা নহে কিন্তু কাহারও সিদ্ধ হইয়া থাকে, কাহারও হয় না। কোন কোন ব্যক্তির বহু দিনে হয় ও কোন কোন ব্যক্তির বহু বহুজন্মান্তরের সাপেক্ষ হয় এবং কাহারও বা অতি শীঘ্রই হয়। ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে পতঞ্জলির মত এই যে মনুষ্যগণের পূর্ব্ব জন্মের আপন আপন বাসনানুগুণ অদৃষ্ট বশে ঐ সকল সমাধিউপায়গুলি অনুষ্ঠিত হইয়াও মৃদু মধ্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই এইরূপ ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। নিজ নিজ অদৃষ্টাধীন শ্রদ্ধাদি উপায়গুলির যে তারতম্য হইয়া থাকে তাহা নববিধ বলিয়া পাতঞ্জলে নির্ণীত হইয়াছে। যথা, মৃদু উপায় (১) মধ্য উপায় (২) অধিমাত্র (তীব্র) উপায় (৩)। এই ত্রিবিধই আবার বৈরাগ্যের ইতর বিশেষে প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া নববিধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মৃদু সংবেগ মৃদূপায়। মধ্য সংবেগ মৃদূপায়। তীব্র সংবেগ মৃদূপায়। এইরূপে মধ্য উপায় ও অধিমাত্র উপায়েরও বুঝিতে হইবে। এই নব বিধের মধ্যে সর্ব্বশেষ নবমের অর্থাৎ তীব্র সংবেগ সম্পন্ন অধিমাত্র উপায় পদবাচ্য শ্রদ্ধাগুলি দ্বারাই সমাধি লাভ ও সমাধির ফল হইয়া থাকে। তবে যাঁহার অত্যধিক শুভাদৃষ্ট থাকায় ঐ তীব্র সংবেগ অধিমাত্র উপায়গুলি আরও তীব্র হইয়া যায়। অর্থাৎ তীব্র সংবেগ অধিমাত্রো

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ ২৩ ॥

পণ্ডিত বিদুর, উদ্ধব মুখে সুহৃদ্গণের এবংপ্রকার দুঃসহ বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি স্বভাব সুলভ নাপ্রাপ্ত উচ্ছ্রিত শোকাবেগকে বিবেক দ্বারা উপশমিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

সেই কৌরবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা, কৃষ্ণ দর্শনপ্রাপ্তি লালসায় বদরিকাশ্রমে গমন তৎপর মহাভাগবতকে তাঁহার সহিত প্রণয় থাকা প্রযুক্ত মুখ্যরূপে এই কথা ( পরশ্লোকোক্ত ) জিজ্ঞাসিয়া অবরোধ করিয়া রাখিলেন।

বিদুর বলিলেন ॥ ২৫ ॥

যোগেশ্বর ঈশ্বর তোমায় স্বাত্ম রহস্য প্রকাশক, উৎকৃষ্ট যে জ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া যান, তুমি এক্ষণে তাহা আমাদিগকে বলিতে যোগ্য হইতেছ, যেহেতু সাধুলোকেরা নিজ নিজ আশ্রিত ভৃত্যের প্রয়োজন সাধন পূর্ব্বকই বিচরণ করিয়া থাকেন।

উদ্ধব বলিলেন ॥ ২৬ ॥

মহাশয়! যদিও আমি মর্ত্তলোক-জিহাসু ভগবানের নিকটে সাক্ষাৎ উপদিষ্ট হইয়াছি, সত্য, তথাপি আপনার তত্ত্বজ্ঞানার্থ কৌশারব ( মৈত্রেয় ) [illegible]ই আরাধ্য, আমি নহি; ফল, আমাকে তত্ত্বোপদেশ করাতে তিনিও উপদিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীশুকদেব কহিলে ॥ ২৭ ॥

মহাত্মা ঔপগবি ( উদ্ধব ) বিদুরের সহিত এইরূপ বিশ্বমূর্ত্তির গুণপ্রকাশক কথালাপ করিতে

---

পায়গুলি যতক্ষণ সমান অবস্থায় থাকে সেইক্ষণ যাবৎ তাহাকে 'মৃদু তীব্র সংবেগ অধিমাত্রোপায়' বলা যায়, যখন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আরও তীব্র ভাব প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে 'মধ্য তীব্র সংবেগ অধিমাত্রোপায়' বলা যায়। ইহার মধ্যে যাহারা পরবর্ত্তী উপায় বিশিষ্ট যোগী, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উপায় বিশিষ্ট যোগীগণের অপেক্ষাও শীঘ্র সমাধি ও সমাধির ফল লাভ হইয়া থাকে। এবং এইরূপে যখন ঐ উপায়গুলিই আবার আরও কিঞ্চিৎ তীব্র হয় তখন সেই গুলিকে "অধিমাত্র ( তীব্র ) সংবেগ অধিমাত্র উপায়' বলা যায়। যাহারা এই সর্ব্ব শেষোক্ত উপায় বিশিষ্ট হন তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার যোগি অপেক্ষাও অতি শীঘ্র সমাধি ও সমাধির ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে 'মৃদু তীব্র তপস্যা' বলিতে এই শেষোক্ত ত্রিবিধের মধ্যে প্রথমে "মৃদু তীব্র সংবেগ অধিমাত্রোপায়" নামক উপায় বলিয়া যে নিরূপিত হইল, সেইটী বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঋষিদ্বয় দীর্ঘ কাল যাবৎ এই "মৃদু তীব্র সংবেগ অধিমাত্রোপায়" পদবাচ্য শ্রদ্ধাদি সমাধি-উপায় গুলি অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহা দ্বারা এই সূচিত হইল যে তাঁহাদের সমাধি ও সমাধির ফল শীঘ্রই লাভ হইতেছে আর বিলম্ব নাই।

করিতে তাঁহার যদুকুল ধ্বংসজনিত উৎকট দুঃখটী, সেই কথা সুধাসাগর-তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া গেল ; সুতরাং যমুনা তীরে সেই রাত্রি টুকু ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া সে স্থান হইতে পুনশ্চ প্রস্থান করিলেন।

রাজা বলিলেন ॥ ২৮ ॥

বিনাশ প্রাপ্ত বৃষ্ণি ভোজ বংশীয় অধিরথ-যূথ-প-যূথ-পতিগণের মধ্যেও যিনি মুখ্য -১- এবং ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের মধ্যেও যিনি মুখ্য তাদৃশ পরমেশ্বরও মানবাকার পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু মাত্র উদ্ধব কেন অবশিষ্ট রহিলেন ?

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ ২৯ ॥

অমোঘাভিলাষ ভগবান্ ব্রহ্মশাপ ছলে কালাখ্য শক্তি দ্বারা স্বীয় স্ফীত কুলকে সংহার করিয়া অবশিষ্ট নিজ দেহটিও পরিত্যাগ করিবেন ইচ্ছা করিয়া তখন এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

"সম্প্রতি আমি এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে, মদীয় তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানটী আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ উদ্ধবই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন। [৩১] উদ্ধব কিছু অণুমাত্রও আমা হইতে ন্যূন নহেন। যেহেতু ইনি বিষয় দ্বারা-২-প্রভুকে ( আমারে ) কিছুমাত্র উৎপীড়িত করেন নাই। অতএব এক্ষণে ইনি লোক সকলকে মদ্বিষয়ক জ্ঞানোপদেশ করত ইহসংসারে অবস্থান করুন ॥ ৩২ ॥"

শব্দযোনি -৩- ত্রিলোকগুরু ব্রহ্মা ঈদৃশ অভিপ্রায়েই বদর্য্যাশ্রমে গিয়া সমাধি দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিয়াছিলেন -৪- ॥ ৩৩ ॥

বিদুরও উদ্ধব মুখে লীলাবিগৃহীত শরীর, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণের ধন্যাস্পদ কর্ম্ম এবং তাঁহার আবার ধীরগণের ধৈর্য্য বর্দ্ধন ও অন্যান্য পশুতুল্য অধীরগণের দুষ্করতম দেহপরিত্যাগ বিষয়ক সংবাদ সকল শ্রবণ করিয়া [৩৪]। [৩৫] "কৃষ্ণ আমায় মনে মনে স্মরণ করিয়াছেন" এইরূপ

---

১—অধিরথ শব্দে এস্থলে মহারথ বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি একা হইয়াও দশ সহস্র ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাগণের সহিত অকুতো ভয়ে যুদ্ধ করে তাহারে মহারথ কহে। যাঁহারা ঈদৃশ মহারথগণের সমূহকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করেন তাঁহাদিগকে "অধিরথযূথপ" কহে। যাঁহারা তাঁহাদিগেরও সমূহকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন তাঁহাদিগকে 'অধিরথযূথপযূথপতি" কহে। ২—অর্থাৎ আপন আত্মাকে বিষয়গত সুখ দুঃখাদি বিষ পান করাইয়া।

৩—অর্থাৎ বেদ প্রকাশক। ৪—ইহা দ্বারা মানস পূজাই ব্যক্ত হইল।

ভাবিতে ভাবিতে, হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যখন দেখিলেন ভাগবত উদ্ধব সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন অমনি প্রেমবিহ্বলচিত্ত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সেই সিদ্ধ ভরতশ্রেষ্ঠ, কালিন্দী ( যমুনা ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় দিনে যেখানে মুনিবর মিত্রাসুত ( মৈত্রেয় ) অবস্থিত ছিলেন সেই সরিদ্বর গঙ্গাতীরে ( হরিদ্বারে ) গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর উদ্ধব সংবাদে
চতুর্থঅধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

## অথ পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ ১ ॥

অচ্যুতভাব দ্বারা পরিশুদ্ধাত্মা, স্বীয় সুশীলতাদি গুণ দ্বারা অতিমাত্র পরিতৃপ্ত সেই কুরুগণ-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিদুর, গঙ্গা দ্বারে ( হরিদ্বারে ) সুখাসীন, অগাধ বোধ, মৈত্রেয় ঋষির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥

বিদুর বলিলেন ॥ ২ ॥

মহাশয় ! লোকে সুখাভিলাষে কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতেছে। এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই মাত্র যে, তাহারা সেই সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা সুখ লাভ করিবেক, বা দুঃখ লাভ করিবেক, কিংবা সুখ দুঃখ কিছুই লাভ করিবেক না, অথবা, সেই সকল কর্ম্ম নিমিত্ত অতিমাত্র দুঃখ লাভ করিবেক ? এই কয় কোটির মধ্যে যাহা প্রকৃত হয় তাহা এক্ষণে আপনি আমায় ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥

দৈবাধীন কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া যে ব্যক্তি অধর্ম্মশীল হওতঃ বহু দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি অনুগ্রহ বিধানার্থ জনার্দ্দনের কল্যাণময় ভূতসকল ইহ সংসারে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ৪ অতএব হে সাধুবর! তুমি আমাদিগকে এরূপ কল্যাণময়পথ প্রদর্শন করাও যাহা দ্বারা পুরুষেরা

ভগবানকে অতি শীঘ্রই আরাধিত করিতে পারে। ভগবান্ যাহা দ্বারা ভক্তি-পরিশুদ্ধ হৃদয় লাভ করিয়া অবস্থিত হইয়া থাকেন, এবং অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে তত্ত্বপ্রকাশক চিরন্তন জ্ঞান ধন প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

অপিচ, ভগবান্ স্বতন্ত্র ও ত্রিগুণনিয়ন্তা হইয়াও অবতারী হইয়া যেসকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন সেই সমুদায় অদ্ভুত ভগবচ্চরিত্র গুলি আমায় বলুন। ভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্জ্জনেচ্ছায় সক্রিয় হইয়া এই জগৎ সর্জ্জন করিয়াছেন। অনন্তর তিনিই আবার এই সৃষ্টজগৎকে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ উপযুক্ত যথাযোগ্য বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক রক্ষাও করিতেছেন।[৬] পুনশ্চ তিনি স্বীয় শূন্যাত্মক হার্দ্দাকাশে এই প্রতিপাল্যমান জগৎকে প্রবিষ্ট করিয়া নিরস্ত-বৃত্তি হওতঃ গুহাতে ( যোগমায়াতে ) নিশ্চিন্ত ভাবে শয়ন করিয়া থাকেন। অনন্তর পুনশ্চ সেই যোগেশ্বরাধীশ্বরই সিসৃক্ষা পূর্ব্বক জগৎ সর্জ্জন ও তাহাতে অনু-প্রবেশ করিয়া যেরূপে অনন্ত প্রকার আকার ধারণ করিয়া থাকেন।[৭] ফল, যিনি এইরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হওতঃ বিশেষ বিশেষ শরীর ধারণ পূর্ব্বক যেরূপে গো ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের কল্যাণার্থ ক্রীড়া করিয়া থাকেন আমাদের তাদৃশ পুণ্যশ্লোকবর ভগবানের অমৃত চরিত্র শ্রবণে মন একদা পরিতৃপ্ত হইতেছে না প্রত্যুত শ্রবণস্পৃহা উত্তরোত্তর বলবতীই হইয়া উঠিতেছে ॥ ৮ ॥

লোকনাথাধিপতি, যে সকল তত্ত্ব দ্বারা ( ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ) লোকসকল -১ অলোক সকল -২- ও লোকপাল সকল কল্পনা ( সৃষ্টি ) করিয়াছেন। সেই তত্ত্ববিশেষোপাদান-নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কল্পিত লোক সকলে, যে সমস্ত প্রাণিগণের সমুদায় আছে, তাহাতে দেব মনুষ্যাদি ভেদ সকল যে কল্পিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের সেই সেই পদাধিকারের যথানুরূপই হইয়াছে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা অবগত হইয়াছি মাত্র কিন্তু এক্ষণে আপনার নিকট উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করি।[৯] এবং আপনিই আপনার উৎপত্তি-কারণ সেই বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ, যেরূপে প্রজাগণের স্বভাব, কর্ম্ম, রূপ, ও অভিধা সকলের পার্থক্য বিধান করিয়াছেন, হে বিপ্রবর! ইহাও আমায় বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল ॥ ১০ ॥

ভগবন্! আমি ব্যাস মুখে ত্রৈবর্ণিক ও শূদ্রাদির কর্ত্তব্য ধর্ম্ম সকল পুনঃ পুনঃই শ্রবণ করিয়াছি। সে সকল তুচ্ছ সুখাবহ ধর্ম্ম সুতরাং তাদৃশ ধর্ম্ম কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়াছি,

---

১—অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি লোক সকল। ২—অর্থাৎ পৃথিব্যাদি বাহ্য সপ্ত আবরণ সকল।

তবে সেই সকল কথার অন্তর্গত যে সকল কৃষ্ণ কথামৃত পান করিয়াছি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। বরং সেই সূত্রে আমার তাদৃশ কথা শ্রবণে উত্তরোত্তর স্পৃহা বলীয়সীই হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১১ ॥

যিনি কর্ণ নাড়িতে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারজনক সাংসারিক আসক্তিটী ছেদন করেন, ভগবন্! আপনাদের সমাজে তাদৃশ তীর্থপদ পুরুষের নাম সকল যখন নারদাদি মহর্ষি দ্বারা উচ্চরিত হইতে থাকে, তখন এমন কে আছে যে, সেই সকল নামগুলি সকৃৎ শ্রবণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিবেক? ॥ ১২ ॥

তোমার সখা মুনিবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নও ভগবদ্গুণ বর্ণনেচ্ছু হইয়াই মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে যে প্রকরণে গ্রাম্য সুখানুবাদ করিয়াছেন সে সকল অবিনশ্বর সুখকথা দ্বারাও নিশ্চয়ই কর্ম্মিমনুষ্যগণের হরিকথাতে মতি নীত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শ্রদ্ধালু পুরুষের ঐরূপে হরিকথাতে মতি নীত হইলে পর উহা ক্রমশ পরিবর্দ্ধমান হইয়া ভগবান্ ব্যতীত সমুদায় গ্রাম্যসুখে তাহার বিরক্তি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং শ্রীহরির পদানুস্মরণে অতিমাত্র অনুরক্ত সেই সাধুর সমস্ত দুঃখই আশু নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

শোচনীয় অবস্থাপন যে সকল ব্যক্তি, তাহাদের অপেক্ষাও যাহারা শোচনীয় দশাগ্রস্ত, আবার যাহারা ভারতইতিহাস কথার তাৎপর্য্য অবধারণে অসমর্থ—তাহারা তদপেক্ষাও শোচনীয় এবং যাহারা নিজদুরদৃষ্ট প্রভাবে জানিয়া শুনিয়াও শ্রীহরির কথাতে বিমুখ হয় তাহারা পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ের অপেক্ষাও শোচনীয়, যেহেতু তাহারা ব্যর্থ ব্যর্থই বাক্, দেহ, ও মনোব্যাপারে আসক্ত রহিয়াছে সুতরাং তাহাদের আয়ু অনিমিষ দেব (কালাত্মা বিষ্ণু) দিন দিন ক্ষীণই করিয়া ফেলিতেছেন। আমি সেই সকল শোচনীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য অনুতাপ করিতেছি অর্থাৎ তাহারা এখনও ভক্তি পথে আসিল না! এখনও ভগবানের পাদপদ্ম সৌরভ আঘ্রাণ করিল না সুতরাং তাহাদের দশা কি হইবে!! ॥ ১৫ ॥

অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! হে কৌশারব! (মৈত্রেয়!) এক্ষণে ভ্রমর যেমন প্রতিপুষ্প হইতে পুষ্পের সারভুত মধু চয়ন করে, তদ্রূপ তুমিও সমুদায় জগতের কল্যাণার্থ সমুদায় কথা হইতে সারভুত সেই সুখদাতা পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির কথা মাত্র উদ্ধার করিয়া আমাদিগের নিকটে কীর্ত্তন কর। [১৬] অর্থাৎ সেই ঈশ্বর বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ার্থ বিশেষ বিশেষ শক্তির আশ্রয় হইয়া অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল অলৌকিক কার্য্য করেন, এক্ষণে আমার নিকটে সেই সকল কথাগুলিও কীর্ত্তন কর ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ মৈত্রেয় মুনি এইরূপে লোকগণের কল্যাণার্থ বিদুর মহাত্মা দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারে বহু সম্মানের সহিত বলিতে লাগিলেন ॥

মৈত্রেয় বলিলেন ॥ ১৮ ॥

হে সাধো! তুমি অধোক্ষজাত্মা হইতেছ সুতরাং লোকগণের সাধুপথ প্রদর্শক হইয়া প্রসঙ্গাধীন লোকে নিজের কীর্ত্তি বিস্তার করত আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতীব প্রশস্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। [১৯] হে ক্ষত্তঃ! তোমার জন্ম, ভগবান্ বাদরায়ণের বীর্য্য হইতে, অতএব তুমি যে অনন্য মনে এক ঈশ্বর হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা কিছু তোমাতে আশ্চর্য্য নহে। [২০] তুমি প্রকৃত পক্ষে প্রজাসংযমন ভগবান্ যম স্বরূপ হইতেছ। পূর্ব্বজন্মে কেবল মাণ্ডব্য মুনি শাপে অভিশপ্ত হইয়া এজন্মে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ক্ষেত্র রূপে স্বীকৃত তাহার দাসীর গর্ভে সত্যবতী-পুত্র বাদরায়ণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং এক্ষণে শূদ্র হইয়াছ ॥ ২১ ॥

আপনি ভগবানের অনুগত ছিলেন বলিয়া অত্যন্তই তাঁহার প্রিয় হইযাছিলেন। সেই অজ ভগবান্ স্বকীয় ধামে যাইবার সময়ে আপনাকে যে সকল তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবার জন্য আমায় উপদেশ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি স্বয়ংও স্মরণ পূর্ব্বক যাহা সংক্ষেপে আমায় উপদেশ করেন। [২২] এক্ষণে আমি সেই সকল যোগমায়া-পরিবর্দ্ধিত-বিশ্বসংসারীয় সৃষ্টি প্রভৃতি প্রলয় পর্য্যন্ত ভগবল্লীলাগুলি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ২৩ ॥

এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ভগবান্ স্বরূপ ছিল। তখন সেই পরমাত্মাই সমুদায় জীবের স্বরূপ ছিলেন। এবং এক তিনিই সকলের প্রভু ছিলেন। তখন অন্য কিছু আর ছিলনা অর্থাৎ দ্রষ্টাও ছিল না, দৃশ্যও ছিল না। তখন সেই সকল দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি পদার্থ, কারণ রূপে অব্যক্তভাবে বিলীন হইয়া অবস্থিত ছিল সুতরাং পৃথকরূপে প্রতীতি না হইবায় নানা দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি মতিমান্ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিগোচর হইত না। [২৪] সেই ভগবান্ তখন দ্রষ্টা হইয়াও দৃশ্য কার্য্যজাত দেখিতে পান্ নাই। যেহেতু তখন তিনি একরাট্ ছিলেন অর্থাৎ এক তিনিই প্রকাশশীল ছিলেন। তখন আত্মা বস্তুত বিদ্যমান থাকিলেও ছিলেন না বলিয়াই আমি অঙ্গীকার করি, কেননা যখন দৃশ্য নাই তখন সুতরাং দ্রষ্টার দ্রষ্টৃত্বও নাই। একেবারে কিছু ছিল না ইহাও বলি না, যেহেতু চিৎশক্তি ত সর্ব্বদাই সমানভাবে জাগরূক রহিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

হে মহাভাগ! দ্রষ্টার সেই এই সদসদাত্মিকা -১- শক্তিটী মায়া নামে প্রসিদ্ধ। বিভু বিশ্বসংসার এই মায়াশক্তি দ্বারাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

চিচ্ছক্তিমান্ অধোক্ষজ (পরমাত্মা) কালাখ্য শক্তি দ্বারা তাঁহারে ক্ষুভিত-২-করিয়া তাঁহাতে তাঁহার অধিষ্টাতৃভুত পুরুষরূপে আপন চিচ্ছক্তি ( চিদাভাস ) আধান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর সেই কাল-প্রেরিত অব্যক্ত ( প্রকৃতি ) হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। বিজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা স্বীয় দেহে অব্যক্ত ভুত বিশ্বকে এইরূপে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া সেই ব্যক্তজননী প্রকৃতির ( মায়ার ) প্রেরক হইলেন। ২৮ সেই অংশ-গুণ-কালাধীন পরমাত্মা -৩- এই বিশ্ব সংসারের সর্জ্জনেচ্ছায় ভগবানের ( বিম্বভুত পরমাত্মার ) দৃষ্টিগোচর হইয়া আপনাকেই আপনি রূপান্তরিত করিলেন -৪-। ২৯ রূপান্তরিত মহত্তত্ত্ব হইতে অহন্তত্ত্বরূপ রূপান্তর হইল। কার্য্য কারণ ও কর্ত্তা এই তিনেরই আশ্রয় যে, তাহাকে অহন্তত্ত্ব কহে -৫-। এই অহন্তত্ত্ব বৈকারিক

১—সৎ = কারণরূপ, অসৎ = কার্য্যরূপ। অর্থাৎ কার্য্য কারণ স্বরূপ।।

২—সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের যে, পরস্পর সমান অবস্থায় থাকা, তাহাকে 'প্রধান' কহে। সে অবস্থায় সমুদায় কার্য্যই তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। পুনশ্চ কালসহকারে ( অর্থাৎ কালাখ্য ভগবৎশক্তি দ্বারা ) যখন ঐ প্রধানে ক্ষোভ উপস্থিত হয় তখন তাঁহার সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য জন্মে। সে অবস্থায় তাঁহাকে প্রকৃতি কহে। প্রলয় অবস্থায় অবস্থিত ত্রিগুণের পরস্পর যে সাম্য ভাব, তাহার সর্জ্জনাবস্থায় যে নষ্ট হওয়া অর্থাৎ পরস্পরের যে বৈষম্য ভাবের উদয় হওয়া, তাহাকে ক্ষোভ কহে। পরস্পর পরস্পরকে উপমর্দ্দন বা অভিভব করিবার যে প্রযাস, তাহাকে বৈষম্যভাব কহে।

৩—পরমাত্মা বলিতে এস্থলে বিম্বভূত পরমাত্মা নহেন কিন্তু প্রতিবিম্বভূত মায়োপহিতচৈতন্য বা চিদাভাস বুঝিতে হইবে। বিম্বভূত আত্মার যে আভাস চৈতন্য, তাঁহাকে অংশ কহে। এই অংশটি প্রতিবিম্বিত আত্মার নিমিত্ত কারণ হইতেছেন। যে অধিষ্ঠানে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সেই ত্রিগুণময়ী অধিষ্ঠানকে গুণ কহে। ইহা প্রতিবিম্বভূত আত্মার উপাদান বা সমবায়ি কারণ হইতেছে। এবং যাহা দ্বারা এই অধিষ্ঠান ক্ষুভিত হইয়া সর্জ্জনোন্মুখী হয় তাহাকে কাল কহে। ফল, প্রতিবিম্বিত পরমাত্মা এই তিনেরই অধীন হইতেছেন। ইঁহাকেই হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মা বা লোক-পিতামহ কহে।

৪—অর্থাৎ মহত্তত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইলেন।

৫—শরীরকে কার্য্য কহে। ইন্দ্রিয়কে কারণ কহে। এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা মনকে কর্ত্তা কহে। এই তিনই অহং ভাব ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সুতরাং অহম্ভাবই তাহাদের আশ্রয় হইল। ইহা স্বয়ং অনুভব না করিয়া দেখিলে, উপদেষ্টার সামর্থ্য নাই যে বুঝাইয়া দিবেন।

তৈজস, ও তামস ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে -১-।[৩০] রূপান্তরিত বৈকারিক অহন্তত্ত্ব হইতে মনোরূপ রূপান্তর হইল। যাহা হইতে শব্দাদি অর্থ সকল অভিব্যক্ত (উৎপন্ন) হয় তাহাকেও বৈকারিক অহন্তত্ত্ব কহে এবং বৈকারিক নামক ইন্দ্রিয়াভিমানি যেসকল দেবতারা -২- আছেন তাঁহারাও ঐ বৈকারিক অহন্তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন।[৩১] জ্ঞানময় ও কর্ম্মময় -৩- ইন্দ্রিয় সকল তৈজস অহন্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[৩২] যাহা হইতে আত্মার প্রদ্যোতক আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে তাদৃশ ভূতসূক্ষ্ম শব্দের কারণকে তামস অহন্তত্ত্ব কহে-৪-।[৩৩] কাল দ্বারা ক্ষোভ প্রাপ্ত মায়াতে ভগবানের অংশ (চিদাভাস) গিয়া পড়ে। সুতরাং শব্দ তন্মাত্র হইতে যে মহাভূত অকাশ উৎপন্ন হইয়াছে সেই আকাশও ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই ভগবদ্দৃষ্টি-গোচরিত আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই রূপান্তরজাত স্পর্শ তন্মাত্রাও আবার আপন কার্য্যরূপে বায়ুকে নির্ম্মাণ করিলেক।[৩৪] আকাশ হইতে রূপান্তরিত, বহু বলান্বিত বায়ুও আবার আপন কার্য্যভূত রূপতন্মাত্রা সৃষ্টি করিলেক। সেই রূপতন্মাত্রা হইতে লোক-প্রকাশক তেজঃ পদার্থপ্রাদুর্ভূত হইল। সেই বায়ুযুক্ত রূপান্তরজাত তেজঃ পদার্থ, কালপ্রেরিত মায়া ও তৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসের সংযোগাধীন পরমাত্ম-দৃষ্টির গোচর হইয়া রসতন্মাত্রক জলের সৃষ্টি করিল। ঐরূপে অনুসৃষ্ট রূপান্তরজাত জলও আবার কালপ্রেরিত মায়া ও চিদাভাস সংযোগাধীন ভগবদ্বীক্ষিত হইয়া গন্ধতন্মাত্রক ভূমির সৃষ্টি করিলেক ॥ ৩৫ ॥

হে ভব্য! আকাশাদি মহাভূতগণের পর পর জাত যে যে কার্য্য, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বজাত কারণ সমূহের সংসর্গাধীন সংখ্যানুক্রমে উত্তরোত্তর, গুণ সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে -৫- ॥ ৩৬ ॥

---

১—গুণত্রয় হেতুক ত্রিবিধ হইয়াছে। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে বৈকারিক কহে। রাজসিক অহঙ্কারকে তৈজস কহে।

২—এই ইন্দ্রিয়াভিমানি দেবতাদিগের নাম ও উৎপত্তি সকল ষষ্ঠাধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৩—শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই জ্ঞান-প্রধান=পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জ্ঞানময় ইন্দ্রিয় কহে। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই কর্ম্ম-প্রধান=পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় কহে।

৪—এটী উপলক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র ই তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৫—অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, আকাশাদি মহাভূত এই পাঁচটি। ইহারা সকলেই আপন আপন পূর্ব্ব কারণ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার পূর্ব্বে যতগুলি কারণ আছে তাহার তত সংখ্যক অনুবৃত্ত গুণ এবং নিজের একটি বুঝিতে হইবে। (কারণ শব্দে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ব্বজাত তাবত্তেরই বোধ করিবেন) স্পষ্টার্থ

কাল, মায়া ও চিদাভাস যুক্ত এই সকল দেবতাগণ বিষ্ণুর অংশভূত সুতরাং ইহাঁরা পরস্পর সমান সামর্থ্যবিশিষ্ট হইবায় ব্রহ্মাণ্ড রচনাতে কেহই পারগ হইলেন না -১-। অবশেষে সকলেই করযোড়ে ভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবতারা বলিলেন।

হে দেব! ত্বদীয় বিপন্ন জনগণের দুঃখজনিত উত্তাপ শামক আতপত্র ( ছত্র ) স্বরূপ পাদপদ্মেতে আমরা নমস্কার করি। আহা! যতিরা যে পাদপদ্মের তলদেশাশ্রিত হইয়া অতি শীঘ্রই সংসার দুঃখ সুদূরে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন। ৩৮ হে বিধাত! হে ঈশ! ভবসংসারে জীবগণ ত্রিতাপ দ্বারা আঘাতিত হয় বলিয়াই আপন আত্মাতে স্বরূপানন্দ উপভোগ করে না। ভগবন্! এই জন্যই আমরা ত্বদীয় তত্ত্ব প্রকাশ পাদপদ্মচ্ছায়া আশ্রয় করিলাম ॥ ৩৯ ॥

যেস্থান হইতে পাপনাশন সলিলশালি সরিদ্বর গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারে ঋষিরা একান্তে বসিয়া ত্বদীয় মুখপদ্মনীড়-বেদ-বিহঙ্গমগণ দ্বারা -২- অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ভগবন্! তুমি সেই পবিত্র পদের আস্পদ, আমরা তোমার তাদৃশ পদে শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৪০ ॥

---

একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা—ভূমি একটি কার্য্য, ইহার সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ব্বজাত আকাশাদি চারি পদার্থই কারণ সুতরাং ইহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এই চারিটি গুণ অনুরক্ত হইয়াছে এবং পঞ্চম নিজের গন্ধ নামক একটী গুণ আছে। এইরূপে সমুদায়ে ইহার গুণ পাঁচটি হইল। এইরূপে জলের চারিটী, তেজের তিনটী, বায়ুর দুইটী গুণ বুঝিতে হইবে। আকাশেতে পূর্ব্বজাত কারণ গুণ অনুরক্ত হয় নাই সুতরাং তাহার নিজের একমাত্র গুণ আছে।

১—অর্থাৎ পদার্থ সকলের মধ্যে কেহ যদি ন্যূন সামর্থ্য বিশিষ্ট হয়, তাহাহইলে অপর ( অপেক্ষাকৃত অধিক সামর্থ্যবান্ ) তাহারে আকৃষ্ট করিতে পারে। আকৃষ্ট না করিলে পরস্পর সংযুক্ত হইবে না। পরস্পর সংযুক্ত না হইলে পিণ্ডাকার বা অণ্ডাকার ব্রহ্মাণ্ড রচনা হইবে না। ব্রহ্মাণ্ড রচনা না হইলে এইরূপ দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি বিবিধ রচনা হইবে না। এদিগে দেখিতে গেলে স্পষ্টই বোধগম্য হইতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত ভগবানের ইচ্ছারূপিণী আকর্ষণ শক্তি অর্থাৎ " পদার্থ সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সংযুক্ত হউক এইরূপ ইচ্ছা " না হয়, তাবৎ, পদার্থ সকল কিরূপে আর পরস্পর আকৃষ্ট ও সংযুক্ত হইতে পারিবেক ? ফলতঃ ইহারা যেপর্য্যন্ত এই ভাগবতী আকর্ষণশক্তি বা ইচ্ছার বিষয় না হইতেছে সে পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহই কাহাকে আকৃষ্ট করিয়া ন্যূন করিতে পারে না।

২—নীড় পক্ষির আবাসস্থানকে কহে। এস্থলে ভগবানের মুখপদ্মকে বেদরূপি পক্ষিগণের আবাস স্থান বলিয়া রূপক করা হইয়াছে। বেদকে বিহঙ্গম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পক্ষিদের পক্ষ দুইটী, বেদেরও পরা ও

যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও একান্ত ভক্তি করিলে সরল হৃদয় হয় এবং বৈরাগ্য প্রবল জ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং সেই ভক্তি শ্রদ্ধা জাত হৃদয়ে, সেই বৈরাগ্য প্রবল জ্ঞান দ্বারা যাঁহারে অবস্থাপিত করিয়া ধীর হওয়া যায়, ভগবন্! তোমার সেই পাদপদ্মপীঠে আমরা শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৪১ ॥

হে ঈশ্বর! তুমি বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্য অবতারী হইয়া থাক। তোমার পাদপদ্ম অনুধ্যাত হইলে তুমি পুরুষগণকে অভয় দান করিয়া থাক। আমরা অধুনা সকলেই সেই পাদপদ্মের শরণ লইলাম ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াদির সহিত বর্ত্তমান দেহরূপী গৃহ অতি বিনশ্বর হইলেও তাহাতে "আমি, আমার" বলিয়া বৃথাই যাহাদের আগ্রহ হইয়া থাকে, তুমি সেই সকল পুরুষগণেরও দেহ পুরীতে বাস করিতেছ তথাপি তাহারা তোমায় সুদূরস্থিত ভাবিয়াই তীর্থ করিবার জন্য বহু বহু দূরদেশে গমন করিতেছে -১-। ভগবন্! আমরা তোমার পাদপদ্ম অতিসন্নিহিত করিয়াই সেবা করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

হে বহুস্তুত! যাহাদের অন্তঃকরণ, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দূরে অভিনীত হইয়া থাকে। হে পরেশ! তাহারা তোমার পদন্যাস বিলাস শোভা সংগ্রাহক ভক্তগণকেই দেখিতে পাইতেছে না, তোমাকে আর কিরূপে দেখিতে পাইবে! ॥ ৪৪ ॥

হে দেব! যাঁহারা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভক্তি দ্বারা তোমার কথামৃত পান করিয়া বাসনা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা যেমন বৈরাগ্যসার জ্ঞান লাভ করিয়া অতিশীঘ্রই বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া গিয়াছেন[৪১] তদ্রূপ যোগিরা পারেন না; যেহেতু যোগিরা যদিও আত্ম সমাধি

অপরা বিদ্যা ভেদে পক্ষ দ্বয় আছে। সনন্দনের তাৎপর্য্য এই যে, পরা ও অপরা বিদ্যা রূপ পক্ষ দ্বয় বিশিষ্ট ঋগ যজু প্রভৃতি বেদ সকল ভগবন, তোমার মুখেতে পক্ষির ন্যায় আবাস করিয়া থাকে অর্থাৎ পক্ষিরা যেমন প্রাতঃ কালে একবার আবাসস্থান হইতে গমন করে, সন্ধ্যার সময়ে পুনশ্চ সেই আবাসে গিয়াই [illegible] করে, তদ্রূপ বেদ-পক্ষিরাও একবার সৃষ্টি সময়ে তোমার মুখ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, আবার যখন লয় হইবে তখনও সেই তোমার মুখেতে গিয়াই প্রবিষ্ট হইবে।

১- এখনও ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা হয় নাই, এখনও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের জন্ম হয় নাই সুতরাং তাঁহাদের দেহপুরাই বা কোথা? তীর্থ করিবার জন্য গমনের সম্ভাবনাই বা কোথা? এইরূপ আশঙ্কা অনিবার্য্য। এককালে সকল ব্রহ্মাণ্ডের নাশও হয় না, এবং এককালে সকল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও হয় না। কোন একটি লয় হইতেছে, কোনো একটির সৃষ্টি হইতেছে, সেই সময়ে কোনো একটি ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান অবস্থাতে আছে। অথবা পূর্ব্ব সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডগত জীবগণের স্বভাব গ্রহণ করিলেও সমাধান হইতে পারে।

ভূত যোগবলে বলিষ্ঠ প্রকৃতিরে জয় করিয়া এক তোমাতেই পুরুষ মানিয়া সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, সত্য, তথাপি আমাদের বিবেচনায় এই দুই. প্রকার সাধকের মধ্যে, যাঁহারা শুদ্ধ সেবা দ্বারা তাঁহারে লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয় যেহেতু যোগমার্গ দ্বারা তাঁহারে লাভ করিতে হইলে অতীব জন্ম জন্মান্তরীণ শ্রমের আবশ্যকতা আছে। পক্ষান্তরে (ভক্তিমার্গে) অতি সহজেই ক্ষণকালের মধ্যে সিদ্ধ হওয়া যাইতে পারে -১- ॥ ৪৬ ॥

হে আদ্য! তুমি লোক সমূহের সিসৃক্ষা করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব -২- গুণত্রয় দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমরা ঐরূপ বিরুদ্ধ গুণোপাদানে সৃষ্ট হওয়াতে সকলেই বিশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত রহিয়াছি, একত্র হইতে পারিতেছি না। পক্ষান্তরে, সকলে একত্র না হইলে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া আপনারে সমর্পণও করিতে পারিতেছি না। [৪৭] হে অজ! কালে তোমায় সমুদায় ভোগই প্রত্যর্পণ করিব। এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা যেরূপে অন্ন উপযোগ করি এবংবিধ স্থানের সৃষ্টি করিয়া দাও। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যে অবস্থিত এই সকল জীবগণ যেখানে অবস্থিত হইয়া তোমারে ভোগ্যবস্তু উপহৃত করিয়া আপনারা নির্ব্বিঘ্নে অন্ন উপযোগ করিতে পারে, এরূপ স্থান দান কর। [৪৮] হে দেব! তুমি আমাদের সান্বয় সুরগণেরই আদিকারণ হইতেছ। যেহেতু তুমি অবিক্রিয়, তুমি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, ও তুমিই চিরন্তন হইতেছ। এবং অজ হইয়াও তুমিই অগ্রে সত্বাদি গুণ সমূহের জন্মাদির কারণভুত স্বীয় অজা শক্তিতে মহত্তত্ত্বরূপে পরিণামশালি রেত আধান করিয়াছ। [৪৯] সুতরাং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা সৃষ্ট হইয়াছি এক্ষণে প্রার্থনা এই, যে জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, সে কার্য্যটি আপনার কি আছে বলুন, আমারা তাহা সম্পাদন করিব। হে পরমাত্মন্! হে দেব! যদি আমাদিগকে আপনার অনুগ্রহে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আপনার ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রদান করুন ॥ ৫০ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

(হরিঃ ওঁ)

---

১—এইজন্যই মহামুনি শেষাবতার স্বপ্রণীত পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" এই সূত্রটীর অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রটীর ভাবার্থ বিশেষরূপে এই শ্লোকেতেই প্রকটিত হইয়াছে. সুতরাং আর পৃথক্‌রূপে বলিয়া বাহুল্য করিবার আবশ্যক নাই।

২—অর্থাৎ সত্ব, প্রকাশাদি গুণ দ্বারা রজঃ ও তমকে— রজ, চঞ্চলত্বাদি গুণ দ্বারা সত্ব ও তমকে—এবং তম, আবরণাদি গুণ দ্বারা সত্ব ও রজোগুণকে অভিভব করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

# অথ ষষ্ঠ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় বলিলেন ॥ ১ ॥

যে সকল পদার্থে বীজরূপে সমুদায় জগতই অবস্থিত থাকে। যাহারা ভগবানের স্বীয় শক্তী স্বরূপ হইয়া বিশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত হয়। সেই সকল দেবগণের এইরূপ প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া উরুক্রম ঈশ্বর কালাখ্য সর্ব্বত আবিষ্টশক্তি প্রকৃতি দেবীরে সেইসকল বিশ্লিষ্ট ভাবাপন্ন ত্রয়োবিংশ তত্ত্ব সমুদায়ে প্রবেশ করাইয়া -১- সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংও অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হন। ২।৩ এইরূপে সেই ভগবান্ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ক্রিয়াশক্তি দ্বারা জীবগণের প্রসুপ্ত অদৃষ্ট সকল প্রবোধিত করত বিশ্লিষ্টরূপে অবস্থিত সেই সকল তত্ত্বগণের পরস্পর সংযোগ করিয়াছিলেন -২- ॥ ৪ ॥

---

১– সাংখ্য মতে যদিও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। যথা—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্রা, এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত। ইহার মধ্যে প্রকৃতি সকলের স্রষ্ট্রী, এবং সকলেতেই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন এবং ঈশ্বরের ন্যায় আদি অন্ত ও উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত হইতেছেন। সুতরাং ইহাঁকে মহামুনি, তত্ত্বের মধ্যে গণনা না করিয়া ত্রয়োবিংশ সংখ্যার উল্লেখ করিলেন। অমিশ্র হইয়া উৎপত্তি বিনাশ বা আবির্ভাব তিরোভাবশালি যে, তাহাকেই গ্রন্থকার তত্ত্ব বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা এক অপরিণামিনী চিত্তিশক্তি ভিন্ন পরিণামশীল অমিশ্র সকল পদার্থকেই তত্ত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রকৃতিকে লইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইবে। পক্ষান্তরে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ববাদি সাংখ্য মতের সহিত বাদরায়ণের মতে বিরোধই নাই বলা যাইতে পারে। যেহেতু "মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশ তত্ত্বে প্রকৃতিরে অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্য তত্ত্বকে প্রবেশ করাইলেন" এইরূপ অন্তর্ভাব রাখিলে কিছুমাত্র মতবৈলক্ষণ্য কল্পনা করিতে হইবে না।

২—অর্থাৎ কারণপ্রবেশকালে যাহার যেরূপ কর্ম্ম-বাসনা থাকে তাহারে বাসনানুসারে সেই সেই রূপ ব্যাঘ্রাদিযোনি প্রদান করিলেন। এস্থলে সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের একটী মন্ত্র, ভাবার্থের সহিত প্রদর্শিত হইতেছে। এই শ্লোকের ভাবার্থ যে, এই বেদমন্ত্রের সহিত অভিন্ন হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

"যথা সোম্য! মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তে অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীতি এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি"

অনন্তর সেই সকল ত্রয়োবিংশ তত্ত্ব সমুদায় জাগরিত ক্রিয়াশক্তিমান্ -১- হইলেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় মাত্রা -২- সমুদায় দ্বারা বিরাট্ দেহ সৃষ্টি করিল ॥ ৫ ॥

এই বিশ্বসংসারের উপাদানভুত তত্ত্ব সমুদায়ে ঈশ্বর আবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় সূক্ষ্ম মাত্রাতে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ যাহাতে এই সমুদায় চরাচর, বা ব্রহ্মা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইল ॥ ৬ ॥

হিরণ্ময় পুরুষ প্রক্ষামাণ সমুদায় জীবগণের সহিত -৩- সহস্র বৎসর -৪- যাবৎ সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত গর্ভোদকে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৭ ॥

---

আরুণি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ করিতেছেন। হে সোম্য! মধুকর মক্ষিকাসকল নানাদিগ্ দেশীয় বৃক্ষ সমুদায়ের সাংভৃত রস সকল একত্র করিয়া মধু নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। সেই সকল রস ঐরূপে একত্রীকৃত হইলায় তাহারা যেমন "আমি অমুক বৃক্ষের রস" 'আমি অমুক বৃক্ষের রস' হইতেছি এইরূপ বিবেক লাভ করে না হে সোম্য! এই সকল প্রজাগণের সম্বন্ধেও তদনুরূপ জানিবে। অর্থাৎ ইহারা যখন আপন আপন কর্ম্ম জ্ঞান বাসনা বাসিত হইয়া সকলে একত্র হইয়াই সেই সতে গিয়া লীন হইয়া যায় তখন আর ইহাদের "আমি অমুক" বা "আমি অমুক" এইরূপ বিবেক থাকে না। যখন সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তখন ইহারাই আবার যে যেমন কর্ম্ম জ্ঞান বাসনায় অঙ্কিত হইয়াছিল। অর্থাৎ কারণে লীন হইবার সময়ে যাহাদের যেরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান জনিত বাসনা প্রসুপ্ত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল, সৃষ্টি সময়ে সেই সেই বাসনানুরূপে জীবগণ সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। যে, পূর্ব্বে ব্যাঘ্রযোনি জনক বাসনায় বাসিত ছিল, সৃষ্ট হইবার সময়ে সে ব্যাঘ্রযোনিই লাভ করিবেক। যে পূর্ব্বে সিংহযোনি-জনক কর্ম্ম বাসনায় বাসিত হয় সৃষ্ট হইবার সময়ে সে, সিংহযোনিই লাভ করিবে। এইরূপ বৃকযোনিই হউক, বরাহযোনিই হউক, কীটযোনিই হউক পতঙ্গযোনিই হউক, দংশযোনিই হউক, মশকযোনিই হউক, পূর্ব্বে কারণে প্রবেশকালে যে, যে যোনি জনক কর্ম্ম ও জ্ঞান জনিত বাসনায় বাসিত হয় সে, সেই যোনিই লাভ করিবেক সন্দেহ নাই।"

১— এস্থলে এই শব্দটী অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়াছে সুতরাং মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৫২ শ্লোক, অনুবাদ সমেত প্রদর্শিত হইতেছে।

"যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি"

যখন সেই পরমপুরুষ জাগরিত থাকেন অর্থাৎ সৃষ্টি হউক, সমস্ত পদার্থে চেষ্টা "ক্রিয়াশক্তি জাগরিত বা আবিষ্কৃত হউক" এইরূপ ইচ্ছা শক্তিকে আশ্রয় করেন তখন এই জগৎ আপন আপন কর্ম্ম বাসনানুসারে চেষ্টা বা ক্রিয়াশক্তিমান্ হয়। যখন তিনি পুনশ্চ নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ ঐরূপ ইচ্ছাশক্তির সঙ্কোচ করেন তখন জগৎ সমুদায়ই লয় প্রাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ প্রসুপ্ত ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাহাতে গিয়া অনুপ্রবেশ করে।

২ -অর্থাৎ আকাশ, শব্দ তন্মাত্রা দ্বারা বায়ু, স্পর্শ তন্মাত্রা দ্বারা ইত্যাদি।

৩ অর্থাৎ সহস্র বৎসরের পরে যে সকল জীব সৃষ্টি করিবেন তাহাদের সহিত।

৪—সহস্র বৎসর বলিতে এস্থলে দৈব পরিমাণে সহস্রযুগ বুঝিতে হইবে। এস্থলে মনুসংহিতার মতের সহিত বিরোধ পড়িয়াছে।

সেই বিশ্বনির্ম্মিতা তত্ত্বসমুদায়ের কার্য্যরূপী বিরাট্ পুরুষ আপনাকে জ্ঞানশক্তি দ্বারা একধা অর্থাৎ হার্দ্দিগুহাবস্থানশীল চৈতন্যরূপে, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা দশধা অর্থাৎ প্রাণরূপে প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচ ও নাগ কূর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচ—এই দশরূপে এবং ভোক্তৃশক্তি দ্বারা ত্রিধা অর্থাৎ অধ্যাত্মাদিরূপে বিভক্ত করিলেন ॥ ৮ ॥

ইনি এই অশেষ প্রাণিগণেরই আত্মা অর্থাৎ সমষ্টি স্বরূপ বা নিয়ন্তা হইতেছেন। এবং পরমাত্মা শ্রীহরিরত অংশ স্বরূপই হইতেছেন। যাহারা আবির্ভাব হওয়াতেই এই সকল ভূতসমষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে ইনি ভগবানের সেই আদ্য অবতার হইতেছেন ॥ ৯ ॥

সেই বিরাট পুরুষ আত্মাকে যখন ত্রিধা বিভক্ত করেন তখন সাধ্যাত্ম -১- সাধিদৈব -২- ও সাধিভূত -৩- হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন। যখন আত্মাকে দশধা বিভাগ করেন তখন প্রাণাপানাদি দশবিধ প্রাণরূপী হইয়াছিলেন। এবং যখন আত্মাকে একধা বিভাগ করেন তখন হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন ॥ ১০ ॥

অধোক্ষজ বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর সেই সকল মহত্তত্বাদি দেবগণের প্রার্থনা স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম শরীরে অন্তর্যামীরূপে একরূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় তেজে দ্বারা (চিৎশক্তি দ্বারা) ইহাদিগের আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য তপস্যা (আলোচনা) করিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর তাঁহার ঐ রূপে তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার শরীর হইতে সেই সকল দেবতাগণের কতপ্রকার আয়তন সকল আবির্ভূত হইয়াছিল, মহাশয়! এক্ষণে আমি আপনাকে সেই সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

সেই ভগবান্ বলিতে ইচ্ছা করিলেন। অমনি আস্য আবির্ভূত হইল। লোকপাল অগ্নি বাগিন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত সেই আস্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব কথা বার্ত্তা সেই বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

হরি রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি তালু আবির্ভূত হইল। লোকপাল বরুণ জিহ্বা ইন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে।

---

১—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সহিত। ২— অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণের সহিত।

৩—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান গোলকগণের সহিত।

বিষ্ণু আঘ্রাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি নাসিকাদ্বয় আবির্ভূত হইল। লোকপাল অশ্বিনদ্বয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া থাকে।

প্রভু দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি চক্ষুর্দ্বয় অভিভূর্ত হইল। লোকপাল ত্বষ্টাদেব চক্ষুরিন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা নানাবিধরূপের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি চর্ম্ম সকল আবির্ভূত হইল। লোকপাল বায়ু প্রাণ সদৃশ দেহব্যাপি ত্বগিন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা স্পর্শানুভব করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি শ্রোত্রদ্বয় আবির্ভূত হইল। লোকপাল দিক্ সকল শ্রোত্রেন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কণ্ডূয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি ত্বক্ আবির্ভূত হইল। লোকপাল ওষধ্যভিমানী দেবতা সকল ত্বগিন্দ্রিয় বিশেষ স্বীয় রোম নামক অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব এই সকল রোম দ্বারা কণ্ডূয়ন ( চুল্‌কোনা ) অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি উপস্থ আবির্ভূত হইল। লোকপাল প্রজাপতি রেতঃপাত-জনক উপস্থেন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা সংভোগজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ পুরীষোৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি অপানপ্রদেশ প্রকটিত হইল। লোকপাল মিত্র পায়ু ইন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা পুরীষোৎসর্গ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভগবান্ বস্তুর আহরণাদি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি হস্তদ্বয় আবির্ভূত হইল। লোকপাল সুরপতি ইন্দ্র, বৃত্তিকরীশক্তি বিশিষ্ট হস্তেন্দ্রিয়াত্মক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ভগবান্ গমনাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি পাদদ্বয় আবির্ভূত হইল। লোকপাল বিষ্ণু গত্যাখ্য স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা দেশ বিদেশে গমন পূর্ব্বক প্রাপ্য বস্তুর লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ মনন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি হৃদয় আবির্ভূত হইল। লোকপাল চন্দ্রমা মানসেন্দ্রিয় নামক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ভগবান্ সকল বিষয়ে অভিমান করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি অহঙ্কার আবির্ভূত হইল। লোকপাল রুদ্র অহংবৃত্ত্যাত্মক স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া আবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ভগবান্ সকল বিষয়েরই একটা নিশ্চয় করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি বুদ্ধি আবির্ভূত হইল। লোকপাল ব্রহ্মা বুদ্ধীন্দ্রিয়াখ্য স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। জীব ইহা দ্বারা সকল বিষয়েরই একতর পক্ষে নিশ্চয় করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অনন্তর এই ভগবানের মস্তক হইতে দ্যুলোক, পাদ দ্বয় হইতে ভূলোক এবং নাভি হইতে অন্তরিক্ষ লোক আবির্ভূত হইল। এই সকল লোকে সত্ব রজঃ তমাত্মক গুণত্রয়ের সুখ দুঃখ মোহাত্মক বৃত্তি সকল স্বভাবতই প্রতীত হইয়া থাকে এবং এই সকল লোকেই সুরাসুর লোক সকল নিবসতি করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

দেবতারা অত্যধিক সত্ব প্রকৃতি বলিয়া দ্যুলোকে নিবসতি করিতেছেন। যাগাদি ব্যবহার কার্য্য নিরত মনুষ্যেরা রজোবিশেষ প্রকৃতি হইবায় এবং তাহাদের ব্যবহার যোগ্য গবাদি পশুরা তামস বিশেষ স্বভাব হইবায় তাহারাও ভূলোকে আসিয়া বাস করিল ॥ ২৪ ॥

রুদ্রের পারিষদ্ ভূতপিশাচাদিরগণসকল অত্যন্তই তামস প্রকৃতি হয় এইজন্য তাহারা দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয়লোকের মধ্যবর্ত্তী যে অন্তরীক্ষ লোক—যাহাকে ভগবানের নাভি বলা যায় সেই স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। ব্রাহ্মণ ভগবানের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সমুদায় বর্ণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা হইতেছেন ॥২৬॥

ইহাঁর বাহু সকল হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুর অংশভূত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী হন এবং নিজ পৌরুষ দ্বারা চৌরাদি ভয় হইতে বর্ণ সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই বিভুর উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হয়। এই বৈশ্যবর্ণ লোক সমুদায়ের বৃত্তিকারি কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যবসা সকল, এমন কি সমুদায় মনুষ্যের জীবিকা সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভগবানের পাদদ্বয় হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হয়। ভগবান্ শ্রীহরি, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে শূদ্রের উপরে এই দ্বিজ শুশ্রূষাখ্য বৃত্তি দ্বারা অতিমাত্র তুষ্ট ছিলেন ॥ ২৯ ॥

এই বর্ণ সকল আপন আপন বৃত্তির সহিত ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাংই ইহারা আপন আপন ধর্ম্মানুসারে আত্মারে পবিত্র করিবার জন্য আদি গুরু সেই শ্রীহরিকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

দেখ, বিদুর ! কাল-কর্ম্ম-স্বভাব-শক্তিমান্ ভগবানের যোগমায়াবলে আবির্ভূত এই বিরাট্ রূপ সম্পূর্ণরূপে নিরূপণ করিতে কে শ্রদ্ধা করিবেক ! হাঃ শ্রদ্ধাই হয়না, নিরূপণ করাতো দূরতঃ পরাহত। [৩১] তথাপি হে অঙ্গ ! আমি কেবল হরি ভিন্ন অর্থাভিধানকারি অপবিত্র আপন বাক্য সকল পবিত্র করিবার জন্য যথাশ্রুত যথামতি সেই শ্রীহরির কীর্ত্তি সকল কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৩২ ॥

প্রেক্ষাবান্ পণ্ডিতেরা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের বাক্য সকল, একান্ত লাভ করিয়া যদি পুণ্যশ্লোকবর ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই সেই কীর্ত্তন বা শ্রবণ জন্য কৈবল্য লাভ হইবে। এবং যিনি বিদ্বান্গণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হরি-কথাসুধা পান করিবার জন্য সমীপস্থ হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে অর্পণ করিবেন তাঁহারও শ্রবণ জন্য নিশ্চয়ই সেইরূপ কৈবল্য লাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

দেখ, বৎস ! আদি কবি ব্রহ্মা, যোগ বিপক্ব বুদ্ধি দ্বারা সহস্র সংবৎসরের পরেও কি আত্মা শ্রীহরির মহিমা নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন ! ! অতএব ইহা নিশ্চয় জানিবে। [৩৪] যে, এই ভাগবতী মায়া যিনি স্বয়ং মায়ী তাঁহারও মোহিনী= চিত্তবিভ্রমকারিণী। ফল, যখন ভগবান্ স্বয়ংই আপন প্রদর্শিত পথ আপনি জানিতে পারিতেছেন না, তখন অন্যে পরে কা কথা ! ! ॥ ৩৫ ॥

যাহা হউক তিনি দুর্জ্ঞেয় হইলেও এক্ষণে আমি কেবল উদ্দেশ করিয়া তাঁহারে নমস্কার করি। যাঁহাকে বাক্য সকল মনের সহিত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও লাভ করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে সেই বাক্য মনের অগোচর ভগবান্কে আমি ও এই সকল দেবতারা সকলেই নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

# অথ সপ্তম অধ্যায়।

## শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ ১ ॥

মৈত্রেয় কৌশারব এইরূপ বলিলে, দ্বৈপায়ন-পুত্র পণ্ডিত বিদুর, প্রার্থনারূপ নিজ বাক্য দ্বারা তাঁহারে প্রীত করিয়াই যেন প্রতিবচন প্রদান করিলেন।

বিদুর বলিলেন ॥ ২ ॥

কেমন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ ত নির্গুণ, চিন্মাত্র স্বরূপ, তাঁহার ত আমাদের ন্যায় কোনরূপ বিকার নাই, তবে কিরূপে তাঁহার গুণ সকল ও ক্রিয়া সকল সম্ভব হইবে? যদি বলেন্ লীলা দ্বারা সম্ভব হইতে পারে! না, তাহাও কিরূপে সম্ভব? দেখুন বালকেরা ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহাদের সেই প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ;—প্রথম, স্বীয় অভিলাষের চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় তাহাদের সঙ্গিদের চিক্রীড়িষা উৎপন্ন করান। ঈশ্বরেত এ দুইয়ের একটিও দেখিতেছি না; যেহেতু তিনি স্বতস্তৃপ্ত সুতরাং তাঁহার আর কিরূপে অভিলাষ থাকা সম্ভব? আমাদের ন্যায় তাঁহার কিছু আসঙ্গলিপ্সা নাই; তিনি নিঃসঙ্গ, সুতরাং তাঁহার সঙ্গিও নাই ॥ ৩ ॥ ॥ ৪ ॥

মহাশয়! আপনি পূর্ব্বে এইরূপ বলিযাছেন—"ভগবান্ প্রথমে গুণময়ী নিজ মায়া দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করেন; সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারাই রক্ষাও করিয়া থাকেন এবং সেই মায়া দ্বারাই আবার ঐ বিশ্বকে প্রতিলোম ভাবে ক্রমশ লয় করিতে করিতে একেবারে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন।' " আমার ঈদৃশ উক্তিতে মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, যেহেতু যিনি এই জীবস্বরূপ ব্রহ্ম, যাঁহারে দেশ, কাল, বা অবস্থা বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া জানা যায় না, তিনি কিরূপে অজা অবিদ্যার সহিত একত্র হইবেন? ৬ দেখুন, প্রকৃতপক্ষেত ভগবান্ এক=অদ্বিতীয় হইতেছেন। ইনি সমুদায় জীব শরীরে অবস্থিত আছেন। ইহাঁর আর কিরূপে কর্ম্মসমূহ দ্বারা দুর্ভগত্ব বা তজ্জন্য ক্লেশ সম্ভবিতে পারে?। ৭ হে বিদ্বন্! আমার মন এইরূপ অজ্ঞান সঙ্কটে পড়িয়া ক্লিষ্ট হইতেছে; অতএব এক্ষণে, হে বিভো! আমার অন্তঃকরণের এইরূপ মহা মোহটী বিদূরিত করিয়া দাও ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥ * ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদুর, সেই ভগবচ্চিত্ত মুনি মহাত্মাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বস্তুত বিস্ময়বিবর্জ্জিত হইয়াও তখন কিঞ্চিৎ যেন বিস্ময়ভাব প্রকাশ করিয়াই বলিতে লাগিলেন ॥৯॥

মৈত্রেয় বলিলেন ॥ * ॥

যিনি ঈশ্বর, সদাই মুক্ত, তাঁহার কার্পণ্য (দৈন্য) বা বন্ধন কিরূপে ? অর্থাৎ ইহা অবিদ্যা সম্বন্ধাধীন হইয়া থাকে, তিনি প্রকাশ স্বরূপ, অবিদ্যা তদ্বিরোধিনী অপ্রকাশ স্বরূপ, সুতরাং তমঃ প্রকাশবৎ বিরুদ্ধ স্বভাব অবিদ্যা ব্রহ্মের কিরূপে সম্বন্ধ হইবে ? তর্ক দ্বারা এবংবিধ বিরোধ আসিয়া পড়িতেছে, সত্য ; কিন্তু এস্থলে যখন যুক্তি দ্বারা এরূপ বিরোধ সত্ত্বেও অবিদ্যা সম্বন্ধের সুস্পষ্ট অনুভব হইতেছে তখন ইহাই নিশ্চয় করিবে, ভগবানের মায়া নাম্নী যে শক্তি আছেন তাঁহারই এই স্বরূপ। ১০ এই মায়ারই প্রভাবে পুরুষ মরণ-সামগ্রীর অভাবেও মরিয়াছি বলিয়া জ্ঞান করে। দেখ, যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে আপনারই শিরশ্ছেদনাদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। ১১ এবং জলেতে যে, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বিত চন্দ্র, তাহার উপাধিভূত জলের কম্পনেই কম্পিত হয়। ফল সেই কম্পন ধর্ম্ম আকাশস্থ বিম্ব চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ আত্মাতেও কার্পণ্য বা বন্ধনাদিরূপ অনাত্মধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও কেবল উপাধিভূত মায়া দ্বারাই আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি ইহ সংসারে নিবৃত্তি ধর্ম্মে নিরত হইয়া বা ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা বাসুদেবের অনুগ্রহ লাভ করে, তাঁহার সেই অনাত্ম-গুণ শনৈঃ শনৈঃ আপনাপনিই তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যখন ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় গ্রহণে অনুরত হয় না, তখন সমুদায় ক্লেশগুলি পর, দ্রষ্টভূত, আত্মা শ্রীহরিতে গিয়া নিদ্রিত হওয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ১৪ ॥

মুরারির গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে, অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অপেক্ষা মনে মনে তাঁহার চরণারবিন্দ-পরাগ-সেবায় অনুরক্তি রাখিলে যে কতদূর ফল, তাহার আর বক্তব্য কি !।

বিদুর বলিলেন ॥ ১৫ ॥

হে বিভো ! তোমার সুধাবাণীরূপ অসি দ্বারা আমার সংশয় ছিন্ন হইল। হে ভগবন্ ! এক্ষণে আমার অন্তঃকরণ বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েই ধাবিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

শ্রীহরিতে যে দৈন্য বা বন্ধনাদি দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা তাঁহাতে নহে কিন্তু স্বপ্নেতে যেমন অবস্তু অথচ নির্ম্মূল স্বীয় শিরশ্ছেদাদি দৃষ্ট হয়, সেই শিরশ্ছেদাদি প্রকৃত পক্ষে কিছু স্বপ্ন দ্রষ্টার সম্বন্ধে হয় না, শুদ্ধ সেই স্বপ্নদ্রষ্টার অজ্ঞানেতে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও সেই শ্রীহরির নিজ অঘটনঘটনা পটীয়সী যে এক জীব বিষয়িণী মায়া আছে, উক্ত দৈন্য বা বন্ধ-

নাদি কার্য্য সকল সেই মায়াকেই আশ্রয় করিয়াছিল ; যেহেতু এই বিশ্বসংসারের মূল নিজ অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নহে। এই মূলাজ্ঞান (মায়া) প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সমুদায়ই স্বপ্নদৃষ্ট স্ব-শিরশ্ছেদবৎ হইয়া যাইবে। হে বিদ্বন্! আপনি এক্ষণে আমার এই যে উপদেশ দিলেন, ইহা অতীব সাধু হইতেছে সন্দেহ নাই। [১৭] এবং আমার এতক্ষণে সংশয় ছেদও হইল। ফলতঃ ইতি পূর্ব্বে আমি অত্যল্পজ্ঞ ছিলাম বলিয়াই তাদৃশ সংশয়ারূঢ় হইয়া কষ্ট পাইয়াছি। ইহা সত্যই বটে যে, এক যে ব্যক্তি নিতান্ত মূঢ় অথবা দ্বিতীয় যে ব্যক্তি প্রকৃতিরে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ হইয়াছে, এই উভয়বিধ মনুষ্যই সুখ লাভ করিয়া থাকে ; আর যাহারা না মূঢ়, না ঐশ্বরীয় তুরীয়তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই সংশয়-দোলারূঢ় হইয়া ক্লিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

এই অনাত্ম=মিথ্যাভূত প্রপঞ্চ প্রতীয়মান হইতেছে সত্য, কিন্তু আপনার চরণসেবা প্রসাদাৎ ইহাতে যে কিছু বস্তু নাই=তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, কেবল এক্ষণে জগৎ বলিয়া একটা সামান্য ভান অবশিষ্ট রহিয়াছে ; ভরসা আছে ; সেটুকুও অতিশীঘ্রই নষ্ট করিব। [১৯] ফল, আপনার সেবা দ্বারাই আমার কূটস্থ মধুজিৎ ভগবৎ পাদ পদ্মদ্বয়ে অতি তীব্রভাবেই সংসার নিবর্ত্তক (অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপক) প্রেমভাব হইবে। [২০] কি আশ্চর্য্য! আমার এই অত্যল্প তপস্যাতেই ভবাদৃশ মহল্লোকের সেবা লাভ হইল, আমার কি শুভাদৃষ্ট! আমার নিশ্চয় আছে, আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সেবা সর্ব্বসাধারণের সুলভ নহে। ভবাদৃশ ব্যক্তিরা বিষ্ণুলোকের পথ স্বরূপ হইতেছেন ; যেহেতু আপনাদের এখানে দেব-দেব জনার্দ্দন সততই স্তূয়মান হইতেছেন ; সুতরাং ঈদৃশ স্থানে থাকিলে হরি কথা শ্রবণ জন্য হরিতে প্রেম ও তদনন্তর দেহাদির সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার অনুসন্ধান—এসমুদায়ই যথাক্রমে লাভ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিভু সর্ব্বাদৌ ইন্দ্রিয়াদির সহিত মহত্তত্ত্বাদি পদার্থ নিচয় সৃষ্টি করেন অনন্তর সেই সমুদায় পদার্থাংশ দ্বারা বিরাট্ শরীর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন পূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মারে অনুপ্রবিষ্ট করিলেন। [২২] বেদে এই বৈরাজ পুরুষই আদ্য পুরুষ বলিয়া আম্নাত হইয়াছেন। এবং ইহার হস্ত, পাদ ও উরু অনন্ত হইতেছে। সমুদায় লোকই অসঙ্কুচিত ভাবে ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। [২৩] এই ব্রহ্মান্তর্য্যামি পুরুষে দশবিধ প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, তদ্গ্রাহ্য বিষয় সকল, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সকল এবং ত্রিবিধ প্রাণ—এ সমুদায়ই বর্ত্তমান আছে। ভগবন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে এ সমুদায়ই বলিয়াছ। এক্ষণে প্রার্থনা—সেই ব্রহ্মান্তর্য্যামি ভগবানের বিভূতিগুলি বল। [২৪] অর্থাৎ যে বিভূতিতে তাঁহার পুত্র, পৌত্র, নপ্তা, গোত্রজ এবং এতদ্ভিন্ন বিবিধ প্রজা সকল হইয়া গিয়াছেন ; এমন কি যাহা দ্বারা এই সমুদায় চরাচরই ব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছে। ভগবন্! সেই সকল বিভূতিগুলি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। [২৫] প্রজাপতিগণেরও অধিপতি ভগবান্ ব্রহ্মা যেসকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সর্গ সকল, অনুসর্গ সকল, মনু সকল, তাঁহাদের অধিপতি মন্বন্তর সকল। [২৬] আর তাঁহাদের বংশ ও বংশভব অনুচরিত সকল আমাদিগকে বল। অপিচ—ভূমির ঊর্দ্ধাধোভাগে যে সকল লোক আছে সেই লোক সমুদায়ের ও ভূলোকের সন্নিবেশ এবং তাহার পরিমাণই বা কিরূপ? হে মিত্রাত্মজ! (মৈত্রেয়!) আমার নিকট এক্ষণে এই সমুদায় বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর ॥ ২৭ ॥

দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগ্ গবাদি পশু সকল, সরীসৃপ ও বিহঙ্গম সকল এবং জরায়ুজ, স্বেদজ গর্ভাণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ সকল, ভগবন্! এই সকলের সৃষ্টি-বিভাগ কিরূপ? তাহা আমাদিগকে বল ॥ ২৮ ॥

শ্রীনিবাস আপন গুণাবতার দ্বারা বিশ্ব সমুদায়ের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আশ্রয় (স্থান) সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবন্! এক্ষণে আমাদিগের নিকটে ভগবানের সেই উদার বিক্রমশালি আশ্রয় স্থানও কীর্ত্তন কর ॥ ২৯ ॥

রূপ, শীল ও স্বভাব দ্বারা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের বিভাগপ্রকার, ঋষিগণের জন্ম কর্ম্ম সকল, বেদের বিভাগ প্রকার। [৩০] যজ্ঞের বিস্তার সকল, প্রভো! এই সমুদায় এবং ভগবৎপ্রোক্ত নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান ও তদুপায়ভূত সাংখ্য ও যোগের মার্গ সকল সবিস্তরে বল ॥ ৩১ ॥

পাষণ্ডগণের প্রবৃত্তি-বৈষম্য, প্রতিলোম সঙ্কর জাতির স্থান, জীবের গতি সকল, এবং তাহাদের গুণ ও কর্ম্মজ যাবৎ গতি সকল, । [৩২] ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইহাদের পরস্পর অবিরোধজনিত উপায় সকল, বাণিজ্য ও অর্থ শাস্ত্র, পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতুক্ত বিধান প্রকার, [৩৩] শ্রাদ্ধবিধি, পিতৃগণের সর্গ, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কালচক্রে সংস্থিতি, দান, তপস্যা ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বয়ের ফল, প্রবাসি ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও পুরুষগণের আপন্নকালে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ব্রহ্মন্! এসমস্তও আমাদিগকে বলিতে হইবে। [৩৪] ধর্ম্মযোনি ভগবান্ জনার্দ্দন যে পথে থাকিলে সন্তুষ্ট হইবেন, এবং যাদৃশ ধর্ম্মের উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, হে অনঘ! এই দুইটী ধর্ম্ম এক্ষণে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৩৫ ॥

হে দ্বিজবর! দেখ, যে গুরুরা দীনবৎসল হইয়া থাকেন তাঁহারা জিজ্ঞাসিত না হইয়াও অনুগত পুত্র ও শিষ্যগণকে অবশ্য উপদেশ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

হে ভগবন্! সেই মহদাদি তত্ত্বসকলের প্রলয় কত প্রকার? সেই প্রলয় অবস্থায় ভগবান্ শয়ান হইলে, তাঁহার সহিত কয় জন অনুশয়ন করিয়া থাকেন?। [৩৭] জীব পুরুষের তত্ত্ব, পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং যাহা গুরু শিষ্য উভয়েরই প্রয়োজনীয় ঈদৃশ ঔপনিষদ জ্ঞান। [৩৮] এবং

ইহলোকে নিষ্পাপ পণ্ডিতগণ সেই ঔপনিষদ জ্ঞানের সাধন রূপে যেসকল তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, হে অমোঘদর্শিন্! এক্ষণে আমায় সে সমুদায়ও বল। ফলতঃ লোকগণের গুরুবিনা আপনাপনিই কিরূপে আর জ্ঞান লাভ হইবে? এবং ভক্তি বা বৈরাগ্য—এ সকলই বা আর কিরূপে আপনাপনিই হইতে পারে? ॥ ৩৯ ॥

আমি শ্রীহরির অদ্ভুত আবতারিক কর্ম্মতত্ত্ব জানিবার অভিলাষে, এই সমুদায় প্রশ্ন করিলাম। আমি অজ্ঞ, সুতরাং স্বীয় অজ্ঞানান্ধকারে নষ্টচক্ষু হইয়াছি। এ সময়ে তুমি আমার মিত্র (সূর্য্য) হইয়া উদিত হইয়াছ; অতএব পৃষ্টবিষয়গুলির উত্তর দিয়া আমার চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দাও ॥ ৪০ ॥

সমুদায় বেদ, সমুদায় যজ্ঞ, সমুদায় তপস্যা ও সমুদায় দানকার্য্য, হে নিষ্পাপ! ইহারা তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জীবের অভয়দান কার্য্যের কলামাত্রও উপকার করিবেক না! অর্থাৎ গুরু, সহায় না থাকিলে সমুদায়ই বৃথা ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন ॥

সেই মুনিবর ত এইরূপে কুরুবর দ্বারা পৌরাণিক কথা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেন। ফল পৌরাণিক কথা হইলে কি হয়, তাহার মধ্যে ভগবৎ কথা বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে জিজ্ঞাসিত হন সুতরাং তখন তাঁহার অতিমাত্র আনন্দোদয় হয়; এইরূপে প্রবৃদ্ধানন্দ হইয়া তাঁহারে সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

---

# অথ অষ্টম অধ্যায়।

## মৈত্রেয় কহিলেন ॥

আহা! তুমি এই পুরুবংশে লোকপাল ধর্ম্মরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই জন্যই তুমি সাধুগণের নিকটে সম্মাননীয়। অঙ্গ! তোমার মতি সর্ব্বতঃ ভগবানেই আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে সুতরাং তুমি পুনঃ পুনঃ সেই অজিতের কীর্ত্তিপুষ্পমালা প্রতিক্ষণে নূতন করিতেছ।[১] যাহারা অল্পসুখ প্রত্যাশায় সমূহ দুঃখলাভ করিতেছে তাহাদের সেই মহদ্দুঃখনিবারণার্থ ভগবান্ পূর্ব্বে ঋষিগণকে স্বয়ংই যে, ভাগবত নামক পুরাণ উপদেশ করেন, এক্ষণে আমি তোমাকে তাহাই উপদেশ করিতেছি ( অবহিত হইয়া শ্রবণ কর )॥ ২ ॥

পূর্ব্বকালে আদ্য অপ্রতিহতজ্ঞান প্রদীপ্ত ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, পাতালতলে যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন পরাৎপর বাসুদেবতত্ত্ববিবিৎসু সনৎকুমার মুখ্য মুনিগণ তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।[৩] তিনি আপনিই আপনার আশ্রয়। যোগিরা তাঁহারে বাসুদেব বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদিও তখন তাঁহার নয়নপদ্মকোষ অন্তর্ম্মুখ হইয়াছিল, তথাপি আগত সেই সকল সনৎকুমার মুখ্য মুনিগণের কৃপাবলোকনদ্বারা কল্যাণার্থ কিঞ্চিৎ উন্মীলিত হয়।[৪] পতিকামুকা অহিরাজকন্যাগণ প্রেমভাবে নানাবিধ পূজোপহার দ্বারা যে পদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, গঙ্গাজলে আর্দ্রাঙ্গ সেই সকল মুনিরা সেই ভগবচ্চরণোপধান পদ্মটী স্বীয় জটাকলাপ দ্বারা স্পর্শ করিতে লাগিলেন।[৫] এবং ভগবচ্চরিতাভিজ্ঞ সেই সকল মুনি মহাত্মারা মুহুর্মুহুঃ তদীয় চরিত্র সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আহা! তখন তাঁহাদের তাঁহার প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ হওয়াতে পদে পদে বাক্য সকল স্খলিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই সহস্র কিরীটস্থিত রত্নোত্তম-প্রদ্যোতিত মহৎ ফণাচ্ছাদিত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন॥ ৬ ॥

হে অঙ্গ! অনন্তর ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, সেই নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত সনৎকুমার মুনিকে এই ভাগবত শাস্ত্র উপদেশ করেন। তৎপরে মহামুনি সনৎকুমারও আবার জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃতব্রত সাংখ্যায়ন ঋষিরে উপদেশ করেন।[৭] পরমহংসধর্ম্মপারঙ্গত সাংখ্যায়ন ঋষি ভগবদ্বিভূতিসকল আখ্যান করিবার ইচ্ছায় তাঁহার অনুগত শিষ্য—আমার গুরু পরাশরকে উপদেশ করেন। অনন্তর সেই দয়ালু মুনি মহাত্মা বৃহস্পতির আজ্ঞায় ও মহর্ষি পুলস্ত্যের বরপ্রভাবে পুরাণ বক্তৃত্বাধিকার লাভ করত আমায় উপদেশ করেন; অতএব হে বৎস! এক্ষণে আমিও তোমায় শ্রদ্ধালু নিত্য অনুব্রত জানিয়া সেই এই মহাপুরাণ উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৮ ॥ ৯ ॥

এই বিশ্ব ( ত্রিলোক ) সংসার যখন একার্ণবজলে নিমগ্ন ছিল, তখন অতিরোহিতচিচ্ছক্তি শ্রীনারায়ণ অনন্তশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রায় স্বীয় নয়নকমল নিমীলিত করিয়াছিলেন। তখন তিনি মায়াবিলাস সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ স্ব স্বরূপানন্দে ভাসমান হইয়া প্রকৃত নিষ্ক্রিয়তা ও অদ্বিতীয় ভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

তখন তিনি পার্থিবাদি মহাভূতের সূক্ষ্মাংশভূত শব্দাদি তন্মাত্রা ও ত্রৈলোক্যগত জীবগণের সমুদায় লিঙ্গশরীরকে আপন অন্তঃশরীরে প্রবিষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কালাখ্যশক্তিরেও প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি করিলেন, সুতরাং সে অবস্থায় তিনি কাষ্ঠান্তঃস্থিত অনুদ্ভূত ( অপ্রকাশ ) শক্তি অগ্নির ন্যায় হইয়া, সেই স্বীয় একমাত্র অবশিষ্ট অধিষ্ঠানভূত একার্ণবোদকে শয়ান হইয়া-রহিলেন ॥ ১১ ॥

এইরূপে সেই একার্ণব জলে এক সহস্র যুগচতুষ্টয় কাল পর্য্যন্ত তিনি যোগ নিদ্রায় অভিভূত থাকেন। অনন্তর প্রবুদ্ধ হইয়া, আপন অন্তঃপ্রবিষ্ট বিলীন জীবগণকে সৃষ্টি সময়ে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে স্বীয় কালাখ্য শক্তিরে আপন দেহাভ্যন্তরে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সেই বিলীনকর্ম্মা বিলীনভূত জীবগণকে কর্ম্মাধীন ( অর্থাৎ প্রবুদ্ধ কর্ম্মা ) করিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২ ॥

তিনি এইরূপে সূক্ষ্মভূত সূক্ষ্ম অর্থে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে তাঁহার সেই দৃষ্টিগোচরিত অর্থ কালচোদিত রজোগুণদ্বারা ক্ষুভিত হইয়া ভাবিবিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নাভিদেশ ভেদ করিলেন।[১৩] অনন্তর ইনি জীবগণের কর্ম্মপ্রতিবোধক কাল দ্বারা আত্মযোনিত্ব লাভ পূর্ব্বক সূর্য্যসম প্রভাবসম্পন্ন হইয়া স্বীয় প্রদীপ্ত দীপ্তি দ্বারা সেই বিস্তীর্ণ অনন্ত জলরাশিরে বিদ্যোতিত করতঃ সহসা পদ্মকোষ হইয়া, তাহা হইতে উত্থিত হইলেন।[১৪] ভগবানের নাভি সমুদ্ভব সেই পদ্মটা সর্ব্বলোকাত্মক হইতেছে। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ংই সর্ব্বজীবাবভাসক সেই পদ্মে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া আবার স্বয়ংই তাহা হইতে সাক্ষাৎ বেদময় বিধাতা হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। ফল, পণ্ডিতেরা যাঁহারে স্বয়ম্ভু বলিয়া গিয়াছেন তিনিই উক্ত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেম, জানিবে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর তিনি সেই অম্ভোরুহ কর্ণিকাতে অবস্থিত হইয়া কোথায় যে, লোকসকল আছে তাহা কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং তখন আপন গ্রীবাকে শূন্যে চালিত ও নেত্রযুগল ঘূর্ণ্যমান করতঃ প্রতিদিকে এক একবার আনন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারিদিকে আননপ্রত্যাবর্ত্তন করাতে তাঁহার চারিটী আনন লাভ হইল ॥ ১৬ ॥

কি আশ্চর্য্য! আদিদেব যুগান্তকালীন অবঘূর্ণ্যমান প্রবল অনিল বিতাড়িত প্রকম্পিত জলোর্ম্মিচক্র বিশিষ্ট সেই প্রলয়পয়োধিজল হইতে সমুত্থিত তাদৃশ কমলাধিষ্ঠিত হইয়াও

না আপনাকেই জানিলেন, না কোন তত্ত্বই জানিতে পারিলেন, না তাঁহার সেই স্বাধিষ্ঠান কমলকেই জানিতে পারিলেন ! ! ।[১৭] তখন তিনি বিষ্ণুমায়ায় একেবারে বিমুগ্ধ প্রায় হইয়া এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন ;—যে, কমলদলে উপবিষ্ট রহিয়াছে, সেই —এই আমি কে ? এই একমাত্র কমলই বা কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইল ? এবং এই পদ্মটী যাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, অবশ্য তাহারও নিম্নে কোন না কোন সৎ বস্তু আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া সেই কমলনালের অন্তশ্ছিদ্র দিয়া জলে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া, সেই খরনাল পদ্মের যে নাল, তাহার অধিষ্ঠান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি আদিজাত ভগবান্ হইয়াও তখন তাহা লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৯ ॥

হে বিদুর ! এইরূপে তিনি অপার প্রগাঢ় মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়া স্বীয় কারণানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এদিগে যিনি অজ ভগবানের (বিষ্ণুর) শস্ত্র স্বরূপ, দেহিগণকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের প্রতিক্ষণে আয়ুঃ ক্ষীণ করিয়া থাকেন সেই ত্রিনেমি মহাকাল, তাঁহার ( ব্রহ্মার ) দেখিতে দেখিতে সংবৎসর কাল আয়ুঃ ক্ষীণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০ ॥

এইরূপে তিনি ক্রমাগত এক বৎসরকাল অন্বেষণ করিয়াও যখন দেখিলেন আর কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তখন সুতরাং তাদৃশ গবেষণা কার্য্যে তাঁহারে নিরস্ত হইতে হইল। অনন্তর আদিদেব পুনশ্চ সেই স্বস্থানে আসিয়া, শনৈঃ শনৈঃ জিতশ্বাস দ্বারা একাগ্রচিত্ত সমাধি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন।[২১] সেই অজ পুরুষ এইরূপে এক শত বৎসর একাদিক্রমে সমাধি করিলে পর আপনাপনিই বোধ জন্মিল। তখন তিনি, যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর করেন নাই এতাদৃশ অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি একটি আপন হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥

মৃণাল সদৃশ গৌরবর্ণ ও অতি বিস্তৃত শেষ নাগদেহরূপী পর্য্যঙ্কে একটী পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার শেষ ফণারূপী আতপত্র যুক্ত মস্তক সমুদায়ের কিরীটস্থিত রত্ন সকল এতই প্রভাসম্পন্ন যে, যুগান্তকালীন জলে সেই প্রভাপাতেই তাদৃশ প্রগাঢ় অন্ধকারও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২৩ ॥

যদি মরকত শিলাময় পর্ব্বত হয়, আহা ! তাঁহার লাবণ্য জ্যোতিঃ তাহারও শোভাকে পরাজয় করিতেছে। মনে কর সেই পর্ব্বতের মধ্যভাগ সন্ধ্যামেঘরূপী নীবীপরিধান করিয়াছে, আহা ! তাঁহার পরিধান পীতাম্বর তাহারও শোভাকে পরাজয় করিতেছে। মনে কর, সেই

পর্ব্বতের অনেকগুলি স্বর্ণময় শিখর প্রদেশ আছে, আহা! তাঁহার কিরীটি শোভা তাহারেও পরাজয় করিতেছে। মনে কর, ঐ পর্ব্বত, বিবিধ রত্ন সকল, বিবিধ উদকধারা-প্রপাত সকল, বিবিধ ওষধি সকল, ও বিবিধ মনোহর পুষ্প সকল, যেন বনমালা করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে; আহা! তাঁহার কণ্ঠে দোদুল্যমান পুষ্পমালা সমূহ তাহারও শোভাকে পরাজয় করিতেছে। মনে কর, যদি উক্ত পর্ব্বতের বেণু সমূহই যেন হস্ত সকল, ও বৃক্ষ সমূহই যেন পাদ সকল হইয়াছে, আহা! তাঁহার কি বিচিত্র হস্তপদ সকল, যে—উক্তরূপ অত্যুজ্জৃম্ভিতশোভাসম্পন্ন হস্ত পদেরও শোভাকে তিরস্কার করিতেছে॥ ২৪॥

ইহাঁর দেহ, দৈর্ঘ্য ও বিস্তারেতে নিরুপম শোভাসম্পন্ন সুতরাং ভূরাদি লোকত্রয় এতদীয় দেহের মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহাঁর দেহ, নানাবিধ অপূর্ব্ব আভরণ ও নানাবিধ অপূর্ব্ব বস্ত্রাদি সকলের শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে। ফল, ইঁহার দেহ, যদিও স্বতঃই সর্ব্বশোভাতিশয়ী তথাপি কিরীট কুণ্ডলাদি বাহ্য শোভাও ধারণ করিয়া রহিয়াছে॥ ২৫॥

যে সকল পুরুষেরা অভিলষিত ফল-লাভেচ্ছায় শুদ্ধ বেদবিহিত বিধিদ্বারা ইহাঁর অর্চ্চনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে ইনি, কৃপা পূর্ব্বক স্বীয় নখরূপীচন্দ্র রশ্মিপাতে প্রস্ফুটিত সুন্দর অঙ্গুলি রূপী পত্র সমূহ বিশিষ্ট, ভক্ত কামদুঘ নিজ পাদ পদ্ম প্রদর্শিত করিয়া দিতেছেন॥ ২৬॥

ইহাঁর আনন, লোক-দুঃখহর হাস্য ও প্রদীপ্ত কর্ণকুণ্ডল দ্বয়ে ভূষিত। ইনি আপন অধর বিম্ব কান্তিতে শোণের ন্যায় আচরণ করিতেছেন (*)। সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর ভ্রূযুক্ত হইতেছেন; এদিকে যাঁহাদিগের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া আপন পাদপদ্ম প্রদর্শিত করিতেছেন, তাঁহারা সেই এই পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিভাবে উপস্থিত হইতেছেন, ইনি আবার, উপস্থিত সেই—এই সকল ভক্তগণকে যে যেমন, তদনুরূপ, প্রতিপূজিতও করিতেছেন।[২৭] হে বৎস! ইনি নিতম্বে কদম্ব পুষ্পরেণু সদৃশ পিশঙ্গবর্ণ বস্ত্র, ও মেখলা দ্বারা, এবং বক্ষে শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল-বল্লভ অনর্ঘ হারদ্বারা সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত হইয়াছেন॥ ২৮॥

যেমন চন্দনবৃক্ষের শাখাসকল কেয়ূরাদিতুল্য ফলপুষ্পাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, তদ্রূপ ইহাঁর অনন্ত বাহুদণ্ডরূপী শাখাসকলও কেয়ূরাদি উত্তম উত্তম মণি সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত। চন্দন বৃক্ষের যেমন মূল অব্যক্ত, তদ্রূপ ইহাঁর এই ভুবনাত্মক দেহবৃক্ষের মূলও অব্যক্ত (অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি)। এবং এই রূপে চন্দন বৃক্ষের স্কন্ধ যেমন অজগর সর্পদেহদ্বারা পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ ইহাঁর দেহ-স্কন্ধও অনন্ত নাগদেহ দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে; সুতরাং ইনিও চন্দন বৃক্ষ তুল্য॥ ২৯॥

---

অর্থাৎ ভগবানের অধরবিম্ব এরূপ লোহিতবর্ণ যে, দেখিবামাত্র সকলের রক্তোৎপল বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে।

এই রূপে ইনি পর্ব্বতের ন্যায়ও হইতেছেন। দেখ, পর্ব্বত যেমন চরাচর নানা জীবনিকায়ের আশ্রম, তদ্রূপ ইঁহার শরীরও চরাচর নানা জীবনিকায়ের আশ্রয়। পর্ব্বত অহীন্দ্রের বন্ধু, ইনি ও অহীন্দ্রের (অনন্তনাগের) বন্ধু। মৈনাকপর্ব্বতাদি যেমন সলিল দ্বারা আবৃত, তদ্রূপ ইনিও প্রলয় সলিল দ্বারা আবৃত। মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতের যেমন স্বর্ণময় শৃঙ্গ, তদ্রূপ ইহাঁরও কিরীট সহস্রই হিরণ্ময় শৃঙ্গস্থানাপন্ন এবং পর্ব্বতের গর্ভে কোন কোন স্থানে রত্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ইহাঁরও মূর্ত্তিমধ্যে কৌস্তুভ মণি দৃশ্যমান হইতেছে॥ ৩০॥

ইনি বেদরূপী মধুব্রতসম্পাদকশ্রী নিজকীর্ত্তিময়ী বনমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ফল, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বা অগ্নি ইহাঁরা স্ব স্ব ব্যাপার দ্বারা ইহাঁর মহিমা নিরূপণে সমর্থ হইতেছেন না। এমন কি, যাহাদের মূর্ত্তি ভূরাদি লোকত্রয়েই বিদ্যমান আছে—ভগবানের রক্ষাতে নিযুক্ত-প্রায়, পরিত ধাবমান, সংগ্রাম উপকারক সুদর্শনাদি হেতুভূত শস্ত্র সকলও ইহাঁর অবধি দেখিতে পাইতেছে না। বৎস! আমি তখন ভগবান্ হরিকে এইরূপে দেখিতে পাইয়া "ইনিই ভগবান্ হরি" ঈদৃশ নিশ্চয় করিলাম॥ ৩১॥

আমি যখন এই রূপে তাঁহার দর্শন পাইলাম তখন আমি লোকগণের সেই প্রালয়িক অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানের নাভিসরোবর,জাত সেই পদ্ম, প্রালয়িক বায়ু, আকাশ এবং জগতের স্রষ্টা নিত্য দীপন স্বভাব রূপে আপনাকেও দেখিতে পাই, ফলতঃ তখন এই পঞ্চ পদার্থ ব্যতীত আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই॥ ৩২॥

(মৈত্রেয় কহিলেন। *)

তখন তিনি (ব্রহ্মা) রজোগুণোপরক্ত হইবায় প্রজা সৃষ্টি করিব এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় প্রজাগণের শুদ্ধ স্বস্ব অদৃষ্ট-বীজস্বরূপ এই পঞ্চকমাত্র (পূর্ব্বোক্ত নাভিসরো-বরাদি পঞ্চ) দেখিয়া সেই প্রলয়াভিমুখ স্তুত্য ভগবানকে তাঁহার অব্যক্তপথে অভিনিবেশিতচিত্ত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে ভগবদ্দর্শন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

(হরি ওঁ)

---

* এই বন্ধনীমধ্যস্থিত পাঠ থাকা আবশ্যক অন্যথা সঙ্গত হয় না। কিন্তু মূলে নাই।

# অথ নবম অধ্যায়।

## ব্রহ্মা বলিলেন ॥ ১ ॥

ভগবন্। অদ্য আমি বহুকাল উপাসনা করিয়া আপনাকে জ্ঞাত হইলাম। আহা! দেহি-গণের এইটী মহান্ দোষ,—তাহারা আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তুমিই জ্ঞাত হইবার যোগ্য। যেহেতু তুমিই একমাত্র সত্য স্বরূপ। তোমা ভিন্ন যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সেসমুদায়ই মিথ্যা—প্রপঞ্চমাত্র। তোমার কালাখ্য শক্তিদ্বারা মায়াগুণ ক্ষুভিত হওয়াতে এক তুমিই এই সমুদায় প্রপঞ্চাত্মক হইয়া বহুরূপী হইতেছ।[২] তোমার চিচ্ছক্তির আবির্ভাবে অজ্ঞান লক্ষণ অন্ধকার সততই বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তুমি যে এই অপরূপ রূপ আবিষ্কার করিয়াছ তাহা উপাসকগণের উপরে অনুগ্রহ বিধানার্থ আবিষ্কৃত শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক অবতার শতের ইহা একটী বীজ স্বরূপ হইতেছে, এইমাত্র প্রদর্শন করাইবার জন্য। আমি তোমার এই রূপেরই নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হই ॥ ৩ ॥

হে আত্মন্! হে পরমপুরুষ! তুমি অনাবৃত প্রকাশ স্বরূপ; তোমার রূপ অবিকল্পা আনন্দময় স্বরূপ। তোমার ঈদৃশ স্বরূপ হইয়াছে বলিয়াই আমি এই রূপটীকে তোমার অনাবৃত প্রকাশাত্মক রূপ হইতে ভিন্ন বোধ করিতেছি না, প্রত্যুত এই রূপেরেই আমি এক, বিশ্বসর্জ্জক অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ এবং ভূত ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের কারণাত্মক বলিয়া আশ্রিত হইতেছি।[৪] হে ভুবন-মঙ্গল! তুমি এক অসৎ-সঙ্গজাত কুতর্ক পরায়ণ নারকীর নিক-টেই অনাদৃত, কিন্তু যাঁহারা তোমার উপাসনায় তদ্গত হইয়া রহিয়াছে; তুমি তাঁহাদের নিকটে আদৃত সুতরাং তুমি তাঁহাদের ধ্যানপথে ঈদৃশ অপরূপ রূপ প্রদর্শিত করিলে। আমরা তোমায়, তোমার সেই ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন স্বরূপে বার বার নমস্কার করি।[৫] যাহারা পরম ভক্তি-সহকারে তোমার চরণাশ্রিত হইয়া কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট শ্রুতি বায়ু নীত ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষ গন্ধ, আঘ্রাণ (শ্রবণ) করিতেছে, নাথ! তুমি তাহাদের হৃৎকমল হইতে কখনই অপসৃত হও না; যেহেতু তাহারা হে, তোমার নিতান্তই আত্মীয়।[৬] দেহ ও সুহৃৎ নিমিত্তক ভয়, 'আমার আমার' বলিয়া অসৎ আগ্রহ, বিশেষ বিশেষ দুঃখের মূল, এবং শোক, স্পৃহা, পরিভব ও অতিরিক্ত লোভ,—লোকে এ সমুদায় সেই পর্য্যন্তই থাকে—যাবৎ তাহারা তোমার চরণ দর্শন করি-তেছে না।[৭] আহা! যে দীনেরা দৈববিড়ম্বনায় নষ্টমতি হইয়া সামান্য কাম্যসুখলেশ প্রার্থনায় লোভাভিভূতচিত্তে সর্ব্বদাই অকুশল (অমোক্ষকর) কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহারাও যদি হঠাৎ তোমার গুণানুবাদ প্রসঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে, তাহাদেরও অশুভ

সকল দূরীভুত হইয়া যায়। অবশেষে বিমুখেন্দ্রিয় (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়) হইয়া সদ্গতি লাভ করিতে পারে।[৮] আহা! যাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পর্য্যায় ক্রমে আগত শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও সুদুঃসহ কামাগ্নি এবং প্রচণ্ড ক্রোধ—এই সমুদায় দ্বারা বারংবার নিপীড়িত হইতেছে, উরুক্রম! আমি তাহাদিগকে এইরূপে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া বড়ই ক্ষুভিত হইতেছি।[৯] দুঃখ-সমূহ-ভারবহনশীল, ক্রিয়াকল বিশিষ্ট অতিতুচ্ছভুত এই সংসার, লোকগণের সম্বন্ধে যাবৎ নিরস্ত না হইতেছে, হে ঈশ্বর! তাহারা আপনার স্বরূপহইতে পৃথগ্‌ভুত এই দেহাদিভাবকে ইন্দ্রিয়ার্থ রূপিণী মায়া বলিয়া তাবৎকাল আর দেখিতে পাইবে না॥[১০] হে দেব! যাঁহারা ঋষিপদবাচ্য বিবেকী তাঁহারও এই তোমারই ভক্তি প্রসঙ্গ বিমুখ হইয়া ইহসংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল দিবাভাগে ক্লিষ্ট হইতেছে, রাত্রিকালে শয়ন করিয়াও বিষয়সুখের লেশ মাত্র পাইতেছে না; সর্ব্বদাই নানাবিধ মনোরথে তাহাদের বুদ্ধি অস্থির হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে। এবং তাঁহাদের বৈষয়িক উদ্যমও দৈবাহত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে॥ ১১ ॥

আহা! যে ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তোমার তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, নাথ! তুমি তাহার সেই ভক্তিযোগ-বিশোধিত হৃৎকমলে অবস্থিত হইতেছ। আর যাহারা ভক্তিশাস্ত্রাদি শ্রবণ না করিয়াও শুদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিদ্বারা তোমার যে যে রূপ ধ্যান করিতেছে, হে বহুস্তুত্য! তুমি সেই সকল ত্বদীয় ভক্ত পুরুষগণের উপরে অনুগ্রহ বিধানার্থ, সেই সেই রূপেই প্রকটিত করিয়াছ॥ ১২ ॥

ভগবন্! তুমি যদিও সর্ব্বভুতে সমান দয়াই করিয়া থাক, সুতরাং তুমি সকলেরই সুহৃৎ এবং প্রকৃতপক্ষে এক থাকিয়াও এই অনন্তজীবে প্রতিশরীরেই অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী) হইয়া অবস্থান করিতেছ, তথাপি তুমি একমাত্র নিষ্কাম ভক্তগণের সম্বন্ধে সুলভ; সুতরাং যেসকল দেবতারা কামবিদ্ধহৃদয় হইয়া তোমায় নানাবিধ উপচারে আরাধনা করিতেছে, তুমি তাহাদের উপরে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইতেছ না[১৩]। অতএব পুরুষগণের যাগ যজ্ঞাদি কাম্য কার্য্য, শাস্ত্রধ্যান জনিত জ্ঞান যতকিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে সমুদায় ক্রিয়ার শ্রেষ্ট ফল এক মাত্র—মহাশয় তোমার আরাধনাই; যেহেতু ধর্ম্ম তোমায় অর্পিত হইলে, উহা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৪ ॥

ভগবন্! তোমাতে আপন স্বভাবসুলভ তেজোদ্বারা (চৈতন্যদ্বারা) ভেদান্ধকার সদাই নিরস্ত রহিয়াছে। তুমি নিত্য বোধস্বরূপ, বিদ্যাশক্তি বিশিষ্ট এবং তুমিই এই বিশ্ব সমস্তের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের নিমিত্তভুত লীলাশক্তির আশ্রয়; অতএব তুমিই ঈশ্বর। আমরা তোমায় এই নমস্কার করি।[১৫] যাঁহারা প্রাণ-প্রয়াণসময়ে বিবশ হইয়া যাঁহার অবতার

বিড়ম্বণ, (১) কর্ম্ম বিড়ম্বন, (২) ও গুণ বিড়ম্বন (৩) নাম সকল উচ্চারণ করেন তাঁহারা সহসাই জন্ম জন্মান্তরীণ পাপ বিবর্জ্জিত হইয়া নিরস্তময় ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হইতেছেন। আমি এক্ষণে সেই অজ ভগবানের আশ্রয় লইলাম।[১৬] যিনি প্রকৃতপক্ষে এক হইয়াও আত্মাশ্রিত প্রধানাত্মক মূল ভেদ করিয়া (৪) সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতি কারণভূত—আমি, মহাদেব ও বিভু স্বয়ং—এই মূর্ত্তিত্রয়ে ত্রিপাৎ হইলেন। অনন্তর ক্রমশ বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন, সেই ভুবন বৃক্ষ স্বরূপ ভগবানকে নমস্কার।[১৭] ইহ সংসারে এই লোক সকল বিরুদ্ধ কর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়া যাবৎ ভবদুক্ত স্বীয় ভবদর্চ্চনাত্মক শুভকর্ম্মে দত্তচিত্ত না হইতেছে, তাবৎ সর্ব্ব বলবান্ কাল সদাই ইহাঁদের জীবিতাশা ছেদন করিতেছেন।—সেই কালস্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার।[১৮] সকললোক নমস্কৃত দ্বি পরার্দ্ধ কাল (৫) স্থায়ি স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আমিও যাঁহাকে ভয় করিতেছি। ভীত হইয়া তোমাকেই লাভ করিব বলিয়া বহুসংবৎসর কাল যাবৎ তপস্যা করিলাম। ভগবন্! তুমি সেই কর্ম্মাধিষ্ঠাতা,—তোমাকে নমস্কার।[১৯] যাঁহাতে বিষয় সুখসম্ভোগ একেবারে দূরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাতে ঔপাধিক শরীর সামান্য জীবের ন্যায় কখনই সম্বদ্ধ হয় না, কেবল স্বীয় ধর্ম্মমর্য্যাদা পালন করিবার জন্য আপন ইচ্ছাশক্তিদ্বারা তির্য্যক্ মনুষ্য ও বিবুধাদি জীবযোনিতে আবির্ভূত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন—সেই পুরুষ প্রধান ভগবান্‌কে নমস্কার।[২০] প্রলয়কালে লোক সকলের উদরে অবস্থিতি কারিণী দশার্দ্ধ বৃত্তি মতী অবিদ্যাদ্বারা (৬) যিনি অনুপহত হইয়াও ভয়ানক তরঙ্গমালাসঙ্কুল একার্ণবোদকে, জন সমু-

---

(১)—অর্থাৎ দেবকানন্দন প্রভৃতি। (২) অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল প্রভৃতি। (৩) অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারী, কংশারাতি ইত্যাদি।

৪ অর্থাৎ কালাখ্যশক্তিদ্বারা গুণসকলের বৈষম্য (ন্যূনাধিক্য ভাব) বিধান করিয়া।

৫ দশ কোটিতে এক অর্ব্বুদ। দশ অর্ব্বুদে এক বৃন্দ। দশ বৃন্দে এক খর্ব্ব। দশ খর্ব্বে এক নিখর্ব্ব। দশ নিখর্ব্বে এক শঙ্খ। দশ শঙ্খে এক পদ্ম। দশ পদ্মে এক সাগর। দশ সাগরে এক অন্ত্য। দশ অন্ত্যে এক মধ্য। দশ মধ্যে এক পরার্দ্ধ ব্রহ্মার আসন, এইরূপ দুই পরার্দ্ধকাল স্থায়ি হইতেছে।

৬ দশার্দ্ধ বৃত্তি বলিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ বুদ্ধি বৃত্তি বুঝিতে হইবে। ইহাদিগের ক্রমান্বয়ে তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তম ও মোহ ইহারা প্রত্যেকে অষ্টবিধ। মহামোহ দশবিধ। তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ইহারা প্রত্যেকে অষ্টাদশ প্রকার হইতেছে, সুতরাং অবিদ্যা মুখ্যরূপে পঞ্চবিধ হইয়াও এইরূপে দ্বাষষ্টি (৬২) প্রকার পরিসংখ্যাত হইবেক। সংপ্রতি এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া রাখিলাম। এই স্কন্ধেরই দ্বাদশ অধ্যায়ে "সসর্জ্জাগ্রেহন্ধতামিস্রম্,, এই শ্লোকানুবাদের টিপ্পনীতে সবিশেষ নিরূপিত হইবে।

দায়ের বিশ্রামসুখ বিস্তার করত, নাগশয্যাস্পর্শানুকূল নিদ্রা সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।[২১] আমি যাঁহার নাভি পদ্ম ভবন হইতে উৎপন্ন হই এবং যাঁহার অনুগ্রহে ত্রিভুবনের করণ হইয়াছি। হে স্তুত্য! তুমি সেই ভগবান্ই হইতেছ। আহা ইতি পূর্ব্বে ( প্রলয়কালে ) যাঁহার উদরে সমুদায় সংসার বিলীন হইয়াছিল এবং এক্ষণে, যোগ নিদ্রাভঙ্গে. যাঁহার চক্ষু সকল নলিনবৎ বিকসিত হইয়া রহিয়াছে—সেই এই পুরুষকে নমস্কার।[২২] ইনি সেই ভগবান্; ইনি সমুদায় জগতের অদ্বিতীয় সুহৃৎ ও অন্তর্যামী। এই প্রণতজনপ্রিয় ভগবানই আপন সত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা সকলকে সুখী করিতেছেন অতএব এক্ষণে আমার এই মাত্র প্রার্থনা এই বিশ্বসংসার পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায় এবারও যাহাতে আমা দ্বারাই সৃষ্ট হয়, ঈদৃশ সৃষ্টি সামর্থ্য-বিধায়ক তাঁহার প্রজ্ঞাটী আমায় স্পর্শ করুক ॥ ২৩ ॥

ভক্তগণের উপর প্রসন্ন হইয়া ইনিই বর দান করিয়া থাকেন। গুণাবতার হইয়া যে যে কার্য্য করিবেন সে সমুদায় ইনি আপন রমাশক্তি দ্বারা অনুষ্ঠান করিবেন। আমি ইঁহারই বিজ্ঞান-প্রভাবশালি এই বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা, ইনি আমার চিত্ত, আপনাতে এরূপ আসক্ত করুন—যাহাতে আমি, আপন বিষয়াসক্তি ও তৎকৃত বৈষম্যাদি পাপ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই ॥ ২৪ ॥

যিনি এই একার্ণবে শয়ান, যে অনন্তশক্তি পরমাত্মার নাভি হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া আমি এখানে অবস্থিত রহিয়াছি। যাঁহার এই বিচিত্র রূপ, বেদ বাক্য দ্বারা বিস্তৃত করিতেছি; এক্ষণে সেই ভগবানের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা, তিনি আমার এই বেদ বাক্য সকল যেন সহসা বিলুপ্ত না করেন।[২৫] সেই এই করুণাসাগর পুরাণপুরুষ ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টির জন্য শেষ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া অত্যধিক-স্নেহ-প্রাদুর্ভূত ঈষৎ হাস্যের সহিত নয়নকমল উন্মীলন করিয়া মাধ্বীমদিরা তুল্য রোমাঞ্চন-জনয়িত্রী বাণী দ্বারা আমাদের বিভিষিকা নষ্ট করুন; ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

মৈত্রেয় বলিলেন ॥ ২৬ ॥

তিনি ( ব্রহ্মা ) আপন জনককে দেখিতে পাইয়া, তপস্যা বিদ্যা ও বৈরাগ্য দ্বারা যথামতি যথাশক্তি স্তব করিয়া যেন সবিষাদে মৌনী হইয়া রহিলেন।[২৭] অনন্তর মধুসূদন, ব্রহ্মার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন, যে—ইনি কল্পান্তকারি এই একার্ণব ( প্রলয়পয়োধি ) দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, এবং বিশ্ব সৃষ্টির উপকারক বিজ্ঞান লাভের জন্য খিন্ন হইয়াছেন।—এইরূপ মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, গম্ভীর বাক্য দ্বারা যেন তাঁহার মনোমালিন্য বিদূরিত করতঃ বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন ॥ ২৮ ॥

হে বেদগর্ভ ! তুমি ভীত হইয়া স্তব্ধীভূত হইও না। সৃষ্টির জন্য উদ্যম কর। এক্ষণে আপনি আমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিলে আমি ইতি পূর্ব্বেই উহা সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি। [২৯] তুমি পুনশ্চ তপস্যা কর। এবং মদ্বিষয়ক তত্ত্ব লাভ কর। হে ব্রহ্মন্ ! তপস্যা ও মদ্বিষয়ক তত্ত্ব জ্ঞান এই দুয়েতে তুমি সিদ্ধ হইলে, আপন শরীরাভ্যন্তরে—হৃদয়াধারেই এই মোহাবৃত লোক সকল দেখিতে পাইবে। [৩০] অনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া সমাহিত চিত্ত হইলে দেখিতে পাইবে যে, আপনাতে এবং এই সমুদায় লোকে সর্ব্বত্রই আমি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। হে ব্রহ্মন্ ! তুমি তখন বিশেষ আরও এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, এই লোক সকল আমারই অধিষ্ঠানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

লোক সকল, যখন আমাকে, কাষ্ঠে অগ্নির অবস্থানের ন্যায় সর্ব্বভূতে আমার অবস্থিতি দেখিবেক, তখনই তাহাদের মোহ দূরীভূত হইবে। [৩২] যখন ভূত ইন্দ্রিয় গুণ ও আশয়াদি দ্বারা অনাবিদ্ধ, শুদ্ধ " ত্বং " পদার্থভূত জীবাত্মাকে আমার সহিত অর্থাৎ তাঁহারও স্বরূপ ভূত 'তৎ' পদার্থের সহিত ভাগত্যাগ লক্ষণাদ্বারা অভিন্ন রূপে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইতেছে তখনই আমার পদ ( মোক্ষ ) লাভ হইতেছে জানিবে। [৩৩] তুমি নানাবিধ কর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক অনন্ত অনন্ত প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু এই ভয়ানক কার্য্যে তোমার আত্মা কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না, ইহা তোমার প্রতি আমার অত্যধিক অনুগ্রহ জানিবে। [৩৪] তুমি আদি ঋষি,—পাপীয়ান্ রজোগুণ, তোমায় বিক্ষিপ্ত করিতেছে না। ইহার কারণ এই মাত্র জানিবে যে, এক্ষণে তুমি প্রজাসর্জ্জনেচ্ছু, তোমার মন এক আমাতেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। [৩৫] তুমি আমায় ভূত ইন্দ্রিয় ও গুণাদি দ্বারা অনাবদ্ধ ( অযুক্ত ) বলিয়াই মানিতেছ সুতরাং তুমি সামান্য দেহিগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইতেছ। এক্ষণে আমি এইরূপে তোমাকে জ্ঞাত হইলাম। [৩৬] তুমি একার্ণবে অবস্থিত পদ্মনাল মার্গ দ্বারা পুষ্করের মূল ( অধিষ্ঠান ) অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হইলে তোমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়, 'ইহার মূল কারণ আছে কি না !' আমি এক্ষণে সেই সন্দেহ বিদূরিত করিবার জন্য এই অন্তর্দৃশ্য স্বরূপ তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত করিলাম। [৩৭] অঙ্গ ! তুমি যে মদ্বিষয়ক তত্ত্ব কথা স্বরূপ মঙ্গল পরিপূর্ণ মদীয় স্তোত্র সম্পাদন করিলে, এবং তোমার তপস্যাতে যে ঈদৃশ অত্যধিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; এ সমুদায়ই আমার অনুগ্রহ বলিয়া জানিবে ॥ ৩৮ ॥

দেখ, তুমি যে আমাকে লোকসর্জ্জনেচ্ছায় নির্গুণরূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান করিয়াও সগুণভাবে বর্ণন পূর্ব্বক স্তব করিলে, ইহাতে আমি তোমার উপরে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি যেস্থানেই হউক তোমার সেই প্রসিদ্ধ স্তোত্রদ্বারা আমার উপাসনা করিবেক, আমি সর্ব্বকামবরদাতা হইয়া তাহার প্রতি অতি শীঘ্রই প্রসন্ন হইব।[৪০] পূর্ত্ত, তপস্যা যজ্ঞসকল, দানসকল, এবং সমাধি—এই সমুদায় দ্বারা পুরুষগণের যে, নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি লাভ হয় উহা আমার প্রীতি স্বরূপ জানিবে। ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণেরও সম্মত ॥ ৪১ ॥

হে বিধাতঃ! আমি সমুদায় আত্মারই আত্মা (আদিকারণ) প্রিয় সকলের মধ্যেও প্রিয়তম; সুতরাং আমারই জন্য দেহাদিও প্রিয় হইয়াথাকে, অতএব সর্ব্বতোভাবে আমাতেই প্রেম করিবে।[৪২] তুমি সর্ব্ববেদময় আত্মযোনি হইতেছ অতএব পূর্ব্ব সৃষ্টির অবসানে যাহারা আমাতে বিলীন হইয়াছিল সেই সমুদয় প্রজাসকল পূর্ব্ববৎ যথাযথ কর্ম্মানুসারে তুমি স্বয়ংই সৃষ্টি কর ॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন।

প্রধান পুরুষেশ্বর কঞ্জনাভ সেই জগৎস্রষ্টা, সৃজ্য বিশ্বেরে অভিব্যক্ত করিতে বলিয়া স্বীয় স্বরূপ অন্তর্হিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে
ভগবদ্দর্শন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

(৯বিং)

---

## অথ দশম অধ্যায়।

### বিদুর বলিলেন।

ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে পর, বিভু লোকপিতামহ ব্রহ্মা দৈহিকী মানসী প্রজাসকল কত প্রকার সৃষ্টি করিলেন?[১] হে বহুবিত্তম! হে ভগবন্! আমি তোমায় যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসিলাম, আমায় আনুপূর্ব্বিক সেই সকল বিষয় বল। বলিয়া আমাদের সংশয় বন্ধন সকল ছিন্ন করিয়া দাও ॥ ২ ॥

সুত কহিলেন। হে ভারত! কৌশারব মুনি (মৈত্রেয়) সেই বিদুর মহাত্মা কর্তৃক এই-রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাঁহার সেই প্রশ্ন সকল হৃদ্গত করিয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন। অজ ভগবান্ যেরূপ আদেশ করেন, বিরিঞ্চিও (ব্রহ্মাও) সেইরূপই করিলেন।—পরমাত্মাতে জীবাত্মার আবেশ পূর্ব্বক দিব্য শত বৎসর কাল একাদি ক্রমে তপস্যা করিলেন। [৪] পদ্মযোনি ব্রহ্মা, যাহাতে অবস্থিত ছিলেন, প্রলয়কালীন-প্রভাব-প্রভ-বায়ু-বিক-ম্পিত সেই পদ্ম ও সেই প্রলয় প্রয়োধিতে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর অত্যধিক-বিরূঢ়-বিজ্ঞান, বলশালী হইয়া বিবর্দ্ধিত তপস্যা ও আত্মাবস্থিত বিদ্যাশক্তি দ্বারা সেই প্রলয় বায়ুর সহিত প্রলয় পয়োধি সমুদায় পান করিয়া ফেলিলেন। [৬] পদ্মযোনি, যাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই বিয়দ্ব্যাপি পদ্মটীতে দৃষ্টিপাত করিয়া "প্রলয়কালে বিলীনভূত লোকত্রয় এই পদ্মদ্বারা সৃষ্টি করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। [৭] অনন্তর ভগবদনুজ্ঞাত সেই ব্রহ্মা উক্ত পদ্মকোষে প্রবিষ্ট হইয়া সেই এক পদ্মকেই ত্রিলোকরূপে বিভাগ করিলেন। ফল উহা এমৎ বৃহৎ ছিল যে, চতুর্দ্দশভুবনরূপে এমন কি তাহা হইতেও অধিকরূপে বিভাগ করিবার যোগ্য হয়। অর্থাৎ সেই এক পদ্মকোষ হইতেই অনন্ত অনন্ত লোক সকল বিভক্ত করিলেন ॥ ৮ ॥

জীবগণের ভোগস্থানের এই ত্রিলোকীরূপ রচনাবিশেষ উক্ত হইল। এই পরমেষ্ঠীই তাহা-দের নিষ্কামধর্ম্মের ফল স্বরূপ হইতেছে ॥ ৯ ॥

বিদুর বলিলেন ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে বহুরূপী অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির যে কালাখ্য স্বরূপ বলিয়াছিলে, প্রভো! এক্ষণে উহা আমাদিগের নিকটে যথাবদ্ বর্ণন কর ॥ ১০ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন ॥

যিনি মহদাদি পরিণাম দ্বারা গুণসমুদায়ে বিশ্বরচনা করেন, তিনি কাল। পুরুষ স্বয়ং নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, তাঁহার কুত্রাপি পরিণাম নাই। তথাপি তিনি নিজ লীলা দ্বারা আত্মাকে সেই কাল নিমিত্তক করিয়া সৃষ্টি করিলেন। [১১] পূর্ব্বে এই বিশ্ব বৈষ্ণবীমায়া দ্বারা সংহৃত হইয়া তন্মাত্ররূপে অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল; অনন্তর সৃষ্টি সময়ে অব্যক্তমূর্ত্তি সমর্থকাল দ্বারা ইহা অভি

ব্যক্ত হইল। এই অভিব্যক্তভূত বিশ্ব এক্ষণে যে ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও এই ভাবে ছিল এবং পরেও এইভাবেই থাকিবে ॥ ১২ ॥

এই বিশ্ব সংসারের প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি নববিধ (*)। ইহার প্রলয়, কাল দ্রব্য ও গুণ দ্বারা ত্রিবিধ ॥ ১৩ ॥

যাহার, আত্মা হরি হইতে গুণ বৈষম্য লাভ হয় তাদৃশ মহানের সৃষ্টিই প্রথম সৃষ্টি। যাহাতে দ্রব্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার উদয় হয়, তাদৃশ অহংতত্ত্বের সৃষ্টি দ্বিতীয় সৃষ্টি।[১৪] আকাশাদি মহাভূতোৎপাদক শব্দাদি তন্মাত্রাত্মক ভূত সূক্ষ্ম সকল তৃতীয় সৃষ্টি। জ্ঞান কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়াত্মক সৃষ্টি চতুর্থ সৃষ্টি।[১৫] ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেব সৃষ্টি ও মনঃ সৃষ্টি পঞ্চম। জীবগণের আবরণ ও বিক্ষেপকারি ভগবানের পঞ্চপর্ব্বাত্মক অবিদ্যার সৃষ্টিই ষষ্ঠ সৃষ্টি ॥ ১৬ ॥

এইত গেল ষড়্‌বিধ প্রাকৃত সৃষ্টি (†) এক্ষণে আমার নিকট বৈকৃত সৃষ্টি (‡) সকল শ্রবণ কর। হরি পরায়ণ রজোগুণাশ্রয় ভগবানের ( ব্রহ্মার ) এই সৃষ্টি একটি লীলা বিশেষ জানিবে।[১৭] স্থাবর সমূহের যে ষড়্‌বিধ সৃষ্টি তাহাই সপ্তম সৃষ্টি। বনস্পতি (১) ওষধি (২) লতা (৩) ত্বক্‌সার (৪) বীরুধ (৫) ও দ্রুম সকল (৬)। ইহাদের আহার সঞ্চার উর্দ্ধে হয় (§)। চৈতন্য মনুষ্যাদির ন্যায় ব্যক্ত নহে। স্পর্শ শক্তিও ইহাদের অন্তরে থাকে, বাহ্যে নাই। এবং পরিমাণের অব্যবস্থা হেতুক ইহারা অনেক প্রকার হইয়া থাকে।[১৮] তির্য্যগ্‌ যোনিগণের সৃষ্টি (‖) অষ্টম সৃষ্টি। এই অষ্টম সৃষ্টি অষ্টাবিংশতি প্রকার। ইহাদের কল্য কি হইবে ইত্যাদি জ্ঞান নাই। ইহারা শুদ্ধ আহারাদিই করিতে জানে। ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আপন অভীপ্সিত আহার্য্য বস্তু অবগত হইতে পারে। এবং ইহাদের কোনো বিষয়েই দীর্ঘ অনুসন্ধান নাই।[১৯] গো, অজ,

( * ) অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদি প্রাকৃত ষড়্‌বিধ এবং উর্দ্ধস্রোত তির্য্যক্‌স্রোত অর্ব্বাক্‌স্রোত এই ত্রিবিধ বৈকৃত সৃষ্টি। এইরূপে সমুদায়ে নববিধ বুঝিতে হইবে।

( † ) অর্থাৎ অর্ব্বাক্‌স্রোতাদি জীব সমূহের প্রকৃতিভূত তত্ত্ব সৃষ্টি।

( ‡ ) অর্থাৎ প্রাকৃত মহদাদি তত্ত্ব সমুদায়ের বিকৃতি ( রূপান্তর প্রাপ্তি ) হইতে উৎপন্ন।

( § ) এইজন্য ইহাদিগকে উর্দ্ধস্রোতস্‌ কহে।

( ‖ ) তির্য্যগ্‌ যোনিকে তির্য্যক্‌স্রোতস্‌ কহে। অর্থাৎ ইহাদের আহার সঞ্চার তির্য্যক্‌ভাবে হইয়া থাকে।

মহিষ, কৃষ্ণ, শূকর, গবয়, রুরু, অবি, উষ্ট্র এই সকল পশুরা দ্বিশফ অর্থাৎ ইহাদের পায়ের ক্ষুর দ্বিধা বিভক্ত। [২০] হে সত্তম! খর, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ, চমরী ইহারা একশফ বলিয়া জানিবে।

বিদুর! এক্ষণে পঞ্চনখ পশু কাহারা, তাহা তোমায় বিশেষ রূপে বলি, শ্রবণ কর। [২১] কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শশক, শজারু, সিংহ, বানর, হস্তি, কূর্ম্ম, গোধা, মকরাদি, [২২] কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, কুক্কুট, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক উলূকাদি পক্ষি সকল ইহারা পঞ্চনখ হইতেছে(*)। [২৩] যাহাদের আহার সঞ্চার অধতে হয়, (†) সেই সকল মনুষ্যগণের সৃষ্টিই নবম সৃষ্টি। হে ক্ষত্ত! ইহারা একবিধ হইয়াও রজ ও তমোগুণের তারতম্যে দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধের মধ্যে যাহারা ভৌতিক রজোঽধিক অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা নিয়তই কর্ম্মপর (মনুষ্য) অর্থাৎ ক্ষণমাত্রও কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। এবং যাহারা ভৌতিক তমোঽধিক অংশ হইতে জন্মিয়া দুঃখেও সুখ জ্ঞান করে, তাহারা অসুর বলিয়া বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥

এই তিনই (‡) বৈকৃত সৃষ্টি। হে সত্তম! দেবসর্গও বৈকৃত বলিয়া জানিবে। যদিও পূর্ব্বে প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে দেব সৃষ্টি বলা হইয়াছে তথাপি সেইসকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ অপেক্ষা ইহারা ন্যূন বলিয়া ইহাঁদিগকে বৈকৃত সৃষ্টির মধ্যে পরিগণিত করা হইল। সনৎ-কুমারাদির সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক। যেহেতু ইহাঁদের দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব

(*) গ্রন্থকার তির্য্যক্‌যোনি অষ্টাবিংশতি প্রকার বলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া চত্বারিংশৎ সংখ্যক কিরূপে প্রদর্শন করিলেন? অবশ্যই এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তজ্জন্য এস্থলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ টীকাকার, গ্রন্থকারের এইরূপ আন্তরিক ভাব বর্ণন করিয়াছেন। যথা—গ্রন্থকার গো আদি গোধা পর্য্যন্ত সপ্ত-বিংশতি প্রকার ভূচরের উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতীত সমুদায়ই অভূচরের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে এই অনুমিত হইতেছে যে, অভূচর সমুদায়কে অভূচরত্বরূপ এক ধর্ম্মে একরূপে ধরিয়াছেন। অতএব অভূচর সমুদায়ে এক—এবং ভূচর সমুদায়ে সপ্তবিংশতি, এইরূপে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বুঝিতে হইবে।

(†) এইজন্য ইহাদিগকে অর্ব্বাক্‌স্রোতস্ কহে।

(‡) অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্রোতস্ তির্য্যক্‌স্রোতস্ ও অর্ব্বাক্‌স্রোতস্ এই ত্রিবিধ।

উভয় ধর্ম্মই আছে।[২৫] বৈকৃত দেবসৃষ্টি অষ্টবিধ। বিবুধগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ, এই ত্রিবিধ। গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ চতুর্থ। যক্ষ ও রাক্ষসগণ পঞ্চম।[২৬] ভূত প্রেত ও পিশাচ সকল ষষ্ঠ। সিদ্ধ চারণ ও বিদ্যাধর সকল সপ্তম। কিম্পুরুষ ও অশ্বমুখাদি সকল অষ্টম। হে বিদুর! বিশ্বস্রষ্টা বিরচিত দশবিধ দেব সৃষ্টি (*) এই প্রকার কথিত হইয়াছে॥ ২৮॥

অতঃপর বংশ ও মন্বন্তর সকল তোমায় বলিব। অব্যর্থ সঙ্কল্প আত্মভু হরি এইরূপে রজ আদিগুণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রতিকল্পের প্রথমে আপনিই আপনা দ্বারা আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে ভগবদ্দর্শন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥

( হরি ওঁ )

## অথ একাদশ অধ্যায়।

### মৈত্রেয় কহিলেন।

বস্তুর ভাগ করিতে করিতে চরমে যাহা দাঁড়ায়, ( অর্থাৎ যাহার আর ভাগ করা যায় না ) যাহা অনেক কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং পরস্পর সংযুক্ত নহে; সুতরাং কার্য্য ও সমুদায়াবস্থা এই দুইয়ের নাশ হইয়া গেলেও যাহা নিত্যই বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে পরমাণু কহে। ইহার সমষ্টিতে মনুষ্যগণের স্বভাবতই ঐক্য ভ্রম হইয়া থাকে॥ ১॥

( * ) অর্থাৎ বৈকৃত দেবসৃষ্টি অষ্টবিধ এবং পূর্ব্বোক্ত বৈকারিক ইন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা দেব সৃষ্টি ও প্রাকৃতত্ব বৈকৃতত্ব উভয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট সনৎকুমারাদি দেব সৃষ্টি।

যাহার চরম অংশ পরমাণু, সেই অবস্থান্তর অপ্রাপ্য সৎপদার্থের যে সাকল্য তাহাকে পরমমহান্ কহে। পরমাণুর এ অবস্থাতে পরস্পর ভেদ সাধক বিশেষ (*) নিয়তই নিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২ ॥

হে সাধুবর! এই পরমাণু পদার্থ যেমন সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দ্বিবিধ তদ্রূপ কালও অনুমিত হইয়া থাকে। বিভু ভগবান্ এই পরমাণ্বাদি অবস্থা ভোগ দ্বারা স্বয়ং অব্যক্ত হইয়া ব্যক্ত কার্য্যবর্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

যে, সৎ পদার্থের পরমাণ্বাদি অবস্থা ভোগ করিতেছে তাদৃশ কালকে পরমাণু কহে এবং যে, তাহারই আবার সমষ্টি ভোগ করিতেছে তাদৃশ কালকে পরমমহান্ কহে ॥ ৪ ॥

দুই পরমাণুতে এক অণু হয়(†)। তিন অণুতে এক ত্রসরেণু হয়। গবাক্ষ ছিদ্র প্রবিষ্ট সূর্য্য রশ্মিতে ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; ইহা এত লঘু যে, আকাশে উড়িতে উড়িতে বিলীনপ্রায় হইয়া যায়, পৃথিবীতে পতিত হইতে কখন দেখা যায় না ॥ ৫ ॥

তিন ত্রসরেণুর উপভোক্তা যে কাল, তাহারে ত্রুটি কহে। শত সংখ্যক ত্রুটিতে এক বেধ, তিন বেধে এক লব। ৬ তিন লবে এক নিমেষ, নিমেষত্রয়ে এক ক্ষণ, পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু, এবং পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়িকা জানিবে। দুই নাড়িকাতে এক মুহূর্ত্ত এবং ছয় বা সাত সংখ্যক নাড়িকাতে মনুষ্যগণের এক প্রহর বা এক যাম হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

যে পরিমাণ পাত্রটী ছয় পল তাম্র দ্বারা রচিত ও যাহার নিম্ন মধ্য ভাগে চারি মাসা স্বর্ণ-নির্ম্মিত চতুরঙ্গুল দীর্ঘ শলাকা প্রবিষ্ট হয় এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্র দ্বারা যে পরিমাণ কালে একপ্রস্থ পরিমিত জল প্রবিষ্ট হইয়া পাত্র জলমগ্ন হয় তাদৃশ কালের নাম নাড়িকা অর্থাৎ একদণ্ড ॥ ৯ ॥

মর্ত্ত্যবাসিজনগণের দিবা ও রাত্রি এই দুইই; চারি চারি প্রহরে হইয়া থাকে এবং উক্ত

(*) যাঁহারা এই বিশেষ পদার্থ না মানেন, তাঁহাদের মতে এই বিশেষটী পরমাণুগত ধর্ম্ম বিশেষ নহে কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র।

(†) কোন কোন দার্শনিকেরা এই অণুকে দ্ব্যণুক বলিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দিনের পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষ হইয়া থাকে। হে মানদ! ইহাদের পক্ষ দ্বিবিধ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। [১০] ঐ পক্ষদ্বয়ে ইহাদের এক মাস। কিন্তু পিতৃগণের এই দুই পক্ষে এক অহোরাত্র হয়। মনুষ্যগণের উক্ত মাসের দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হইয়া থাকে। ইহাদের ছয় ছয় মাসে দ্যুলোকে এক একটী অয়ন। অয়ন, দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ। [১১] মনুষ্যগণের দ্বাদশ মাসাত্মক অয়নদ্বয়ে দেবগণের এক বৎসর। মনুষ্যগণের, পরমায়ু তাহাদের আপন পরিমাণের সংবৎসরের এক শত সংবৎসর বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে॥ ১২॥

চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ সকল, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র সকল ও ধ্রুবাদি তারা সকলের দ্বারা উপকল্পিত যে কাল চক্র, কালাত্মা বিভু সেই. কালচক্রে অবস্থিত হইয়া, সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাণু অবধি, এই সংবরের শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই এই জগৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন॥১৩॥

হে বিদুর! বৎসর, সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর এইরূপ পঞ্চবিধ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

মহাভুত বিশেষ ( অর্থাৎ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য ) পুরুষগণের ভ্রম নিবৃত্তি করিবার জন্য তাহাদের পরমায়ুর ব্যয় দ্বারা বিষয়াসক্তির নিরাস ও সকাম পুরুষগণের ক্রতু সকল দ্বারা গুণময় স্বর্গাদি ফলের বিস্তার করিতেছেন এবং যে এই সূর্য্য, স্বীয় কালাত্মক শক্তি দ্বারা অঙ্কুরাদি বিষয়ক বীজাদি শক্তিরে বহুবিধ রূপে কার্য্যাভিমুখী করতঃ অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছেন তিনিই সংবৎসরাদি বৎসর পঞ্চকের প্রবর্ত্তক; তাঁহাকে সকলে পূজা কর॥ ১৫॥

বিদুর বলিলেন॥

পিতৃলোক, দেবলোক, মনুষ্যলোক ইহাদের পরমায়ু ত কথিত হইল। এক্ষণে যাঁহারা জ্ঞানী, ভু ভুর্বঃস্ব এই লোকত্রয় হইতে বহির্ভূত মহর্লোকাদিতে অবস্থান করিয়া থাকেন সেই সকল শ্রেষ্ঠগণের স্থিতি কিরূপ? তাহা আমার নিকট অভিব্যক্ত করুন। [১৬] হে ভগবন্! আপনি ধীর, যোগবিভাবিত অন্তশ্চক্ষুদ্বারা সমস্তই আপনি দেখিতে পাইতেছেন সুতরাং কালাত্মক ভগবানের গতি, আপনি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন॥ ১৭॥

মৈত্রেয় বলিলেন॥

কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় প্রথমে মনুষ্যগণের সম্বন্ধে নিরূপিত হইয়াছে। অনন্তর মনুষ্যগণ সম্বন্ধে নিরূপিত চারিযুগের যে সংখ্যা, তাহার দ্বাদশ সহস্র সংখ্যাতে দেবতা-

দিগের এক যুগ নিরূপিত আছে ; যুগসন্ধ্যা ও যুগ সন্ধ্যাংশও ঐ সঙ্গে নিরূপিত হইয়াছে। [১৮] যথা ;—কৃত যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা (আদি অংশ) পরিমাণ চারিশত এবং সন্ধ্যাংশ পরিমাণও (অন্ত অংশ) চারিশত। ত্রেতা যুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর। তাহার সন্ধ্যা তিনশত ও সন্ধ্যাংশও তিনশত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও দুই দুই শতবৎসর। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও এক একশত বৎসর মাত্র। [১৯] এই এক একশত সংখ্যক সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশদ্বয়ের মধ্যে যে কাল, বিরাজিত হইতেছে যুগজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকেই যুগ বলিয়া গিয়াছেন। এই মধ্যবর্ত্তী কালেই ধর্ম্ম কার্য্য সকল বিহিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ধর্ম্ম কৃতযুগে চতুষ্পাদ হইয়া মনুষ্যগণকে আশ্রয় করেন। সেই ধর্ম্মই আবার ত্রেতাদি-যুগ ক্রমে অধর্ম্মের প্রাবল্যানুযায়ি ক্রমশঃ এক এক পাদ ন্যূন হইয়া অবস্থিতি করেন ॥ ২১ ॥

ত্রিলোক-বহিঃস্থিত মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উক্ত চতুর্যুগের এক সহস্রে, ব্রহ্মার একদিন। বিশ্বস্রষ্টার রাত্রি পরিমাণও ঐরূপ। ইনি এইরূপ চতুর্যুগসহস্র যাবৎ নিদ্রিত হইয়া (নিশাতে) থাকেন। [২২] নিশাবসানে পুনশ্চ লোক সমুদায়ের আরম্ভক কল্প অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই দিবাভাগে চতুর্দ্দশ মনুকে পালন করিয়া থাকেন। [২৩] কিঞ্চিৎ অধিক একসপ্ততি চতুর্যুগ কাল মনুগণের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান কাল। ইহাঁরা আপন আপন নিরূপিত এই কাল মাত্র উপভোগ করিয়া অবসৃত হইয়া থাকেন। মনু সকল, মনুবংশ সকল, ঋষি সকল, সুর সকল, সুরেশ সকল এবং তাঁহাদের অনুগত গন্ধর্ব্ব সকল, ইহাঁরা সকলেই সকল মন্বন্তরেই যুগপৎ সৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মার এই ত্রৈলোক্য জনক দৈনন্দিন সৃষ্টিকে ব্রাহ্ম সৃষ্টি কহে। তির্য্যক্ মনুষ্য পিতৃ ও দেবগণ সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে এই ব্রাহ্ম দিনে সৃষ্ট হইয়া থাকেন। [২৫] ভগবান্, মন্বন্তর সকলে মন্বাদিরূপি-আবতারিক মূর্ত্তি দ্বারা আপন সত্ত্বমাত্রা প্রকাশ পূর্ব্বক বিবিধ পুরুষার্থের অধিকার করিয়া এই বিশ্ব সংসার রক্ষা করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মদিনের অবসান হইলে ইনি তমোহংশ গ্রহণ করিয়া আপন সৃষ্টি জনক বিক্রম সঙ্কোচ করতঃ কালের সহিত সমুদায় জগৎ, স্বশরীরাভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। [২৮] অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রিকাল আসিয়া

উপস্থিত হইলে, তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য-বিরহিত সেই শরীরে ভূরাদি লোকত্রয়, তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

প্রলয়কালে লোকত্রয় যখন ভগবানের শক্তিরূপ সঙ্কর্ষণ-মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয় তখন ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা সেই উত্তাপ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া মহর্লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনলোকে গমন করিয়া থাকেন। ২৯ সে অবস্থায় কল্পান্ত বর্দ্ধিত, অতি ভয়ানকরূপে ক্ষোভপ্রাপ্ত প্রলয় বায়ু বিঘূর্ণিত উর্ম্মি বিশিষ্ট সমুদ্র সকল, সদ্যই ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়া ফেলে। ৩০ সেই প্রলয় পয়োধিজলে শ্রীহরি যোগনিদ্রায় নিমীলিতাক্ষ হইয়া অনন্ত শয্যায় শয়ান হইয়া থাকেন। জনলোকনিবাসি জনগণ তখন তাঁহার স্তব করিতে থাকে। ৩১ এবংবিধ অহোরাত্র সমূহ দ্বারা একশত বৎসর ( অন্যান্য সমুদায় প্রাণি অপেক্ষা অধিক ) ব্রহ্মার ঈদৃশ যে এক শত বর্ষ আয়ু, তাহাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে এই লোকোক্তি ভ্রম সঙ্কুল। ৩৩ যেহেতু তাঁহার আয়ুর যে অর্দ্ধভাগ, তাহা এক পরার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বিতীয় পরার্দ্ধ তাহার মধ্যে প্রথমার্দ্ধে প্রথম পরার্দ্ধ গত হইয়াছে কিন্তু ইদানীং দ্বিতীয়ার্দ্ধ দ্বিতীয় পরার্দ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩৪ ॥

ইহার মধ্যে প্রথম পরার্দ্ধের প্রথমে ব্রাহ্ম নামক মহাকল্প হয়। এই কল্পে যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন জ্ঞানিরা তাঁহাকে শব্দাত্মক ব্রহ্মা বলিয়া জানিতেন। ৩৪ ঐ কল্পেরই অন্তে যে কল্প হয়, তাহাকে পাদ্ম কল্প বলিয়া সকলে ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা শ্রীহরির নাভিসরোবরস্থিত লোকসরোরুহ হইতে আবির্ভূত হন। ৩৫ হে ভারত! এইরূপে দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদিতে যে কল্প হয় তাহাকে বারাহ কল্প কহে। এই কল্পে ভগবান শ্রীহরি শূকররূপে অবতীর্ণ হন ॥ ৩৬ ॥

অব্যাকৃত-ভূত অনন্ত অনাদি জগদাত্মার সম্বন্ধে এই দ্বিপরার্দ্ধ সংজ্ঞক কাল, নিমেষ সদৃশ হইতেছে। ৩৭ ॥

পরমাণু প্রভৃতি দ্বিপরার্দ্ধান্ত এই কাল, সমর্থ হইয়াও সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ ঈশ্বরের নিয়মন ( পরিচ্ছেদ ) করিতে সমর্থ নহেন। যেহেতু ইনি দেহ গেহাদ্যভিমানি জীবগণেরই নিয়মন করিতে সমর্থ ॥ ৩৮ ॥

পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণ দ্বারা আবৃত পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিশালভূত এই অণ্ডকোষ, ষোড়শ বিকার ও অষ্ট প্রকৃতি উপাদানে নির্ম্মিত। ইহাতে যে পৃথিব্যাদি সাতটী আবরণ

আছে, তাহা অণ্ডকোষের প্রমাণ অপেক্ষা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বৃহৎ হইতেছে। ঈদৃশ সপ্তাবরণ বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডও ভগবানের শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণু সদৃশ লক্ষিত হইতেছে। ফল ভগবানের অন্তঃ প্রবিষ্ট এরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রাশি রহিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে মহাত্মা শ্রীবিষ্ণু পুরুষের অবিনাশী বৃহত্তম সর্ব্বকারণের কারণভূত সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া আখ্যান করিয়া গিয়াছেন॥ ৩৯॥ ৪০॥ ৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে ভগবদ্দর্শন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

( হরি ওঁ )

# অথ দ্বাদশ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় কহিলেন।

হে বিদুর! পরমাত্মার কালাখ্য মহিমা তোমায় এইরূপ বলিলাম। এক্ষণে বেদগর্ভ যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর॥ ১॥

আত্মযোনি আদিকর্ত্তা ভগবান্ আদৌ (*) অন্ধতামিস্র, তামিস্র, মহামোহ, মোহ ও তম এই পাঁচটী অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টি করেন। অনন্তর তিনি সেই পাপীয়সী সৃষ্টি দেখিয়া দুঃখিত হওতঃ

(*) অভিনিবেশকে অন্ধতামিস্র কহে। ভ্রমনিবন্ধন ত্রাসবিশেষকে অভিনিবেশ কহে। ত্রাসের বিষয় ১৮শ প্রকার (অর্থাৎ দেবতারা অনিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া শব্দাদি দশটী বিষয় উপভোগ করতঃ এইরূপ ত্রাসিত হইয়া থাকেন যে, আমাদের এই শব্দাদি দশবিধ উপভোগ্য বিষয় ও অনিমাদি এই অষ্টবিধ উপভোগোপায় বিষয় (একুনে ১৮শ) অসুরেরা যেন নষ্ট না করে এইরূপ ভীত হইয়া থাকেন) সুতরাং অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ ১৮শ প্রকার বুঝিতে হইবে (১)। দ্বেষকে তামিস্র কহে। দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার। শব্দাদি দশ ও অনিমাদি অষ্ট (একুনে ১৮শ) বিষয়ের যে পরস্পর

ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই ভগবদ্ধ্যান পূত মনের দ্বারা অন্যান্য সৃষ্টি করিলেন। যথা:—সনক, সনন্দন, সনাতন সনৎকুমার এবং এতদ্ভিন্ন নিষ্ক্রিয় ঊর্দ্ধরেতা মুনি সকলও উৎপন্ন করিলেন॥ ২॥ ৩॥ ৪॥

অনন্তর আত্মযোনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে পুত্রগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে প্রজা সমূহ সৃষ্টি কর। তখন বাসুদেবপরায়ণ মোক্ষধর্ম্মা মুনি সকল, আত্মযোনি কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়াও তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন না॥ ৫॥

এইরূপে আপন পুত্রগণ দ্বারা আজ্ঞা প্রতিপালন না হওয়াতে তখন তাঁহার দুর্ব্বিষহ ক্রোধ হয়। তিনি সেই ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন। [৬] বুদ্ধি দ্বারা যতদূর সাধ তাহার নিগ্রহ করিলেন কিন্তু তখন ঐ ক্রোধ এতই প্রবল হয় যে প্রজাপতির ভ্রূযুগলের মধ্য-দেশ ভেদ করিয়া সদ্যই (কুমাররূপে) আবির্ভূত হইল। সেই ক্রোধরূপী কুমার, আদৌ নীল পশ্চাৎ লোহিতবর্ণ হওয়াতে নীললোহিত সংজ্ঞা লাভ করিলেন। [৭] সমস্ত দেবগণের পূর্ব্বজাত সেই ভগবান্ ভব (কুমার) রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে বিধাত! আমার অব-স্থান করিবার স্থানগুলি নিরূপণ করিয়া দাও, হে জগদ্গুরো! আমার নাম ইবা কি কি? বলিয়া দাও॥ ৮॥

---

উপঘাত তাহাকে দ্বেষ কহে। ইহা অষ্টাদশ বিষয় হেতু অষ্টাদশ প্রকার হইয়াছে (২)। রাগ (আসক্তিকে) মহামোহ কহে। রাগ দশবিধ। দিব্য ও অদিব্য ভেদে শব্দাদি পঞ্চ দশবিধ হইয়া থাকে। সেই দশবিধ শব্দাদি বিষয়ে যে আসক্তি তাহারে মহামোহ (রাগ) কহে। এই মহামোহের বিষয় দশ মাত্র সুতরাং তাহার সংখ্যাও দশ মাত্র বুঝিতে হইবে (৩)। অস্মিতাকে মোহ কহে। অস্মিতা অষ্টবিধ। দেবতারা অণি-মাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া 'আমরা অমর হইলাম' ভাবিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই আমরিক ভাবনাকে অস্মিতা কহে। ইহার বিষয় অষ্ট সুতরাং মোহও অষ্টপ্রকার জানিবে (৪)। অনাত্ম বস্তুতে যে আত্ম জ্ঞান তাহাকে তম কহে। এই তম অষ্ট বিষয় হেতু অষ্ট প্রকার। ইহার বিষয় অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, ও পঞ্চ তন্মাত্রা এই অষ্ট। ব্যুত্থান অবস্থাপন্ন লোকেরা (অর্থাৎ আমরা) এই অষ্টবিধ বিষয়ে স্বভাবতই এক প্রকার আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে। এইরূপে অন্ধতামিস্রাদি অবিদ্যা বৃত্তি সকল সমুদায়ে দ্বাষষ্ঠি (৬২) বিধ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ নিরূপণ সাংখ্যদর্শনানুবাদে দ্রষ্টব্য।

পদ্মযোনি ভগবান্, তাঁহার ঈদৃশ বাক্যে অনুমোদন করিয়া, তুমি রোদন করিও না, আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছি বলিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহার এইরূপ নামকরণ করিলেন।[৯] বলিলেন, দেখ সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি যেহেতু উদ্বিগ্ন বালকের ন্যায় রোদন করিলে এই জন্য তোমাকে অদ্যাবধি প্রজা সকল 'রুদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিবেক।[১০] এবং হৃদয়, ইন্দ্রিয় সকল, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, সূর্য্য, চন্দ্র, তপস্যা, তোমার এই একাদশ সংখ্যক স্থান নিরূপিত হইল।[১১] হে রুদ্র! মনু্য, মনু, মহিনস্, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত তোমার এই নাম সকল এবং ধী, ধৃতি, অসিলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, ও রুদ্রাণী এই স্ত্রী সকল নিরূপিত হইল।[১২]।[১৩] অতএব তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক নামানুযায়ী নাম রূপ ধারণ কর, তুমি প্রজাগণের অধিপতি হইলে অতএব এই সমস্ত শক্তি সহায়ে বহুতর প্রজাসকল সৃষ্টি কর।[১৪] ভগবান্ নীললোহিত স্বীয় গুরুর নিকটে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্ত্বাকৃতি স্বভাবদ্বারা স্বাত্ম তুল্য প্রজা সকল সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর সেই রুদ্রসৃষ্ট রুদ্র সকল ক্রমশ চারিদিগে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের সেই সমস্ত অসংখ্য অসংখ্য যূথ সকল জগৎকে একেবারে যেন গ্রাস করিতে উদ্যুক্ত হইল। প্রজাপতি এইরূপ দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন।[১৬] এবং রুদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরোত্তম! ত্বদীয় সৃষ্ট প্রজা সকল অত্যুগ্র চক্ষুসমূহ দ্বারা চারিদিগ্ দহন করিতেছে অতএব ঈদৃশ প্রজা সকলে আমার প্রয়োজন নাই।[১৭] বাপু! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি এক্ষণে সর্ব্বভূতসুখাবহ তপস্যা কর। তপস্যা করিলে তুমিপূর্ব্বের ন্যায় বিশ্ব রচনা করিতে সমর্থ হইবে।[১৮] পুরুষ তপস্যা দ্বারাই সর্ব্বভূতহৃদয় গুহাবাসী পরজ্যোতি স্বরূপ অধোক্ষজ ভগবান্কে সত্বরে লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, রুদ্র, আত্মভূ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক বেদপতিরে প্রদক্ষিণ করত তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর লোকপিতামহ, লোক সন্মানের জন্য ভগবৎশক্তিযুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে দশটী পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন।[২১] যথা,—মরীচি (১) অত্রি (২) অঙ্গিরা (৩) পুলস্ত্য (৪) পুলহ (৫) ক্রতু (৬) ভৃগু (৭) বশিষ্ট (৮) দক্ষ (৯) ও নারদ (১০)।[২২] ইহাদের মধ্যে নারদ ঋষি স্বয়ম্ভুর উরুপ্রদেশ হইতে, দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ

হইতে, বশিষ্ট প্রাণ হইতে, ভৃগু ত্বক্ হইতে, ক্রতু হস্ত হইতে, পুলহ নাভি হইতে, পুলস্ত্য কর্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ হইতে, অত্রি চক্ষুর্দ্বয় হইতে ও মরীচি মন হইতে উৎপন্ন হন। [২৩]। [২৪] এইরূপে তাঁহার দক্ষিণ স্তন হইতে ধর্ম্ম ও পৃষ্ট দেশ হইতে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় ধর্ম্মে সাক্ষাৎ নারায়ণ অবস্থিত হইলেন। এবং অধর্ম্ম হইতে লোক ভয়ঙ্কর মৃত্যু উৎপন্ন হইল। [২৫] বিশ্বরচয়িতার হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূযুগলহইতে ক্রোধ, অধরোষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্রদেশ হইতে সিন্ধু সকল এবং পায়ুদেশ হইতে পাপাশ্রয় নির্ঋতি উৎপন্ন হইল। [২৬] তাঁহার ছায়া হইতে দেবহূতিপতি কর্দ্দম প্রভু উৎপন্ন হন। ফলতঃ এই বিশ্বকর্ত্তারই দেহ ও মন হইতে এই সমুদায় জগৎই সৃষ্ট হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর স্বয়ম্ভু সকাম হইয়া পড়েন। তাঁহার মন স্বীয় সরস্বতীরূপি সুন্দরী দুহিতা হরণে ইচ্ছুক হইয়াছিল। হে বিদুর! আমরা এইরূপ শ্রুত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর মরীচি মুখ্য পুত্রেরা পিতাকে অধর্ম্মে মতি করিতে দেখিয়া নির্ভয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। [২৯] প্রভু আপনি স্বীয় অঙ্গজাতকে নিগ্রহ না করিয়া যে স্বীয় দুহিতারই অনুগমন করিতেছেন আপনার অনুষ্ঠিত ঈদৃশ কার্য্য পূর্ব্বকালে অন্য আর কেহ করেন নাই এবং পরেও কেহ করিবেন না ইহাও স্থির আছে। [৩০] হে জগদ্গুরো! তেজীয়ান্‌দিগের পক্ষে এরূপ কার্য্য কিছু প্রশস্য হইতেছে না, যেহেতু অন্যান্য লোকেরা যে, তাঁহাদেরই আচরণের অনুগামী হইয়া সুখ ফল লাভের যোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

যিনি স্বীয় তেজোদ্বারাই স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া এই বিশ্বকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন তাদৃশ ভগবানকে নমস্কার। এক্ষণে তিনিই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ৩২ ॥

তখন সেই প্রজাপতি-পতি (ব্রহ্মা) আপন সম্মুখে অবস্থিত প্রজাপতি পুত্রগণকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সেই তন্বীর অনুগমনে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মদুহিতা স্বীয় পিতার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইলে তাঁহাকে চারিদিগের লোকেরা ঘোর নীহার নামক অন্ধকার বলিয়া জানিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

স্রষ্টা, ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার মুখ চতুষ্টয় হইতে বেদচতুষ্টয় আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বকার সৃষ্টিতে লোক সকল যেমন কর্ম্মযুক্ত ছিল তদ্রূপ এবারও লোকগণকে কর্ম্মযুক্ত করিতে হইবে অতএব কিরূপে সৃষ্টি করি, ব্রহ্মা এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বাক্য হইতে

উপবেদ ন্যায় ও চাতুর্হোত্র কর্ম্ম শাস্ত্র উৎপন্ন হইল। এবং সেই বাক্য হইতেই ধর্ম্মের চারিটী পাদ ও আশ্রম ধর্ম্ম সকল আবিষ্কৃত হইল ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

বিদুর বলিলেন, হে তপোধন! প্রজাপতি আপন মুখ হইতে বেদাদি সকল সৃষ্টি করেন, ইহা ত অবগত হইলাম কিন্তু এক্ষণে এইটী আমারে বলিতে হইতেছে যে, সেই দেবের কোন মুখ হইতে কোন বেদ সৃষ্ট হইল? ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মার পূর্ব্ব মুখ হইতে ঋগ্বেদ, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে সাম বেদ ও উত্তরমুখ হইতে অথর্ব্ব বেদ আবির্ভূত হয়। অনন্তর শুদ্ধ পদ্যাত্মক মন্ত্রগুলিকে ঋগ্বেদ রূপে, গীতাত্মক স্তোমযুক্ত মন্ত্রগুলিকে সামবেদরূপে এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ মন্ত্রগুলিকে অথর্ব্ব বেদ রূপে ক্রমশঃ বিভাগ করেন। [৩৭] এইরূপে তিনি আপন পূর্ব্ব মুখ হইতে আয়ুর্ব্বেদ, দক্ষিণ মুখ হইতে ধনুর্ব্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে গান্ধর্ব্ব বেদ ও উত্তর মুখ হইতে স্থাপত্য বেদ ক্রমশঃ সৃষ্টি করেন। [৩৮] অনন্তর সেই সর্ব্বদর্শন ঈশ্বর, আপন সমুদায় মুখ হইতেই ইতিহাস পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন। [৩৯] এইরূপে তিনি পূর্ব্ব মুখ হইতে ষোড়শী ও উকথ্য নামক যাগ, দক্ষিণ মুখ হইতে পুরীষী ও অগ্নিষ্টোম যাগ, পশ্চিম মুখ হইতে আপ্তোর্য্যাম ও অতিরাত্র যাগ এবং উত্তরদিক্ হইতে বাজপেয় ও গোমেধ যাগের সৃষ্টি করেন। [৪০] এইরূপে ধর্ম্মের বিদ্যা দান তপঃ ও সত্য এই চারিটী পাদ এবং নিজ নিজ বৃত্তির সহিত চারিটী আশ্রমও যথাক্রমে পূর্ব্বাদি মুখ হইতে উৎপন্ন হয়। [৪১] বিশেষ আশ্রম চতুষ্টয়ের সাধারণ বৃত্তিই কেবল উৎপন্ন করেন এমন নহে কিন্তু তিনি সেই সেই আশ্রমের অসাধারণ বৃত্তি সকলও উৎপন্ন করেন; যথা সাবিত্র্য, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, বৃহন্নৈষ্ঠিক, বার্ত্তা সঞ্চয়, শালীন, শিলোঞ্ছ। [৪২] এতদ্ভিন্ন আরও বিশেষ বিশেষ বৃত্তির উৎপত্তি হয়; (অর্থাৎ যে সকল বৃত্তির অবলম্বনে লোক সকল বিশেষ বিশেষ উপাধি যুক্ত হইয়া প্রথিত হইয়া থাকে।)

যাঁহারা বনে গিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ মূলাহারী হইয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে বৈখানস কহে। যাঁহারা নূতন অন্ন লাভে পূর্ব্ব সঞ্চিত অন্নত্যাগী, তাঁহাদিগকে বালিখিল্য কহে। যাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমে যে দিক্ অবলোকন করেন সেই দিক্ হইতে ফলাদি আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে ঔডুম্বর কহে। যাঁহারা স্বয়ং পতিত ফলাদির আহরণ দ্বারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে ফেনপা

কহে। যাঁহারা আপন কুটীরে বসিয়া অনায়াস লভ্য আহারীয় দ্বারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে কুটীচক কহে। যাঁহারা শুদ্ধ জলাহারী হইয়া কর্ম্মকে গৌণ করতঃ প্রধানতঃ জ্ঞানাভ্যাসেই রত, তাঁহাদিগকে বহ্বোদ কহে। যাঁহারা একেবারে কর্ম্ম বিবর্জ্জিত কিন্তু সর্ব্বদা জ্ঞানাভ্যাসেই আসক্ত, তাঁহাদিগকে হংস কহে। যাঁহারা পরতর তত্ত্ব অবগত হইয়া বাহ্যানুষ্ঠান বর্জ্জন পুরঃসর বিচরণশীল, তাঁহাদিগকে নিষ্ক্রিয় কহে ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতিরও উৎপত্তি হইয়াছে যথা; আন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ( কৃষিশাস্ত্র ) দণ্ডনীতি ( নীতিশাস্ত্র ) ভূর্ভুব স্বর্ এই ব্যাহৃতি ত্রয় এবং প্রণব। প্রণবটী ব্রহ্মার হৃদয়দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

তাঁহার লোমসমূহ হইতে উষ্ণিকছন্দ, বিভুর ত্বক্ হইতে গায়ত্রীছন্দ, মাংস হইতে ত্রিষ্টপ ছন্দ, স্নায়ু হইতে অনুষ্টপছন্দ এবং সেই প্রজাপতিরই অস্থিহইতে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হয়।[৪৫] মজ্জা হইতে পংক্তি ছন্দ, প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ ও তাঁহার জীবন হইতে স্পর্শ বর্ণ সকল উৎপন্ন হয় এবং স্বরবর্ণ সকল তাঁহার দেহস্বরূপ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।[৪৬] উষ্ম বর্ণ সকল ভগবানের ইন্দ্রিয় সমূহ ও অন্তস্থ বর্ণ সকল তাঁহার বল স্বরূপ জানিবে। স্বর সপ্তক প্রজাপতির ক্রীড়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[৪৭] তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ প্রণবাত্মা সুতরাং তাঁহাকে শব্দব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই শব্দ ব্রহ্মাত্মা ব্রহ্মা, নানাবিধ সৃষ্টি সামর্থ্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার হৃদয়ে পর ব্রহ্ম, সততই প্রকাশমান রহিয়াছেন।[৪৮] অনন্তর তিনি অনিষিদ্ধ কামাসক্ত অপর শরীর অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। হে কৌরব! তখন তিনি ভূরি সামর্থ্য শালি ঋষিগণের অত্যল্প সৃষ্টি দেখিয়া অন্তরে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৪৯] কি আশ্চর্য্য! আমি সতত প্রজাসৃষ্টি করিয়ে ব্যাপৃত, তথাপি প্রজাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। অবশ্য ইহাতে কিছু দৈবই প্রতিবন্ধক আছে।[৫০] ব্রহ্মা এইরূপ আশ্চর্য্য ভাবে দৈব শক্তি দেখিয়া যথোচিত যুক্তি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার সেই রূপটী দ্বিধাভূত হইয়া যায়। যাহাকে অদ্যাপি সকলে 'কায়' বলিয়া ব্যবহার করিতেছে ॥ [৫১]॥

সেই দ্বিধাভুত রূপ দ্বয়ে একটি যুগ্ম হয়। সেই যুগ্মের প্রথম অংশ পুরুষ হইল। এই পুরুষকেই স্বায়ম্ভুব স্বরাট্ মনু কহে।[৫২] ঐ যুগ্মের দ্বিতীয় অংশ স্ত্রী হইল। এই স্ত্রীর নাম শত-

রূপা। শতরূপা সেই স্বায়ম্ভুব মনুর মহিষী হন। সেই অবধি ইহঁাদের পরস্পর সংযোগে প্রজাসকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।[৫৩] তিনি আপন পত্নী শতরূপাতে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করেন। হে ভারত! তাঁহার সেই অপত্যপঞ্চকের মধ্যে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ এই দুইটী পুত্র, তদ্ভিন্ন অপর তিন কন্যা হয়।[৫৪] হে সাধুবর! তাঁহার সেই কন্যাত্রয় আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে ব্যবহৃত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি (ব্রহ্মা) প্রথম কন্যা মহাত্মা রুচিরে সম্প্রদান করেন। মধ্যমা দেবহূতি, কর্দম প্রজাপতিরে এবং তৃতীয় প্রসূতি, দক্ষপ্রজাপতিরে প্রদান করেন। তদবধি তাঁহাদেরই বংশবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমশঃ জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

( হবি ও )

## অথ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

### শুকদেব কহিলেন,

হে রাজন্! বিদুর মহাত্মা মৈত্রেয় মুনির এইরূপ পুণ্যতম কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কথায় অত্যধিক সমুল্লসিত হইয়া পুনশ্চ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

বিদুর বলিলেন, মুনে! সেই স্বয়ম্ভুব প্রিয় পুত্র সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব, আপন প্রিয় পত্নী লাভ করিয়া, তাহার পর আর কি করিলেন ?[২] হে সাধুবর! এক্ষণে আমারে সেই আদিরাজ রাজর্ষির আচরণসকল শ্রবণ করাও। আমার এখন উহা শুনিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কেন না ইহা ভগবান্ বিশ্বক্সেন কথাবিষয়ক কথাই হইতেছে।[৩] ফলতঃ যাঁহারা চিরকালাবধি ভগবৎ কথা সকল শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সেই বহুকালিক শ্রমের, মুকুন্দপদারবিন্দ সংলগ্নমানস জনগণের যে গুণানুবাদশ্রবণ, তাহাও প্রকৃত ফল হইতেছে ॥ ৪ ॥

শুকদেব কহিলেন, ভগবৎকথাতে নীয়মানচিত্ত মুনি লোমাঞ্চিত হইয়া সেই সহস্রশীর্ষ-চরণোপধান, বিনীত, বিদুর মহাত্মারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু, জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন আপন ভার্য্যার সহিত সমবেত হন তখন তিনি বেদগর্ভকে করজোড়ে প্রণত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

ভগবন্! তুমিই ভূত সকলের জন্মদাতা, তুমিই তাহাদের বৃত্তিপ্রদাতা অতএব এক্ষণে আমাদের প্রজা সকলের সম্বন্ধে ইহাই উপদেশ দাও যে, আমরা কোন্ কার্য্য দ্বারা তোমার শুশ্রূষা করিব ? । ৭ হে স্তুত্য ! তোমায় নমস্কার। ভগবন্! আমাদের নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কর্ম্ম সকলের মধ্যে এমন কোন্ কর্ম্ম আছে, যাহা অনুষ্ঠিত হইলে, ইহলোকে সর্ব্বত্র যশোলাভ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে ? ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ক্ষিতীশ্বর ! আমি তোমাদের উপরে অত্যন্ত প্রীত হইলাম, কেন না তোমরা অকপট হৃদয়ে স্বয়ং আত্ম সমর্পণ করিলে ; বিশেষ শিক্ষিবার ইচ্ছা করিয়া আমায় আবার জিজ্ঞাসাও করিলে। বাপু ! আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের উভয়েরই মঙ্গল হউক ॥ ৯ ॥

হে বীর ! তোমরা আমার অপ্রমত্ত পুত্র, তোমাদের মাৎসর্য্য নাই অতএব তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। আমার তোমাদিগের প্রতি এই মাত্র আজ্ঞা, তোমরা এক্ষণে তোমাদের তাবন্মাত্র শক্তি দ্বারাই গুরুরে পূজা কর। ১০ দেখ, বাপু ! তুমি সেই ভগবানই হইতেছ অতএব এক্ষণে তোমার এই কর্ত্তব্য যে, তুমি তোমার এই আপন পত্নীতে আত্মগুণসদৃশ বহু অপত্য উৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সহায়ে পৃথিবীরে প্রতিপালিত কর। এবং যজ্ঞসমূহদ্বারা যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির উপাসনা কর ॥ ১১ ॥

হে নৃপ ! তোমার প্রজারক্ষণ কার্য্যদ্বারা আমার সম্পূর্ণই শুশ্রূষা করা হইবে। তুমি প্রজাপালক হইলে, ভগবান্ হৃষীকেশও তোমার উপরে সম্পূর্ণ তুষ্ট হইবেন। ১২ এবং নিশ্চয় জানিবে যে, যাহাদের প্রতি যজ্ঞলিঙ্গ জনার্দ্দন ভগবান্ তুষ্ট হন না, তাহাদের সমুদায় শ্রম ব্যর্থ, যেহেতু তাহাদের আত্মা যে ধিক্কৃত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মনু বলিলেন, হে পাপনাশন ! আমি আপনার অনুজ্ঞা মতই চলিব। প্রভো ! এক্ষণে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আপনি আমার ও আমার প্রজাগণের অবস্থান করিবার স্থান নিরূপণ করিয়া দেউন। ১৪ হে দেব ! যে এক সমুদায় ভূতগণের নিবসতি স্থান পৃথিবী ছিল, তাহা ত

এক্ষণে মহাজলে নিমগ্ন আছে অতএব আপনাকে মহাজল হইতে সেই পৃথিবীর উদ্ধারে যত্ন করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, পরমেষ্ঠী প্রজাপতি পৃথিবীরে সেই মহার্ণবে নিমগ্নভূত দেখিয়া "ইহা কিরূপে উদ্ধার করিব" এইরূপ মনে মনে বহুকাল যাবৎ চিন্তা করেন।[১৬] "আমরা ত সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া জলসমূহ দ্বারা সৎ হইতে বিশ্বসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু এক্ষণে ত দেখিতেছি, সর্ব্বভূতাবাসস্থান পৃথিবীই প্লাবিত, রসাতলগত অতএব এ অবস্থায় কিরূপ অনুষ্ঠান করি ?।[১৭] যাক্ তাহার জন্য আর চিন্তা কি, আমি যাঁহার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি সেই সর্ব্ববিধাতা ঈশ্বরই আমার এই সৃষ্টি-কামনা পূর্ণ করিবেন " হে নিষ্পাপ ! এই রূপ মনন করিতে করিতে সহসা তাঁহার নাসাবিবর হইতে অঙ্গুষ্ঠাগ্রপ্রমাণ একটী বরাহ-শিশু আবির্ভূত হইলেন।[১৮] হে ভারত ! ব্রহ্মা, সেই নাসিক-নিঃসৃত-বরাহশিশুরে একদৃষ্টে দেখিতেছেন,—দেখিতে দেখিতে ক্ষণকালমধ্যে তিনি, আকাশস্থ হইয়া হস্তিপ্রমাণ বর্দ্ধিত হইলেন। তখন তাঁহার তাদৃশ বর্দ্ধন ব্যাপার দেখিয়া, মহা আশ্চর্য্য বোধ হইল।[১৯] এমন কি মনু ও স্বয়ম্ভু-কুমার মরীচিপ্রভৃতি বিপ্রগণ সকলেই সেই অদ্ভুত বারাহরূপ দেখিয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন[২০]—"এ কি শূকররূপচ্ছলে সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন ? অহো, কি আশ্চর্য্য ! ইনি যখন আমার নাসাবিবর হইতে উৎপন্ন হইলেন তখন ত দেখিলাম অঙ্গুষ্ঠাগ্রপ্রমাণ মাত্র ছিলেন, ক্ষণকালের পরেই আবার দেখিতেছি গণ্ডশিলা তুল্য হইয়া উঠিলেন ! অতএব অবশ্য ইনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ ভগবানই হইতেছেন। ইনি কেবল নিজ প্রকৃত মূর্ত্তি গোপন পূর্ব্বক আমারে মোহিত করিতেছেন" ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মা, আপন পুত্রগণের সহিত এইরূপ মীমাংসা করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে, দেখিতে সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ একেবারে পর্ব্বতাকার হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।[২৩] এইরূপে সেই বরাহরূপী বিভু, আপন গর্জ্জনদ্বারা চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করতঃ ব্রহ্মারে ও ব্রহ্মপুত্র সেই সকল দ্বিজোত্তমগণকে আনন্দিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর জন তপ ও সত্যলোক নিবাসি জনগণ এবং সেই সকল মুনিগণ, সেই মায়াময় শূক-রের মুখ-বিনিঃসৃত স্বীয় সংশয়জাত ক্লেশোপশামক উক্ত ঘর্ঘরিত শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারে ঋগ্ যজু সামাত্মক ত্রিবিধ পবিত্র মন্ত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বেদ-প্রতিপাদ্য মূর্ত্তিধারী ভগবান্ গজেন্দ্রলীল, সেই সকল সাধুগণের মুখে স্বীয় গুণানুবাদ-প্রকাশক বেদবাণী সকল অবগত হইয়া দেবগণের অভ্যুদয়ার্থ পুনশ্চ গর্জ্জন পূর্ব্বক জলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। [২৬] সে অবস্থায় ভগবান্ মহীধ্রের পুচ্ছ উর্দ্ধদিগে ক্ষিপ্ত হয়, ত্বক্ অতিশয় তীব্র রোমবিশিষ্ট হয়, খুরসমূহদ্বারা মেঘসকল যেন আঘাতিত হইতে থাকে, স্কন্ধকেশকলাপ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া যায়, শুভ্র দন্তসকল অতিশয় প্রদ্যোতিত হইতে থাকে, অন্যবিধ প্রকাশীল বস্তু না থাকায় তদীয় অবলোকনই আলোকের কার্য্য করে। ফলতঃ তিনি তখন এতই স্ফূর্ত্তিযুক্ত হন্ যে, সে অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই গগণচর বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ২৭ ॥

সেই বরাহরূপী ভগবান্, স্বয়ং অধ্বরাঙ্গ হইয়াও ঘ্রাণদ্বারা পৃথিবীর স্বরূপ অবগত হইয়া এবং স্বয়ং করালদংষ্ট্র হইয়াও অকরাললোচনযুগলদ্বারা উর্দ্ধে স্তবনশীল বিপ্রগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ জলে প্রবিষ্ট হন ॥ ২৮ ॥

সে অবস্থায় সমুদ্র, আর্ত্তব্যক্তির ন্যায় শব্দ করতঃ "হে যজ্ঞেশ্বর! আমায় রক্ষা কর" এইরূপ বলিয়াছিল। অর্থাৎ তখন সে, তাঁহার বজ্রময় পর্ব্বত সদৃশ অঙ্গপাতনবেগে বিদীর্ণ হইবায় সুদীর্ঘ উর্ম্মিরূপী বাহুসকলদ্বারা ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) যেন ঐরূপ যাচ্ঞা করিয়াছিল ॥ ২৯ ॥

ভগবান্ ত্রিপরু ( * ) বিস্তৃতাগ্রশর খুরসমূহদ্বারা অপার সেই জলধি যাহাতে সপার অর্থাৎ অবধি বিশিষ্ট হয় এরূপে তাহারে বিদীর্ণ করত রসাতলে গিয়া পৃথিবীরে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে ( প্রলয় সময়ে ) তিনি জলধি শয্যায় শয়নেচ্ছু হইয়া সেই সর্ব্বজীবাধারভূত পৃথিবীরে স্বয়ংই আপন জঠরের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর তিনি আপন দংষ্ট্রাদ্বারা সেই রসাতল গত পৃথিবীর উদ্ধার পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া অতীব শোভমান হইলেন। অসহনীয়বিক্রম, দৈত্যরাজ ( হিরণ্যাক্ষ ) তাঁহারে ঐরূপ শ্রীমান্ দেখিয়া গদাহস্তে বধ করিতে আসিল। আত্মচক্রতুল্যতীব্রক্রোধনস্বভাব ভগবান্, স্বয়ং সিংহবৎ হইয়া অনায়াসে সেই গজেন্দ্রসদৃশ দৈত্যরাজকে বিনাশ করিলেন। সিংহ যেমন ক্রীড়া করিতে করিতে তটভূমি, বিদারণ করিয়া কপোল ও আননে গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত হয়, তদ্রূপ ইনিও

*—প্রাতঃ সবনাদি সবনত্রয়কে "পরু" কহে। এই সবনত্রয় যুক্ত পর্ব্ব যাঁহার তাদৃশ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানের নাম "ত্রিপরু"।

তখন তাহারে বিদারিত করিয়া তদীয় রক্তপঙ্ক দ্বারা কপোল ও আননে রঞ্জিত হইয়াছিলেন। [৩১]। [৩২] তমালতুল্য নীলকান্তিমান্ ভগবান্, স্বীয় স্বচ্ছ দন্তপ্রভাদ্বারা গজের ন্যায় অবলীলাক্রমে পৃথিবীরে ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত করিতেছেন, হে অঙ্গ! বিরিঞ্চিমুখ্য ঋষিরা এইরূপ অবলোকন করিয়া করযোড়ে অনুবাকসদৃশ স্তুতিবাক্য সমূহে তাহারে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ঋষিরা বলিলেন, হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন! তোমারই জয়, তোমারই জয়। তুমি স্বীয় বেদপ্রতিপাদ্য শরীরের সঞ্চালনকারী, তোমায় নমস্কার। যাঁহার রোম গর্ত্ত সমূহে সমুদ্র সকল লীন প্রায় হইয়া রহিয়াছিল, তুমি সেই পৃথিব্যুদ্ধার কারণ শূকর রূপী, তোমায় নমস্কার [৩৪]। হে দেব! যাহারা দুষ্কৃতাত্মা তাহাদের পক্ষে তোমার এই যজ্ঞাত্মকরূপ দুর্নিরীক্ষ্য। ভগবন্! তোমার এই যজ্ঞাত্মক স্বরূপের ত্বগাদি সকল গায়ত্র্যাদি ছন্দ এবং ইহার রোমসমুদায়ে দর্ভ, চক্ষুতে ঘৃত, ও অঙ্ঘ্রি চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র কর্ম্ম হইয়াছে। [৩৫] ইহার মুখাগ্রভাগে স্রুক্, নাসিকা দ্বয়ে স্রুব, উদরে ইড়া, কর্ণরন্ধ্রে চমস সকল, মুখে প্রাশিত্র ও মুখান্তর্ব্বর্ত্তি ছিদ্রে গ্রহ সকল উৎপন্ন হয়। হে ভগবন্! তোমার যে চর্ব্বণ, তাহাতে অগ্নিহোত্রের উৎপত্তি হয়। [৩৬] দীক্ষাই তোমার বারংবার অভিব্যক্তি, উপসৎ নামক ইষ্টিত্রয় তোমার গ্রীবা, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় তোমার দন্তদ্বয় এবং প্রবর্গ্য তোমার জিহ্বা। হে ভগবন্! তোমার এই ক্রতুরূপের মস্তক সত্য ও আবসথ্য নামক অগ্নি এবং ইষ্টকাচয়ন প্রভৃতি তোমার পঞ্চপ্রাণ। [৩৭] সোমরসই তোমার রেতঃ, প্রাতঃ সবন প্রভৃতি সবনত্রয় তোমার বাল্যাদি অবস্থা ত্রয়, হে দেব! অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সপ্ত সংস্থাবিভেদ তোমার ত্বক্ মাংসাদি সপ্ত ধাতু; আর দ্বাদশাহাদি যজ্ঞসকল তোমার শরীরের সন্ধিসমূহ। তুমি সকল যজ্ঞস্বরূপ। তুমি ক্রতু স্বরূপ এবং তোমার বন্ধন ইষ্টিদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। [৩৮] তুমি নিখিল মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্য স্বরূপ, তোমায় ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। তুমি সমুদায় ক্রতু স্বরূপ। ও ক্রতু কর্ম্মসাধ্য সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি জনিত ভক্তি, ভক্তিজনিত আত্মজয়, তজ্জনিত চিত্তস্থৈর্য্য, তৎপরে চিত্তৈকাগ্র্যদ্বারা অনুভাবিত যে জ্ঞান, তুমি সেই জ্ঞান স্বরূপ এবং তাদৃশ জ্ঞানদাতা গুরু স্বরূপও হইতেছ, হে দেব! তোমায় ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

হে ভগবন্! সরোবর হইতে নিঃসৃত বারণেন্দ্রের দন্তে কমলিনী যেমন ধৃত হইয়া শোভিত হয়, তদ্রূপ তোমারও দন্তাগ্রভাগে সপর্ব্বত পৃথিবী ধৃত হইয়া শোভিত হইয়াছে। [৪০] ভগবন্!

তোমার এই বেদপ্রতিপাদ্য বরাহমূর্ত্তি ত্বদীয় দন্তধৃত ভূমণ্ডলদ্বারা অতীব শোভমান হইতেছে। সুমেরুশৃঙ্গে আরূঢ় মেঘ যেমন শোভা পায়, তুমি তদ্রূপ শোভা পাইতেছ।[৪১] কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেরই ইনি মাতা স্বরূপ এবং তুমি পিতা স্বরূপ ; অতএব লোকগণের রক্ষার্থ তুমি ইহাঁরে (পৃথিবীরে) এইজলের উপরে স্থাপিত কর। যাজ্ঞিকেরা যেমন মন্ত্রদ্বারা অরণীকাষ্ঠদ্বয়ে অগ্নি আধান করে, তদ্রূপ তুমি ইহাতে স্বীয় ধারণা শক্তি রূপ তেজ আধান কর। আমরা সকলে তোমারে ও এই তোমার পত্নীরে উভয়কেই নমস্কার দ্বারা পরিচর্য্যা করিব ॥ ৪২ ॥

হে প্রভো! তোমার এই রসাতল গত পৃথিবী উদ্ধার কার্য্য, এক তোমাব্যতীত এমন কে আছে, যে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া প্রতীত হইবে না। পক্ষান্তরে তুমি সমুদায় আশ্চর্য্যের আকর সুতরাং ইহা তোমাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ হইবে না ; কারণ, যিনি নিজ মায়াদ্বারা এই অত্যাশ্চর্য্যময় জগৎই সৃষ্টি করিলেন তাঁহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৪৩ ॥

আমরা কেহ জনলোক নিবাসী, কেহ তপোলোক নিবাসী, কেহ সত্যলোক নিবাসী হে ঈশ্বর! আমরা এই সকলেই তোমার এই বেদপ্রতিপাদ্য স্বীয় শরীরের চালনে স্কন্ধস্থিত কেশ-কলাপোচ্ছলিত শুভ জলবিন্দু পাতে অভিষিক্ত হইয়া পরম পবিত্র হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি অপারকর্ম্মারও কর্ম্মের পার দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, আহা! তাহার নিশ্চয় বুদ্ধিভ্রংশ হইযাছে। হে ভগবন্! তোমার যোগমায়িক গুণসমূহের সহিত যে সম্বন্ধ লোকগণ তদ্দ্বারাই এরূপ মোহিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা, তুমি তাহাদিগের মঙ্গল বিধান কর অর্থাৎ তাহারা যাহাতে তোমার অচিন্ত্য অনন্তশক্তি অবগত হইয়া উপাসনা করিতে পারে এরূপ জ্ঞানশক্তি প্রদান কর ॥ ৪৫ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, লোকরক্ষক বরাহমূর্ত্তি ভগবান্, ব্রহ্মবাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়-মান হইয়া স্বখুরাক্রান্ত জলে পৃথিবীরে স্থাপিত করেন।[৪৬] সেই বিষ্বক্সেন প্রজাপতি ভগবান্ শ্রীহরি, এইরূপে অবলীলাক্রমে রসাতল হইতে পৃথিবীরে উত্তোলিত করিয়া জলের উপরে অবস্থাপন পূর্ব্বক অন্তর্ধান হইলেন ॥ ৪৭ ॥

যিনি, শ্রীহরির কথনীয়-মায়িক-চরিত্রশালি সংসারহর প্রজ্ঞাজনক এই শুভ কমনীয় আব-তারিক-কথা, ভক্তির সহিত শ্রবণ করিবেন এবং অন্যান্য ভক্তগণকে শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার হৃদয় কন্দরে ভগবান্ জনার্দ্দন, অতি শীঘ্রই সন্তোষ লাভ করিবেন ॥ ৪৮ ॥

তিনি আমাদের সকলেরই বিভু সুতরাং তিনি প্রসন্ন থাকিলে এমন কি প্রার্থনীয় আছে যে দুর্ল্লভ হইবে ?—কিছুই না ; তবে কেন আর সামান্য অবধি বিশিষ্ট সেই সমস্ত আশীর্ব্বাদের প্রার্থনা করি। ফলতঃ যাঁহারা অনন্য ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য গুহাশয় পরাৎপর ভগবান্, স্বয়ংই স্বীয় পরাখ্য গতিটী বিধান করিতেছেন ॥ ৪৯॥

ইহলোকে এক পশু বিনা এমন কে আছে যে, পুরুষার্থ-সারজ্ঞ হইয়া পূর্ব্ববৃত্ত সকলের মধ্যে ভবসংসারবিষ-নাশক যে ভগবৎকথামৃত, তাহা কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান (শ্রবণ) করিয়াও পুনশ্চ তাহাতে বিশেষরূপে আসক্ত হইবে ॥ ৫০ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে পৃথিবী উদ্ধার নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

( হরি ওঁ )

# অথ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

## শুকদেব কহিলেন,

তিনি মৈত্রেয়-বর্ণিত সর্ব্বকারণরূপী শূকরাত্মা শ্রীহরির কথা অবগত হইয়া করজোড়ে পুনশ্চ তাঁহারে জিজ্ঞাসা করেন। যেহেতু ধৃতব্রত বিদুরের ভগবৎকথা শ্রবণে একবারে পরিতৃপ্তি না হইয়া উত্তরোত্তর স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে ॥ ১ ॥

•বিদুর বলিলেন, হে মুনিবর! আমরা তোমার মুখে এইরূপ শুনিলাম যে, সেই যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরি আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন।[২] কেমন ব্রহ্মন্! সেই স্বীয় দন্তাগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা ভগবানের, দৈত্যরাজের সহিত কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ?[৩] হে ঋষে! আমি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধালু, ভক্ত, আমি ইহা জানিবার জন্য অতিমাত্র কৌতূহলী হইয়াছি। আমার মন ঐ মাত্র শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; অতএব আমায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার (দৈত্যরাজের) সবিস্তর জন্মবিবরণগুলি বল ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, বীর ! এ তোমার সাধু জিজ্ঞাসা, কেন না তুমি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুপাশ-বিমোচনী আবতারিক কথা বিষয়ক যে কথা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ।[৫] উত্তানপদের পুত্র ধ্রুব, নারদ মুনি মুখে এই কথাই শ্রবণ করিয়া তাদৃশ বালক অবস্থাতে ঈদৃশ জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন যে, মানবের সোপানে পদার্পণ করার ন্যায় অনায়াসে মৃত্যুমস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক বিমানে আরূঢ় হইয়া বিষ্ণু লোকে গমন করেন ॥ ৬ ॥

এস্থলে একটি ইতিহাস আছে, পূর্ব্বকালে দেবদেব ব্রহ্মার নিকট দেবতারা জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি উহা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে সেই ইতিহাসটী বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

হে ক্ষত্ত ! দক্ষতনয়া অপত্যকামা দিতি, কদাচিৎ কামশরে নিপীড়িতাঙ্গী হইয়া মরীচিপুত্র কশ্যপ পতিরে সন্ধ্যার সময়ে রতিসম্ভোগার্থ ইচ্ছা করেন।[৮] তখন তাঁহার পতি সূর্য্যাস্ত সময়ের কার্য্য অর্থাৎ অগ্নিজিহ্ব যজুঃপতি পুরুষের পয়ো হবন কার্য্য সমাধা করিয়া সমাহিতচিত্তে অগ্নিহোত্র গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৯ ॥

দিতি বলিলেন, হে বিদ্বন্ ! দেখ, তোমার জন্য এই আত্তশরাসন কাম, করিবরের কদলীদলনের ন্যায় আমারে হীন বল বিবেচনায় আপন বিক্রম প্রদর্শন পুরঃসর নিপীড়িত করিতেছে[১০] অতএব এক্ষণে আপনি আমায় সর্ব্বতোভাবে স্বীয় অনুগ্রহলেশ আধান করুন। স্বামিন্ ! আমি পুত্রবতী স্বীয় সপত্নীগণের সমৃদ্ধিতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছি।[১১] ভর্ত্তার নিকট যাহারা বহু মান লাভ করে তাঁহাদের যশঃসৌরভে সমুদয় লোক পরিপূর্ণ হইতেছে। ফলতঃ যাহাদের আপনার ন্যায় পতি, তাহাদের গর্ভে পতি স্বয়ং প্রজারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।[১২] পূর্ব্বে আমাদের পিতা ভগবান্ দক্ষ, দুহিতৃ-বৎসল হইয়া "হে বৎসে! তুমি কোন বরকে বরণ করিবে?" এইরূপে আমাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জিজ্ঞাসা করেন।[১৩] অনন্তর সন্তানভাবন পিতা, আপন আত্মজগণের ( আমাদের ) মনোগত ভাব অবগত হইয়া, আমাদের মধ্যে যাহারা তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনে সমর্থ—এরূপ ত্রয়োদশ জনকে তোমায় সমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার উচিত, আমাদের সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সমান ভাবই রাখা।[১৪] যাহা হউক অধুনা আমার এইমাত্র প্রার্থনা, হে কঞ্জলোচন! আমার সম্পূর্ণরূপে মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। হে ভূমন্ ! আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তোমার ন্যায় মহত্তমব্যক্তিতে আত্মসমর্পণ কখনই নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৫ ॥

হে ধীর! তখন মারীচ, তাঁহার সেই বিনয়নম্রা, অনঙ্গজর্জ্জরিতমোহা, বহুভাষিণী পত্নীরে, মধুরবাক্য দ্বারা সম্ভাষণ করতঃ এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

হে ভীরু! দেখ, এই আমি তোমারই আছি। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তোমার সেই প্রিয় প্রার্থনা অবশ্য পূরণ করিব। এও আবার কি কথা, যাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ লাভ হয়—এমন কে আছে যে, তাদৃশ প্রিয়ারও প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না?[১৭] যে গৃহস্থদ্বারা সকল আশ্রমীরই ভার গৃহীত হয়, সেই গৃহস্থাশ্রমী প্রকৃত গৃহস্থ। সমুদ্র যেমন জলযান দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ এই সংসার সমুদ্রও গার্হস্থ ধর্ম্মরূপী নৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায় ॥ ১৮ ॥

হে মানিনি! যাহাকে বেদজ্ঞেরা শ্রেয়স্কামভুত শরীরের অর্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন, যাহাতে পুরুষ, স্বীয় দৃষ্টা দৃষ্ট ভার সকল সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন।[১৯] এবং দুর্গপতি যেমন দুর্গকে আশ্রয় করিয়া দস্যুগণকে বিবিধ কৌশলের সাহায্যে জয় করে, তদ্রূপ আমরাও যাহাকে আশ্রয় করিয়া, দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় দস্যুগণকে ইতর ত্রিবিধ আশ্রমের সাহায্যে জয় করিব।[২০] হে গৃহেশ্বরি! তুমি আমাদের সেই আশ্রয় স্বরূপ, অতএব আমরা কখনই আজন্মে প্রত্যুপকার দ্বারা তোমার সমান হইতে পারিব না, এমন কি যাঁহারা অত্যন্ত গুণগৃধ্নু তাঁহারাও সমর্থ নহেন।[২১] যদিও তোমার উপকারের প্রতিশোধ দেওয়া যায় না তথাপি আমি পুত্রোৎপত্তির জন্য তোমার এ অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ করিতেছি, কিন্তু যাহাতে আমাকে লোকে ধর্ম্মে নিন্দা না করে, সে কার্য্য ত অবশ্য করিতে হইবে। সুন্দরি! এইজন্য বলিতেছি এক্ষণে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর।[২২] এই সন্ধ্যা বেলা ঘোরগণের বেলা; এই জন্যই ইহারে "ঘোরদর্শন-বেলা" কহে। এই ঘোরদর্শন বেলাতে ভুত, ভুতেশ ও তাহাদের অনুচর সকল বিচরণ করিয়া থাকে।[২৩] দেখ, সাধ্বি! এই ঘোরদর্শন সন্ধ্যা বেলায় ভগবান্ ভুতভাবন ভুতরাট্ ভবানীপতি, ভুতগণের সহিত বেষ্টিত হইয়া বৃষস্কন্ধে পর্য্যটন করিতেছেন।[২৪] যাঁহার জটাকলাপ, শ্মশানস্থিত ঘূর্ণ্যমান বায়ুমণ্ডলি প্রভাবে উড্ডীন ধূলি ধুম্র দ্বারা ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে, যাঁহার দেহ, অমল হইয়াও ভস্মাবৃত হইবায় রুক্মবৎ হইয়াছে, দেখ প্রিয়ে! সেই দেব, এক্ষণে চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপি নেত্রত্রয়ে আমাদিগকে দেখিতেছেন। বিশেষ ইনি যে তোমার দেবর হন, অতএব এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়াও কিঞ্চিৎ লজ্জা করা উচিত।[২৫] লোকেতে যাঁহার কেহ

আপন নাই ও কেহ পরও নাই। কেহ অতিশয় আদৃতও হন না এবং কেহ অতিমাত্র অনাদৃতও হন না। আহা কি আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য! যিনি নির্ম্মাল্যের ন্যায় দূরতঃ পরিত্যজ্য আমরা আবার বিবিধ প্রজাদ্বারা সেই ভুক্তভোগা অজা ও তন্ময়ী বিভূতিরেই মহাপ্রসাদ বোধে প্রার্থনা করিতেছি![২৬] অজ্ঞান-চ্ছাদ-ভেদ-চিকীর্ষু মনীষিগণ যাঁহার অনিন্দিত আচরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি সাধুগণের গতিস্বরূপ তাদৃশ ব্যক্তি, সাম্য বৈষম্য জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়াও স্বয়ং এরূপ পিশাচের কার্য্য অনুষ্ঠান করিল (লোকে এইরূপ উপহাস না করে, এইমাত্র আমার একান্ত ইচ্ছা)।[২৭] পক্ষান্তরে যাহারা আত্মরত সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অভিপ্রায় না জানিয়া আচরণ মাত্র দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকে তাহারা অতিমাত্র দুর্ভাগ্যশালী। তাহারা শুদ্ধ বস্ত্র, মাল্য আভরণ অনুলেপন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর সুখসামগ্রিদ্বারা এই কুক্কুর ভোজ্য অনিত্য শরীরকে অতিযত্নে আত্মবুদ্ধিতে লালিত করিতেছে।[২৮] ব্রহ্মাদি দেবতারা, যাঁহার কৃত স্থান সকল আপন আপন অধিকারে আনিয়া রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার কারণতায় এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, মায়া যাঁহার আজ্ঞাকরী তাঁহার এরূপ পৈশাচিক আচরণ! ঈশ্বরেরই এ আশ্চর্য্য অতর্ক্য আচরণ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, সেই অনঙ্গ নিপীড়িতা বিকলেন্দ্রিয়া স্বামির নিকট এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়াও বেশ্যার ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া একেবারে ব্রহ্মষির বস্ত্র গ্রহণ করিলেন।[৩০] তখন আর তিনি কি করেন, ভার্য্যার এরূপ গর্হিত কার্য্যে দুরাগ্রহ দেখিয়া, অবশেষে একান্তে গিয়া দৈবকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত রতিসম্ভোগ ক্রিয়া সমাধা করিলেন।[৩১] অনন্তর স্নাত ও বাগ্যত হইয়া প্রাণয়াম করতঃ বিশুদ্ধ সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি ধ্যান পূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

হে ভারত! এদিকে দিতি সুন্দরী সেই গর্হিত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া বিপ্রর্ষিরে অধোমুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

দিতি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! 'আমি যাঁহার সমক্ষে এই গর্হিত কার্য্য করিলাম, সেই রুদ্র দেব ভূতযোনিগণের অধিপতি হইলেও এই সমুদয় ভূতগণেরও তিনিই অধিপতি (রক্ষক) অতএব এক্ষণে এই মাত্র প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই গর্ভটী নষ্ট না করেন।[৩৪] সেই মহান্ রুদ্রকে নমস্কার। উগ্রদেবকে নমস্কার। সকামের ফলদাতাকে নমস্কার। নিষ্কামের পক্ষে যিনি কল্যাণময়, তাঁহারে নমস্কার। যিনি শিষ্টের সম্বন্ধে ন্যস্তদণ্ড ও দুষ্টের সম্বন্ধে গৃহীতদণ্ড, তাঁহারে নমস্কার। এবং সংহারকালে যিনি সাক্ষাৎ ক্রোধরূপী, তাঁহারে নমস্কার।[৩৫] আমরা ব্যাধেরও

দয়ার পাত্র, স্ত্রীলোক, অতএব সেই মদীয় বহু অনুগ্রহীতা ভগবান্ ভগিনীপতি ভবানীপতি, আমার উপরে প্রসন্ন হউন ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, অনন্তর সেই অসমাপিতসায়াহ্নকৃত্য প্রজাপতি, স্বীয় সন্তানের শুভ-কামুকা ভয়ভীতকলেবরা আপন ভার্য্যারে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

কশ্যপ বলিলেন, তোমার মনের মালীন্য, রাক্ষসীবেলাজাত দোষ, আমার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন এবং রুদ্রানুচরগণের প্রতি অবহেলা করা এই চারিটী দোষ নিবন্ধন তোমার গর্ভে দুষ্ট পুত্রদ্বয় জন্মিবে। হে অভদ্রে ! হে কোপনে! তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া সপাল লোকপাল-গণকে বার'বার আক্রমণ করিবা উত্যক্ত করিবে। [৩৮] । [৩৯] এইরূপ করিতে করিতে যখন নিরপরাধ দীন দুঃখি প্রাণিগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইবে, অবলাগণ ব্যর্থ ব্যর্থ. নিগ্রহভাজন হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইবেন, তখন লোকভাবন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রহস্ত ইন্দ্র যেমন অদ্রি বিদারণ করেন তদ্রূপ তাহাদিগকে বিদীর্ণ করি বেন ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

দিতি বলিলেন, হে প্রভো! আমার পুত্রদ্বয় সাক্ষাৎ সুনাভোদরবাহু ভগবান দ্বারা নষ্ট হউক, ইহা আমি প্রার্থনাই করিতেছি কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণগণের কোপাগ্নিতে পড়িয়া যেন নষ্ট না হয়। [৪২] যেহেতু যে ব্যক্তি ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতভয়প্রদ হয় সে, যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারে সেই সেই দুষ্ট যোনির নারকীরাও কৃপা করেন না ॥ ৪৩ ॥

কশ্যপ বলিলেন, দেখ, তুমি স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপিত হইতেছ, সদ্যই যুক্তা যুক্ত বিচার করিতে সমর্থ হইতেছ এবং ভগবানে ও আমায় সাদরে বহু মান বিধান করিতেছ। [৪৪] প্রিয়ে! এই পঞ্চ কারণে তোমার পুত্রের (হিরণ্যকশিপুর) বহুপুত্রমধ্যে একটি সাধুগণ মাননীয় সৎপুত্র (প্রহ্লাদ) জন্মিবে। সে, তোমার পুত্রের উদ্ধার করিবে। লোকে তাহার, ভগবানের মনের ন্যায় শুদ্ধ নির্ম্মল যশোগান করিবেক। [৪৫] এবং স্বর্ণকারেরা যেমন দাহাদি উপায়দ্বারা মলীন সুবর্ণ শোধন করে, তদ্রূপ সাধুরা যাঁহার স্বভাব লাভ করিবার জন্য নির্ব্বৈরাদি উপায়দ্বারা আত্মারে শোধন করিবেন। [৪৬] এই বিশ্বটী যাঁহার স্বরূপ, আর যাঁহার প্রসন্নতাতেই ইহা প্রসন্ন হইতেছে, সেই আত্মসাক্ষী ভগবান্ যাঁহার অনন্যভক্তিতে পরিতোষ লাভ করিবেন। [৪৭] সেই

মহাভাগবত মহানুভব মহল্লোকগণের মধ্যেও মহীয়ান্ মহাত্মা (প্রহ্লাদ) অত্যূর্জ্জিত ভক্তি সংশোধিত স্বীয় হৃদয়ে শ্রীহরিরে সংস্থাপিত করতঃ দেহাদ্যভিমানাদি চিত্তকালুষ্য সকল নষ্ট করিবেন ॥ ৪৮ ॥

তিনি অনাসক্ত, সুশীল, ধৈর্য্যাদিগুণসমুদায়ের আকর, পরসমৃদ্ধি দর্শনে হৃষ্ট; পরদুঃখে দুঃখিত ও অজাতশত্রু হইয়া চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালের সমস্ত দিবাভব উত্তাপক্লেশ উপশমন করেন তদ্রূপ জগতের সমুদায় লোকের দুঃখোপশামক হইবেন ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে! তোমার ঈদৃশ একটি বহুগুণ পৌত্র জন্মিবে। তুমি সেই আপন পৌত্রকে স্বীয় ভক্তপুরুষেচ্ছাধীন পুনঃ পুন গৃহীতমূর্ত্তি, শ্রীললনা ললামভূত, প্রদীপ্তকুণ্ডলমণ্ডিতানন, এবং কমললোচন রূপে দেখিতে পাইবে ॥ ৫০ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, দিতি দেবী পরমভাগবত পৌত্র হইবে অবগত হইয়া অত্যন্ত আমোদিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজ পুত্রদ্বয়ের বধ হইবে শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে উৎসাহ যুক্তও হই লেন ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে দিতিগর্ব্বাধান নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

( হরি ওঁ )

# অথ পঞ্চদশ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় কহিলেন,

দিতি দেবী, সুরগণের পীড়নভয়ে ভীত হইয়া সেই পরতেজোঘ্ন প্রাজাপত্য তেজ একশত বর্ষ কাল ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর যখন, লোক সকল তাঁহার সেই গর্ভতেজোদ্বারা সূর্য্যালোক নিষ্প্রভ হইবায় হতপ্রভ হইয়া উঠিল, তখন তাহারা লোকপালগণের সহিত একত্র হইয়া বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক চারিদিগের সেই অন্ধকার ভাব জনিত সাঙ্কর্য্য তাঁহারে নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥

দেবতারা বলিলেন, হে বিভো! তুমি এই অন্ধকার দেখ, আমরা ইহাদ্বারা সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়াছি। প্রভো! আপনার জ্ঞানধারা কালদ্বারাও স্পৃষ্ট হয় না অতএব আপনার নিকটে ইহা কিছু অব্যক্ত নহে।[৩] দেব! হে দেব! হে জগদ্ধাতঃ! হে লোকনাথগণের চূড়ামণি! তুমি পর ও অপরাত্মক ভূত সমস্তের হৃদগত অভিপ্রায় অবগত আছ।[৪] বিজ্ঞানবলশালী—তোমায় নমস্কার। মায়াদ্বারা এই ব্রহ্মদেহধারী—তোমায় নমস্কার। রজোগুণধারী—তোমায় নমস্কার। প্রপঞ্চ সম্ভবের কারণভূত—তোমায় নমস্কার।[৫] দেব! তুমি জীবগণের জনক, তুমি আপনাতেই ভুবনসকল গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছ, অন্যথা ইহা কিরূপে আর কার্য্যকারণস্বরূপ হইবে। বস্তুতঃ তুমি এই কার্য্যকারণ স্বরূপ বিশ্ব হইতেও পর—তুরীয় স্বরূপ। যাঁহারা তোমারে অনন্যভাবে ভক্তিভাবে ধ্যান করিতেছেন[৬] তাঁহারা আপনার প্রসাদ লাভ করিয়াই জিতশ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইতেছেন; সুতরাং সেই সকল সুপক্ক যোগিগণের কোথায় আর পরাভব?।[৭] যেমন গোসকল রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পরাধীন হয় তদ্রূপ প্রজাসকল ও তোমার বাগ্রূপী রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পরাধীন হওতঃ আপন আপন আহার্য্য আহরণ করিতেছে, দেব! তুমি তাহাদের সেই নিয়ন্তৃস্বরূপ—তোমায় নমস্কার।[৮] হে ভূমন্! তুমি, তোমার অনল্প দয়া দৃষ্টি দ্বারা আপন মনকে দেখিতে সমর্থ, অতএব যাঁহারা এক্ষণে তমোদ্বারা বিলুপ্তকর্ম্মা হইয়াছে তাঁহাদিগকে তোমার শুভসত্ত্বজ্যোতিঃ প্রদান কর।[৯] দেখ, দেব! যাহাতে কাশ্যপ বীর্য্য অর্পিত হয়, দিতি দেবীর সেই এই গর্ভ, তৃণপুঞ্জে নিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় একেবারে সমুদায় দিক্ ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন করিতেছে॥ ১০ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, হে মহাবাহো ! সেই শব্দগোচর ভগবান্ স্বয়ম্ভু সহাস্যে দেবগণকে স্বীয় সুমধুর বাণীদ্বারা প্রীত করতঃ প্রতিবচন প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, আমার মন হইতে উৎপন্ন, তোমাদের পূর্ব্বজাত, লোকসমস্তে বিগতস্পৃহ, সনকাদি পুত্রেরা আকাশমার্গে লোকসকল পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। [১২] কোন এক সময়ে তাঁহারা এইরূপ পর্য্যটন করিতে-করিতে অমলাত্মা ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সর্ব্বলোক নমস্কৃত বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

সেখানে, যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি। তাঁহারা পূর্ব্বে নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। [১৪] সেখানে, শব্দগোচর আদ্য পুরুষ ভগবান্, ধর্ম্মমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তগণকে সুখী করতঃ সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ সেখানে, সকল ঋতুতেই পুষ্পাদি সম্পদ্‌যুক্ত কামদুঘ বৃক্ষসমূহ দ্বারা শোভমান কৈবল্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ নৈশ্রেয়স নামক একটি বন আছে। [১৬] সেইবনে জলাশয় মধ্যস্থিত প্রস্ফুটিত মধু-মাধবীলতা সমূহের সৌরভে মোহিত বৈমানিকেরা তাদৃশ আঘ্রাণ বহ বায়ুরেও অগ্রাহ্য করতঃ আপন আপন ললনার সহিত একত্র হইয়া প্রভুর ( বিষ্ণুর ) পাপীপাপবিমোচন চরিত সকল নিরন্তর গান করিতেছে। [১৭] পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক্, দাত্যূহ, ( চাতক ) হংস, শুক, তিত্তিরি ও ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহলও ভ্রমররাজের গুণ গুণ শব্দচ্ছলে হরিকথা গান আরম্ভ হইলে তৎক্ষণাৎই নিবৃত্ত হইয়া যাইতেছে। [১৮] যে সকল মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল ( রাত্রিবিকাশি ) চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, অম্বুজ ( দিনবিকাশি ) পারিজাত প্রভৃতি ভাল ভাল পুষ্প আছে, তাহারা তুলসিকাভরণ শ্রীহরি কর্ত্তৃক তুলসিরই আঘ্রাণ গৃহীত হয় বলিয়া দুঃখে ঘোরতর তপস্যা করিতছে। [১৯] এবং যে সকল কৃষ্ণমতি পুরুষগণের, ভাল ভাল হাস্য শোভাননা নিতম্বিনী কামিনীরাও পরিহাস কৌতুকদ্বারা কামোৎপন্ন করিতে অসমর্থা, তাদৃশ মহাত্মাগণের হরিচরণনতিমাত্র সহায়ে দর্শনীয়, বৈদূর্য্য, মরকত ও হেমময় বিমান সকলে সেই বনটি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। [২০] সেখানে, লক্ষ্মী দেবী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অচপলা হইয়া হরিগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। নূপুরভূষিত চরণারবিন্দ, শব্দায়মান করতঃ তাঁহার সেই স্ফটিকময় ভিত্তি ও মধ্যে মধ্যে শোভার্থ স্বর্ণযুক্ত গৃহেতে যেন ( সম্মার্জ্জনী হস্তে ) সম্মার্জ্জন করিতেছেন। আহা ! যাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য

ব্রহ্মাদিদেবতারা যত্ন করিতেছেন, সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী কি না, তদীয় গৃহ ভিত্তিতে বহু বিধ রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া সবিনয় ভক্তি সহকারে আপন লীলা পাদপদ্ম যুগল পরিচালিত করিতেছেন ॥ ২১ হে অঙ্গ ! সেই লক্ষ্মী দেবীই আবার স্বীয় উদ্যানে গিয়া বৃক্ষপ্রচুর তীর ও অমৃততুল্য জল সমবেত বাপীতীরে, পরিচারিকা গণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া, তুলসী দিয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে করিতে, সেই বাপীজলে আপন প্রতিবিম্বিত সুন্দর অলকা তিলকা ও সুন্দর নাসিকা যুক্ত শুভানন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক "আহা আমার এই আনন ভগবান দ্বারা চুম্বিত" এইরূপ বলিয়া আপনারে সৌভাগ্যবতী মানিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

যাহারা পাপনাশন শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদিলীলা রচনা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ক মতিবিমোহকারি অর্থ কামাদি কথাসকল শ্রবণ করিতেছে, তাহারা সেখানে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। কারণ, সে সকল হতভাগ্য মনুষ্যেরা যে, কুকথা ( অর্থ কামাদি বিষয়ক কথা ) সকল শ্রবণ করিয়া নিরাশ্রয় অন্ধতমস্ নরকে নিপতিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

যাহারা আমাদিগের প্রার্থনায় যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলে সধর্ম্ম তত্ত্ব লাভ হয়, তাদৃশ মনুষ্যজাতিতে জন্মিয়া ভক্তির সহিত ভগবানের আরাধনা করিতেছে না, তাহারা কি হতভাগ্য ! হায় ! তাহারা ইহাঁর এই সুবিস্তীর্ণ মায়াজালে নিপতিত হইয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছে ॥ ২৪ ॥

সেখানে, যাঁহারা আমাদিগহইতেও অধিক অর্থাৎ যাঁহাদের দেবগণাধিপতি ভগবানের উপরে একান্ত ভক্তি থাকা প্রযুক্ত যম নিয়মাদি ক্রিয়া যোগ সকল, বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই, এবং সেই সর্ব্বস্বামি ভগবানের সুন্দর কথা গুলির পরস্পর আলাপন জনিত অনুরাগ, তজ্জন্য বৈবশ্য, বৈবশ্য জনিত অশ্রুপূর্ণ লোচন ও সমস্তশরীর পুলকিত, কণ্টকিত হইয়া উঠে, সেই সকল স্পৃহণীয়স্বভাব সাধুপুরুষেরাই গমন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

মুনিরা এইরূপ বিশ্বগুরু শ্রীহরির অধিকৃত, ভুবনৈকপূজ্য, দেবশ্রেষ্ঠগণের বিমানসমূহে প্রদীপ্ত, অপূর্ব্ব, বৈকুণ্ঠলোক অষ্টাঙ্গ যোগপ্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন ॥ ২৬ ॥

বৈকুণ্ঠলোকে ছয়টী কক্ষা আছে। মুনিরা ক্রমশঃ উক্ত ছয়টী কক্ষা উত্তীর্ণ হওতঃ সপ্তম কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে দুইজন দ্বারপাল দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের উভয়েরই সমান বয়ক্রম, উভয়েরই হস্তে গদা এবং উভয়েই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কেয়ূর, কুণ্ডল ও

কিরীট ভূষণ দ্বারা ভূষিত। [২৭] ভ্রমরকুলের মত্ততাকারি বনমালা, কণ্ঠে দোদুল্যমান হইয়া সুনীল বাহুচতুষ্টয় মধ্যে বিন্যস্ত এবং কুটিল ভ্রূ, উৎফুল্ল নাসিকাপুটদ্বয় ও আরক্তিম লোচন দ্বারা তাঁহাদের আনন হঠাৎ যেন কিঞ্চিৎ ক্ষোভভাব ধারণ করিতেছে। [২৮] তাঁহারা দ্বারিদ্বয়কে এইরূপ ভাবে দেখিলেন, সত্য ; কিন্তু যাঁহারা আপন শুভময় দৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি, তাদৃশ মহানুভব মুনিরা আর কেন তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন ?—তাঁহারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করিলেন না। ইতিপূর্ব্বে যেমন পুরটালঙ্কৃত বজ্রমণিময় কবাট বিশিষ্ট ছয়টি কক্ষা প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ সপ্তম কক্ষাতেও নিঃশঙ্কে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মুনিগণ-প্রতিকূলাচার দ্বারপালদ্বয়, সেই বাতবসন ( নগ্ন ) বিদিততত্ত্ব, বৃদ্ধ হইয়াও পঞ্চমবৎসরের বালকের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব, অপ্রতিহতগতি, নিঃশঙ্ক মুনি চতুষ্টয়কে এইরূপে বিনানুমতিতে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, "কি আশ্চর্য্য! এখানেও এরূপ ধৃষ্টতা ?" এইরূপ বলিল। [৩০] তাঁহারা অন্যান্য দেবতাগণের সমক্ষে শ্রীহরির দ্বারপাল দ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবিষ্ট হইতে নিষিদ্ধ হইয়া ভগবদ্দর্শনেচ্ছা ভঙ্গ জন্য সহসা ক্রোধাবেশে আরক্তনয়ন হইলেন ॥ ৩১ ॥

মুনিরা বলিলেন, দেখ—তোমরা বহুকালিক ভগবৎসেবা ফলে এই বৈকুণ্ঠ লোক লাভ করিয়াছ। এখন তোমাদের স্বভাব ভগবানের সদৃশ অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় তোমরা সকলেই সমদর্শি কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের দুইজনের এ কিরূপ বিসদৃশ ভাব ? কোন কোন লোককে ত প্রবিষ্ট হইতে দিতেছ, আবার কোন কোন লোককে নিষেধও করিতেছ। তোমাদের এই অসদৃশ ব্যবহার দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, তোমরা স্বয়ং যেমন ধূর্ত্ত, তদ্রূপ অন্য কোন ধূর্ত্তলোকের এখানে যেন সমাগম না হয়, ইহাই তোমাদের মনোগত অভিপ্রায়, কিন্তু বাপু! ইহা তোমাদের নিতান্ত ভ্রম, কারণ, এখানে ভগবানের ভক্ত ব্যতিরেকে যে, কেহই প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ নহে। এদিগে ঈশ্বর আমাদের প্রশান্ত, নির্ভয় স্বরূপ সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদের অনুপস্থিতি বা কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটি নিবন্ধন যে কোনো ভয়ের আশঙ্কা, তাহাও নাই। [৩২] বিদ্বানেরা যেমন মহাকাশে ঘটাকাশকে দর্শন করেন তদ্রূপ এখানেও যখন বৈকুণ্ঠবাসি মহাত্মারা বিশ্বকুক্ষি ভগবানে ভেদদর্শন করিতেছেন না, প্রত্যুত এই পরমাত্মাতেই আপন আপন আত্মারে অন্তর্ভূত করিয়া দেখিতেছেন, তখন তোমাদের সুরবেশধারিদ্বয়ের অন্যান্য সামান্য রাজাদের ছদ্মগত দ্বৈত-শত্রু ভয়ের ন্যায় ভগবানের সম্বন্ধে যেকারণে এরূপ দ্বৈত-শত্রু-ভয় উৎপন্ন করিলে, ইহা কিছুই নয়, ইহা তোমাদের ধূর্ত্ততা মাত্র ॥ ৩৩ ॥

অদ্য আমরা এইজন্য বৈকুণ্ঠপতির মন্দমতি ভৃত্য দ্বয়ের কল্যাণার্থ এই উপস্থিত অপরাধের কি দণ্ড দেয়, ইহাই চিন্তা করিতেছি, ( ক্ষণকালচিন্তা করিয়া ) দেখ, তোমাদের অন্তরে যে এইরূপ বিসদৃশ ভাব উপস্থিত হইল, এই দোষ প্রক্ষালনার্থ তোমরা বৈকুণ্ঠধামচ্যুত হইয়া সতত রিপু ত্রয় ( কাম, ক্রোধ ও লোভ ) সমাকুল মর্ত্ত্যাদি লোকে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর শ্রীহরির সেই দ্বারপাল অনুচরদ্বয় তাঁহাদের এই কথাটী ভয়ানক বাগ্‌বজ্র বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং উহার বেগ যে, অস্ত্রসমূহ দ্বারা নিবারণার্হ নহে তাহাও সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর কি করেন, অনন্যোপায় হইয়া অতি কাতরের সহিত তাঁহাদের পাদপদ্মে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া নিপতিত হইলেন। সেসময়ে তাঁহাদের ব্রহ্মশাপ প্রদান শুনিয়া ভগবান্ আবার উক্ত শাপগ্রস্ত ভৃত্যদ্বয় অপেক্ষাও অধিকতর ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহারদ্বয় বলিল, মহাশয়! অপরাধি ব্যক্তিরে যোগ্যতানুরূপ যেরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত আপনারা তাহাই দিলেন। সুতরাং এক্ষণে আর অনুতাপ করিবার আবশ্যক নাই। ইহাতে আপনাদের আর অপরাধ কি? এই দণ্ড আমাদের ঈশ্বরাজ্ঞাবহেলন জন্য পাপ সম্পূর্ণরূপে হরণ করিবে; অতএব উহা আমাদের হউক; কিন্তু আমাদের, আপনাদের নিকটে এইমাত্র প্রার্থনা, আপনারা আমাদিগকে দণ্ড দিয়া যে কথঞ্চিৎ অনুতাপিত হইয়াছেন সেই সমুপজাত অনুতাপলেশ ফলে আমরা যে সে মূঢ় যোনীতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, কিন্তু আমাদের সে অবস্থায় ভগবৎস্মৃতি বিভ্রংশকর মোহ যেন উপস্থিত না হয় ॥ ৩৬ ॥

এদিকে, আর্য্যগণের মনোজ্ঞ অরবিন্দনাভ ভগবান্, আপন ভৃত্যদ্বয়ের মহল্লোকগণের অবজ্ঞা নিবন্ধন অপরাধ হইয়াছে অবগতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত পরমহংস মহামুনিগণগবেষণীয় চরণদ্বয় শীঘ্র শীঘ্র চালিত করতঃ যেখানে তাঁহারা অবরুদ্ধ হইয়া শাপ দিয়াছিলেন, সদ্যই সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য ভৃত্য সকল, ছত্র পাদুকা সকল লইয়া আসিতেছে। লোকগণের নিজ নিজ সমাধির প্রত্যক্ষ ফলভূত। হংসসদৃশ সুন্দর ব্যজন দ্বয়ের অনুকূল বায়ু দ্বারা স্বচ্ছ চন্দ্র নিভ ছত্রীয় মুক্তাময় প্রলম্ব সমূহ হইতে জল কণা সমূহ বিগলিত হইতেছে। দ্বারপালাবস্থিত তাবৎ মুনিগণের প্রসন্নতা লাভ করাইবার জন্য উন্মুখ, স্পৃহণীয় গুণ সমুদায়ের আকর। সপ্রেম কটাক্ষপাত দ্বারা সকলেরই হৃদয়ে অতুল সুখ বিধান-পরায়ণ। শ্যাম ও স্থূলভূত উরঃ

স্থল ভৃগুমুনির পদচিহ্নে শোভিত। স্বর্গ চূড়ামণি তুল্য অত্যুচ্চে অবস্থিত স্বীয় বৈকুণ্ঠধাম শোভা-কারণ পীতবস্ত্র সমাবৃত স্থুল নিতম্বদেশ অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা ও ভ্রমরনিনাদি বনমালা যুক্ত। সুন্দর প্রকোষ্ঠ দেশ সকল বলয়যুক্ত। এক হস্ত গরুড়ের স্কন্ধে বিন্যস্ত, অপর হস্ত ঘূর্ণ্যমান কমল বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট নাসিকা ও বিদ্যুৎ সদৃশ প্রদীপ্ত মকরাকার কুণ্ডল দ্বয় যুক্ত আনন বিশিষ্ট। মস্তকস্থিত কিরীট মণিযুক্ত। বাহুদণ্ডগুলির মধ্যে বক্ষস্থলে, মনোহর অত্যুৎকৃষ্ট কৌস্তুভমণি যুক্ত স্কন্ধ প্রলম্বিত হার দোদুল্যমান। অধিক কি লক্ষ্মীদেবীর, আমিই এক, সকল সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে মনে যে অহঙ্কার ছিল তাহা এখন নষ্ট হইল, এইরূপ আপন ভক্তগণের হৃদয়ে যেন ধারণা করাইয়া দিতেছেন। ফলতঃ ইনিই অনন্তসৌন্দর্য্য যুক্ত। এবং আমার ব্রহ্মার ও আপনাদের জন্যই স্বদৃশ মূর্ত্তি প্রকাশ বিধানকারী। ভগবান্ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিরা তাঁহারে এইরূপে দেখিতে পাইয়া অবিতৃপ্তনয়নে আপন আপন মস্তক সকল ভূমিস্পৃষ্ট করতঃ ভক্তির সহিত নমস্কার করিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

সেই অরবিন্দনয়ন ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের কেশর সমূহ মিশ্রিত যে তুলসী, তৎ সম্পৃক্ত বিন্ধবহ বায়ু, যদি সেই সকল ব্রহ্মানন্দসেবী সাধুগণের নাসারন্ধ্র দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহাদের চিত্তে এক বিলক্ষণ হর্ষ সমুস্থিত হয়, এমন কি তজ্জন্য তখন তাঁহাদের গাত্রের লোম সকল কণ্টকিত হইয়া উঠে। [৪৩] তাঁহার নীল কমল কোশ তুল্য সুন্দরতর অধর কুন্দবৎ হাস্য যুক্ত আনন নিরীক্ষণ করিয়াই লব্ধমনোরথ হইলেন কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ নিরীক্ষণ করিয়া একেবারে তদীয় দেহস্থিত সমুদায় লাবণ্য গ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে নখস্থিত অরুণ মণি যুক্ত চরণ যুগল অবিচলিত চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন। [৪৪] অনন্তর সেই সকল কুমার মুনি মহাত্মারা যোগ মার্গদ্বারা স্বীয় স্বীয় গতি গবেষণকারী পুরুষগণের ধ্যান-বিষয়ভূত, বহুলোকের আদরাস্পদ, নয়নাভিরাম, পৌরুষ শরীর-প্রদর্শনকারি অসাধারণ, সত্য অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যুক্ত ভগবানকে সুন্দর রূপে স্তব করিলেন ॥ ৪৫ ॥

কুমারগণ বলিলেন, হে অনন্ত! তুমি দুরাত্মাগণের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও প্রকাশিত হইতেছ না এদিকে সেই তুমিই আবার আমাদিগের হৃদয়ে সম্যক্ রূপে প্রতিভাত হইতেছ। এতদিনের পরে আজকেই তুমি ঈদৃশরূপে আমাদের নয়নপথগামী হইলে। যখন আমরা তোমাহইতে উৎপন্ন সেই আমাদের পিতার নিকট ত্বদীয় তত্ত্বোপদেশ লাভ করি, তখন তুমি

কর্ণমার্গদ্বারা হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশমান হইয়াছিলে, সত্য কিন্তু এরূপ নয়নগোচর হও নাই ॥ ৪৬ ॥

হে ভগবন্! আমরা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলাম এক্ষণে নয়নগোচরিত করিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তুমি সেই উপদিষ্ট পরমাত্ম তত্ত্ব স্বরূপ, এক্ষণে আপন বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রদর্শন দ্বারা এই সমস্ত ভক্তগণের প্রীতি বিধান করিতেছ। নিরহঙ্কার বীতরাগ মুনিসকল ভক্তিযোগ যে কি প্রকার তাহা তোমারই অনুকম্পায় জ্ঞাত হইয়া আপন আপন হৃদয়ে যে তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন ইহা সেই তত্ত্বস্বরূপ। ৪৭ হে অঙ্গ! যাঁহারা আপনাকে কীর্ত্তনার্হ ও পবিত্র যশোযুক্ত জানিয়া আপনার পুণ্য কথা সকলের রসজ্ঞ ও কীর্ত্তন কুশল এবং আপনারই পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত, সে সকল মহাত্মারা এতই নিস্পৃহ (নিষ্কাম) যে, ভবদীয় আত্যন্তিক (মোক্ষাখ্য) প্রসাদেরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, অন্য (ইন্দ্রাদি) পদাকাঙ্ক্ষা ত দূরে থাকুক— তাহাতে ত আপনার সদর্প ভ্রূযুগলের কটাক্ষ পাত নিবন্ধন সম্পূর্ণই ভীতি রহিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

হে ভগবন্! ইতিপূর্ব্বে আমাদের পাপ সংস্পর্শ হয় নাই সত্য, কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণই পাপ হইল বিবেচনা করিতেছি; কারণ, তোমার ভৃত্যদ্বয়কে আমরা ব্যর্থ ব্যর্থ শাপ প্রদান করিলাম অতএব আমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ নরকলোক সমুদায়ে যে সে যোনিতে জন্ম হউক কিন্তু আমার চিত্ত, যদি ভ্রমরের ন্যায় ত্বদীয় পাদপদ্মদ্বয়ে ক্রীড়া করে! তুলসী যেমন ত্বদীয় চরণসম্বন্ধেই শোভিত হয় তদ্রূপ আমাদের কথাসকলও যদি তোমারই গুণকীর্ত্তনদ্বারা শোভা পায়; এবং আমাদের কর্ণরন্ধ্র যদি তোমারই গুণ সমূহে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্ট লাভ হইবে। আমরা আর কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না ॥ ৪৯॥

হে বিপুলকীর্ত্তে! তুমি যে এই মূর্ত্তিটী প্রকটিত করিলে, ইহা আমাদের জন্যই, কেন না আমরা ইহাদ্বারাই মোক্ষ লাভ করিলাম। হে ঈশ্বর! আমাদের নেত্রসকল এতদিনে পরিতৃপ্ত হইল। তুমি অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের সম্বন্ধে দুর্দ্দর্শ হইলাও এক্ষণে আমাদের শুভাদৃষ্ট ক্রমেই এবংবিধ প্রকারে প্রতীয়মান হইতেছ। হে ভূমন্! এক্ষণে আমরা তোমায় এই নমস্কার বিধান করি ॥ ৫০ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে বৈকুণ্ঠ বর্ণন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

# অথ ষোড়শ অধ্যায়।

## ব্রহ্মা কহিলেন,

সেইসকল যোগধর্ম্মি মুনিগণ বিভুর এইরূপ স্তব পরায়ণ হইলে, বিকুণ্ঠনিলয় বিভু, তাঁহাদের যথোচিত সম্মান করিয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাহারা আমায় তুচ্ছজ্ঞান করতঃ তোমাদিগকে অতিশয় অবমানিত করিয়াছে সেই এই প্রতীহার দ্বয় আমার পার্ষদ জানিবে।[১] ইহাদের একটির নাম জয় ও অপরের নাম বিজয়।[২] হে মুনিগণ! আপনারা ইহাদের উপরে যে দণ্ডবিধান করিলেন আমাদের সকলেরই তাহাতে সম্মতি আছে; কারণ, ইহারা আপনাদের অবহেলা করিয়া অত্যন্ত পাপ কার্য্য করিয়াছে ॥ ৩ ॥

যাহাহউক, এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি। যখন আমার লোকগণ দ্বারা অপরাধ হইয়াছে তখন আমি উহা, আমারই দ্বারা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করি; মহাশয়! ব্রাহ্মণই যে আমার পরম দেবতা।[৪] বিশেষ, ভৃত্য অপরাধী হইলে লোকে তাহার স্বামিরই নামোল্লেখ (নিন্দা) করিয়া থাকে। এবং শ্বেত কুষ্ট যেমন সমুদায় ত্বক্ নষ্ট করে, তদ্রূপ সেই নামোল্লেখ তাহার সমুদায় কীর্ত্তি নষ্ট করে।[৫] যাহার অমৃত তুল্য অমল যশঃ-শ্রবণ, আচণ্ডাল সমস্ত প্রাণি তৎক্ষণাৎই পবিত্র করিতেছে, আমি সেই ভগবান্। আমি আপনাদের অনুগ্রহেই সুপবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি; অতএব যিনিই হউন না কেন, আপনাদের সহিত প্রতিকূলতাচরণ করিলে, আমি তাহারে সদ্যই নষ্ট করিব। এমন কি তিনি যদি আমার বাহু সদৃশ লোকেশ্বর ব্রহ্মাও হন আমি তাঁহাকেও ক্ষমা করিব না।[৬] আহা! যাহাঁদের সেবা করাতেই আমাতে এই সমস্ত গুণ হইয়াছে অর্থাৎ আমার চরণকমলের ধূলি সকল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়াছে; এমন কি সেই ধূলি প্রভাবে লোকগণের মহা মহা পাপ সকল নষ্ট হইতেছে। আমার সুশীলতা জন্মিয়াছে এবং যাঁহার দর্শনমাত্র লাভার্থ ব্রহ্মাদি দেবতারা উপঢৌকন হস্তে উপস্থিত হইয়া থাকেন সেই চঞ্চলা লক্ষ্মী দেবী কখনও আমায় পরিত্যাগ করেন না। তাদৃশ সর্ব্বপূজ্য ব্রাহ্মণগণ কি না আমার ভৃত্য দ্বারা তিরস্কৃত হইলেন! ॥ ৭ ॥

মহাশয়! এ তিরস্কার আপনাদেরত হয় নাই, প্রত্যুত আমারই হইয়াছে; কারণ, ব্রাহ্মণই যে, আমার প্রধান অঙ্গ (আনন) দেখুন, এইজন্য আমি যেমন রসাস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি গ্রাসে ঘৃত প্লাবিত পায়সাদি ভোজী নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণের মুখে পরিতৃপ্ত হইতেছি, তদ্রূপ যজ্ঞে যজমান-প্রদত্ত চরু পুরোডাশাদি হুতভুক অগ্নিমুখে সেই সব হবি দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া ত পরিতৃপ্ত হইতেছি না।[৮] দেখ, আমার বিভূতি অখণ্ড ও অপ্রতিহত। আমার পাদোদক, চন্দ্রললাম ঈশ্বরের সহিত লোক সমুদায়কে সদ্যই পবিত্র করিতেছে। আমি এরূপ পরমপাবন পরমেশ্বর হইয়াও আপন কিরীট সমুদায় দ্বারা যাঁহাদের পাদপদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করিতেছি এমন আর কে আছে যে, তাদৃশ বিপ্রগণ—অপকারী হইলেও, তাঁহাদের অপরাধ সহ্য করিবে না? [৯] ব্রাহ্মণ ও গো এই দুই জাতি আমার প্রধান অধিষ্ঠান। যাঁহারা ইহাদিগকে সামান্য মনুষ্য রক্ষকহীন দেখিয়া আমার অধিষ্ঠান নাই বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিতেছে তাহারা অতি মূঢ় দৃষ্টি।—আমার অধিকারে যে দণ্ডদাতা যম আছেন তাঁহার অহিতুল্য ক্রোধন স্বভাব গৃধ্রাকার দূত সকল তাহাদের শরীর সক্রোধে চঞ্চুপুট দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতেছে।[১০] আমি যেমন ভৃগুমুনির সহিত ব্যবহার করি, তদ্রূপ যাঁহারা পরুষভাষী, ক্রোধী ব্রাহ্মণগণেরও পূজা করিতেছেন। আমাতে যেরূপ বুদ্ধি করেন সেইরূপ বুদ্ধিতে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া প্রীতমনা হইতেছেন। এবং মুখপদ্মশালী এবং সৎপুত্রের পিতৃস্তুতির ন্যায় অনুরাগ-শোভি সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা স্তুতি করিতেনে। আমি সেই সকল মৃদু মধুর হাস্য সুধা-সিঞ্চিত পুরুষগণের বশীভূত॥ ১১॥

অতএব মদীয় অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ এই ভৃত্যদ্বয় আপনাদের তিরস্কার করার জন্য অবশ্য লভ্য উক্ত দণ্ড লাভ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ আমার সামীপ্য লাভ করুক। এখন আমার আপনাদের নিকট এইমাত্র অনুগ্রহ প্রার্থনা যে, আপনারা আমার ভৃত্যদ্বয়ের বিবাস অবিলম্বে সম্পাদন করুন॥ ১২॥

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর যাঁহাদের ক্রোধরূপী সর্পদ্বারা দষ্ট হওয়াতে প্রিয়কথালাপও সহ্য হইতেছিল না তাঁহারা সে অবস্থায় ভগবানের কমনীয়, সুপ্রকাশ, প্রিয়, মন্ত্রপ্রবাহাত্মক এইরূপ বাক্য আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইলেন না।[১৩] তাঁহারা ভগবানের সেই সকল পরিমিতাক্ষর, গুরুতর অর্থসমূহ বিশিষ্ট, দুষ্প্রবেশ্য, অগাধ, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, বাক্য এক চিত্তে কর্ণপ্রসারণ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া প্রথমত ভগবানের মনোগত অভিপ্রায় যে কি তাহা বুঝিতে পারেন

নাই।[১৪] পরে সেই সকল বিপ্রগণের স্বপ্রদত্ত বাগ্‌বজ্র অমোঘই হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এইরূপ কথঞ্চিৎ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবায় প্রহৃষ্ট ও রোমাঞ্চিত হইয়া সেই যোগমায়া-পরিগৃহীত-শরীর পারমেষ্ঠ্য মহোদয়কে করজোড়ে বলিলেন॥ ১৫॥

ঋষিরা বলিলেন, হে ভগবন্! হে দেব! তুমি সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বর হইয়াও ভৃত্যাপরাধকে নিজের অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিতেছ এবং "আমার আপনাদের নিকটে এইমাত্র অনুগ্রহ প্রার্থনা" বলিয়া যেরূপ সম্ভাষণ করিতেছ, ইহা দ্বারা তোমার যে অন্তরে কি চিকীর্ষিত তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না।[১৬] হে প্রভো! ব্রাহ্মণেরা যেমন তোমার ব্রহ্মণ্যের অভিষ্ট দেব তদ্রূপ দেবপূজ্য ব্রাহ্মণগণেরও আবার আপনিই আত্মা ও অভীষ্ট দেব।[১৭] কেননা ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া আবার তোমারই বিশেষ বিশেষ অবতার দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। দেব! আমাদের ধর্ম্মের অতিগোপ্য ফলস্বরূপ নির্ব্বিকার পদার্থ আপনিই হইতে-ছেন।[১৮] যোগিগণ যাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া বিরক্ত হইয়া অতিশীঘ্রই মৃত্যুভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতেছেন আপনি স্বয়ং সেই অনুগ্রহ বিধাতা ভগবান্ হইয়া যে, অন্য দ্বারা অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইবেন, এ বাক্য অকিঞ্চিৎকর।[১৯] অন্যান্য সকাম ব্যক্তিরা যাঁহার পাদপদ্মরেণু আপন আপন নত মস্তকে ধারণ করিতেছে সেই লক্ষ্মীদেবীই যাঁহারে সতত সেবা করিতেছেন; পুণ্যবান্ লোক সকল যাঁহার চরণে নূতন তুলসী মালা অর্পণ করিলে যিনি সেই মালাতে অবস্থান করেন সেই মধুব্রতপতি ভগবানের চরণ প্রার্থনা করিয়াই যেন তিনি সেবায় নিযুক্তা আছেন।[২০] যিনি তাদৃশ বিশুদ্ধ সেবাপরায়ণা অনুরক্তাকেও সম্পূর্ণরূপে আদর করেন নাই; পক্ষান্তরে যিনি পরম ভাগবতগণের সঙ্গেই অধিকতর প্রেম করেন ভগবান্ তুমি সেই ভগবান্। দেব! তুমিত স্বতই সর্ব্বগুণাশ্রয়, তবে কেন আর ব্রাহ্মণগণের পদধূলি ও শ্রীবৎসচিহ্ন এই দুই তোমারে পবিত্র করিতেছে?।[২১] হে ত্রিযুগ! (*) তুমি ধর্ম্মরূপী, তোমার নিকটে এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা তোমার পাদত্রয়ের (†) বিনাশক রজ ও তমোগুণ আমাদের বরপ্রদ এই স্বত্ব মূর্ত্তিদ্বারা অভিভূত করিয়া তোমার এই ত্রিপাদ দ্বারা চরাচর সকল দেবতা ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ নিশ্চয় রক্ষিত হউক।[২২] হে ধর্ম্ম! আমাদের এই ব্রাহ্মণকুল তোমারই রক্ষণীয় অতএব তুমি যদি মধুর

* যিনি যুগত্রয়ে আবির্ভূত হন তাঁহারে ত্রিযুগ কহে। † তপঃ শৌচ ও দয়া ভগবানের এই পাদত্রয়।

বাক্য ও সর্ব্বলোকমান্য সৎকার দ্বারা আমাদের মান রক্ষা না কর তাহা হইলে, তোমারই প্রবর্ত্তিত কল্যাণপ্রদ বেদধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। লোক সকল তোমারই ব্যবহারানুযায়ী ব্যবহার করিবেক।[২৩] অতএব লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—তুমি যখন লোকগণের শুভ কামনায় সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় শক্তিস্বরূপ রাজাদি দ্বারা উৎপাটিত ধর্ম্মের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়া থাক, সুতরাং তখন তোমার ব্রাহ্মণগণের নিকটে অবনত থাকা যুক্তই বটে। ফলতঃ এজন্য তুমি কিছু সত্য সত্যই ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছ এমন নহে, কারণ তুমিই লোকত্রয়ের অধিপতি, তুমিই সকলসাধারণের ভর্ত্তা অতএব এরূপ অবনতভাবধারণে তোমার স্বভাবসিদ্ধ স্বকীয় তেজ যথাবৎই আছে; কিছুমাত্র ক্ষীণ হইতেছে না; বস্তুতঃ ইহা তোমার লীলামাত্র ॥ ২৪ ॥

হে অধীশ্বর! আপনি ইহাদিগের সম্বন্ধে যে দণ্ড হয় বিধান করিবেন, অথবা ইহাদের যথাবৎই জীবিকা থাকুক, কি বা ইহারা আমাদের নিকটে যে দণ্ড লাভ করিয়াছে সেই দণ্ডই বা প্রদান করিবেন। ফলতঃ আমরা সেসমস্ত সম্যকরূপে অনুমোদন করিতেছি না, কেন না ইহারা নিরপরাধী; আমরা ইহাদিগকে ব্যর্থ ব্যর্থ অভিশাপ প্রদান করিয়াছি ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, দেখ, বিপ্রগণ! আপনারা অনুতাপিত হইবেন না। আপনারা যে ইহাদিগকে অভিশাপপ্রদান করিয়াছেন ইহা আমি পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। আপনারা কেবল নিমিত্তমাত্র। আর আপনারা যে বলিলেন, ইহারা নিরপরাধী, তাহা নহে। ইহারা ক্রোধাবেশমূলক সম্বন্ধ সমাধি দ্বারা যোগকে দৃঢ়ীভূত করে সুতরাং সাপরাধী যে তার আর সন্দেহ নাই; অতএব এখনই ইহারা বৈকুণ্ঠধামচ্যুত হইয়া মর্ত্তলোকে গমন করিয়া অসুরযোনি লাভ করিবেক কিন্তু শীঘ্রই আবার আমার নিকটে আসিবেক ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর সেই সকল মুনি মহাত্মারা সেই নয়নানন্দভাজন স্বপ্রকাশ বিকুণ্ঠদেব ও তাঁহার নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করিয়া ভগবানকে প্রদক্ষিণা পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া বৈষ্ণবী স্বরূপের প্রশংসা করিতে করিতে অত্যানন্দের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর ভগবান্ আপন সেই অনুচরদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা দুই জনা অসুরযোনিতে জন্ম গ্রহণার্থ এস্থান হইতে প্রস্থান কর। কিছু মাত্র ভীত হইও না। তোমাদের ভালই হইবে। আমি সমর্থ হইলেও ব্রহ্মতেজ কিছু নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, বিশেষ ইহাতে আমার সম্মতি

আছে। [২৯] ব্রহ্মশাপ নিবারক ভক্তিযোগ বিধান করিলে, তদ্দ্বারা অত্যল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মশাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনশ্চ আমার সমীপে আগমন করিবে ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ আপন দ্বারিদ্বয়ের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানশ্রেণি ভূষণে ভূষিত, সর্ব্বোচ্চমান্যা লক্ষ্মী সেবিত স্বকীয় ধামে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ দ্বারপাল দেব দ্বয় দুস্তীর্ণ ব্রহ্মশাপ জন্য হরিলোক হইতে চ্যুত হইতে হইতেই হতশ্রী ও হতগর্ব্ব হইয়া যান ॥ ৩২ ॥

হে দেবগণ! তাঁহারা যখন বৈকুণ্ঠধাম হইতে ঐরূপে হতশ্রী হইয়া নিপতিত হইতে থাকেন তখন সেখানকার বিমান সম্মুখে অবস্থিত লোকগণের মধ্যে মহান্ হা হাঃ কার পড়িয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীহরির সেই ব্রহ্মশাপ ভ্রষ্ট হতশ্রী দ্বারপালদ্বয়ই এক্ষণে দিতি-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন সেই জন্যই কাশ্যপ বীর্য্য এত সতেজ হইয়াছে। [৩৪] সুতরাং তোমরা সেই যমজ অসুর তেজে সমাচ্ছন্ন হইয়াছ; অতএব এক্ষণে স্থির হও; ভগবান্ই ইহার প্রতীকার বিধান করিবেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি বিশ্বসমস্তের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ, সকলের আদিভূত, মহা মহা যোগীরাও যাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, সেই ত্রিলোকাধীশ ভগবানই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন, অস্মদাদির প্রতীকার চিন্তায় আর কি হইবে? ॥ ৩৬ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে জয় বিজয় ভ্রংশ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

॥ হরিঃ ওঁ ॥

---

# অথ সপ্তদশ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় বলিলেন

তদনন্তর, দেবগণ স্বয়ম্ভুমুখে এইরূপ কারণ অবগত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

দুষ্ট পুত্র-ভয়-ভীতা সাধ্বী দিতি দেবী, স্বামি আদেশে পূর্ণ শত বৎসরের পর যমজসন্তানদ্বয় প্রসব করিলেন ॥ ২ ॥

তাহাদের জন্মসময়ে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও অন্তরিক্ষে লোকগণের ঘোরতর ভয়াবহ বহুবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

পৃথিবী সপর্ব্বত কম্পিত হইল। চারিদিগ্ জ্বলিয়া উঠিল। উল্কার সহিত ঘন ঘন বজ্রপাত হইল। দুঃখ প্রদ কেতু গ্রহসকল উদিত হইল। [৪] অতি দুস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল। মুহু র্মুহুঃ ফেৎকার রব হইতে লাগিল। রজধ্বজ ঘূর্ণ্যমান বায়ু বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল উন্মূলিত করিল। [৫] বিদ্যুৎসকল যেন উচ্চরবে হাঁসিতে লাগিল। তাদৃশ ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিশিষ্ট ঘন ঘটা-সমূহে সূর্য্যাদি গ্রহগণের প্রতিভা নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং সে অবস্থায় গগণমণ্ডল এতই তমসাচ্ছন্ন হয় যে কাহারও আর আপন আপন স্থানই দৃষ্টি গোচর হইল না। [৬] বারিধি যেন বিমনা হইয়াই স্বীয় উদরস্থ মকরাদি জন্তুগণকে ক্ষুভিত ও তরঙ্গমালা সকল অত্যুচ্ছলিত করতঃ চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং শুষ্কপদ্ম বিশিষ্ট বাপী কূপ তড়াগাদি ও অন্যান্য সরিৎ সকল ক্ষুভিত হইয়াগেল। [৭] চন্দ্র ও সূর্য্য মুহু র্মুহু রাহুগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। গিরিগুহা হইতে রথনিনাদ তুল্য ধ্বনি ও নিরভ্র গর্জ্জন সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। [৮] শিবাসকল গ্রামের মধ্যভাগে আসিয়া অত্যুল্বণ বহ্নি-বমন করিতে করিতে শৃগাল ও উলূক গণের ধ্বনির সহিত স্বীয় অমঙ্গলকর ধ্বনি নিনাদিত করিল। [৯] গ্রামসিংহ (কুকুর) সকল ইতস্ততঃ কখন গানকরার ন্যায়, কখন রোদন করার ন্যায়, উদ্গ্রীব হইয়া বিবিধ রব করিতে লাগিল। [১০] হে ক্ষত্তঃ! তখন গর্দ্দভ সকল স্বীয় সুতীক্ষ্ণ খুরদ্বারা ধরাতল খনন করিতে লাগিল। এবং খাৎকার শব্দমত্ত পশু-সকল পালে পালে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। [১১] সেই সকল বিকট শব্দকারি রাসভ

ভয়ে পক্ষিসকল নানাবিধ শব্দ করিয়া আপন আপন নীড় হইতে উড্ডীন ও ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। আভীরপল্লীতে ও অরণ্যমধ্যে পশুসকল ভয়ে শৌচ প্রস্রাব করিয়া ফেলিল।[১২] গোসকল সাতিশয় ভীতা হইয়া দুগ্ধের বিনিময়ে রক্ত, জল ও পূয (পুঁজ) প্রদান করিতে লাগিল। দেব বিগ্রহ সকল যেন রোদন করিয়া উঠিল। বৃক্ষসকল বিনা বাতাসে আপনা-পনি নিপতিত হইতে লাগিল।[১৩] পুণ্যতম গ্রহসকল ও দুষ্ট গ্রহসকল প্রদীপ্ত হইয়া নিজ নিজ স্থান অতিক্রম করিল এবং পুনশ্চ বক্রগতিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥১৪॥

জয় ও বিজয় শাপভ্রষ্ট হইয়া অসুরকুলে জন্মিতেছে তজ্জন্যই এইসমস্ত ঘোরতর উৎপাত-পাত হইতেছে, প্রজারা তখন এই নিগূঢ় কারণটী অবগত হয় নাই। ফলতঃ সেসময়ে প্রজারা এই সকল মহোৎপাত ও তদ্ভিন্ন এতৎ সজাতীয় অন্যান্য উৎপাত সকল দেখিয়া এতই ভয়-ভীত হয় যে, তখন তাহারা প্রলয় কাল উপস্থিত হইল বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ফেলে। পরন্তু তখন ব্রহ্মপুত্রগণ কিছুমাত্র ভীত হন নাই ॥ ১৫ ॥

বিখ্যাত-পরাক্রম সেই আদিদৈত্য দ্বয় এইরূপ অশুভ লক্ষণ সমবায়ে উৎপন্ন হইলে পর তাহার গিরিরাজের ন্যায় পাষাণ সদৃশ সুকঠিন দেহ সহসাই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল।[১৬] তাহারা একেবারে এমত উচ্চ হইয়া উঠিল যে, তখন দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন ইহাদের মস্তক আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। দিগ্‌সকল যেন সুবর্ণকিরীট দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাহাদের বাহুদ্বয় আভরণ সমবায়ে অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। পাদবিক্ষেপ সময়ে পদে পদেই যেন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। তাহাদের কটিপ্রদেশ সুন্দর মেখলা যোগে অতীব শোভমান হইল। ফলতঃ তাহারা এতই প্রভাসম্পন্ন হইয়া উঠে, যে, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন ইহারা স্বীয় তেজঃপ্রভায় সূর্য্যকেও পরাভব করিল ॥ ১৭ ॥

অনন্তর প্রজাপতি সেই যমজ সন্তানদ্বয়ের নামকরণ করিলেন। দিতির কুক্ষি মধ্যে দুইটী গর্ভ হয় উঁহার অন্যতর মধ্যে যে, প্রথমে জন্মগ্রহণ করে প্রজারা তাহারে হিরণ্যকশিপু বলিয়া এবং দিতি যাহারে প্রথমে প্রসব করেন, তাহারে হিরণ্যাক্ষ বলিয়া অবগত হয় ॥১৮॥ (*)

* "অনন্তর প্রজাপতি কশ্যপ তাহাদের দুই জনেরই নামকরণ করেন। সেই যমজদ্বয়ের মধ্যে দিতি যাহারে স্বদেহ হইতে প্রথমে জন্ম দেন প্রজারা তাহারে "হিরণ্যকশিপু" বলিয়া এবং তিনি যাহারে পশ্চাৎ প্রসব করেন তাহারে "হিরণ্যাক্ষ" বলিয়া অবগত হইল ॥ ১৮ ॥" বিজয়ধ্বজীর মতে এইরূপ অনুবাদ হইবে।

হিরণ্যকশিপু নিজ বাহুপরাক্রমে উদ্ধত ও ব্রহ্মবরে অকুতোমৃত্যু হইয়া সপাল লোকত্রয় আপনার অধীন করিয়া ফেলিল।[১৯] তাহার প্রীতি বিধানকারী, প্রিয় অনুজ হিরণ্যাক্ষ দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে গদাহস্তে স্বর্গে গমন করিল এবং যুদ্ধ অন্বেষণ করিতে লাগিল॥ ২০॥

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ বেগ, পদদেশে শব্দায়মান কাঞ্চন নূপুর, কণ্ঠদেশে লম্বমান বৈজয়ন্তীমালা, স্কন্ধদেশে স্থাপিত মহাগদা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও বরপ্রভাবে অতিমাত্র গর্ব্বিত, নিরঙ্কুশ এবং অকুতোভয় সেই দৈত্যকে দেবতারা দেখিবামাত্র গরুড়-ভীত সর্পের ন্যায় ভয়ে একেবারে লুক্কায়িত হইলেন॥ ২১॥ ২২॥

দৈত্যরাজ, স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে হীনপ্রভ ও লুক্কায়িত দেবগণকে দেখিতে না পাইয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।[২৩] ক্রীড়নেচ্ছু মত্ত হস্তী যেমন গভীর ভীম গর্জ্জন সহকারে সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা আলোড়িত করে তদ্রূপ সেই মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজও সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওতঃ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা আলোড়িত করিতে লাগিল।[২৪] সে এইরূপে সমুদ্রগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে, ভয়ভীতকলেবর অবসন্নমতি বারুণ সৈনিক যাদোগণ সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে তাহার প্রচণ্ড তেজে পরাভূত হওতঃ প্রাণ লইয়া অতিদূরতর দেশে পলায়ন করিল॥ ২৫॥

অনন্তর সেই মহাবল, অনেক বৎসর যাবৎ সমুদ্র গর্ভে বিচরণ পূর্ব্বক মুহু মুর্হুঃ বায়ু-প্রেরিত মহা মহা উর্ম্মিমালা সকল গদাভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল। বাপু! অনন্তর সে, বরুণের বিভাবরী নামক পুরীতে গমন করিল।[২৬] সেখানে উপস্থিত হইয়া অসুরলোকপালক যাদোগণশ্রেষ্ঠ বরুণদেবকে দেখিয়া সস্মিত বদনে তাঁহারে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে প্রণাম করিল। অনন্তর অতি নীচ লোকের ন্যায় বলিতে লাগিল, "ও—বারুণাধিপতি! এসো, আর কেন? আমার সহিত যুদ্ধ কর" তুমি লোকপালগণের অধিপতি, তুমি বৃহৎশ্রবা, এবং তুমিই মদোন্মত্ত বীরাভিমানিগণের পরাক্রম চূর্ণকারী। অহে প্রভো! তুমিই না আগে দৈত্যদানবগণকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলে?॥ ২৭॥ ২৮॥

ভগবান্ জলাধিপ এইরূপে সেই মদোন্মথিতচেতা দৈত্যের দুষ্টবাক্যে অতিমাত্র আঘাতিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎই পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া সমুপজাত ক্রোধ সংবরণ

পূর্ব্বক তাহারে বলিলেন " অঙ্গ! এখন আমরা শান্তিপথ অবলম্বন করিয়াছি। বিশেষ তুমি রণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় নিপুণ! তোমার সহিত যুদ্ধ করে, এমন ব্যক্তি এক সেই পুরাতন পরমপুরুষ ব্যতীত আর কাহাকেও ত দেখি না। অতএব যাঁহারে ভবাদৃশ বলবান্ অসুরেরাও অসুরচয় পূজিত বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন সেই পরমপুরুষই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন। ২৯ ৩০ ফলতঃ যিনি তোমাদের ন্যায় অসল্লোকগণের শান্তি বিধান করিবার জন্য বহুবিধ নাম রূপ ধারণ করিয়া থাকেন তুমি যখন সেই নানাবিধ নামরূপধারী বীরবরকে দেখিবে, তখন নিশ্চয়ই বিস্ময় লাভ করিবে এবং অবশেষে কুক্কুর পরিবৃত হইয়া বীরশয্যায় শয়ান হইবে ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে আদিদৈত্যোৎপত্তিনামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

## অথ অষ্টাদশ অধ্যায়।

### মৈত্রেয় কহিলেন,

হে অঙ্গ! তখন সেই মদমত্ত দৈত্যরাজ, জলেশ্বর ভাষিত এবংবিধ বাক্যনিচয় শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্যই করিল না। দুষ্ট, নারদ-মুখে শ্রীহরিরলীলা অবগত হইয়াও অত্যুৎসাহের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১ ॥

অনন্তর সর্ব্বত্র বিজয়ী পর্ব্বতাকার ভগবান্ স্বীয় দন্তাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীরে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতেছেন, এবং স্বীয় অরুণ দৃষ্টিপাত দ্বারা যেন তাহার তেজ অপহরণ করিয়া লইতেছেন, দৈত্যবর তাঁহারে এইরূপ দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যভাবে হাস্য করিল. এবং বলিতে লাগিল, আহা! কি আশ্চর্য্য! এখানে—এই জলময় প্রদেশে ঈদৃশ বনগোচর পশুর অবস্থান! ॥ ২ ॥

হে অজ্ঞ ! দেখ, বিশ্বস্রষ্টা আমাদের পাতালবাসিগণকে এই—পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন অতএব এক্ষণে এদিকে এসো, আমাকে ইহা প্রদান করিয়া যাও। হে সুরাধম ! হে শূকরাকৃতে ! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমার দৃষ্টিপাত থাকিতে ইহাদ্বারা তুমি কখনই শ্রেয়ো লাভ করিবে না। ৩ সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে ভীত হইয়া পরোক্ষ যুদ্ধে যে জয় লাভ করে এবং মায়াযুদ্ধ করিয়াই অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাকে, আমার বোধ হয় তুমিই না, সেই সুরাধম। কেমন, এক্ষণে আপন সপত্নগণকে বিনাশ করিবার অভিলাষেই এই এক মায়িক রূপ ধারণ করিয়াছ না ?। ফলতঃ তুমি যখন যোগমায়াবলে বলী তখন আমি ত তোমাকে অল্পপৌরুষই বিবেচনা করি। রে মূঢ় ! আমি তোরে নষ্ট করিয়া অতি শীঘ্রই স্বায় সুহৃদ্‌গণের শোকাশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিতেছি। ৪ যদি তুই এই আমার হস্তচ্যুত গদাভিঘাতে বিশীর্ণমস্তক হইয়াও জীবিত থাকিস্ তাহা হইলে যেসকল ঋষি ও দেবতারা তোরে বিবিধ পূজোপকরণ সামগ্রি উপহার দিতেছে তাহারা সকলে যে একেবারে নির্ম্মূল হইবে না ॥ ৫ ॥

তিনি এইরূপ শক্র দুর্ব্বাক্য তোমর (*) সমূহাভিঘাতে ব্যথিত হইয়াও কেবল সে সময়ে স্বীয় দন্তাগ্রভাগে অবস্থিত ভয়ভীত পৃথিবীর মুখের দিগে চাহিয়া কিছুমাত্র তাহার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিলেন না প্রত্যুত হস্তি যেমন ভয়ভীতকলেবরা হস্তিনীর সহিত নক্রাঘাত সহ্য করিয়া জল মধ্য হইতে নির্গত হয় তদ্রূপ তিনিও তখন সেই দুর্ব্বাক্য তোমরাঘাত সহ্য করিয়া জলধি মধ্য হইতে নিঃসৃত হইলেন ॥ ৬ ॥

সেই করালদন্ত অশনিনিস্বন হিরণ্যকেশ, তাঁহারে এইরূপে জলধি মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মকর যেমন জলনিঃসৃত হস্তির অনুগমন করে তদ্রূপ তখন তাঁহার অনুগমন করিল। এবং মুখে বলিতে লাগিল, দেখ দেখ, ছোটোলোক নির্ল্লজ্জ জীবনের কি এ বিগর্হিত কার্য্য ! ॥ ৭ ॥

এদিগে বিশ্বস্রষ্টা এই মহৎকার্য্যটী সম্পন্ন হইল দেখিয়া, ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শক্র সম্মুখেই সমুদ্রের উপরে—সর্ব্ব ব্যবহার গোচর স্থানে পৃথিবীরে স্থাপিত করিয়া তাহাতে স্বীয় আধার শক্তি আধান করিলেন ॥ ৮ ॥

---

"তোমর" অস্ত্রবিশেষের নাম।

অনন্তর, পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত, সুবর্ণ ভূষণভূষিত, কাঞ্চনময় কবচ পরিধায়ী, মহাগদাহস্ত, দুর্ব্বাক্য তোমরসমূহে পুনঃ পুনঃ মর্ম্মাভিঘাতী সেই দৈত্যাধমকে ভগবান্ অত্যুগ্র হইয়াও সস্মিত বদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, অহে তুমি যে বলিলে ‘ আমরা বন্য পশু, ’ তা সত্য ; কিন্তু আবার ইহাও জানিবে আমরা তোমাদের ন্যায় গ্রামসিংহ ( কুক্কুর ) গণেরই অনুসন্ধানে থাকি। অরে নীচ! তুই এক্ষণে মৃত্যু-পাশে আবদ্ধ। বীরগণ তোর এই শ্লাঘা অবশ্য গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

এই সকল আমাদিগকে যে দেখিতেছ—ইহারা সকলেই তোমাদের পাতালতলবাসিগণের ন্যস্তনিধির অপহারক। এবং তোমারই গদাভিঘাতভয়ে হতশ্রী হইয়া পলায়ন পরায়ণ। যাহা-হউক, এক্ষণে আমরা এরূপ অসমর্থ হইয়াও দেখ তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছি। আর যেরূপে হউক তোমার সহিত যুদ্ধভূমিতেও অবশ্য অবস্থিতি করিব। ফলতঃ বলীর সহিত শত্রুতা করিয়া আমরা আর কোথায় যাই! [১১] যাহারা পদাতিগণের অধিপতি, তুমি সেই সকল পদাতি যূথপতিগণেরও আবার অধিপতি অতএব আর বিলম্ব কেন, আমাদের পরাভবার্থ অবিলম্বে যুদ্ধে অগ্রসর হও, আমাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তোমার আত্মীয়গণের শীঘ্র অশ্রুমার্জ্জন কর। দেখ, যে ব্যক্তি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে না, সেই অসভ্য ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, সে, ভগবানদ্বারা এইরূপ অগ্রাহ্য ও অত্যন্ত উপহসিত হইয়া সর্পরাজের ন্যায় তীব্র ক্রোধোন্মত্ত হইল। [১৩] এমন কি তখন তাহার সেই প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল ইন্দ্রিয় সকল ক্ষুভিত হইয়া গেল। যাহাহউক দৈত্যেন্দ্র এইরূপ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রচণ্ডবেগে শ্রীহরির নিকটে ধাবিত হইল এবং সত্বরেই তাঁহারে গদা-প্রহার করিল। [১৪] ভগবান্ সেই শত্রুপ্রেরিত গদাবেগ বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া যোগারূঢ় মুনির ন্যায় মৃত্যুরে বঞ্চিত করিলেন। [১৫] হরি এইরূপ গদাভিঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ংও আবার স্বীয় গদা লইয়া সেই প্রচণ্ডবেগে গদাঘূর্ণনকারী অত্যূর্জ্জিত ক্রোধে আপনারই দন্তদ্বারা আপনারই ওষ্ঠাধর দশনকারী দৈত্যাধমকে মারিবার জন্য আক্রমণ করিলেন। [১৬] অনন্তর প্রভু শত্রুর দক্ষিণভ্রূ লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করিলেন কিন্তু হে সৌম্য! সেই গদাযুদ্ধ বিশারদ দৈত্য, ভগবানের সেই চালিত গদা স্বীয় গদাদ্বারা মধ্য পথেই নষ্ট করিয়া ফেলিল ॥ ১৭ ॥

এইরূপে হর্য্যক্ষ ও হরি জিগীষার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুতর গদাদ্বয়ে পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ( মারামারি ) করিলেন ॥ [১৮] ফলতঃ তাঁহারা যখন পরস্পর পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া তীব্র গদাভিঘাতে পরস্পর আহতাঙ্গ হন, ক্ষত স্থানচ্যুত শোণিত দর্শনে পরস্পর অত্যধিক ক্রোধোন্মত্ত হন, এবং তদনন্তর যখন পরস্পর অতিমাত্র জিগীষা পরবশ হইয়া বিবিধ "পয়্‌তরা" করিতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠিক্ এই বোধ হইতে লাগিল যেন দুইটী মত্ত বৃষভ একটি গোর জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর হে কৌরব্য ! মায়াদ্বারা বরাহমূর্ত্তিধারি মহাত্মার ও যজ্ঞশরীর সেই দৈত্যরাজের এই এক পৃথিবীর জন্য পরস্পর বিদ্বেষ পূর্ব্বক যে যুদ্ধ হইতেছিল ঐ অত্যাশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিবার অভিলাষে ব্রহ্মা, ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া সমাগত হন। [২০] অনন্তর সেই ঋষিসহস্রের নেতা ভগবান্, দৈত্যকে শৌর্য্য বিশিষ্ট, অনুপম সাহসী, কর্ত্তব্য প্রতীকার পরায়ণ, ও অপ্রতীকার্য্যবিক্রম দেখিয়া, আদিবরাহ নারায়ণকে বলিলেন॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেব ! তোমার চরণোপান্তে শরণাগত দেবগণ, বিপ্রগণ, এবং নিরপরাধ সৌরভেয়ী প্রাণিগণের উপরে এই অসুররাজ ব্যর্থ ব্যর্থই অপরাধ আরোপ করিতেছে ; এদিকে অপরাধের পরিহারে প্রবৃত্ত হইলে ভয়প্রদান ও ভীত দেখিলে আবার অর্থপ্রাণাদির অপহরণও করিতেছে। সকল-লোক-কণ্টক এই দৈত্যাধম আমার নিকট বর লাভ করিয়া এক্ষণে সমকক্ষ শূন্য হইয়া সমকক্ষের অনুসন্ধানে সমুদায় লোক পর্য্যটন করিতেছে। [২২]। [২৩] দেখ, দেব ! এক্ষণে আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা, এ—মায়াবী, দর্পিত, নিরঙ্কুশ ও অসাধুর চূড়ামণি অতএব বালকেরা যেমন সর্পকে লইয়া তাহার পুচ্ছাকর্ষণাদি করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে তদ্রূপ আপনি আর ইহাকে লইয়া ব্যর্থ ব্যর্থ ক্রীড়া করিবেন না। [২৪] হে দেব ! এই দারুণ, যাবৎ স্বীয় আসুরী বেলা পাইয়া স্বীয় মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক বর্দ্ধিত না হইতেছে, হে অচ্যুত ! এ পাপকে তৎপূর্ব্বেই নষ্ট করিয়া ফেল। [২৫] প্রভো ! এই ঘোরতমা লোককুলবিনাশিনী বেলা আগত প্রায় ; অতএব হে সর্ব্বাত্মন্ ! আর কেন, এই সময়েই সুরগণের জয় লাভ করাও। [২৬] মধ্যাহ্ন রূপী যে মৌহূর্ত্তিক যোগ, শুভপ্রদ কাল এখন গতপ্রায় ; অতএব যাবৎ এই মুহূর্ত্তের শেষ ভাগ আছে, সেই এই শেষ সময় টুকুর মধ্যে তোমার এই সকল সুহৃদ্ভূত আমাদের মঙ্গলার্থ শীঘ্র এই দুঃশাস্যকে নষ্ট কর। [২৭] এ, স্বয়ংই আপন অদৃষ্ট দ্বারা তোমারে মৃত্যু রূপে লাভ করিয়াছে অতএব এক্ষণে

তুমি ইহার উপর সম্পূর্ণ রূপে আক্রমণ কর। যুদ্ধে বিনাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে সুখসাগরে নিমগ্ন কর ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

॥ হরিঃ ওঁ ॥

# অথ ঊনবিংশ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় কহিলেন,

অনন্তর ভগবান্, ব্রহ্মার সেই আদরণীয় অমৃত বাক্যগুলি সস্মিতবদনে সপ্রেম কটাক্ষ পাত দ্বারা সাদরে গ্রহণ করিলেন ॥ ১ ॥

তদনন্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাত সেই ভগবান্, আপন সম্মুখে অকুতোভয়ে বিচরণশীল অসুরের হনুদেশে উল্লম্ফন পূর্ব্বক গদা প্রহার করিলেন।[২] অনন্তর চালিত সেই গদা, অসুরের প্রতি-চালিত গদাভিঘাতে আহত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত ও বিঘূর্ণিত হইয়া নিপতিত হইল। আহা তখন সেই এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। আহা! সে অবস্থায় তাঁহার ঐরূপ গদাপতন ব্যাপার যেন এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল ॥ ৩ ॥

অনন্তর সে তখন মারিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইয়াও শুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধের অবশ্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ নিরায়ুধের উপর গদাঘাত করিল না; কিন্তু বিশ্বক্সেনকে বাক্যবাণাঘাতে বিশেষরূপেই কুপিত করিল ॥ ৪ ॥

তদনন্তর তখন ভগবানের হস্ত হইতে এইরূপ গদা পতন ব্যাপার দেখিয়া দেবগণের মধ্যে মহান্ হাহাঃকার উপস্থিত হইল। বিভু দেবগণের সেই ভয়সূচক হাহাঃকার রব শুনিয়া "ভয় করো না, ভয় করো না" বলিয়া আপন সুনাভ চক্রকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫ ॥

তৎপরে, ভগবান্ যখন সেই দিতিজ নামা স্বীয় পার্ষদের সহিত যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া সাবেগে চক্র ঘুরাইতে লাগিলেন, তখন স্বর্গস্থিত ভগবৎপ্রধান ভক্ত দেবগণের মধ্যে নানাবিধ কথা চলিতে লাগিল। তাহারা সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল, "ভগবন্! তোমার ভাল হইবে, তুমি ইহাকে বধ কর'। ৬ ॥

এদিকে দৈত্যরাজ, পদ্মপলাশলোচনকে ঐরূপে চক্র-ঘূর্ণন পরায়ণ হইয়া মারিবার জন্য সম্মুখে অবস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার সেই অপূর্ব্ব প্রলয়ান্তকালীন সম বীর ভাব লক্ষ্য করিয়া সমধিক ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধে তাহার ইন্দ্রিয় সকল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। নিজ দন্তদ্বারাই নিজ ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিল।[৭] অনন্তর করালদন্ত, আপন চক্ষু যুগলদ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন হরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং তার অব্যবহিত পরক্ষণে দ্রুতগতিতে গিয়া "আমার গদা দ্বারা এই আহত হইতেছ" বলিয়াই একেবারে তাঁহারে গদাপ্রহার করিল ॥ ৮ ॥

হে সাধো! অনন্তর ভগবান্ যজ্ঞবরাহ, বাম পদ দ্বারা বায়ুবেগে আগমনশীল সেই শত্রু-চালিত গদা অবলীলাক্রমে ( দেখিতে দেখিতে ) প্রত্যাহত করিলেন।[৯] এবং তাহারে বলিলেন, "আবার আয়ুধ গ্রহণ কর, স্থির হইলে কেন, পুনশ্চ উদ্যম কর। তুমি আমারে যে জয় করিবে অভিলাষ করিয়াছ!" দৈত্যরাজ এইরূপ প্রতিপক্ষের মর্ম্মান্তিক বাক্যে আঘাতিত হইয়া সেই প্রত্যাহত নিপতমানপ্রায় গদা দ্বারাই পুনশ্চ তাঁহারে তাড়না করিয়া অত্যন্ত গর্জ্জিয়া উঠিল।[১০] সর্ব্বভূতে সমবস্থিত ভগবান্, তাহার হস্তস্থিত গদা নিপতিত হইতেছে দেখিয়া গরুড় যেমন দ্রুতগতিতে গিয়া সর্পীরে গ্রহণ করে তদ্রূপ অবলীলাক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন। এবং অসুরকে পুনশ্চ প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।[১১] কিন্তু সে মহাসুর, তখন তাহার এইরূপে পৌরুষ হীন হওয়াতে হতমান ও হতপ্রভ হইয়া আপন প্রতিপক্ষ হরিপ্রদত্ত সেই গদা আর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না।[১২] গদার বিনিময়ে জ্বলজ্জ্বলনলোলুপ ত্রিশিখ একগাছি শূল হস্তে করিল। লোকে যেমন ব্রাহ্মণ বিনাশার্থ প্রারব্ধ অভিচারকার্য্য নিন্দনীয়, তদ্রূপ তখন তাহারা সেই যজ্ঞবরাহ ভগবানের বিনাশার্থ ত্রিশূল ধারণ করাও অকার্য্য হইয়াছিল।[১৩] মহাভট দৈত্য

দ্বারা সবলে ঐ শূল মুক্ত হইলে, উহার প্রদীপ্তি আকাশ মধ্যে সঞ্চারিত হইতে হইতেই যেমন বজ্র দ্বারা গরুড়ের প্রমুক্ত পক্ষচ্ছেদন করেন তদ্রূপ ভগবান্ নিশিতধার চক্র দ্বারা সেই শূল ছেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অসুর, শ্রীহরির নিশিতধারচক্র দ্বারা আপন শূল খণ্ড খণ্ড হইল দেখিয়া সমধিক ক্রোধ পরায়ণ হইল, ভয়ানকরূপে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পুনরায় সমীপস্থ হইল ও বিশাল বিভূতিমৎ তদীয় বক্ষঃস্থলে কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া লুক্কায়িত হইল ॥ ১৫ ॥

হে ক্ষত্ত ! আদিবরাহ ভগবান্, আদিদৈত্যের ঈদৃশ মুষ্ট্যাঘাতে আহত হইয়াও কিছুমাত্র-কোন অঙ্গেই কম্পিত হন নাই প্রত্যুত মালাপ্রহারে গজেন্দ্র যেমন ভ্রূক্ষেপও করে না তদ্রূপ তিনি তখন ভ্রূক্ষেপই করেন নাই ॥ ১৬ ॥

অনন্তর, যেরূপ বিভীষিকা দেখিলে প্রজারা ভীত হয়, প্রলয়কাল উপস্থিত হইল বিবেচনা করে, সে, তখন যোগমায়ী সেই ঈশ্বর শ্রীহরির নিমিত্ত তাদৃশ বিভীষিকা জনক মায়া বহুবিধ সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ তাহার মায়াতে প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। সর্ব্বতঃ ধূলি ধূসরিত করিয়া অন্ধকার করিয়া দিল। যন্ত্র বিশেষ দ্বারাই যেন চারিদিক হইতে শিলা সকল প্রতিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। [১৮] সবিদ্যুৎ গর্জ্জন বান্ মেঘসমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডল এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে, নক্ষত্রগণ কিছুমাত্র আর দৃষ্টিগোচর হইল না। এবং সেই সকল মেঘসঙ্ঘ, জলের বিনিময়ে পূয় ( পুঁজ ) শোণিত কেশ, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র, এই সকল অস্পৃশ্য অমঙ্গল দুঃখকর দ্রব্য অবিচ্ছেদে বর্ষণ করিতে লাগিল। [১৯] হে নিষ্পাপ! বড় বড় পর্ব্বত সকল দেখা যাইতে লাগিল ; দিগ্বস্ত্র পরিহিত ( উলঙ্গ ) মুক্ত মূর্দ্ধজ ( নেড়ামাথা ) নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ-কুশল রাক্ষসী সকল দেখা দিল। [২০] এবং পত্তি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরের সহিত অনেকানেক আততায়ীভূত যক্ষ রাক্ষসাদি দ্বারা " মার মার, কাট্ কাট্ " ইত্যাকারক অত্যুগ্র হিংস্র বাক্য সকল বলাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

এইরূপে তাহার দ্বারা আসুরী মায়া আবিষ্কৃত হইলে, সর্ব্বস্বামী ত্রিপাৎ ভগবান্, সেই সকল বিনাশ করিবার জন্য স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ২২ ॥

সেই সময়ে এদিগে, দিতিদেবীর স্তন মুখ হইতে হঠাৎ রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার রক্তস্রাব দেখিয়া স্বামি আদেশ স্মরণ হইল এবং হৃদয় "থর্ থর্" করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সে, যখন দেখিল যে, তাহার সমুদায় মায়াই নষ্ট হইয়া গেল, তখন আর কি করে, অনন্যোপায় হইয়া অত্যধিকক্রোধে দ্রুতগতিতে গিয়া সবলে কেশবকে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তখনই আবার তাঁহারে দেখে যে, পৃথক্ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।[২৪] তদনন্তর ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে প্রাণনাশন আঘাত করেন, তদ্রূপ অধোক্ষজও সেই বজ্রসম ঘন ঘন মুষ্টি প্রহারকারি দৈত্যাধমকে কর্ণমূলে কর দ্বারা আঘাত করিলেন।[২৫] সে, বিশ্বস্রষ্টার অবজ্ঞা নিবন্ধন বিশ্বস্রষ্টারই হস্তে এইরূপে আঘাতিত হইলে, তখন তাহার শরীর 'বন্ বন্' করিয়া ঘুরিতে লাগিল। চক্ষু দ্বয় আপন স্থান চ্যুত হইয়া বহির্নির্গত হইল। হস্ত, পদ, মস্তকাদি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অবশেষে বড় বড় বৃক্ষ যেমন বাত্যায় সমূলে উচ্ছিন্ন ও ঘূর্ণায়মান হইয়া একবারে ভূতলশায়ী হয়, তদ্রূপ সেও তখন একবারে ভূতলশায়ী হইল ॥ ২৬ ॥

অনন্তর সেখানে ব্রহ্মাদি দেবতারা আগমন করিলেন এবং অপ্রতিহততেজা, করালদন্ত, স্বীয় দন্ত দ্বারাই স্বীয় ওষ্ঠাধর দংশন কারী সেই দৈত্যরাজকে ভূতলশায়ী দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বলিলেন, আহা এরূপ মৃত্যু কোন পুণ্যবান্ আর লাভ করিবেক ?।[২৭] আহা! যোগীরা অধ্যাসপ্রাপ্ত লিঙ্গশরীর হইতে মুক্ত হইবার জন্য একান্তে বসিয়া সমাধি দ্বারা যাঁহারে আরাধনা করিতেছেন, এই দৈত্যবর কি না, সেই আদিপুরুষের পদাহত হইয়া অনায়াসে মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিল।[২৮] ফলতঃ ইহাঁরা ত আর সামান্য লোক নহেন! ইহাঁরা দুই জনই ভগবানের পার্ষদ, কেবল মুনি শাপ প্রযুক্ত এইরূপ অসদ্‌যোনী লাভ করিয়াছেন। আবার কতিপয় জন্মের পরে সেই স্বীয় স্থানেই গমন করিবেন ॥ ২৯ ॥

দেবতারা বলিলেন, নিখিলযজ্ঞ কারণস্বরূপ—তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বিশ্বসংসারের রক্ষার জন্য নির্ম্মল সত্ত্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহকারী—তোমায় নমস্কার। হে ঈশ্বর! জগতের মর্ম্ম ভেদকারী এই অসুর আপন শুভাদৃষ্ট বশেই নিহত হইল। দেব! এক্ষণে প্রার্থনা, আমরা যেন তোমার পাদপদ্মীয় ভক্তি দ্বারা উদ্ধার হই ॥ ৩০ ॥

মৈত্রেয় বলিবেন, আদিবরাহ ভগবান্ শ্রীহরি, অসহনীয়পরাক্রম দৈত্যবর হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলেন। অনন্তর নিজ নিত্য উৎসবময় ধামে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

হে সুমিত্র! উদার বিক্রম ভগবান্, হিরণ্যাক্ষকে যুদ্ধে এইরূপে ক্রীড়নকের ন্যায় নষ্ট করেন। আমি কৃতাবতার শ্রীহরির এই কীর্ত্তিটী যেমন শুনিয়াছিলাম তোমায় অনুরূপ তাহাই বলিলাম ॥ ৩২ ॥

সুত বলিলেন, হে দ্বিজ! ভাগবতোত্তম বিদুর, মৈত্রেয়-প্রোক্ত এইরূপ ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। [৩৩] ফলতঃ ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে যেহেতু প্রথিতযশা, পুণ্যশ্লোক অন্যান্য সল্লোক গণেরই কীর্ত্তি শুনিয়া যখন আনন্দ লাভ হয়, তখন শ্রীবৎসাঙ্ক-ভগবৎকথা শ্রবণের আর কথা কি?। [৩৪] আহা! গজেন্দ্র যখন জলমধ্যে মকর দ্বারা ধৃত হয়, তাহার করেণু যখন রোদন করিতে থাকে, সে অবস্থায় চরণাম্বুজ ধ্যানপরায়ণ সেই অশেষ বিপদাপন্ন গজেন্দ্রকে যিনি দ্রুত গতিতে গিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। [৩৫] এমন কোন কৃতজ্ঞ আছে যে, সেই অনন্যশরণাপন্ন মনুষ্যগণের সহজতঃ একমাত্র ভক্তি উপায় দ্বারা সুখারাধ্য, অসাধুজনের দুরারাধ্য পদ আরাধনা করিবে না? ॥ ৩৬ ॥

হে দ্বিজ! যিনি কারণশূকরাত্মা শ্রীহরির, মহাশ্চর্য্য এই ক্রীড়াবিশেষ শ্রবণ করিতেছেন, কীর্ত্তন করিতেছেন ও অনুমোদন করিতেছেন, তিনি সদ্যই মহা মহী পাপ হইতে, এমন কি ব্রহ্মবধাদি মহাপাতক হইতেও মুক্ত হইতেছেন। [৩৭] এই পবিত্র কথা শুনিলে, স্বর্গাদি মহাপুণ্য জনক অদৃষ্ট জন্মে, চিত্ত বিশেষরূপে পরিশুদ্ধ হয়, ধন লাভ হয়, কীর্ত্তি লাভ হয়, আয়ু ও শুভ আশীর্ব্বাদ সকল এবং প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল বর্দ্ধিত হয়, এবং যুদ্ধে শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়। হে অঙ্গ! অন্তে আবার শ্রীমন্নারাণের সাযুজ্য লাভও হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে হিরণ্যাক্ষ বধ নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

॥ হরিঃওঁ ॥

# অথ বিংশ অধ্যায়।

## শৌনক কহিলেন,

হে সৌতে! স্বাযম্ভুব মনু পৃথিবীরূপী স্থান লাভ করিয়া তৎপরে ঈশ্বরে বিলীনভূত অবরজন্মা প্রাণিগণের বহির্নির্গত হইবার জন্য কতগুলি দ্বার সৃষ্টি করেন ?।( * ) ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই বহু অপত্য ও বহু সমৃদ্ধিশালি আপন অগ্রজকে শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী দেখিয়া পরিত্যাগ করেন। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ দ্বৈপায়নের দেহ জাত। যিনি মহিমায় আপন পিতা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। যিনি সর্ব্বতো ভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ পরায়ণ মহাত্মাগণেরই সঙ্গ লাভ করেন এবং যিনি নিয়ত তীর্থভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধাত্ম হন, সেই শ্রীকৃষ্ণের একান্তিক সুহৃৎ মহাভাগ বিদুর মহাত্মা, কুশাবর্ত্ত তীর্থে (গঙ্গাদ্বারে) উপস্থিত হইয়া সুখাসীন তত্ত্ববিত্তম মৈত্রেয় মুনিকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন ? আমি যাহা জিজ্ঞাসিলাম ইহাই, অথবা অন্য কিছু ?।২।৩।৪ ফলতঃ তাঁহাদের দুইজনার পরস্পর আলাপপ্রসঙ্গে যেসকল বিশুদ্ধ কথার অবতারণা হয় সেসকল কথা নিশ্চয়ই হরিপাদ-পদ্মাশ্রিত গঙ্গাজলের ন্যায় পাপ নাশন, তার আর সন্দেহ নাই ; অতএব মহাশয় ! আপনার মঙ্গল হউক ; আপনি এক্ষণে আমাদের নিকটে সেই সমস্ত কথাই কীর্ত্তন করুন। আহা ! এমন কোন রসজ্ঞ আছেন—যিনি সেই কীর্ত্তনীয় উদারচরিত ভগবানের পবিত্র লীলামৃত পান করিয়া একেবারে অলংবুদ্ধি হইবেন ! ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

উগ্রশ্রবাঃ ( সূত ), নৈমিশায়ন ঋষিগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, তবে আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

সূত বলিলেন, সেই মহাত্মা ভারত ( বিদুর ) বরাহ দেহ ধারি শ্রীহরির নিজ মায়াদ্বারা, রসাতল গত পৃথিবীর উদ্ধার করা এবং ভগবানের অবজ্ঞায় হিরণ্যাক্ষের বধ হওয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া মুনিকে ( মৈত্রেয়কে ) বলিলেন ॥ ৮ ॥

---

* অর্থাৎ অব্যক্ত কারণাত্মক ভগবৎশরীরে প্রবিষ্ট প্রাণিগণকে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া সেই কারণ শরীর হইতে ব্যক্ত ( সৃষ্টি ) করিলেন ?

বিদুর বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি অব্যক্তপথবেত্তা, অতএব এক্ষণে আমায় ইহাই বলুন, যে প্রজাপতি-পতি প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রে প্রজাপতিগণকে ত সৃষ্টি করেন, অনন্তর তিনি কি সৃষ্টি করিলেন ?। [৯] মরীচি প্রভৃতি যে সকল ব্রাহ্মণ প্রজাপতি গণ এবং স্বায়ম্ভুব নামে উৎপন্ন যে মনু তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার আদেশানুযায়ি কিরূপে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন ?। [১০] তাঁহারা সকলে আপন আপন ভার্য্যার সাহিত্যেই কি এই সব সৃষ্টি করেন? কি স্বতন্ত্র হইয়া ? অথবা এই প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে সকলেই পরস্পরাপেক্ষভাবে একত্র মিলিত হইয়া সৃষ্টি করেন ? ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, দুর্ব্বিতর্ক দৈব (জীবগণের অদৃষ্ট,) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ এবং কাল এই তিনের দ্বারা নির্ব্বিকার ভগবান কর্তৃক ক্ষোভপ্রাপ্ত গুণত্রয়াত্মক প্রধান হইতে মহত্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। [১২] অনন্তর ঐ রজঃপ্রধান মহত্তত্ত্ব ঐরূপ দুর্ব্বিতর্ক দৈবদ্বারা প্রেরিত হইলে, উহা হইতে ত্রিলিঙ্গ (অহংতত্ত্ব) উৎপন্ন হয়। ঐ ত্রিলঙ্গতত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণের সৃষ্টি করে। [১৩] সেই সকল পদার্থ একে একে সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইবায় ঐরূপ দৈবযোগে উহাদিগকে একত্র করিয়া একটি হৈম অণ্ড সৃষ্টি করেন। [১৪] সেই জীবশূন্য অণ্ডকোশ তখন সেই প্রলয় পয়োধিজলেই অবস্থিত হয়। অনন্তর ঈশ্বর তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিদধিক সহস্রবৎসরকাল বাস করেন। তদনন্তর সেই ভগবানেরই নাভিদেশ হইতে সর্ব্বজীব শরীরের আশ্রয় স্থান, সহস্র সূর্য্যরশ্মি তুল্য রশ্মিশালি বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব কারণ একটি লোকপদ্ম উৎপন্ন হয়। [১৬] সেই অণ্ডকোষ গর্ভস্থিত উদকশায়ী ভগবান্ দ্বারাই পদ্মযোনি তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। পদ্মযোনি পূর্ব্ব সৃষ্টিতে লোকগণের যেরূপ নাম রূপ ছিল প্রারব্ধ সৃষ্টিতেও তদ্রূপেই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে আপন ছায়াদ্বারা (অজ্ঞানদ্বারা) পঞ্চ পর্ব্বা অবিদ্যা সৃষ্টি করেন। সেই অবিদ্যাপঞ্চকই তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হয় (*) ॥ ১৮ ॥

---

* এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার বিশেষ নিরূপণ পূর্ব্বে একবার করা হইয়াছে সুতরাং এবার আর করা হইল না। সম্পা০

অনন্তর তিনি তমোময় রাত্রি নামক একটি নিজ শরীর উৎপন্ন করেন। লোকে তাঁহারে তমোময় ও ক্ষুধাতৃষ্ণা-জনক বলিয়া কেহই গ্রাহ্য করে নাই কিন্তু যক্ষ রাক্ষসগণ অত্যানন্দের সহিত গ্রহণ করিল। [১৯] তাহারা এইরূপে রাত্রিরে গ্রহণ করিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সাতিশয় ব্যাকুল হইল। অনন্তর কি করে, ব্রহ্মাকেই আহার করিতে উদ্যুক্ত হইল। এমন কি তখন তাহারা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এতই ব্যাকুল হয় যে ইহাকে "জক্ষ' (*) (আহার কর) দেখ, "রক্ষ" (†) না (ছেড়ো না) এই কথা নিয়তই পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, অহে যক্ষ রাক্ষসগণ! তোমরা আমায় "জক্ষ না" (আহার করো না) "রক্ষ' (রক্ষা কর)। কি আশ্চর্য্য জান না, তোমরা যে, আমার পুত্ররূপে উৎপন্ন॥ ২১ ॥

যেসকল দেবতারা ব্রহ্মার বিদ্যা নাম্নী প্রভাদ্বারা প্রকাশিত হইয়া সাত্ত্বিকপ্রকৃতি হইয়াছেন তাঁহাদিগকে তিনি মুখ্যরূপে সৃষ্টি করেন। সেই সকল দেবতারা ব্রহ্মসৃষ্ট যে প্রভাদ্বারা প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন, লোকে তাহারে দিবসরূপী হইতে দেখিয়া আমোদ প্রকাশ পূর্ব্বক সকলেই গ্রহণ করিলেন ॥ ২২ ॥

এদিকে ব্রহ্মা আপন জঘন হইতে যে সকল লম্পট অদেব-গণকে (অসুর গণকে) সৃষ্টি করেন, তাহারা কামাসক্ত হইয়া মৈথুনার্থ তাহাঁরই উপর আক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর ভগবান্ আপন জঘনোৎপন্ন সেই পাপ প্রজাগণের ঐরূপ পাপ ব্যাপার দেখিয়া ঈষৎ হাঁসিলেন, কিন্তু আন্তরিক সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন। ফল আর কি করেন, নির্লজ্জ সেই সকল অসুর গণের আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর তিনি, ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ ভক্ত মনোমত রূপ ধারণ কারী, বিপন্ন জনগণের বিপদ্ হর, ভক্তগণের বরপ্রদ, ভগবান্ শ্রীহরির নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। [২৫] "হরি! আমায় রক্ষা কর" "পরমাত্মন্! দেখ এই আমি তোমারই আজ্ঞায় প্রজা-সকল সৃষ্টি করিলাম কিন্তু প্রভো! এক্ষণে সেই এই সকল পাপ প্রজারা কামাসক্ত হইয়া মৈথু-

*—† যাহারা "ইহাকে জক্ষ (আহার কর)" এই কথা বলে তাহারাই যক্ষ নামে ব্যবহৃত হইল আর যাহারা বলিল "দেখ, রক্ষ না (ছেড়ো না)" তাঁহারা রক্ষ নামে ব্যবহৃত হইল।

নার্থ আমারই উপর আক্রমণ করিতেছে। [২৬] দেব! তুমিই পাপীগণের দুঃখনাশন। তুমিই দুঃখিজনগণের দুঃখপ্রদাতা। এবং সেই সব ত্বদীয় চরণকমলাশ্রিত জনগণের তুমিই শান্তিদাতা। [২৭] ভগবন্! তোমারই জ্ঞান অসন্দিগ্ধ ও পরচিত্ত প্রবিষ্ট অতএব এক্ষণে প্রার্থনা "এ সময়ে একবার কামকশ্মলা স্বীয় শরীর সৃষ্টি কর"।

ভগবান্ ব্রহ্মার এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রার্থনানুরূপ একটি স্ত্রীশরীর (সন্ধ্যা-নাম্নী) সৃষ্টি করিলেন ॥ ২৮ ॥

তাহার চরণকমলে নূপুর শব্দায়মান, তাহার লোচনযুগল কামমদে বিহ্বল—ঢুলু ঢুলু, তাহার কটিদেশ কাঞ্চীকলাপ শোভিত বস্ত্রদ্বারা সমাচ্ছন্ন,। [২৯] তাহার পয়োধর যুগল অন্যোন্য উপমর্দ্দন জন্য অত্যন্ত উন্নত, নাসিকা ও দন্ত অতি সুশ্রী, তাহার হাস্য ও অবলোকন অতি স্নিগ্ধ। [৩০] হে ধর্ম্ম! লজ্জায় স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আবৃত যথা স্থানে বিন্যস্ত নীল অলকা-সমূহে চিত্রিত স্বীয় শরীর গোপনপরায়ণ। রূপলাবণ্যবতী সেই সুন্দরীরে অসুর সকল এইরূপে নিজ সমীপে পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

"কি আশ্চর্য্য রূপ! কি আশ্চর্য্যই বা ইহার নূতন বয়ঃক্রম, ওঃ কি আশ্চর্য্য ইহার ধৈর্য্য! আমরা এখানে এতগুলি কামাসক্ত বিদ্যমান—এ কি না আমাদের এই সমূহ মধ্যে নিষ্কাম হইয়াই যেন চলিয়া আসিতেছে"। [৩২] সেই সকল কুমতি অসুরেরা এইরূপ বহুবিধ বিতর্ক করিয়া সেই প্রমদাকৃতি সন্ধ্যারে সৎকার পূর্ব্বক সপ্রণয়ে জিজ্ঞাসা করিল। [৩৩] "রম্ভোরু! তুমি কে? কারই বা স্ত্রী? হে ভামিনি! তোমার এখানে কি প্রয়োজন আছে? আর কেনইবা তুমি আমাদিগকে আপন রূপ রূপি অমূল্য ক্রয়ার্হ বস্তু সমর্পণ না করিয়া যাতনা দিতেছ?। [৩৪] যাহাহউক্! যে কেহ হওনা কেন, অবলে! এক্ষণে আমরা বহুভাগ্যে তোমার দর্শন পাইয়াছি; আমরা তোমারই রূপ দর্শনাভিলাষী এখন তুমি আমাদের চিত্ত লইয়া কন্দুক-ক্রীড়ার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছ। [৩৫] হে শ্লাঘ্যে! তুমি এক্ষণে করতল দ্বারা পুনঃ পুন উচ্ছলিত কন্দুকটী আঘাতিত করিতেছ বলিয়া তোমার পাদপদ্ম এক স্থানে থাকিয়া শোভিত হইতেছে না। স্তন ভারভীত সুক্ষ্ম মধ্যভাগ অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেছে, আহা! এক্ষণে তোমার বিমল দৃষ্টি শ্রান্ত হইয়াই যেন ইতস্ততঃ মন্থর গতিতে নিঃক্ষিপ্ত হইতেছে। ললনে! এখন একবার তোমার এই সুন্দর কেশকলাপ বন্ধন কর ॥ ৩৬ ॥

মূঢ়বুদ্ধি অসুর সকল, তাহাদের প্রলোভন কারণা সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যারে এইরূপ প্রমদা সদৃশ দেখিয়া স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিল ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর ভগবান্ ভাব (শৃঙ্গার চেষ্টা) যুক্ত সুগভীর হাস্য করিয়া এবং নিজেই নিজ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিলেন। [৩৮] ভগবান্ যে সেই কান্তিমতী জ্যোৎস্না সদৃশ প্রিয়া শরীর সৃষ্টি করিলেন, তাহারে বিশ্বাবসুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ সাদরে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর ভগবান্ স্বীয় আলস্য দ্বারা ভূত পিশাচাদিগণের সৃষ্টি করিলেন কিন্তু তাহাদিগকে দিগ্বস্ত্র পরিধায়ী (লগ্ন) বিমুক্তকেশ দেখিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন ॥ ৪০ ॥

এদিকে তাহারা প্রভুর সেই সৃষ্ট জৃম্ভণানাম্নী স্ত্রী শরীর সাদরে গ্রহণ করিলেক। ভূত সমুদায়ে যাহাদ্বারা ইন্দ্রিয় সমস্তের বিক্লেদ জন্মে তাহারে নিদ্রা কহে। যাহারা ইন্দ্রিয় বিক্লেদ জন্য উচ্ছিষ্ট যুক্ত শরীর পুরুষগণকে ভ্রান্ত করিয়া দেয়, পণ্ডিতেরা সেই সকল ভূতাদিগণকে উন্মাদ বলিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর প্রভু অজ ভগবান্ আপনারে সমধিক বলবান্ মানিয়া অদৃশ্যরূপে সাধ্যগণ ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪২ ॥

ধর্ম্মকোবিদগণ, সাধ্যগণ ও পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্প্রদান নিমিত্তভূত যে শরীর, সেই সকল সৃষ্ট পিতারা আপন আপন সৃষ্টি হেতুভূত সেই অদৃশ্য শরীরই গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তিনি এইরূপ অদৃশ্য রূপে (অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান শক্তিদ্বারা) সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগকে সেই আপন অন্তর্দ্ধানাখ্য অদ্ভুত শরীর প্রদান করেন ॥ ৪৪ ॥

প্রভু নিজেই নিজকে প্রতিবিম্বরূপে দেখিয়া এবং সেই প্রতিবিম্বচ্ছবি দর্শন নিবন্ধন শিরঃকম্পাদি চেষ্টা করিয়া সেই প্রতিবিম্বভূত আত্মা দিয়া কিন্নর ও কিম্পুরুষগণ সৃষ্টি করিলেন। [৪৫] তাহারা পরমেষ্ঠি সৃষ্ট সেই প্রতিবিম্বরূপ সাদরে গ্রহণ করিল। অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে দলবদ্ধ হইয়া ভগবৎ পরাক্রম বর্ণনাদি শ্রবণপূর্ব্বক গান করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা, পাদাদি সমস্ত শরীর প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন কিন্তু সৃষ্টি তাঁহার যেরূপ সেরূপই রহিল কিছুমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না। তখন সুতরাং বহুবিধ চিন্তা করিতে

লাগিলেন। ক্রমে ক্রোধ হইয়া উঠিল। সেই ক্রোধ হইতে ভোগ ক্রোধাদিযুক্ত একটি শরীর সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৭ ॥

হে অঙ্গ! এই ক্রোধাদিযুক্ত ভোগী-শরীর হইতে যেসকল কেশ প্রচ্যুত হয় তাহারাই সর্প রূপে উৎপন্ন। ইহারা প্রসর্পণ করিয়া থাকে এই জন্য সর্প, ইহারা খলস্বভাব, এইজন্য ক্রূর, ইহারা অতিবেগগামী, এই জন্য নাগ ইহারা ভোগযুক্ত, এইজন্য ভোগী এবং ইহারা বিস্তীর্ণ কন্ধর যুক্ত এইজন্য উরুকন্ধর নামে আখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই আত্মভু, যখন আপনারে কৃতকৃত্য জ্ঞান করেন সেই সময়ে মনোদ্বারা লোক-ভাবন মনু সকল সৃষ্টি করিলেন। [৪৯] আত্মবান্, সেই সকল মনুকে স্বীয় পুরুষাকার দেহ প্রদান করিলেন। সেই সকল পুরুষগণকে দেখিয়া পূর্ব্ব সৃষ্ট দেবগণ প্রজাপতিরে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে জগৎস্রষ্টঃ! আপনি আজ কি সুন্দর কার্য্যই করিলেন। কারণ, মনু সৃষ্টি হওয়াতে যাবতীয় ক্রিয়া সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। আর কি! এখন আমরা আপনার সহিত একত্র হইয়া অন্ন (হবিঃ) উপযোগ করি ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ঋষি (ব্রহ্মা) হৃষীকেশ (স্ববশেন্দ্রিয়) হওতঃ তপস্যা, বিদ্যা, যোগ ও সুসমাধি-যুক্ত হইয়া আপন অভিমত ঋষিপ্রজাসকল সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর অজ তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া সমাধি, যোগ, ঋদ্ধি, তপঃ, বিদ্যা, ও বৈরাগ্য-যুক্ত যে স্বীয় দেহাংশ, সেইসমস্ত প্রদান করিলেন ॥ ৫৩ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে জগৎসৃষ্টি নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২০॥**

॥ হরিঃওঁ ॥

# একবিংশ অধ্যায়।

## বিদুর কহিলেন,

হে ভগবন্! এক্ষণে আমায় যে মন্বন্তরে প্রজাসকল মৈথুন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই স্বায়ম্ভুব মনুর অত্যুৎকৃষ্ট বংশ শ্রবণ করাও। ১ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক স্বায়ম্ভুবের পুত্র দ্বয় ধর্ম্মের সহিত সপ্তদ্বীপা বসুমতীরে যেরূপে রক্ষা করেন, তাঁহার দেবহূতী নাম্নী লোকবিশ্রুতা দুহিতা—যাঁহারে আপনি কর্দ্দমপ্রজাপতির পত্নীরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাযোগী কর্দ্দম যমাদি যোগ লক্ষণ সম্পদ্ শালীনী সেই আপন প্রিয় পত্নীতে কতিবিধ পুত্র উৎপন্ন করেন? হে নিষ্পাপ! আমি এক্ষণে এই সকল বিষয়ের শুশ্রূষু, অতএব আমায় বল। ২। ৩। ৪ হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার পুত্র, ভগবান্ দক্ষ ও রুচি—ইহাঁরা মানবী ভার্য্যা লাভ করিয়া যেরূপে ভূতসকল সৃষ্টি করেন, তাহাও আমায় বলিতে হইবে॥ ৫॥

মৈত্রেয় বলিলেন, ভগবান্ কর্দ্দম, "প্রজাসকল সৃষ্টি কর" ব্রহ্মমুখে এবংবিধ আদেশ লাভ পূর্ব্বক সরস্বতীতীরে অবস্থিত হইয়া দশসহস্র সংবৎসর যাবৎ একাদিক্রমে তপস্যা করিলেন। ৬ অনন্তর তিনি সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগ সম্পন্ন ভক্তিদ্বারা বিপন্নজন-বরদাতা শ্রীহরিরে লাভ করিলেন॥ ৭॥

যখন সত্য যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল, ভগবান্ পুষ্করাক্ষ সেই সময়ে গিয়া তাঁহার উপরে প্রসন্ন হইলেন। হে ক্ষত্তঃ! তিনি তখন শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্ম শরীর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে সেইরূপ প্রদর্শন করাইলেন॥ ৮॥

ভগবান্ তাঁহারে যে শরীর প্রদর্শন করাইলেন, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, সূর্য্যসদৃশ তেজোময়, তাঁহার কণ্ঠে শ্বেতপদ্ম (দিনবিকাসি) ও শ্বেত উৎপল (রাত্রিবিকাসি) গুম্ফিত মালা দোদুল্যমান, তাঁহার বদনকমলে স্নিগ্ধ ও নীল অলকাসমূহ চিত্রিত, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা ও শ্বেত উৎপল, ঈক্ষণ চিত্তের প্রফুল্লতা জনক, চরণকমল গরুড় স্কন্ধে স্থাপিত, গ্রীবাতে কৌস্তুভ মণি জাজ্বল্যমান, এবং বক্ষে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অবস্থিত।

তিনি ঈদৃশ বিশুদ্ধ নীল আকাশাভ ভগবান্‌কে গগণমণ্ডলে অবস্থিত দেখিয়া অত্যধিক সমুল্লষিত হইলেন এবং স্বীয় চিরমনোরথ সিদ্ধোন্মুখ দেখিয়া অবনতমস্তকে ধরাতলে নিপতিত

হইলেন। অনন্তর সেই স্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ প্রীতিমনা কর্দ্দম দেব উত্থিত হইয়া করজোড়ে তাঁহারে সুললিত বাক্য নিচয় দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ঋষি ( কর্দ্দম ) বলিলেন, হে স্তুত্য ! তুমি নিখিল সত্ত্বের সমষ্টি স্বরূপ মাত্র, তোমার যে দর্শনটী রূঢ়যোগ যোগীগণ উত্তরোত্তর লব্ধ উৎকৃষ্ট জন্মসমূহ দ্বারা আশা করিতেছেন, অদ্য আমরা সেই অপূর্ব্ব রূপ সংদর্শন করিয়া চক্ষু দ্বয়ের সাফল্য বিধান করিলাম।[১৩] হে ঈশ্বর ! যাহারা তোমার অনাদি মাযায় একেবারে হতবুদ্ধি সুতরাং সামান্য কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভবদীয় ভবসিন্ধুপোত স্বরূপ চরণারবিন্দ উপাসনা করিতেছে, তাহারা নরকে নিপাতিত হইলেও তোমাদ্বারা অবশ্য সফলমনোরথ হইতেছে।[১৪] ভগবন্ ! আমিও সেইরূপ সফলমনোরথ হইলাম, কিন্তু দেব ! এক্ষণে আমি স্বানুরূপ রূপ গুণমতী ত্রিবর্গদোগ্ধ্রী ভার্য্যা পরিণয়েচ্ছু হইয়া দুরাশাগ্রস্ত !—ভগবন্ তুমি কল্পবৃক্ষ, আমি তোমার সেই অশেষপুরুষার্থসাধন কল্পবৃক্ষ মূল শ্রীচরণে শরণাগত হইলাম ॥ ১৫ ॥

হে অধীশ ! তুমি প্রজাপতি. এই কামাহত লোক সকল তোমার বাগ্রূপী রজ্জু দ্বারা পশুবদ্ অনুবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, হে ধর্ম্মমূর্ত্তে ! আমিও তদ্রূপই লোকানুগ, অতএব এক্ষণে কাল স্বরূপ—তোমায় এই সকল পূজোপকরণ প্রদান করিতেছি।[১৬] যাঁহারা পরস্পর ত্বদীয় গুণবাদ-মধু-পীযূষ পান করিয়া দৈহিক ক্ষুৎপিপাসাদি ধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত, তাঁহারা লোকগণকে ও আমার ন্যায় লোকানুগ পশুগণকে অনাদর করিয়া শুদ্ধ তোমারই শ্রীচরণরূপ আতপত্র ( ছত্র ) আশ্রয় করিযাছেন॥ ১৭ ॥

যাহা, অজর ব্রহ্মরূপী অক্ষে ( রথে ) নিয়ত ঘূর্ণ্যমান, যাহার অরসকল ( চাকার পাখি ) অধিমাস লইয়া ত্রয়োদশ মাস স্বরূপ, যাহার পর্ব্বসকল ( চক্রের পাব ) তিন শত ষষ্টি সংখ্যক অহোরাত্র স্বরূপ, যাহার নেমি সকল (চক্রের প্রান্ত) ষড়্ঋতু স্বরূপ, যাহার পত্রাকার ধারাসকল ক্ষণ লব প্রভৃতি অনন্ত অনন্ত, যাহার নাভিসকল ( চক্রের মধ্য মণ্ডল ) চাতুর্মাস্যত্রয়। হে ভগবন্ ! তোমার ঈদৃশ সংবৎসরাত্মক তীব্রবেগসম্পন্ন যে ত্রিনাভি কালচক্র, ইহা সমুদায় জগৎকে ( * ) আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হইতেছে—সত্য, কিন্তু ভবদীয় এই সকল ভক্তবৃন্দকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতেছে না † ॥ ১৮ ॥

* অর্থাৎ জাগতিক সকল প্রাণীর আয়ুকে। † অর্থাৎ ভক্তগণের আয়ুর হ্রাস করিতেছে না।

ভগবান্ তুমি স্বয়ং এক অদ্বিতীয় হইয়াও সিসৃক্ষাধীন আত্মাধিকৃত যোগমায়াই তোমার দ্বিতীয়া। তুমি সেই দ্বিতীয়া যোগমায়াদ্বারা যেসকল সাত্ত্বিকাদি শক্তি আশ্রয় করিয়াছ, সেই সকল আশ্রিত শক্তিদ্বারাই জগতের সৃষ্টি করিতেছ, রক্ষা করিতেছ অন্তে আপনাপনিই আবার ঊর্ণনাভির ন্যায় গ্রাসও করিতেছ।[১৯] হে অধীশ্বর! আমাদের উপভোগ্য এই শব্দাদি বিষয় সুখ সকল তুমি সেই স্বীয় যোগমায়াদ্বারাই বিস্তারিত করিতেছ, যদিও তোমার ইহা ইচ্ছানুরূপ নহে তথাপি এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা, ইহা আমাদের উপর অনুগ্রহ বিধানার্থই যেন হয় অর্থাৎ আমরা যেন ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে অপবর্গ লাভ করিতে পারি। ফলতঃ তুমি যখন মায়া সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন বৎ প্রতীয়মান হইতেছ, আর সেই জন্যই যখন আমরা তোমারে তুলসী মালাপরিধায়ীরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য[২০]—যাহাতে জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম-ফল বিরত, যিনি স্বীয় মায়া দ্বারা লোকগণকে জন্ম মরণ প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করিতেছেন, যাঁহার চরণকমলযুগল সর্ব্বসাধারণেরই নমনীয়, যিনি ভক্তিভাবে অত্যল্প উপাসনাতেই কামনা সকল পরিপূর্ণ করিতেছেন, ভগবন্! তুমি আমাদের সেই ভগবান্, অতএব এক্ষণে আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, গরুড়স্কন্ধোপরি বিরাজমান ভগবান্ পদ্মনাভ, তাঁহাকর্ত্তৃক এইরূপ সার-গর্ভ বাক্যের সহিত অভিবন্দিত হইয়া তদীয় সেই অমৃতায়মান বচনপরম্পরাজাত প্রেম ও হাস্য নিঃসৃত অবলোকন দ্বারা ভ্রূদেশ ঈষৎ ঘূর্ণ্যমান করিয়া তাঁহারে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাহার জন্য তুমি আত্মনিয়মসমূহ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আমারে অর্চ্চনা করিলে, আমি তোমার সেই হার্দ্দ অভিপ্রায় ইতিপূর্ব্বেই অবগত হই এবং তদনুরূপ কার্য্যও সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

দেখ, প্রজাধ্যক্ষ! আমায় সর্ব্বতোভাবে ন্যস্তচিত্ত ভবাদৃশ লোকগণের আমায় যে এই অর্চ্চনাকরা, ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না ॥ ২৪ ॥

যিনি প্রজাপতি গণেরও অধিপতি, যিনি সদাশয়াদি লক্ষণ অভ্যুদয় কার্য্যে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, যিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বর-চিন্তাপরায়ণ, যিনি আজকাল ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অধিবাস ( রাজধানী ) করিয়া সপ্তার্ণবা বসুমতী শাসন করিতেছেন—হে বিপ্র! সেই ধর্ম্মকোবিদ ধর্ম্মশাস্ত্র পারঙ্গত রাজর্ষি সম্রাট্, পরশ্ব দিবস তোমারে দেখিবার জন্য শতরূপা নাম্নী স্বীয় মহিষীর সহিত আগ-

মন করিবেন। [২৫] । [২৬] হে, প্রভো ! তিনি আপনাকে আপন কন্যার অনুরূপ স্বামী জানিয়া সেই নীল-নয়না বয়ঃশীলগুণান্বিতা পতিগবেষণ কারিণী নিজ দুহিতারে (দেবহূতীরে) প্রদান করিবেন। [২৭] যাঁহার জন্য তুমি এতাধিক সংবৎসর কাল ব্যাকুল ছিলে, সেই রাজকন্যা তোমারে অতি শীঘ্রই সর্ব্বতোভাবে ভজনা করিবেন। [২৮] তিনি আপন গর্ভে তদীয় তেজঃ ধারণ করিয়া নববিধ সন্তান প্রসব করিবেন। ঋষিগণ ( মরীচ্যাদি ) ত্বদীয় বীর্য্য-প্রসূত কন্যাগণে অগৌণে পুত্রসকল উৎপাদন করিবেন [২৯] অতএব তুমি এক্ষণে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আমার আজ্ঞা সম্যক্ রূপে প্রতিপালনপূর্ব্বক দান ধ্যানাদি সমুদায় কর্ম্মফল আমায় সমর্পণ কর, তাহা হইলেই অন্তে অবশ্য আমায় লাভ করিবে। [৩০] অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে জীবগণের উপর দয়া করিয়া ও সন্ন্যাসধর্ম্মে আত্মজ্ঞানী হইয়া তাহাদিগকে অভয় দান করতঃ আমাতে তোমার আত্মা এবং জগৎ এই তিনই একীভূত দেখিবে। এইরূপে তোমার আত্মাতেও এই জগৎ ও আমাকে একীভূত করিয়া দেখিবে। [৩১] হে মহামুনে ! আমি তোমার ক্ষেত্রভূত ( স্ত্রী ) সেই দেবহূতিতে ত্বদীয় বীর্য্যের সহিত স্বীয় অংশ কলায় অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিব ॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, ভগবান্ প্রত্যগক্ষজ, এইরূপ তাঁহার সহিত স্বীয় অনুজ্ঞালাপ করিয়া সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত বিন্দুসরোবর হইতে প্রস্থান করিলেন। [৩৩] তিনি তখন স্থিরনেত্রে তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এদিকে নিখিল সিদ্ধেশ্বর স্তুত বৈকুণ্ঠ পথগামী ভগবান্, গরুড় পক্ষসমূহ দ্বারা অভিব্যক্তভূত সাম ও উচ্চারিত তদীয় ঋক্‌সমুদায় শ্রবণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে ঈশ্বর প্রস্থান করিলে পর ভগবান্ কর্দ্দম ঋষি সেই ভগবদুপদিষ্ট কাল (দিন দ্বয় ) প্রতীক্ষা করিয়া বিন্দু সরোবরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে সুধন্বন্ ! ( হে বিদুর ! ) ভগবান্, দিনদ্বয় পরে যেখানে যেরূপে আসিবেন বলিয়াছেন সম্রাট্ মনু ঠিক্ সেই সময়ে সেই শান্তব্রত মুনির আশ্রমেই ও সেইরূপেই অর্থাৎ সৌবর্ণপরিচ্ছদ রথে ভার্য্যাসহ আরূঢ় হইয়া এবং নিজ দুহিতারেও আরোপিত করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ যেখানে আসিয়া কর্দ্দম প্রজাপতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় নেত্র হইতে পুনঃ পুনঃ স্নেহসূচক অশ্রুবিন্দু পাত করেন। [৩৮] উহা সরস্বতী নদী পরিপ্লুত পুণ্য, শুভদ ও মহর্ষিগণ-নিষেবিত অমৃততুল্যজল হইয়া বিন্দুসরোবর নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥ ৩৯ ॥

যেখানে পবিত্র বৃক্ষ ও পবিত্র লতাসকল শোভিত হইতেছে। যেখানকার বৃক্ষাদিতে পবিত্র কৃষ্ণসারঙ্গ ও অন্যান্য বহুবিধ পক্ষিসকল আপন আপন নীড় করিয়া নিরুদ্বেগে কূজন করিতেছে। যে স্থান, সকল সময়েই সকল ঋতুজাত ফল পুষ্পাদি সম্পৎশালী বনরাজি শোভায় শোভিত; [৪০] মত্ত পক্ষি ও মত্ত ভ্রমরগণে নিনাদিত, মত্ত ময়ূরনটগণের নাট্যক্রিয়া সমাকুল, মত্ত কোকিলগণের পরস্পর কৃত 'কুহূ' রবে পরিপূর্ণ, [৪১] কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, [ ১ ] বকুল, আসন [ ২ ] কুন্দ, মন্দার, কুটজ, [ ৩ ] ও চূত পোতাদি [ ৪ ] বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত, [৪২] কারণ্ডব সকল [ ৫ ] প্লব সকল, [ ৬ ] হংস সকল, কুরর সকল, [ ৭ ] জলকুক্কুট সকল, সারস সকল, চক্রবাক ও চকোর সকলের সুমধুর কূজনে নিনাদিত। [৪৩] এবং ঐরূপ হরিণ সকল, ক্রোড় সকল, [ ৮ ] শলক সকল, গবয় সকল, হস্তি সকল, গোপুচ্ছ সকল [ ৯ ] মর্ক সকল, [ ১০ ] হরি সকল, [ ১১ ] নকুল সকল ও নাভি সকলে [ ১২ ] পরিব্যাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু আপন অনুচরগণের সহিত সেই পবিত্রতম স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে মুনি ( কর্দ্দম ) মহাত্মা কৃতহোম হইয়া নিশ্চিন্তভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। [৪৫] তপস্যায় চিরকালাবধি অত্যুগ্র সমাধিযুক্ত মনোনিবেশ করাতে কান্তিতে শরীর তাঁহার প্রদীপ্ত হইতেছে। সেই ভগবানের ভাষণরূপী চন্দ্রকলা সেই তন্ময় অমৃত তাঁহার স্নিগ্ধ চক্ষুর প্রান্তভাগ হইতে ক্ষরিত হওয়াতে তিনি বাস্তবিক তপঃ ক্লেশে কৃশ হইলেও তখন অকৃশ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

---

১ করমচা গাছকে " করঞ্জ " কহে। আসন বলিতে এস্থলে জীরক বৃক্ষ।

৩ কুটজ ইন্দ্রযবতরু বৃক্ষকে কহে। ইহা আজ কাল " কুড়চি " বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪ ক্ষুদ্রাম্র বৃক্ষকে " চূতপোত " কহে। ৫ " কারণ্ডব " হংস বিশেষকে কহে।

৬ প্লব শব্দে মিতাক্ষরায় বহুবিধ জন্তুর উল্লেখ আছে। কিন্তু এস্থানে ভেক, জল কাক ও জলচর পক্ষী বিশেষ বুঝিতে হইবে। ৭ কুরর বলিতে এস্থলে মেষ নহে কিন্তু উৎক্রোশ নামক পক্ষি বিশেষ।

৮ ক্রোড় বলিতে এস্থলে গ্রাম্য বরাহ নহে কিন্তু যে বরাহজাতিতে ভগবানের আবির্ভাব হয় তাহা বুঝিতে হইবে। ৯ যাহার লাঙ্গুল গোপুচ্ছের ন্যায় ঈদৃশ একটি জাতি বিশেষকে গোপুচ্ছ কহে।

১০ মর্কটকে মর্ক কহে। ১১ 'হরি' শব্দে এস্থলে বানর ও সিংহ এই দুইটী মাত্র বুঝাইতে পারে।

১২ 'নাভি' বলিতে মৃগনাভি, সেই মৃগনাভি বিশিষ্ট যে সকল মৃগ অর্থাৎ কস্তুরি মৃগ বুঝিতে হইবে।

অনন্তর তিনি সেই মুনিমহাত্মার নিকটস্থ হইয়া তাঁহারে অত্যুন্নত, পদ্মপলাশলোচন. জটিল, চীরবাসা ও অসংস্কৃত মহারত্ন সদৃশ মলিন রূপে প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

এদিকে মুনিবর আপন পর্ণ কুটীরে নৃদেব প্রণত হইয়া উপস্থিত দেখিয়া বিপুলাশীর্ব্বাদ সহকারে তাঁহার অভিনন্দন করিয়া যথানিয়মে যথাযোগ্য অতিথি সৎকার দ্বারা সৎকার করিলেন [৪৮] মুনিবর ভগবানের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক সেই সৎকৃত ও সংযত হইয়া আসীন রাজর্ষিরে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

হে দেব! তোমার এইরূপ পর্য্যটন অবশ্য সাধুগণের রক্ষার জন্য এবং অসাধুদিগের বিনাশের জন্য। ভগবন্! তুমিই সেই শ্রীহরির পালিনী শক্তি [৫০] যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম্ম ও বরুণের রূপ সকল যথাবসরে ধারণ করিতেছেন (*) ভগবন্ তুমি সেই বিষ্ণু-স্বরূপ। তোমায় নমস্কার ॥ ৫১ ॥

রাজন্! তুমি যে পর্য্যন্ত প্রচণ্ড শব্দনিনাদী কোদণ্ড হস্তে বিবিধমণি খচিত জৈত্র (†) রথে আরূঢ় হইয়া রথীয়ঘর্ঘর নিনাদে শত্রুগণকে ত্রাসিত ও স্বীয় সৈন্য সমূহের চরণাভিঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে এই রূপে অংশুমালির ন্যায় পর্য্যটন করিতেছ, ভগবৎ রচিত বর্ণাশ্রম জাত ধর্ম্মসকলের দৃঢ়বন্ধন সেই পর্য্যন্তই আছে। আপনি স্থির হইলে কখনই এরূপ আর থাকিবে না। তখন বিধর্ম্মি দস্যুগণ অকাতরে ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। [৫২] । [৫৩] । [৫৪] আহা তখন মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয় ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ের লোলুপ ও নিরঙ্কুশ হইয়া অধর্ম্মেরই বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থিত হইলে জীব লোক দস্যুগণে আক্রান্ত হইয়া আপনাপনিই বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৫ ॥

---

* সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবতার রূপ ধারণ কার্য্যতঃ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সূর্য্য যেমন অগ্রহায়ণ মাস অবধি অষ্ট মাস যাবৎ স্বীয় প্রখর কর বিস্তার পূর্ব্বক অল্পে অল্পে জল শোষণ করেন, তদ্রূপ রাজারেও অর্কব্রত ধারণ পূর্ব্বক প্রজাগণের নিকট হইতে অল্পে অল্পে কর শোষণ করিতে হয়। সেই অবস্থায় রাজারে সূর্য্য মূর্ত্তি বলা যায়। এইরূপ চন্দ্রাদি রূপ ধারণ বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

† যে রথে আরোহণ করিলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হয় অর্থাৎ অর্জ্জুনের যেরূপ কপিধ্বজ রথ, তদ্রূপ জয়শীল যে রথ তাহারে জৈত্ররথ বহে।

হে বীর! এক্ষণে আমি তোমায় বিদিত করিতেছি যে, তুমি এখানে যে উদ্দেশে আগমন করিলে, তাহা সানন্দ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত মনুবর্দ্দম সংবাদে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

### মৈত্রেয় কহিলেন,

আবিষ্কৃত নিখিল গুণ কর্ম্মের ঔৎকর্ষ বিধাতা সম্রাট্ মনু, কিঞ্চিৎ সলজ্জ হইয়াই যেন সেই নিবৃত্তিমার্গ নিরত মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

মনু বলিলেন, বেদময় ব্রহ্মা স্বীয় আত্মার বাহুল্যার্থ নিজমুখ হইতে তপ বিদ্যা ও যোগযুক্ত এবং অলম্পট স্বভাব করিয়া তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন। সহস্রপাৎ, সেই সকল সৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের পালনের জন্য স্বীয় সহস্র বাহু হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার হৃদয় স্বরূপ। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার অস্থি স্বরূপ বলিয়া লোকে প্রখ্যাত হইতেছেন। এইজন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ফলতঃ যিনি নির্ব্বিকার হইয়াও সর্ব্বাত্মক. সেই সর্ব্বাত্মক পুরুষই সকলকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে ভগবান্, আমারে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমধিক অভিলাষী দেখিয়া যে ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন তাহাতে আমার অনেক সংশয় হয় কিন্তু অদ্য তোমার সন্দর্শন মাত্রে সে সমুদায় সংশয়ই অপাকৃত হইল ॥ ৫ ॥

আহা যিনি অকৃতাত্মগণের দুর্দ্দর্শ সেই ভগবান্ (কর্দ্দম প্রজাপতি) অদ্য আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃই নয়নগোচরিত হইলেন। আপনার মঙ্গল পদধূলি যে, আমার মস্তকে স্পৃষ্ট হইল, ইহাও শুভাদৃষ্টাধীনই বলিতে হইবে। ৬ আমি স্বীয় অপাবৃত কর্ণরন্ধ্র সমূহদ্বারা ভবদীয় কমনীয় বাণীসকল আগ্রহ সহকারে সংগ্রহ করিয়াছি সেও আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ। আপনি আমায় অনুশাসনাদিরূপী যেসকল অনুগ্রহ বিধান করেন তাহাও আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ। ৭ হে মুনে! আপনি আমার সেই অনুগ্রহ বিধাতা, আমি এক্ষণে দুহিতৃস্নেহে অতিদুঃখিত দায়গ্রস্ত; অতএব কৃপাপূর্ব্বক এদীনের বিজ্ঞাপন আপনিই শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেছেন ॥ ৮ ॥

এই মদীয় দুহিতা, প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদের ভগীনী (*) এক্ষণে এ, রীতিমত বয়ঃক্রম শীলতাদিগুণযুক্ত আপন অনুরূপ পতি অভিলাষ করিতেছে। ৯ আমার এই স্নেহলতা, নারদমুখে যখন আপনার শীল, শ্রুত, রূপ, বয়ক্রম ও সদ্গুণসকল শ্রবণ করে, সেই অবধি আপনাতে আত্মসমর্পণ করিব বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছে। ১০ অতএব হে দ্বিজবর! ইহাকে আপনি গ্রহণ করুন। আমি ইহারে শ্রদ্ধার সহিত আপনাকে প্রদান করিলাম। গার্হস্থ কর্ম্ম সকলে এ, আপনার সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ বলিয়া জানিবেন ॥ ১১ ॥

ফলতঃ স্বতঃপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রত্যাখ্যান করা মুক্ত সঙ্গ পুরুষেরই উচিত নহে সংসারী ব্যক্তির ত কথাই নাই। ১২ আর যে ব্যক্তি এইরূপ স্বতঃ প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট বস্তুর অনাদর করিয়া নিকৃষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার সেই উৎকৃষ্টের অবজ্ঞা নিবন্ধন বহু দুঃখোপার্জ্জিত সম্মান টুকু নষ্ট হয় এবং নীচাভিলাষ নিবন্ধন স্ফীত যশ টুকুও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

হে বিদ্বন্! আপনি উদ্বাহার্থ সমুদ্যত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম সেই জন্যই আমি আপনার উপকারার্থ এক্ষণে কন্যা সহ উপস্থিত হইয়াছি, অতএব মৎ প্রদত্ত এই কন্যা আপনি প্রতিগ্রহ করুন ॥ ১৪ ॥

কর্দ্দম বলিলেন, "যে আজ্ঞে মহাশয়!" আমি এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত আছি। কারণ, আমি যথার্থতই উদ্বাহার্থ ইচ্ছুক আছি, এ অবস্থায় এই প্রথম বিবাহ সম্বন্ধ আমি ও আপনার

---

যাহার ভ্রাতা থাকে না তাদৃশ কন্যার বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ এই জন্য মনু পরিচয় দান সময়ে ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই অন্যত্র অবাগ্‌দত্তা কন্যা, উভয়েরই অনুরূপ হইতেছে। [১৫] অতএব হে নরদেব! তোমার এই আত্মজার বিবাহ-বিধি-প্রসিদ্ধ সেই কামনা (*) অবিলম্বে সিদ্ধ হউক, আমার কি তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে? আহা! যিনি স্বীয় অঙ্গকান্তিদ্বারা ভূষণের শোভাকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, এমন কে আছে যে তোমার ঈদৃশ অনুপম কান্তিমতী তনয়ারেও আদর করিবে না?। [১৬] আহা যিনি সুরম্য প্রাসাদে কন্দুক ক্রীড়ায় বিহ্বলাক্ষী ও শব্দায়মান নূপুর চরণে অতিমাত্র শোভিতা হইলে, যাঁহারে দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু সম্মোহ বাণে বিমূঢ় হইয়া উর্দ্ধ বিচরণ শীল স্বীয় বিমান হইতে অকস্মাৎ পতিত হইয়া যান। [১৭] তিনি কি না এখন স্বতঃ আসিয়া আমায় প্রার্থনা করিতেছেন! অতএব সেই ললনা-ললামভূতা, তদীয় শ্রীচরণসেবাহীন জনগণের দর্শনাযোগ্যা, উত্তানপদের ভগিনী মনু পুত্রিরে, কে এমন পণ্ডিত আছেন যে গ্রহণার্থ আনন্দে অনুমোদন করিবেন না? [১৮] অতএব আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে পর্য্যন্ত এই সাধ্বী আপন গর্ভে, মদীয় দেহচ্যুত তেজো ধারণ না করিবেন, তাবৎ কাল, আমি ইহাঁরে ভজনা করিতে থাকিব। তৎপরে পারমহংস্য জ্ঞান মুখ্য হিংসারহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রোক্ত ধর্ম্মগুলিই অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে (†) ॥ ১৯ ॥

যাঁহা হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, অন্তে পুনশ্চ যাঁহাতে বিলীন হইবে। উৎপত্তি বিনাশের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থাও যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, প্রজাপতিগণের অধিপতি সেই এই ভগবান্ অনন্তদেবই আমার এইরূপ অনুষ্ঠানের সাক্ষী! (‡) ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, হে উগ্রধন্বন্! তিনি মনু সম্মুখে এই মাত্র কথা কহিয়া অরবিন্দ-নাভকে মনে মনে চিন্তা করতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এবং স্বীয় স্মিত শোভন আনন দ্বারা দেবহূতীর চিত্ত প্রলোভিত করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

* অর্থাৎ "গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা" (অর্থাৎ আমি তোমার পতি হইয়া তোমার সৌভাগ্য বিধান করিবার অভিলাষে তোমার এই কর (পাণি) গ্রহণ করিতেছি)। এই মন্ত্রমূলক পাণিগ্রহণ কার্য্য অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে।

† অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত দেব পিতৃ ও মনুষ্য ঋণ হইতে মুক্ত না হইতেছি তাবৎকালই আমি তোমার কন্যার দায়ে দায়ী, তৎপরে আমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

‡ অর্থাৎ আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে আর যে স্ত্রী দায়ে দায়ী হইব না ইহা আমার স্বেচ্ছাধীন জানিবেন না। আমার প্রতি ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা আছে।

এদিকে তিনি ( মনু ) আপন দুহিতার ঐ রূপ চিত্তবিকার স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া অতি মাত্র আনন্দিত হইলেন। মহিষীর অনুমত্যনুসারে সেই গুণগণাঢ্যকে তদনুরূপ আপন কন্যারত্ন সমর্পণ করিলেন ॥ ২২ ॥

মহারাজ্ঞী শতরূপা, সেই নব দম্পতিকে, বিবাহ কালে প্রদেয় মহাধন ( যৌতুক ) সকল অন্যান্য বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার সকল, ও বিবিধ পরিচ্ছদ সকল অতিপ্রীতির সহিত প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

সম্রাট্ আপন দুহিতারে অনুরূপ পাত্রে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু আবার যে কখন তাহারে দেখিতে পাইবেন এই উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। কন্যার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বাহুদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক উপালিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ 'মা আমার! বাছা আমার!' ইত্যাদি স্নেহ বাক্য সমূহে হৃদয় বিদীর্ণ করতঃ নেত্রাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এমন কি সে সময়ে তাঁহার নেত্রজলে দুহিতার কেশকলাপ একেবারে স্নান করার ন্যায় সিক্ত হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অনন্তর তিনি সেই মুনিবরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা মতে ভার্য্যা সহ রথারূঢ় হইয়া অনুচরগণের সহিত প্রতিগমন করিলেন। ২৬ যাইবার সময়ে পথেতে ঋষিকুল্যা সরস্বতীর পার্শ্বদ্বয়ে ঋষিগণের আশ্রম শোভা সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

চির সন্তুষ্ট প্রজা সকল অধিরাজ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছেন দেখিয়া সকলেই গীতি, স্তুতি ও বাদিত্র বাদন সহকারে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল ॥ ২৮ ॥

যেখানে সর্ব্ব সম্পৎ সমন্বিত বর্হিষ্মতী নামক পুরী বিরাজিত, যেখানে যজ্ঞাবতার ( বরাহ ) ভগবানের অঙ্গ বিধূননে রোম সকল নিপতিত হয় সেই স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে ॥ ২৯ ॥

যেখানে কুশ কাশ সকল সতত হরিদ্বর্ণ থাকিয়া পৃথিবীর শোভা সমৃদ্ধি করিত, যেখানে ঋষি সকল যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসগণকে পরাভূত করিয়া যজ্ঞপুরুষের স্তব করিয়াছিলেন। ৩০ যেখানে ভগবান্ মনু, কুশ কাশময় আসন পাতিয়া যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন এবং সেই আরাধনা ফলেই যে প্রশস্তস্থান তাঁহার হস্তগত হয়। বিভু ( মনু ) পূর্ব্বাবধিই যেখানে বাস করিয়া আসিতেছেন সেই বর্হিষ্মতী নামক পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাপত্রয় বিনাশন নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎ পরে স্বীয় ভার্য্যা ও স্বীয় প্রজাগণের সহিত নিষ্কণ্টকে অন্যান্য ধর্ম্মের

অবিরোধে শব্দাদি উপভোগ্য বিষয় সকল উপভোগ করিয়া যান। যদিও প্রত্যহ প্রত্যূষে সুরগায়কেরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত উপস্থিত হইয়া তদীয় সৎ কীর্ত্তি সকল গান করিতে করিতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিত তথাপি তিনি সে সকল সম্যক্ রূপে আকর্ণন না করিয়া শুদ্ধ শ্রীহরিকথা মাত্র শ্রবণ করতঃ উত্থিত হইতেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

মুনিবর সেই স্বায়ম্ভুব মনু নিতান্ত ভগবৎপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই ঐচ্ছিক বিবিধ ভোগে পূর্ণ নিষ্ণাত হইলেও তাঁহারে ভোগ সকল কিঞ্চিন্মাত্রও অভিভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ৩৪ তাঁহার স্বীয় মন্বন্তরের অবসানকারি কালাবয়বভূত মুহূর্ত্ত যাম সকল কিছুমাত্র নিষ্ফল যায় নাই প্রত্যুত সমুদায় কালই বিষ্ণুর ধ্যান, বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, বিষ্ণুকথা আখ্যান ও স্বীয় বাক্য দ্বারা বিষ্ণু কথার রচনা করণ এই সমুদায় অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যতীত হইত। ৩৫ সেই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাতীত—তুরীয়াবস্থ ভগবান্, এইরূপে বাসুদেব কথা প্রসঙ্গে চতুর্যুগাত্মক মহাযুগের এক সপ্ততি সংখ্যক স্বীয় মন্বন্তরাখ্য কাল অতিবাহিত করেন ॥ ৩৬ ॥

হে ব্যাস-পুত্র! তিনি একজন গণনীয় হরিপদাশ্রিত ছিলেন সুতরাং শারিরই বল, মানসই বল, আন্তরিক্ষই বল অথবা শক্রপ্রভব ভৌতিক ক্লেশই বল, কোন্ ক্লেশ আর তাঁহারে আচ্ছন্ন করিতে পারে? ॥ ৩৭ ॥

যিনি মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রম সম্বন্ধে নানাবিধ শুভ ধর্ম্ম সকল বলিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বদাই সকলভূতের হিত কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ৩৮ সেই বর্ণনীয় আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তাঁহার কন্যার সমৃদ্ধি বিষয়ক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত মনুকর্দ্দম সংবাদে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥**

॥ হরিঃ ওঁ ॥

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় কহিলেন,

ভবানী যেমন আপন প্রভু ভবের পরিচর্য্যা করেন তদ্রূপ সেই ইঙ্গিত-কোবিদা সাধ্বীও মাতা পিতা গমন করিলে পর নিরন্তর অতি প্রীতির সহিত আপন পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ১ এমন কি তিনি সেই তেজীয়ান্ পতিরে কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, দুর্ব্ব্যসন ও মদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যহ অপ্রমত্তা ও কার্য্যোদ্যতা হইয়া প্রণয়, আত্মশৌচ, পতিকুলের গৌরবাখ্যান, দম, শুশ্রূষা ও সৌহার্দ্দ জনক মধুর বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

দেবর্ষিবর, সেই সর্ব্বতোভাবে অনুরক্তা, দৈব হইতেও গরীয়ান্ বিবেচনায় পতির নিকট পুত্ররূপ মহাশীর্ব্বাদাভিলাষিণী মনু-পুত্রীরে বহুকাল হইতে ব্রতচর্য্যা দ্বারা কৃশাঙ্গিনী ও ম্লানবদনা দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে সপ্রেম গদ্গদ বাক্যে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

কর্দ্দম বলিলেন, হে মানবি! তুমি আমার মান-বিধাত্রী, তোমার পরম শুশ্রূষায় ও পরা ভক্তিতে অদ্য আমি অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। আহা! যাহা দেহিগণের অতীব প্রিয়, সেই এই ত্বদীয় দেহ পরিষ্কার যোগ্য হইলেও শুদ্ধ আমার সেবার জন্য উপেক্ষিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

আমি স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া তপঃ সমাধি ও উপাসনাতে চিত্তৈকাগ্র্য বিধান করিয়া যে সকল অভয় ও অশোক দিব্য ভোগ স্বরূপ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, আহা! তুমি এক মদীয় সেবা দ্বারাই সেই সকল স্বায়ত্ত করিয়াছ কিন্তু এখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না। আচ্ছা, তুমি যাহা দ্বারা দেখিতে পাইবে সেই দিব্য দৃষ্টি আমি তোমায় প্রদান করিতেছি ॥ ৭ অন্যান্য অদিব্য ভোগ সকল অতি তুচ্ছ জানিবে, কেননা ভগবান্ উরুক্রমের কিঞ্চিন্মাত্র বক্র দৃষ্টিপাত হইলে সেই সকল ভোগমনোরথ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব মানিনি! তুমি যেমন পাতিব্রত্য ধর্ম্মে সিদ্ধ হইয়াছ তেমনি এখন তোমার সেই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফল এই সিদ্ধ দিব্য বিষয় সকলও উপভোগ কর। ফলতঃ যেসকল মনুষ্যেরা আপনারে 'নৃপ' বলিয়া অভিমান করিতেছেন তাঁহাদের অভিমান জনিত সেই সকল মনোবিক্রিয়া থাকিতে ইহা দুষ্প্রাপ্য ॥ ৮ ॥

অবলা, নিখিলযোগমায়া, বিদ্যা ও সেই সেই উপাসনাসকলে বিচক্ষণ স্বীয় পতিরে এইরূপ বলিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অনন্তর ঈষৎ সলজ্জ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্মেরাননা হইয়া বিনয় ও প্রেম জনিত গদগদ বাক্যে তাঁহারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

দেবহূতি বলিলেন, হে দ্বিজরষ! হে বিভো! তুমি যোগমায়ার নিয়ন্তা, সুতরাং আমি জানিতেছি এসমস্ত ত তোমাতে সিদ্ধই আছে, কিন্তু স্বামিন্! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, গর্ভ সম্ভব পর্য্যন্ত আমার সহিত সঙ্গ করিবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা কার্য্যতঃ পরিণত হউক, যেহেতু সতী স্ত্রীলোকগণের শ্রেষ্ঠ স্বামির নিকট এই সন্তান-প্রসব গুণই মহান্ লাভ। ১০ অতএব, প্রাণেশ! এক্ষণে রতি শাস্ত্রানুসারে তোমার অঙ্গ সঙ্গ সাধন ক্রিয়াগুলি আমায় শিক্ষা দাও। তাহা হইলেই আমার এই অতিরমণেচ্ছা জনিত বিদগ্ধ শরীর রতি কার্য্যে সমর্থ হইবে। অনঙ্গ, তোমা কর্তৃক ক্ষুভিত হইয়াই এরূপ আমারে দগ্ধ ও ক্লিষ্ট করিতেছে। অতএব আমার গর্ভে তোমার অনুরূপ পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে একতর স্থির কর ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তৎপরে কর্দ্দম প্রজাপতি স্বীয় প্রিয়ার প্রিয়বিধানেচ্ছায় যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎই যথাভিলাষগামি একটি বিমানের আবির্ভাব করিলেন ॥ ১২ ॥

বিমানটি সকল কাম-দুহ, সকল রত্ন সমন্বিত, সকল প্রকার উত্তরোত্তর অতি সমৃদ্ধিমৎ সম্পদ বিশিষ্ট, সকল কালেই সুখাবহ, বিচিত্র পট্টিকা ও পতাকা সমূহে সমলঙ্কৃত, মৃদু মধুর শব্দ করিয়া উড্ডীয়মান ভ্রমর বিশিষ্ট বিচিত্র পুষ্পশালি মালা সকল ও দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয়াদি নানাবিধ বস্ত্র সমূহ দ্বারা প্রদীপ্ত, উপর্য্যুপরিভাবে বিরচিত গৃহ সকল পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যঙ্ক ব্যজন আসন ও ক্লৃপ্ত শয্যাদির অবস্থানে অতীব কমনীয় সেই সেই স্থান সকল নিঃক্ষিপ্ত নানাবিধ শিল্পবস্তু দ্বারা উপশোভিত, মহামরকতমণিময়ী স্থলী ও বিদ্রুমময় বেদিকা সমূহ দ্বারা সুশোভিত, দ্বার সকল বিদ্রুমময়দেহলী দ্বারা শোভিত ও বজ্র মণি খচিত কবাট যুক্ত। প্রাসাদের ইন্দ্রনীলমণিময় অগ্রভাগ সকল হেমকুম্ভ সমূহে অধিষ্ঠিত, বজ্র মণি খচিত ভিত্তি সমূহে চিত্রীকৃত প্রদীপ্ত পদ্মরাগ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণি সকল মহার্হ হেমতোরণ সকল ও বিচিত্র বিতান সমূহ দ্বারা সুশোভিত, হংস পারাবত প্রভৃতি পক্ষি সকল কৃত্রিম হইয়াও পরস্পর যেন স্বজাতীয় মানিয়া পরস্পর আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, বিলাস স্থান, বিশ্রাম ভবন, উপভোগ স্থান, গৃহ বহির্ভূত স্থান ও প্রাকার বহির্ভূত স্থান ও স্বীয়

অভিলাষানুরূপ বিরচিত বলিয়া প্রতীত এই বৈমানিক স্থান—সমস্তই মায়াবীরও বিস্ময়-জনক ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

মনু-পুত্রী ঈদৃশ বৈমানিক গৃহও তখন অতি প্রীতির সহিত দেখিতেছেন না, সর্ব্বভূতাভিপ্রায়জ্ঞ কর্দ্দম আপন পত্নীকে এইরূপ অনতিসম্পন্ন দেখিয়া স্বয়ং বলিলেন। [২২] হে ভীরু! তুমি এই হ্রদেতে স্নান করিয়া এই বিমানে আসিয়া আরোহণ কর। এই বিমান বিষ্ণু বিরচিত তীর্থ স্বরূপ। ইহা মনুষ্যগণের সমূহ আশীর্ব্বাদ প্রাপক ॥ ২৩ ॥

অনন্তর কমলনয়না, ভর্ত্তার এবংবিধ বাক্য সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্র ও বেণীভূত মস্তককেশকলাপ সকল, ধূলি ধূসরিত স্তন বিবর্ণভূত এমনকি সমুদায় অঙ্গই ধূলি ও কর্দ্দম দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই শিবজলাশয়ে সরস্বতীর হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

তিনি যখন সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হন তখন সেই সরোবরতলের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত দশশত পদ্মগন্ধি পদ্মিনী কন্যাসকল তাঁহারে দেখিতে পাইল। তাহারা সকলেই কিশোর বয় ছিল। সেই কিশোর বয়া কামিনীগণ তাঁহারে এইরূপে সরসী জলে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া সহসা উত্থিত হইল। এবং সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল, "আমরা সকলেই আপনার কিঙ্করী, এক্ষণে অনুমতি হউক আমরা আপনার কি কার্য্য করিব?" ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

হে মানদ! অনন্তর তাহারা সেই মনস্বিনীরে মহার্হ সুগন্ধি তৈলাদি ম্রক্ষণপূর্ব্বক স্নান করাইয়া পরিধানার্থ অতিপরিষ্কৃত নূতন বস্ত্রযুগল প্রদান করিল (*)। [২৮] বরীয়ান্ দ্যুতিমৎ অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণসকল প্রদান করিল। সর্ব্বতোভাবে শরীরের স্বাস্থ্যকর অন্ন প্রদান করিল। এবং অতিসুস্বাদু অমৃততুল্য মাদক জলও (†) তাঁহারে পান করিতে দিল ॥ ২৯ ॥

অনন্তর তিনি সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া আপনাকে এইরূপ দেখিতে লাগিলেন। কণ্ঠে মালা দোদুল্যমান। পরিধানযুগল অতি সুপরিষ্কৃত। গাত্রে পূর্ব্ববৎ আর ধূলি নাই প্রত্যুত মঙ্গল-

---

(*) অর্থাৎ প্রত্যেককে একখানি শাটী ও একখানি কঞ্চুকি প্রদান করিল। কঞ্চুকীহীন হইলে 'একবস্ত্রা' হয়। রজঃস্বলা না হইলে স্ত্রীগণের কোন সময়েই একবস্ত্রা থাকিতে নাই।

(†) এই জল মদ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে, কিন্তু সুরা নহে।

চিহ্নে সুশোভিত। কন্যাগণ দ্বারা বহু মানিত ও স্নাত হইয়া উপবিষ্ট। পূর্ব্ববৎ এবার শরীর অর্দ্ধাঙ্গ স্নাত নহে কিন্তু আমস্তক পূর্ণ স্নাত। সকল প্রকার আভরণ দ্বারা ভূষিত অর্থাৎ গ্রীবাতে পদক, হস্তে বলয়, পাদযুগলে শব্দায়মান স্বর্ণনূপুর, কটি পার্শ্বদ্বয়ের অধোভাগ বহুরত্ন খচিত স্বর্ণকাঞ্চী দ্বারা শোভিত, গ্রীবা মাহাহ হার ও মস্তক মস্তকাভরণ বিশেষ দ্বারা বিভূষিত. সুন্দর ভ্রু, সুন্দর দন্ত নেত্র প্রান্তভাগ চক্ষু পদ্মকোশের সহিত স্পর্দ্ধা কারি, এবং আনন নীল অলকা সমূহদ্বারা চিত্রিত ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

তিনি আদর্শে এইরূপ আপন প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া ঋষিগণশ্রেষ্ঠ দয়ালু পতিরে স্মরণ করেন। সে অবস্থায় দেখেন যে, যেখানে সেই প্রজাপতি স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন স্বয়ংও সেই স্থানে রহিয়াছেন,। ৩৪ তিনি সেই সময়ে স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া আপনার সেইরূপ যোগপ্রভাব দেখিয়া "কি আশ্চর্য্য! এ কি হইল!' বলিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্না হইলেন ॥ ৩৫ ॥

হে জিতকাম! তদনন্তর প্রজাপতি প্রেমপুলকিতাঙ্গ হইয়া স্নানপরিধৌতাঙ্গী অনুপম রূপলাবণ্যবতী. ভূত পূর্ব্বক রূপ ধারিণী (•) আর ৩ সুন্দরস্তনী, সুন্দরবসনপরিধায়িনী ও বিদ্যাধরী সহস্র পরিসেবিতাঙ্গী সেই স্বীয় পত্নীরে উক্ত বিমানে আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

অলুপ্ত মর্য্যা মুনিবর স্বীয় প্রিয়ানুরাগে বিমানাভ্যন্তরে বিকসিত কুমুদগণ বিশিষ্টের ন্যায় ও গগণস্থ তারাগণ বেষ্টিত কমনীয় দর্শন তারাপতির ন্যায় বিদ্যাধরী পরিবেষ্টিত হইয়া প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিবর এইরূপ বিমানযানে ভ্রমণ করিতে করিতে অষ্টদিক্ পালগণের বিহার স্থান কুলাচলেন্দ্র পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তদীয় অনঙ্গবন্ধু শীত সুগন্ধবহ মন্দ মন্দ অনিল হিল্লোলন সৌভাগ্য শালিনী এবং গঙ্গা প্রপাত জনিত সুমধুর নিনাদ শালিনী যেসকল গুহা আছে, সেই সকল গুহায় গুহায় ভ্রমণ পূর্ব্বক সিদ্ধগণাভিবন্দনীয় ও ধনাধিপের ন্যায় বহুললনাবান্ হইয়া বহুদিন যাবৎ বিহার করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

তিনি এইরূপে ললনানুরক্ত হইয়া বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, মানস, ও চৈত্ররথ্য নামক উদ্যানে গিয়াও বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

---

(•) অর্থাৎ পিত্রালয়ে থাকিতে রাজপরিচ্ছদ বিশিষ্ট হইয়া যেরূপ দেখিতে সুন্দরা হইতেন তদ্রূপ হইলেন।

বায়ু যেমন লোক গণের অগ্রসর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি সেই যথাকাম-গমনশীল (*) মহীয়ান্ মহীয়ান্ প্রদীপ্ত বিমানারোহী অন্যান্য সকল বৈমানিকেরই অগ্রসর হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। [৪১] ফলতঃ সংসারবিনাশন তীর্থপাদচরণ যাঁহাদের আশ্রয়, সেইসকল অগাধবুদ্ধি মহাত্মাগণের এমন কোন্ স্থান আছে যাহা দুরভিগম্য হইবে ॥ ৪২ ॥

মহাযোগী এইরূপে রথারূঢ় হইয়া আপন পত্নীরে জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ সকল ও ভারত-বর্ষ প্রভৃতি বর্ষ সকল বিশিষ্ট বহ্বাশ্চর্য্যময় পৃথিবীর গোলাকারত্ব প্রদর্শন করাইতে করাইতে স্বীয় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর গৃহে আসিয়া সেই সুরতোৎসুকা (কামুকী) মানবী ললনার সহিত রতিরঙ্গে ক্রীড়া করিয়া বহু বহু বর্ষ মুহূর্ত্তের ন্যায় ক্ষেপণ করেন এবং তাহার গর্ভে আত্মারে নববিধ বিভাগ করেন। [৪৪] এদিকে মানবী সেই বিমানের উপরে সুন্দর পতি সঙ্গে সঙ্গতা হইয়া ঐরূপ বহু বহু বর্ষ যাবৎ রতি-সুখ-করী উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ানা হইয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কামলালসা বিশিষ্ট হইয়া যোগানুভব পূর্ব্বক ক্রীড়া পরতন্ত্র হইলে, দেখিতে দেখিতে শত সংবৎসর কাল অত্যল্প সময়ের মধ্যেই যেন ব্যতীত হইয়া যায়। [৪৫]। [৪৬] অনন্তর সেই সর্ব্ব-সঙ্কল্পবিৎ আত্মবিৎ বিভু, তাঁহারে অতিপ্রীতির সহিত অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী করিয়া স্বীয় রূপকে নবধা বিভাগ পূর্ব্বক তদীয় গর্ভে রেত আধান করিলেন। [৪৭] দেবহূতী সেই জন্য সদাই কন্যা প্রসব করেন। সেই সকল কন্যারা সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও রক্তোৎপলগন্ধি হয় ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর তিনি মুখে হাস্য ভাব রাখিয়াও পতি প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবেন বিবেচনা করিয়া মনে মনে বড়ই খিন্না হন এবং অধোমুখী হইয়া নখ মণি শোভা বিশিষ্ট পদ দ্বারা ভূমিতে 'আঁচড়' দিতে দিতে নেত্রাশ্রুজল নেত্রেই অবরুদ্ধ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সুললিত বাক্যে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

দেবহূতি বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদিও আপন প্রতিজ্ঞামত সমুদায় কার্য্যই আমার সম্পাদন করিয়াছেন তথাপি এ সংসার ভয়ভীত কাতরাকে অভয় প্রদান করিতে আপনিই সমর্থ হইতেছেন ॥ ৫১ ॥ হে ব্রহ্মন্! তোমার কন্যাগণকে ত তোমারই বলে আপন আপন

(*) অর্থাৎ বিমানারোহি সুকৃতিগণের ইচ্ছানুসারে গমনশীল

অনুরূপ রূপগুণসম্পন্ন পতি অন্বেষণ করিতে হইবে। তুমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বন গমনর করিলে আমারে জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য কাহারও ত আবশ্যক হইবে। প্রভো! এতদিন ত ইন্দ্রিয় ও বিষয় সুখ প্রসঙ্গে পরতর আত্মার স্বরূপ কি জানিতে পারি নাই। এখন আর বিষয় সুখে আমার অভিলাষ নাই। চিত্ত তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে।[৫২।৫৩] আমি পরতর তত্ত্ব অবগত ছিলাম না বলিয়াই ইন্দ্রিয় ও বৈষয়িক সুখে আসক্ত হই এবং এই জন্যই আমার তোমাতে এরূপ প্রসক্তিও জন্মিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সংসার ভয়ে ভীতা হইয়াছি, এ অবস্থায় তুমিই আমার অভয়দাতা। এক সঙ্গই সংসার জনক হইয়া থাকে এবং সংসারের বিনাশনও হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইচ্ছা পূর্ব্বক যদি অসাধুগণের সঙ্গে সঙ্গ করা যায় তাহা হইলে ঐ দুষ্ট সঙ্গ সংসারের আসক্তি জনক হয় আর এই সঙ্গই যদি সাধুগণের সহিত করা যায় তাহা হইলে উহা সংসারের বৈরক্তিজনক হইয়া থাকে।[৫৫] যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য হয় না উহা বিরাগের জন্যও হয় না এবং তীর্থপাদ ভগবৎ সেবার জন্যও হয় না। তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠাতা জীবিত থাকিয়াও মৃত তুল্য।[৫৬] ভগবন্! আমি এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠাত্রী হইয়াছি। নিশ্চয়ই আপনার মায়ায় দৃঢ়রূপে বঞ্চিতা হইয়াছি। কেননা আপনার ন্যায় মুক্তিদাতা স্বামী পাইয়াও আমি এখনও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না ॥ ৫৭ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত দেবহূতির অনুতাপ নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

( হরিঃ ওঁ )

# চতুর্বিংশ অধ্যায়।

## মৈত্রেয় কহিলেন,

অনন্তর দয়ালু ঋষি পূর্ব্বোক্ত স্বীয় কথা স্মরণ করিয়া সেই অনুতাপ বাগ্‌ভাষিণী শ্লাঘ্যা মনুদুহিতারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ঋষি বলিলেন, হে অনিন্দিতে! হে রাজপুত্রী! তুমি আপনাকে "আমি ভাগ্যহীনা" বলিয়া এরূপ আর প্রত্যহ খিন্না করিও না। আমি বলিতেছি, অতি শীঘ্রই তোমার গর্ভে ক্ষরাতীত ভগবান্ প্রবিষ্ট হইবেন।[২] দেখ, তুমি ধৃতব্রতা হইয়া আছ অতএব তোমার ভাল হইবে। এক্ষণে দম, নিয়ম, তপঃ ও ধনদান এবং সর্ব্ব মূলীভূত শ্রদ্ধা দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা কর।[৩] সেই শুক্ল ভগবান্, তোমা দ্বারা এইরূপে আরাধিত হইলে, তিনি তোমার ঔদর্য্য পুত্র হইয়া মদীয় যশোবিস্তার করিবেন। এবং ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা তোমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন করিবেন ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, দেবহূতি প্রজাপতির এইরূপ বাক্যে সম্যক্ শ্রদ্ধা করিয়া কূটস্থ, গুরু পুরুষকে আরাধনা করিতে লাগিলেন।[৫] এইরূপে আরাধনা করিতে করিতে বহুদিন ব্যতীত হইলে পর ভগবান্ মধুসূদন কাষ্ঠান্তঃপ্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় অন্তস্তেজ সম্পন্ন হইয়া কর্দ্দমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥

তখন বর্ষণশীল মেঘ সকল আকাশে বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।[৭] গগণচর-প্রক্ষিপ্ত দিব্য পুষ্প সকল আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিল। সরিৎ সকল, সাগর সকল ও দিক্ সকল সমস্তই একেবারে প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥

অনন্তর সেই সময়ে সেই সরস্বতী তীর্থ পরিবেষ্টিত কর্দ্দমাশ্রমে স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) মরীচ্যাদি ঋষিগণের সহিত আগমন করিলেন।[৯] হে শত্রুহন্! বিদ্বান্ স্বরাট্ অজ ভগবান্ ব্রহ্ম, সাংখ্য তত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্য ব্রহ্মসত্ত্বাংশে প্রাদুর্ভূত সেই পুর ভগবান্‌কে এবং তাঁহার চিকীর্ষিত কার্য্যের বহুমান সংবিধানে প্রহৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া কর্দ্দম প্রজাপতিরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মানদ! বৎস! তুমি আমারে যথেষ্ট অর্চ্চনা করিয়াছ। যেহেতু তুমি আমার বাক্য বহু মানের সহিত নিষ্কপট ভাবে গ্রহণ করিয়াছ।[১২] তুমি যে, গুরুবাক্য বহু মান্যের সহিত "যে আজ্ঞে" বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, আমি এতাবতাই অবগত হইয়াছি, "পিতার শুশ্রূষা পুত্রগণের কর্ত্তব্য" এই মদীয় অনুজ্ঞা তোমা দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে ॥১৩॥

হে বৎস! তোমার সুমধ্যমা এই সকল দুহিতারা সতী হউক। ইহারা অনেকবিধ বংশে সমবেত হইয়া এই সৃষ্টিই ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। অতএব তুমি আত্মজগণকে ইহাদের শীলানুরূপ ও ইহাদের রুচিমত ভাল ভাল ঋষিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই ভূমণ্ডলে যশোরাশি বিস্তার কর ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

মুনে! আমি বেশ জানি, যিনি ভূতগণের শেবধিরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন কথা ছিল ইনি সেই আদ্য পুরুষ! এই আদ্য ভগবান্, সাংখ্য তত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্য এই এক মায়া অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র ॥ ১৬ ॥ .

(দেবহূতির প্রতি) যিনি হিরণ্যকেশ, যিনি পদ্মপলাশলোচন, এবং যাঁহার পাদ পদ্ম পদ্ম মুদ্রা চিহ্নিত, যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান যোগ দ্বারা কর্ম্ম সকলের জটিলতার (বাসনার) উৎপাটন ও অবিদ্যা জনিত সংশয় গ্রন্থির ছেদন করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিবেন, হে মানবি! সেই কৈটভার্দ্দন ভগবানই তোমার গর্ভে আসিয়া প্রবিষ্ট হন, ফল, ইনিই তিনি।[১৭]।[১৮] ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর ও সাংখ্যাচার্য্যদিগের পূজিত ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন হইয়া লোকে "কপিল" নামে আখ্যাত হইবেন ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, জগৎ শ্রষ্টা হংস (ব্রহ্মা) উহাঁদের দম্পতিরে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া নারদ ও কুমারগণের সহিত হংসযানে সমারূঢ় হইয়া পরম ধাম তৃতীয় ধামে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

হে ক্ষত্ত! ব্রহ্মা কর্দ্দম মুনিরে এইরূপে আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, কর্দ্দম যথোচিত মতে আপন দুহিতা সকল প্রদান করেন। অর্থাৎ মরীচিরে কলা, অত্রিরে অনসূয়া, অঙ্গিরারে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে উপযুক্ত গতি, ক্রতুরে সতী ক্রিয়া, ভৃগুরে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী এবং অথর্ব্বারে যজ্ঞ বিস্তারকারিণী শান্তিকে প্রদান করিলেন। এই মতে কন্যা সকল যোগ্য পাত্রে দান করিয়া সেই সকল কৃতোদ্বাহ সদার বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

হে ক্ষত্ত! সেই সকল ঋষিরা যথা সময়ে আপন আপন দারা সমভিব্যাহারে আপন আপন আশ্রম মণ্ডলে প্রস্থান করেন। অনন্তর তাঁহারা স্বীয় আশ্রমে সদার পাদ স্পর্শ করিয়া বড়ই প্রফুল্ল হন ॥ ২৫ ॥

এদিকে তিনি ( কর্দ্দম ) একান্তে বসিয়া বিবুধশ্রেষ্ঠ আপন আত্মজকে (কপিলকে) ত্রিযুগ ভগবদবতার বিবেচনায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

কর্দ্দম বলিলেন, যাহারা আপন আপন দুষ্কৃত ফলে সংসার নরকাগ্নিতে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র দগ্ধ হইতেছে। আহা কি আশ্চর্য্য! কালে তাহাদের উপরেও আবার দেবতারা ( নিশ্চয়ই যে দেখছি ) প্রসন্ন হইতেছেন।[২৭] যতীরা শূন্য গৃহে বসিয়া তোমার যে পদ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহু জন্ম জন্মান্তরে পরিপাক কষায় যোগসমাধিদ্বারা সম্যক্ রূপে যত্ন করিতেছেন।[২৮] আহা! আমার কি শুভাদৃষ্ট! সেই ভগবান্ কি না আপন লাঘব অগ্রাহ্য করিয়া আপন গ্রাম্য ভক্তগণের পৃষ্ঠপূরক হইয়া আজ অনায়াসে তাহাদের গৃহে আসিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ॥ ২৯ ॥

হে ভগবন্! তুমি ভক্তগণের মান বর্দ্ধন করিয়া থাক সুতরাং স্বীয় প্রতিশ্রুত বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার গৃহে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

হে ভগবন্! তুমি প্রাকৃত রূপ রহিত হইয়া যে সকল চতুর্ভুজাদি অলৌকিক দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাক একমাত্র তোমার সেই রূপগুলি গ্রহণ যোগ্য হইলেও স্বীয় ভক্তগণের জন্য তোমারে যে সকল রূপ ধারণ করিতে হয় সে সকলরূপেও কিছু তোমার অরুচি নাই।[৩১] তোমার পাদপীঠ, তত্ত্ববুভুৎসু পণ্ডিতগণ দ্বারা সদা সর্ব্বদা অভিবাদ্য এবং তুমি ঐশ্বর্য্য (অণিমাদি বিভূতি সকল ) বৈরাগ্য, যশ, অবরোধ বীর্য্য ও শ্রীতে পরিপূর্ণ। আমি তোমার শরণাগত হইলাম।[৩২] তুমি পরমেশ্বর, তুমি প্রধান পুরুষ, তুমি মহান্, তুমি কাল, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি অহঙ্কার, তুমি লোকপাল ও তুমিই আত্মানুভূতি দ্বারা প্রপঞ্চ সকল নিজায়ত্ত্ব করিয়া রাখিয়াছ। তুমিই স্বচ্ছন্দ শক্তিরূপ এবং এক্ষণে তুমিই কপিলরূপী, ভগবন্! তোমার আমি শরণাগত হইলাম।[৩৩] দেব! এখন আমি আপনারে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসিতেছি। আপনি ত প্রজাগণের অধিপতি। আপনি আমার ঔরসে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং আমি দৈব পৈত্র ও মানুষ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার যে জন্য পাণি গ্রহণ করা তাহা সিদ্ধ হইল।

এখন আমি ইচ্ছা করিতেছি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তোমারে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক বিগতশোক হইয়া বনে বনে বিচরণ করিব। দেব! আপনার ইহাতে কি অনুমতি হয়? ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ (কপিল) বলিলেন, হে মুনে! দেখ, কি বৈদিক কি লৌকিক সর্ব্বত্রই আমি যাহা বলিব তাহাই প্রমাণ। অতএব সেইটী সত্য করিবার জন্যই আমি অজ হইয়াও জন্ম স্বীকার করিয়াছি। [৩৫] ইহলোকে মুমুক্ষুগণের দুরাশয়ভূত ষাট্‌কৌষিক শরীর হইতে আমার জন্ম। এই যে জন্ম দেখিতেছ, ইহা মুনিগণের আত্ম-দর্শনোপযোগি তত্ত্ব-প্রসংখ্যান (সাংখ্য শাস্ত্র) উপদেশ দিবার জন্য। [৩৬] এই অধ্যাত্ম মার্গ কালে নষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত) হইয়া গিয়াছে। পুনশ্চ ঐ সন্মার্গ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই আমি এই দেহ (কপিলদেহ) ধারণ করিয়াছি ॥৩৭॥

এখন আমার অনুজ্ঞা লইয়া যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। সমুদায় কর্ম্ম আমায় সন্ন্যাস কর। সেই সন্ন্যাস কর্ম্মদ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া কেবল পরা বিদ্যা দ্বারা যাহাতে অমৃতত্ব লাভ করিতে পার তদ্বিষয়ে চেষ্টা দেখ—আমার উপাসনা কর। [৩৮] আমি পরমাত্মা। আমি সকল ভূতের আন্তর আশয় স্বরূপ। আমি স্বপ্রকাশ। অতএব এক্ষণে তুমি আপনাপনিই আপন আত্মাতে আমাকে দর্শন কর। এইরূপে পরমাত্মদর্শন করিলে অতিশীঘ্রই বিশোক ও পরমানন্দ লাভ করিবে। [৩৯] আমার এই মাতা যে বিদ্যা লাভ করিয়া সংসার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবেন আমি ইঁহারে সেই সর্ব্ব কর্ম্ম বিনাশন আধ্যাত্মিকী বিদ্যা প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, প্রজাপতি (কর্দ্দম) এইরূপে ভগবান্ কপিলদেব কর্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রীতমনে বন গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর তিনি মুনিগণের ব্রত (মৌনব্রত) অবলম্বন, একাত্মার আশ্রয়, মননশীল, অনগ্নি বাসস্থান বর্জ্জিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ অনন্তর যিনি সৎ ও অসৎ হইতে পর, যিনি নির্গুণ হইয়াও গুণাবভাস স্বরূপ, এবং যিনি একান্ত ভক্তিবশীকৃত হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছেন তাহার মন সেই পরতরব্রহ্মে সতত নিযুক্ত হইয়া রহিল। [৪৩] এইরূপে নিরন্তর ব্রহ্ম পরায়ণ হইয়া নিরহঙ্কার, নির্ম্মম, নির্দ্বন্দ্ব, (সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বিবর্জ্জিত) সমদৃক্, স্বদৃক্, প্রত্যগাত্মপ্রবল বিক্ষেপ রহিত ধীশক্তি সম্পন্ন প্রশান্তোর্ম্মি উদধির ন্যায় ধীর (*) এবং জীবাত্মাতে সর্ব্বজ্ঞ পরতন্ত্র বাসুদেব ভগবান্‌কে ভক্তিভাবে

(*) অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গসকল শান্তভাব ধারণ করিলে সে অবস্থায় সমুদ্র যেরূপ ধীর ও শান্তপ্রকৃতি হন তদ্রূপ।

অং . . .ন করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সকল ভূতেই পরমাত্মা ভগবান্‌কে এবং এইরূপে পরমাত্মা ভগবানে সকল ভূতগণকে অবস্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই রূপে তিনি অন্তে ভগবদ্ভক্তি যোগদ্বারা ইচ্ছা দ্বেষ বিহীন, সর্ব্বত্র সমচিত্ত দ্বারা ভাগবতী গতি লাভ করিয়া যান ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত দেবহূতির অনুতাপ নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

( হরিঃ ওঁ )

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

### মৈত্রেয় কহিলেন,

প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ জন্মরহিত—সত্য, তথাপি তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তক হইয়া মনুষ্যগণকে সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন বলিয়া পৃথিবীতে স্বয়ং আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ১ উৎপন্ন পুরুষগণের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কেহই বৃদ্ধ নহেন। যোগিগণের মধ্যে ইনিই বরীয়ান্। কীর্ত্তি দ্বারা ইনি সর্ব্বত্রই প্রদীপ্ত। আমার ইন্দ্রিয় সকল এতদীয় কীর্ত্তি শ্রবণে পর্য্যাপ্তরূপে পরিতৃপ্ত হইতেছে না সুতরাং আমি কীর্ত্তি শ্রবণার্থ পুনশ্চ সমুৎসুক হইয়াছি অতএব এই ভগবান্ স্বীয় মায়াদ্বারা যে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে আমায় শ্রবণ করাও ॥ ২ ॥ ৩ ॥

সূত বলিলেন, তুমি যেমন আমারে অধ্যাত্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, দ্বৈপায়ন-সখা ভগবান্ মৈত্রেয়ও এইরূপ বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হন। তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সমধিক প্রীতির সহিত যাহা তাঁহারে বলিয়াছিলেন এক্ষণে আমি তোমাদিগকে তাহাই শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, ভগবান্ কপিলদেব, পিতা অরণ্যে প্রস্থান করিলে পর মাতার প্রিয় চিকীর্ষায় সেই বিন্দুসরোবরে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

একদিন দেবহূতি, তত্ত্বমার্গ পারদর্শি কর্ম্ম বিবর্জ্জিত আপন পুত্রকে স্থিরভাবে অবস্থিত হইতে দেখিয়া বিধাতার বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

দেবহূতি বলিলেন, হে ভূমন্! আমি বিষয়াভিলাষ জন্য অতিমাত্র শ্রান্তা হইয়াছি। প্রভো! বিষয়াভিলাষ পরিপূর্ণ না হওয়াতেই আমি এই অন্ধন্তমঃ সংসার লাভ করিয়াছি। এক্ষণে শুভাদৃষ্ট বশতঃই তোমারে এই দুষ্পার অন্ধন্তমঃ সংসারার্ণবের পার কর্ত্তা চক্ষুরূপে লাভ করিয়াছি। আর জন্মান্তেও তোমারই অনুগ্রহে পার হইতে পারিব এরূপ আশাও করিতেছি। ৭। ৮ যিনি পুরুষগণের আদ্য ঈশ্বর,—তুমি আমাদের সেই পরতত্ত্ব—সাক্ষাৎ ভগবান্ই। এক্ষণে অন্ধন্তমে ভ্রান্ত অন্ধ লোকগণের তুমি সূর্য্যের ন্যায় চক্ষুরূপে উদিত হইয়াছ। ৯ অতএব দেব! আমার সম্মোহ তুমিই বিনাশ করিতে সক্ষম। যেহেতু আমাতে যে "আমি" ও "আমার" বলিয়া সম্মোহ বা আগ্রহ আছে তাহা ত তোমারই ইচ্ছাধীন। ১০ তুমি সেই শরণ্য পুরুষ। তুমি স্বীয় ভৃত্যের সংসাররূপী মহীরুহের কুঠার স্বরূপ। তুমি সদ্ধর্ম্মজ্ঞ জনগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদবীর অধিকারী। এক্ষণে আমি, প্রকৃতিই বা কি? পুরুষই বা কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা যুক্ত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন সেই ঈষৎহাস্যশোভিতানন, অধ্যাত্মবিৎ, সাধুগণের গতি, ভগবান্ কপিলদেব, স্বীয় মাতার পৌরুষ অপবর্গ বর্দ্ধন, শ্লাঘ্য, অভীপ্সিত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অবগত হইয়া প্রশংসা খ্যাপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

ভগবান্ (কপিল) বলিলেন, আমার মতে পুরুষগণের অপবর্গের জন্য আধ্যাত্মিক যোগই প্রশস্য। সুখ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ আধ্যাত্মিক যোগবলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৩ হে নিষ্পাপে! এক্ষণে তোমায় সেই আধ্যাত্মিক যোগই বলিব। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ শুশ্রূষু হইলে সর্ব্বাঙ্গ নিপুণ এই যোগই তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥

এই আত্মার বন্ধই বল, মোক্ষই বল—সমস্তই মনোনিবন্ধন হইয়া থাকে। ইহাই আমার সম্মত মত। এই মন, গুণে আসক্ত হইলে বন্ধের কারণ হয় এবং তাহাতে আবার বিরক্ত হইলেই মোক্ষের কারণ হয়। ১৫ এই মনই "আমি" ও "আমার" এই আগ্রহজাত

কামলোভাদি চিত্তমল হইতে রহিত হইয়া যখন সুখ'দুঃখ বিবর্জ্জিত হয় ও কেবল সমভাবে অবস্থান করে, তখন পুরুষ আপনারে কেবল, প্রকৃতির পর, ভেদরহিত, স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অণু তুল্য সুক্ষ্ম, অপরিচ্ছিন্ন এবং জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্ত ও ভক্তিযুক্ত মনোদ্বারা উদাসীন ভাবে দেখিতে পায়। এদিকে প্রকৃতিরে দগ্ধরজ্জুকল্প হতবীর্য্য রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। [১৭] । [১৮] অখিলাত্মা ভগবানের প্রত্যক্ষ করিতে জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তি যোগ বিনা অন্য কোনো আর তৎসদৃশ কল্যাণপ্রদ পথ নাই। যোগিগণের এই পথ দ্বারাই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। [১৯] কবিরা আত্মার প্রসক্তিকে অজর পাশ স্বরূপ বলিয়া অবগত ছিল, কিন্তু সেই আত্ম-প্রসঙ্গই আবার যদি সাধুসঙ্গে করা হয় তাহা হইলে আমাদের মোক্ষদ্বারের আবরণ কবাট মুক্ত হয়। [২০] যাঁহারা তিতিক্ষা গুণ যুক্ত হন, করুণাপরায়ণ হন, সকল দেহিগণেরই সুহৃৎ হন, অজাত শত্রু হন এবং শান্ত গুণাবলম্বী হন তাঁহারাই সাধুগণের ভূষণ—প্রকৃত সাধু। [২১] যাঁহারা অনন্যভাবে আমায় দৃঢ় ভক্তি করিতেছেন, আমার জন্য সমুদায় কর্ম্ম কলাপ বিসর্জ্জন দিতেছেন, কি স্বজন, কি বন্ধু, সমস্তই পরিত্যাগ করিতেছেন, পক্ষান্তরে শুদ্ধ মদ্বিষয়ক কথাসকল শ্রবণ করিতেছেন, আখ্যান করিতেছেন—সেই এই সকল মদ্গতচিত্ত পুরুষগণকে বিবিধ তাপ সকল পরিতাপিত করিতেছে না। [২২] হে সাধ্বি ! সেই এই সকল সাধুরাই সঙ্গ-দোষ রহিত ও সর্ব্ব সঙ্গ বিবর্জ্জিত। অতএব তোমার এক্ষণে তাহাদের সঙ্গই প্রার্থনীয় জানিবে ॥ ২৪ ॥

মদীয় প্রভাব জ্ঞান জনক হৃদয় ও শ্রবণ যুগলের সুখপ্রদ কথা সকল সমস্তই সাধুসঙ্গাধীন হইয়া থাকে। সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে, অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে, প্রথমে শ্রীহরিতে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা জন্মে, শ্রদ্ধালু হইলে অনুরাগ, তৎপরে ভক্তি এইরূপে যথা ক্রমে ভগবানে ভক্তির সঞ্চার হইবে ॥ ২৫ ॥

পুরুষ এইরূপে মদীয় কথা সকল শ্রবণ পূর্ব্বক মদীয় সৃষ্ট বিবিধ লীলার পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান করিয়া ভক্তি ধন লাভ করিলে সেই ভক্তিফলে ঐহিক আমুষ্মিক উভয়বিধ সুখেই বিরক্ত হইয়া উঠে। অনন্তর সেই ভক্তিযোগী যুক্ত পুরুষ সকল যোগ মার্গ দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে যত্ন করিবে। তাহা হইলে প্রকৃতির কামাদি গুণ সকল আপনাপনিই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। তখন জীব বৈরাগ্য বিজৃম্ভিত জ্ঞান, যোগ এবং মদর্পিত ভক্তি দ্বারা এই যাট্‌কৌষিক শরীরেই প্রত্যগাত্মারে প্রত্যক্ষ করিবে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

দেবহূতি বলিলেন, কেমন ভগবন্! তোমায় কোন ভক্তি করা উচিত? আর আমাদের অবলাজাতির কীদৃশ ভক্তিই বা কর্ত্তব্য? দেব! যে ভক্তি দ্বারা তোমার নির্ব্বাণ পদ অতি শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে লাভ করিব এখন আমায় সেই ভক্তিই অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবগত করাও। [২৮] আর তুমি লোকগণের নির্ব্বাণ পদ লাভের জন্য যে যোগ আখ্যান করিয়াছ অর্থাৎ যে যোগ দ্বারা পরতরতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে সেই যোগের স্বরূপ কি? ক্রিয়াযোগই বা কতিবিধ? হে হরে! আমি স্ত্রীলোক—অল্পমতি, অতএব আপনার অনুগ্রহে এই সকল দুর্ব্বোধ্যবিষয়, যাহাতে সুখে অবগত হইতে পারি এবংবিধ রূপে আমায় আখ্যান কর ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, কপিলদেব স্বীয় মাতার এইরূপ আধ্যাত্মিক প্রয়োজন অবগত হইয়া স্নেহরসে সিঞ্চিত হইলেন, যেহেতু সেই মাতাতেই ত তিনি দেহবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যাহা হউক, তিনি এইরূপে জাতস্নেহ হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বাম্নায় (*) সাংখ্য ও ভক্তি-বিস্তর যোগ শাস্ত্র উপদেশ করিয়া যান ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান (কপিল) বলিলেন, অবিকৃতচিত্ত পুরুষের যাহা দ্বারা গুণ-বিষয় সকলের অবগতি হইয়া থাকে, এবং যাহা দ্বারা বৈদিক কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেই সকল দ্যোতন স্বভাব স্বীয় ইন্দ্রিয়গণের বা তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিতে ঐকান্তিক নিষ্কাম অযত্ন সুলভ বৃত্তি, তাহারে উত্তমা ভক্তি কহে। অন্ন নির্গীর্ণ হইলে জঠরাগ্নি যেমন উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ এই উত্তমা ভক্তিও হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ করিয়া থাকে। ইহা মুক্তি হইতেও গরীয়সী ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ঐকান্তিক আসক্তি করিয়া আমার পৌরুষ কর্ম্ম সকল সম্যক্ রূপে চিন্তা পূর্ব্বক আখ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'ভাগবত'। ভাগবতেরা যে কিছু কার্য্য করিতেছেন সে সমুদয়ই আমার জন্য। তাঁহারা আমার চরণ সেবাতেই অনুরক্ত, এমন কি তাঁহাদের মৎ-প্রদেয় সাযুজ্য মোক্ষেও অনুরাগ নাই। [৩৪] হে অম্ব! সেই সকল সাধু ভাগবতেরা আমার মনোহর প্রসন্ন বদন সকল, অরুণ তুল্য লোচন সকল ও দিব্য বরপ্রদ রূপসকল স্বীয় দৃষ্টি গোচর করিতেছেন এবং এই সকল রূপ দর্শন পূর্ব্বক পরমেশ্বরানুভব জনিত নিত্য সুখ মাত্র

---

* প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের গণনা যাহাতে হয় তাহারে "তত্ত্বাম্নায়" শাস্ত্র কহে। অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্র।

অভিলাষ করিতেছেন ও স্পৃহণীয় মদীয় বাক্যই সদা সর্ব্বদা আখ্যান করিতেছেন। ৩৫ সেই সকল দর্শনীয় মনোহর অবয়বগুলি দ্বারা এবং সেই সকল উদার লীলা, হাস্য, ঈক্ষণ ও মনোহর সুধাভাষণ দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত আহৃত ও ইন্দ্রিয় সকল আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা যদিও এই সূক্ষ্মা গতির ( মুক্তির ) অভিলাষী নহেন, কিন্তু তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তিই তাঁহাদিগকে উক্ত ভাগবতী গতি লাভ করাইয়া দিতেছে। ৩৬ এইরূপে, যদিও তাঁহারা আমার মায়া-বিলসিত বিভূতি ( সত্যলোকাদি গত ভোগ সম্পত্তি ) ও অণিমাদি অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য্য (*) স্বতঃ লাভ করিয়াও মঙ্গলময়ী বৈকুণ্ঠ সম্পত্তির স্পৃহা করেন না তথাপি সেই ভক্তিই তাঁহাদিগকে তাদৃশ বৈকুণ্ঠলোকে লইয়া গিয়া তত্রত্য সাধু সম্পত্তি সকল লাভ করাইয়া দিতেছে ॥ ৩৭ ॥

ফলতঃ মদীয় শান্তরূপে দত্ত-চিত্ত, মৎপরায়ণ, ভক্তপুরুষেরা কখনই ভোগ্য হীন হন না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাঁহারা আমায় একান্ত প্রীতি করেন,—আত্মার ন্যায় প্রেম করেন,—পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন,—সখার ন্যায় বিশ্বাস করেন,—গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা বিবেচনা করেন,—সুহৃদের ন্যায় নিঃস্বার্থ হিতৈষী বিবেচনা করেন এবং ইষ্ট দেবের ন্যায় পূজ্য বিবেচনা করেন, তাঁহারে আমার কালচক্র ( অর্থাৎ অনিমিষ দেব ) কখনই গ্রাস করিতেছে না ॥ ৩৮ ॥

যাঁহারা ইহলোক ও পরলোকগামি সোপাধিক আত্মা, পুত্র কলত্রাদি সকল, ধন সম্পত্তি সকল, পশু সকল, গৃহ সকল, এবং এই সকল ভিন্ন আরও জগতের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল, সমুদয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আমাকে "সর্ব্বতোমুখ" বিবেচনায় অনন্য ভক্তিভাবে ভজনা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যু (সংসার) হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছি ॥ ৩৯ ॥৪০॥

আমি প্রধানাধিষ্ঠাতা পুরুষগণের নিয়ন্তা (†), ভগবান্, সুতরাং আমিই ভূত সকলের পরমাত্মা লোক সকল আমা বিনা কেহই এই তীব্র মৃত্যু ( সংসার ) ভয় হইতে মুক্ত হইতেছে না ॥ ৪১ ॥

---

অণিমা [ ১ ] গরিমা [ ২ ] লঘিমা [ ৩ ] মহিমা [ ৪ ] প্রাপ্তি [ ৫ ] প্রাকাম্য [ ৬ ] ঈশিত্ব [ ৭ ] বশিত্ব [ ৮ ] এই অষ্টপ্রকার যোগপ্রভব ঐশ্বর্য্য। সবিস্তর ঐশ্বর্য্য নিরূপণাবসরে নিরূপণীয়।

† অর্থাৎ জীবমাত্রেই প্রকৃতির প্রেরক। জড়া প্রকৃতিরূপি আদর্শে চৈতন্যরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। এই পৌরুষ প্রতিবিম্ব পাত নিবন্ধন প্রকৃতির কর্তৃত্ব জন্মে, সুতরাং পুরুষ, প্রকৃতির নিয়ন্তা বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। এই নিয়ন্তা পুরুষ—ব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য হইলেও নানা, প্রতি শরীরে পৃথক্

বায়ু আমার ভয়েই বহিতেছেন। এই সূর্য্য—ইনিও আমারই ভয়ে তাপ প্রদান করিতেছেন। ইন্দ্র আমারই ভয়ে বর্ষণ করিতেছেন। অগ্নি আমারই ভয়ে দহন করিতেছেন। মৃত্যু আমারই ভয়ে জীবগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

যোগী সকল কল্যাণার্থ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অকুতোভয় হইয়া মদীয় পাদমূলে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতেছেন ॥ ৪৩ ॥

পুরুষগণ যদি তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম ফল আমায় সমর্পণ পূর্ব্বক মন স্থির করিতে পারে, তাহা হইলে ইহলোকে, ইহাদের এই কার্যাই মুক্তিলাভের প্রধান সাধন হইয়া থাকিবে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত
কাপিলেয় সংবাদে ভক্তিযোগ সংবাদ নামক
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

( হরিঃ ওঁ )

(হরিঃ ওঁ তৎ সৎ)

---

পৃথক্ অদৃষ্টশালী হইয়া আছেন। কিন্তু পরমেশ্বর এক এবং এই প্রকৃতি-নিয়ন্তা জীব পুরুষগণেরও নিয়ন্তা অর্থাৎ ইঁহাদের শুভাশুভকর্ম্মের ফলদাতা। ইনি জীবপুরুষের ন্যায় অদৃষ্টাধীন নহেন। প্রত্যুত সকলের অদৃষ্টই ইঁহার অধীন। সবিশেষ ঈশ্বর নিরূপণাবসরে নিরূপণীয়।

# ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

**শ্রীভগবান্ ( * ) কহিলেন,** পুরুষ যে বিষয় জ্ঞাত হইয়া প্রাকৃত গুণসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে আমি তোমায় সেই সকল তত্ত্বের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলিব ॥ ১ ॥

তত্ত্ববিদেরা যে জ্ঞানকে পুরুষের স্বরূপপ্রদর্শনকারি (†) ও নিঃশ্রেয়সের জনক (‡) বলিয়া স্থির করিয়াছেন এক্ষণে আমি তোমায় সেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদন জ্ঞান উপদেশ দিতেছি ॥ ২ ॥

আত্মা অনাদি, নির্গুণ, পুরুষ বলিয়া খ্যাত, তিনি প্রকৃতি হইতে পর ( অর্থাৎ অসঙ্গ ) তাঁহার স্বরূপ প্রতি শরীরেই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তিনি স্বয়ং জ্যোতি স্বরূপ। এই বিশ্ব সেই আত্মজ্যোতি যুক্ত হইয়াই সদ্রূপে প্রকাশমান হইতেছে ॥ ৩ ॥

সেই এই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা লীলা প্রদর্শনার্থ স্বয়ং উপগতা, অব্যক্তা, গুণময়ী দৈবী প্রকৃতিরে যদৃচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিলেন ( $ )। ৪ অনন্তর সেই প্রকৃতিরে আপন গুণ সমুদায় দ্বারা সমানরূপ বিবিধ প্রজা সর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানাবরণকারিণী শক্তিরে আবির্ভূত করিলেন এবং স্বয়ংই সেই শক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আপনারে বিস্মৃত হইলেন (||) ॥৫॥

---

* ভগবান্ বলিতে এই কপিল সংবাদে সর্ব্বত্রই প্রায় কপিলদেব বুঝিতে হইবে।

† অর্থাৎ সত্ত্ব ( প্রকৃতি ) ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান। ‡ অর্থাৎ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির জনক।

$ পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও প্রকৃতির ভোগ্যত্ব অথবা পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব ও প্রকৃতির দৃশ্যত্ব লক্ষণ যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতা লক্ষণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন।

|| অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রকৃতিতে পুরুষের সম্বন্ধ ছিল না সে যাবৎ কোনো বিপদই ছিল না যেই তিনি যোগ্যতা লক্ষণ সম্বন্ধে আপন ফাঁদে আপনিই আসিয়া পড়িলেন অমনি প্রকৃতির ধর্ম্মে অধ্যস্ত হইয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইলেন। সংসারী হইলেন। সুতরাং এখন শরীরী হইয়া সুখ দুঃখের ভোক্তাও হইয়া পড়িলেন। অতএব এখন ইঁহার সবই চাই। ধর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই, স্বর্গ চাই, বেদ চাই, শাস্ত্র চাই, গুরু চাই, উপদেশ চাই সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য, স্বয়ং মুক্ত স্বরূপ হইয়াও এখন মুক্তিও চাই।

পুরুষ এইরূপে আপন লীলাতেই আপনি আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতে অধ্যস্ত হইলেন। সুতরাং প্রকৃতি গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকলের কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিতে না মানিয়া আপনাতেই মানিতে লাগিলেন। ৬ পুরুষ, ঈশ্বর,—অকর্ত্তা, সুখাত্মক ও সাক্ষী স্বরূপ হইয়াও যে তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব, সংসার, বন্ধ, পারতন্ত্র্য প্রভৃতি গুণাত্মক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার কারণ এই এক-মাত্র অধ্যাস। ৭ পণ্ডিতেরা কার্য্য, কারণ, ও কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতির (*) কারণ প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য—পুরুষ, সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বটেন কিন্তু প্রকৃতি হইতে পর (অসঙ্গ) ॥ ৮ ॥

দেবহূতি বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! এই বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্য যদাত্মক, সেই কারাণাত্মক প্রকৃতি পুরুষের লক্ষণ এক্ষণে আমায় স্পষ্টরূপে বল; শ্রবণ করি ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, যিনি ত্রিগুণ, অব্যক্ত, নিত্য, কার্য্য কারণাত্মক, প্রধান নামধেয় এবং স্বত অবিশেষ (†) হইয়াও অন্যান্য বিশেষ পদার্থ মাত্রের আশ্রয়, প্রাচীনেরা তাঁহারেই প্রকৃতি বলিয়া গিয়াছেন ॥ ১০ ॥

পাঁচ, পাঁচ, চার ও দশ সংখ্যক পদার্থে চতুর্ব্বিংশতিগণ। প্রাচীনেরা এই প্রাধানিক চতুর্ব্বিংশতিগণকে ব্রহ্ম ( সগুণ ব্রহ্ম ) বলিয়া অবগত ছিলেন ॥ ১১ ॥

পাঁচ—অর্থাৎ ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত। পুনঃ পাঁচ—অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রা। এই সমস্ত আমার সম্মত পদার্থ জানিবে ॥ ১২ ॥

দশ—অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, দৃক্, রসনা, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, মেঢ্র, পায়ু এই দশেন্দ্রিয় ॥ ১৩ ॥

চার—অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অন্তরাত্মক চিত্তরূপে চারি প্রকার লক্ষিত হইয়া থাকে। একই বৃত্তি চতুর্ব্বিধ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

---

* কার্য্য বলিতে এস্থলে শরীর, কারণ বলিতে ইন্দ্রিয়, এবং কর্ত্তৃত্ব বলিতে সেই সকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাবর্গ বুঝিতে হইবে।

† বিশেষ ( ১ ) অবিশেষ ( ২ ) লিঙ্গমাত্র ( ৩ ) অলিঙ্গ ( ৪ ) পুরুষ ( ৫ ) এই মূল পঞ্চ পদার্থেই পঞ্চবিংশতি পদার্থ অন্তর্ভূত আছে। সবিস্তর পরে দ্রষ্টব্য।

আমি সগুণ ব্রহ্মের এই যে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার অবস্থাবিশেষ গণনা করিলাম, পূর্ব্বাচার্য্যেরাও এইরূপেই গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাল বিষয়ে মত দ্বৈধ আছে। কেহ কেহ কালকে পঞ্চবিংশ পদার্থ কহেন। কেহ কেহ আচার্য্যেরা উহারে পদার্থান্তর্গত না করিয়া পৌরুষ প্রভাববিশেষ বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ কাল দ্বিবিধ। প্রকৃতি সঙ্গত অহঙ্কার বিমূঢ় কর্ত্তৃত্বাভিমানী পুরুষের মরণ ভয় জনক কাল প্রথম। হে মানবি! নির্ব্বিশেষ ও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা স্বরূপ প্রকৃতির যাহা হইতে ক্ষোভ হয় সেই ভগবান্ই দ্বিতীয় কাল বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকেন। [১৫]। [১৬]। [১৭] এই প্রকৃতি প্রেরক ভগবান্ই নিজ মায়া দ্বারা প্রাণিগণের অন্তরে পুরুষরূপে নিয়ন্তা হইয়া অবস্থিত এবং বাহিরে আবার সেই সমস্ত বিকার রহিত হইয়াই সর্ব্বতঃ অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

এইরূপে দৈবাৎ ( জীবাদৃষ্টাধীন ) ক্ষুভিতগুণা স্বীয় প্রকৃতি রূপিণী সহধর্ম্মিণী-যোনিতে পরপুরুষ আপন চিচ্ছক্তিরূপ বীর্য্য আধান করিলেন। অনন্তর তিনি একটি হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব প্রসব করিলেন ॥ ১৯ ॥

জগদঙ্কুর কূটস্থ স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ঐ অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করিয়া স্বীয় তেজো দ্বারা আত্ম প্রস্বাপন প্রগাঢ় তম (অন্ধকার) পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০ ॥

বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ, স্বচ্ছ, প্রশান্ত, সত্ত্বগুণভূত যে ভগবানের উপলব্ধিস্থান সেই সমষ্টি বুদ্ধি বৃত্তিরে মহত্তত্ত্ব কহে। [২১] স্বচ্ছত্ব, অবিকারিত্ব, শান্তত্ব প্রভৃতি বুদ্ধিরই পরা প্রকৃতিভূত অবস্থামাত্র। অর্থাৎ জলের যেমন ফেণতরঙ্গাদি রহিত অবস্থা পরা ( উৎকৃষ্ট ) প্রকৃতিভূত অবস্থা তদ্রূপ বুদ্ধির শান্তত্ব স্বচ্ছত্বাদি গুণধর্ম্মিণী ( মহত্তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ ) অবস্থা প্রকৃতিভূত পরা অবস্থা বুঝিতে হইবে ॥ ২২ ॥

ভগবদ্বীর্য্য সম্ভব মহত্তত্ত্ব হইতে ভগবানের ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ অহংতত্ত্ব ত্রিবিধ উৎপন্ন হয় ॥ ২৩ ॥

ত্রিবিধ অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই নামত্রয়ে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রিয় সকল মহাভূত সকল ও মন ইহারা ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। [২৪] পণ্ডিতেরা এই ভূতেন্দ্রিয় মনোময়কে সাক্ষাৎ সহস্রশীর্ষ, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ পুরুষ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। [২৫] কর্ত্তৃত্ব, কারণত্ব, কার্য্যত্ব এই তিন অথবা শান্তত্ব, ঘোরত্ব, মূঢ়ত্ব এই তিন অহঙ্কারের লক্ষণ ॥২৬॥

বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মনস্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। এই মনই সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক স্বীয় বৃত্তি দ্বারা সকল কামনারই সৃষ্টি করিয়া থাকে।[২৭] যোগীরা যোগ দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ আরাধনা করিয়া যাঁহারে শারদ ইন্দীবর তুল্য শ্যাম রূপী করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনিই এই মন। পণ্ডিতেরা ইহাঁকে সমুদায় হৃষীক ( জীব ) গণের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

তৈজস অহঙ্কার হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। হে সতি! দ্রব্যেরস্ফুরণ বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রহ এই তিন বুদ্ধির লক্ষণ ॥ ২৯ ॥

সংশয়, বিপর্য্যাস, নিশ্চয়, স্মৃতি ও নিদ্রা, বুদ্ধির এই কয়টী বৃত্তি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে সক্ষম বুঝিতে হইবে।[৩০] তৈজস ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দ্বিবিধ। অতএব প্রাণের তৈজসত্ব নিবন্ধন তদীয় ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণেরও তৈজসত্ব এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব নিবন্ধন তদীয় বিজ্ঞানশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণেরও তৈজসত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

ভগবদ্বীর্য্য সম্ভূত তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। অনন্তর শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দের গ্রাহক হইল ॥ ৩২ ॥

যে, অর্থের বাচক হয়, বক্তা ভিত্তির অন্তরালে থাকিলেও যাহা শ্রোতার জ্ঞান জনক হয়, যে অতি সূক্ষ্ম—দর্শনাযোগ্য, যে ভূতগণের অবকাশ প্রদান করে, যে কি বাহ্যে কি অন্তরে সর্ব্বত্র ব্যবহারাস্পদ হয়, এবং যে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন এই সকলের নাড্যাদি ছিদ্র দ্বারা আশ্রয় হয় পণ্ডিতেরা এই সমস্ত কার্য্য লক্ষণ আকাশেরই লক্ষণ বলিয়া বিদিত হন ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

কালপ্রেরণায় পরিণাম প্রাপ্ত আকাশের শব্দ তন্মাত্র হইতে স্পর্শ তন্মাত্রার আবির্ভাব হয়। সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়। অনন্তর ত্বগিন্দ্রিয় সেই স্পর্শের গ্রাহক হইল ॥ ৩৫ ॥

মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য, উষ্ণত্ব এবং নভস্বান্ বায়ুর তন্মাত্রত্ব এই সমস্তই স্পর্শের স্পর্শত্ব ॥ ৩৬ ॥

চালন, ব্যূহন, প্রাপ্তি, দ্রব্য ও শব্দের নেতৃত্ব ইন্দ্রিয়গণের উপজীবীত্ব, এই গুলি বায়ুর কর্ম্মলক্ষণ লক্ষণ ॥ ৩৭ ॥

দৈবচোদিত বায়ুর স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ পদার্থ সমুত্থিত হয়। চক্ষু সেই রূপের গ্রাহক হইল ॥ ৩৮ ॥

দ্রব্যাকৃতিত্ব, গুণতা, ব্যক্তিসংস্থাত্ব, এই সমস্ত ধর্ম্মই তেজের তেজস্ত্ব। হে সাধ্বি! এই সকল বৃত্তি রূপতন্মাত্রার জানিবে ॥ ৩৯ ॥

দ্যোতন, পচন, পান, অদন, শীতমর্দ্দন, শোষণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এই সকল বৃত্তি তেজের ॥ ৪০ ॥

দৈবচোদিত তেজের রূপান্তর প্রাপ্ত রূপ তন্মাত্র হইতে রসতন্মাত্রার প্রাদুর্ভাব হয়। রসতন্মাত্র হইতে জলের উৎপত্তি হয়। রসনেন্দ্রিয় সেই রসমাত্রার গ্রাহক হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

রস এক হইয়াও ভৌতিক বিকারে বিকৃতহইয়া কষায়, মধুর, তিক্ত অম্ল, ও কটুভেদে অনেক বিধ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ক্লেদন, পিণ্ডন, তৃপ্তি, প্রাণন; আপ্যায়ন, মৃদুকরণ, তাপাপনোদন ও ভূয়স্ত্ব এই সকল বৃত্তি জলের জানিবে ॥ ৪৩ ॥

দৈবচোদিত জলের রূপান্তর প্রাপ্ত রসমাত্রা হইতে গন্ধতন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী ( মৃত্তিকা ) হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধমাত্রার গ্রাহক হইল ॥ ৪৪ ॥

গন্ধ এক হইয়াও দ্রব্যাবয়বের বৈষম্য নিবন্ধন করম্ভ, পূতি, সৌরভ্য, শান্ত ও উদগ্র প্রভৃতি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ অনেক প্রকার হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মভাবন, স্থান, ধারণ, সৎপদার্থ সকলের অবচ্ছেদকত্ব, প্রাণিগণের পুংস্ত্বাদি গুণ সমূহের পরিণাম বিশেষ দ্বারা প্রকাশকরণ, এই সকল পৃথিবীর লক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

যাহার গ্রাহ্য বিষয় আকাশগুণ-বিশেষ ( শব্দ ) তাহারে শ্রোত্র কহে। যাহার গ্রাহ্য বিষয় বায়ুগুণবিশেষ তাহারে ত্বক্ কহে। [৪৭] যাহার গ্রাহ্য বিষয় তেজোগুণবিশেষ ( রূপ ) তাহারে চক্ষুঃ কহে। যাহার গ্রাহ্য বিষয় অম্ভোগুণবিশেষ ( রস ) তাহারে রসন ( জিহ্বা ) কহে। যাহার গ্রাহ্য বিষয় ভুমি-গুণবিশেষ ( গন্ধ ) তাহারে ঘ্রাণ ( নাসিকা ) কহে ॥ ৪৮ ॥

পর পর কার্য্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ গুণের সমন্বয় দেখা যাইতেছে। এইজন্য সর্ব্বশেষে উৎপন্ন ভুমি পদার্থে সকল পদার্থেরই গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

যখন মহদাদি এই সপ্তপদার্থ পরস্পর অসংযুক্তাবস্থায় থাকে তখন জগদাদি পরমেশ্বর কাল কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া এই সকল পদার্থে এবং তদতিরিক্ত অন্যান্য অমিলিত পদার্থে প্রবিষ্ট হন। ৫০ পরমেশ্বর প্রবিষ্ট হইলে, পদার্থসকল পরস্পর যুক্ত হইয়া এক অচেতন অণ্ডাকার হইয়া যায়। এই অণ্ড হইতেই বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

এই অণ্ড বিশেষ নামে অভিহিত। ইহা ভূমি জল প্রভৃতি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ দশ দশ গুণ করিয়া সুবৃহৎ সাতটী আবরণ দ্বারা আবৃত। ইহার সপ্তম আবরণ আকাশ, তৎপরে প্রধানাবরণ। প্রধানাবরণ অষ্টম কিন্তু ইহা ব্যাপক সুতরাং এতদীয় আবরণের পরিমাণ নাই (*)। এই লোকবিস্তার যে দৃষ্ট হইতেছে ইহা সমস্তই ভগবান্ শ্রীহরির স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

এই হিরণ্ময় অণ্ডকোশের মধ্যে মহাদেব ( অনন্তদেব ) সলিল শয্যায় শয়ান ছিলেন, যেই সর্জ্জনেচ্ছা হইল অমনি সৃষ্টিবিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শয্যার উপরে উপবিষ্ট হইলেন এবং কর্ম্ম ও অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের সহিত ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ইহাঁর প্রথমে বাগিন্দ্রিয় গোলক মুখ আবির্ভূত হয় পরে বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বহ্নি ও বাগিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। অনন্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয় গোলক নাসিকাদ্বয় আবির্ভূত হয়। তৎপরে ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা বায়ু প্রাণ বায়ু রূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সমবেত হইয়া আবির্ভূত হইল। অনন্তর চক্ষুগোলক অক্ষিদ্বয় আবির্ভূত হয়। পরে অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তদীয় ইন্দ্রিয়ের সহিত আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর শ্রোত্রেন্দ্রিয়গোলক কর্ণদ্বয় আবির্ভূত হয়। পরে অধিষ্ঠাতা দিক্পালসকল ইন্দ্রিয়ের সহিত আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ত্বগিন্দ্রিয়গোলক ত্বক্ (চর্ম্মবিশেষ) আবির্ভূত হয়। পরে ত্বগিন্দ্রিয় রোম, শ্মশ্রু, কেশসকল ও তদীয় অধিষ্ঠাতা ওষধিসকল উৎপন্ন হইল। অনন্তর উপস্থেন্দ্রিয় গোলক শিশ্ন আবির্ভূত হয়। পরে রেত, উপস্থেন্দ্রিয় ও তদীয় অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি অভিব্যক্ত হইলেন। অনন্তর গুদেন্দ্রিয়গোলক গুদের আবির্ভাব হয়। পরে গুদেন্দ্রিয়, অপান ও তদীয় অধিষ্ঠাতা লোকভয়ঙ্কর মৃত্যু ( যম ) অভিব্যক্ত হইলেন। অনন্তর পাণি ইন্দ্রিয়গোলক হস্তদ্বয় আবির্ভূত হয়। পরে বল, পাণি ইন্দ্রিয় ও তদীয় অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র অভিব্যক্ত হইলেন। অনন্তর গমনেন্দ্রিয়গোলক পদদ্বয় আবির্ভূত হয়। পরে গমন, তদীয় ইন্দ্রিয় ও তদীয় অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু অভিব্যক্ত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

(*) এই আবরণ দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর ইহার নাড়ীসকল অভিব্যক্ত হইল। ঐ সকল নাড়ী হইতে রক্ত শ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। রক্ত প্রবাহ হইতে নদীসকল উৎপন্ন হইল। পরে ইহাঁর উদর অভিব্যক্ত হইল। এই উদর হইতে ক্ষুৎপিপাসার প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে এই ক্ষুৎপিপাসাদ্বয় হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি হইল ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর ইহাঁর হৃদয় অভিব্যক্ত হয়। হৃদয় হইতে মনের অভ্যুত্থান হইল। মন হইতে চন্দ্রমা জন্মিলেন। চন্দ্র হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে বাক্‌পতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে চিত্ত ও চিত্ত হইতে চৈত্ত্য অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অভিব্যক্তি হইল ॥ ৬০ ॥

এই সকল দেবতারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইহার শরীর হইতে উত্থিত হইলেন বটে কিন্তু কেহই ইহাঁরে সলিল শয্যা হইতে উত্থিত করিতে পারগ হইলেন না তখন সকলে যেন ঐক্যমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইহারে উত্থিত করিবার জন্য পুনশ্চ অভিব্যক্তিক্রমে ইহাতে তিরোহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

অর্থাৎ বহ্নি বাক্যের সহিত ইহাঁর মুখে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। বায়ু ঘ্রাণের সহিত ইহাঁর নাসিকাতে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। আদিত্য চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত ইহাঁর চক্ষুর্গোলক অক্ষিদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। দিক্ সকল শ্রোত্রের সহিত কর্ণদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। ওষধিসকল রোমাদির সহিত ত্বকে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। প্রজাপতি উপস্থের সহিত শিশ্নে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। মৃত্যু অপানের সহিত গুদে প্রবিষ্ট হইলেন্ কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। ইন্দ্র, বলের সহিত হস্তদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। বিষ্ণু গতিক্রিয়ার সহিত চরণদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। নদীসকল রক্ত প্রবাহের সহিত নাড়ীসকলে প্রবিষ্ট হইল কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। সমুদ্র ক্ষুৎপিপাসাদ্বয়ের সহিত উদরে প্রবিষ্ট হইল কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। চন্দ্র মনের সহিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। ব্রহ্মা বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত

হইলেন না। রুদ্র অভিমানের সহিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তখনও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। পরন্তু চৈত্ত্য ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) যখন চিত্তের সহিত যেই ইঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন বিরাট্ পুরুষ তৎক্ষণাৎ সলিল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

সলিলশয্যায় শয়ান পরমপুরুষকে প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহারা যাঁহার অভাবে বলপূর্ব্বক উত্থিত করিতে পারিলেন না এক্ষণে তুমি সেই প্রত্যগাত্মায় ভক্তি, অন্যত্র বিরক্তি, একাগ্রচিত্ত ও মুক্তিজনক জ্ঞান এই সকল ক্রমশঃ লাভ করিয়া এই কার্য্যকারণ সংঘাত স্বরূপ বিরাড়াত্মারে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিবে ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কপিল দেবহূতি সংবাদে কাপিলতত্ত্বসমাম্নায় নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

( হরিঃ ওঁ )

(হরি ওঁ তৎ সৎ)

# সপ্ত বিংশ অধ্যায়।

**শ্রীভগবান্ (কপিলদেব) বলিলেন,** জলে নিপতিত সৌর প্রতিবিম্ব যেমন অবিকারী, অকর্ত্তা ও নির্গুণ তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতির (*) অভ্যন্তরে অবস্থিত (†) হইয়াও তদীয় গুণসমুদায়ে লিপ্ত হন না। ১ সেই এই অসঙ্গ-লক্ষণ (‡) নির্গুণ পুরুষ যখন গুণসমুদায়ে লিপ্ত হন (§) তখন সুতরাং অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন। ২ ইনি এইরূপ প্রাসঙ্গিক কর্ম্ম দোষে কর্ত্তৃত্বাভিমান লাভ পূর্ব্বক আসক্তচিত্ত হইয়া দেব তির্য্যক্ ও নরাদি যোনিতে আসিয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হইতেছেন। ৩ এইরূপে সংসারী হওয়াতে, ইহাঁতে প্রবল বিষয়-চিন্তার সমাবেশ হয়। সুতরাং স্বপ্নে যেমন স্বকীয় শিরশ্ছেদনাদি বিষয় সকল প্রকৃতপক্ষে অলীক হইলেও অনুভূত হয় তদ্রূপ এই পুরুষ সম্বন্ধে বিষয়সকল বাস্তবিক অলীক হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না। ৪ অতএব এক্ষণে সংসারিগণের পক্ষে উচিত, তাঁহারা আপন আপন অসৎ অলীকভুত সংসার মার্গে আসক্ত চিত্তকে ভক্তি-যোগ ও তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্বায়ত্তে আনিবেন॥ ৫॥

অর্থাৎ মুনি (মননশীল) হইবেন। পরিমিতাহারী হইবেন। নিষ্কপটভাবে আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। আমার কথাসকল শ্রবণ করিবেন। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যম নিয়মাদি যোগ পথদ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিবেন। সর্ব্বভুতে সমান ভাব রাখিবেন। সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক সকলের সহিত নির্ব্বৈর ভাব সম্পাদন করিবেন। নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। মৌন হইয়া ঈশ্বরে স্বীয় ধর্ম্ম অর্পিত করিবেন। স্বতঃ উপস্থিত বিষয়মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিবেন। নির্জ্জন দেশে সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন। শান্ত হইবেন অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপারে বিরত হইবেন। মৈত্র হইবেন অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তিগণের সহিত দ্বেষ শূন্য হইয়া ও সম ব্যক্তিদের সহিত মিত্রভাব

---

* অর্থাৎ কারণরূপী জলের। † অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত।

‡ অর্থাৎ "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" এই সূত্রমূলক শাস্ত্রে যাঁহার স্বরূপলক্ষণ 'অসঙ্গত্ব' রূপ লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে সেই প্রত্যগাত্মা।

§ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিরূপী যোগ্যতালক্ষণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

রাখিয়া ব্যবহার করিবেন। করুণ হইবেন অর্থাৎ হীন ব্যক্তিদের উপরে দয়া প্রকাশ করিবেন। আত্মবান্ হইবেন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ব্যাপার হইতেও ক্রমশঃ বিরত হইয়া ধীর পদবাচ্য হইবেন [৬।৭।৮ এই পরিবারবর্গ ও ষাট্কৌষিক শরীরে "আমি, আমার" ইত্যাকারক অলীক "আগ্রহ" পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানদ্বারা (*) বুদ্ধির জাগ্রদাদি অবস্থা সকলের নিবৃত্তি করিবেন। বুদ্ধির অবস্থাগুলি নিবৃত্তি পাইলে সুতরাং তখন তাঁহার প্রকৃতিপুরুষের পরস্পরাধ্যাস নিবন্ধন পরস্পরে যে অযথা ধর্ম্মের উপলব্ধি হইতেছিল তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। অনন্তর, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদ্বারা যেমন গগণতলস্থ সূর্য্যকে উপলাভ করা যায়, তদ্রূপ সেই অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন "আগ্রহ" বিশিষ্ট আত্মাদ্বারা অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আত্মারে অর্থাৎ "আগ্রহ" মুক্ত আত্মারে উপলাভ করিয়া আত্মদর্শী হইতে পারিবেন।৯।১০ যিনি সতের বন্ধু,—অর্থাৎ কারণের (†) অধিষ্ঠান, যিনি অসতের চক্ষু—অর্থাৎ চক্ষুর ন্যায় কার্য্যের প্রকাশক, যিনি সেই সকল কার্য্য কারণ সমূহে সত্তারূপে অন্বিত, পরিপূর্ণ, সেই নিরুপাধি অসঙ্গ আত্মারে অসৎ মিথ্যাভূত অহঙ্কারেও সত্তারূপে ভাসমান রহিয়াছেন দেখিতে পাইবেন।১১ ফলতঃ যেমন জলস্থিত সৌর প্রতিবিম্বের সন্নিকটস্থিত গৃহভিত্তিতে অনুবিম্ব পাত হইলে গৃহকোণস্থিত সেই অনুবিম্ব দ্রষ্টা পুরুষ, জলস্থিত প্রতিবিম্ব সূর্য্যকেই দেখিতে পায়, গগণতলস্থ বিম্বসূর্য্যকে কিছু দেখিতে পায় না। কিন্তু জলস্থ প্রতিবিম্ব সূর্য্য-দ্রষ্টা পুরুষ, গগণস্থ বিম্বসূর্য্যকে অনায়াসে দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকে তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। মনে কর, এখানে গগনস্থ বিম্বস্থানীয় সূর্য্য নিরুপাধিক আত্মা, ক্ষুব্ধা প্রকৃতি (‡) জলস্থানীয়, ত্রিগুণ অহঙ্কার প্রতিবিম্বস্থানীয়, ভূত (দেহ) ইন্দ্রিয় ও মন এসমস্ত অনুবিম্বস্থানীয়। এ অবস্থায় অবশ্য

---

* অর্থাৎ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি লক্ষণ যে মুক্তি, সেই মুক্তি জনক যে সত্ত্ব (বুদ্ধি বা প্রকৃতি) ও পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান, তদ্দ্বারা।

† অর্থাৎ প্রকৃতি জড়া তাহার চৈতন্য বা চেতনা শক্তি নাই। এদিকে চেতনা শক্তির অভাবে সৃষ্টি কর্ত্রীত্ব অসম্ভব সুতরাং তাহার আশ্রয় কোন না কোন এক চেতন বস্তু আছে ইহা অনুমান সিদ্ধ। সেই আশ্রয় চৈতন্য কে? সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূত পরাৎপর ভগবান্ই সেই আশ্রয় চৈতন্য।

‡ ক্ষুব্ধা প্রকৃতি শব্দে দৈব-প্রেরিত হইয়া ক্ষোভ অর্থাৎ গুণবৈষম্য (গুণত্রয়ের পরস্পর অসমান ভাব ও পরস্পরের অভিভাব্য অভিভাবক ভাব) প্রাপ্ত সর্জ্জনোন্মুখী যে প্রকৃতি, তাহাই এস্থানে বুঝিতে হইবে।

বলিতে হইবে, সংসারী পুরুষ কিছু প্রথমেই স্বাভাস প্রতিবিম্ব চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না কিন্তু দেহাদিরূপী বিষয়াভাসভূত অনুবিম্ব চৈতন্যকে অগ্রে প্রত্যক্ষ করে, পরে তাহার সন্নিদ্ধ হইতে পারে। ফলতঃ সন্নিদ্ধ হইলে সে অনায়াসেই সেই প্রতিবিম্বভূত স্বাভাস চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিরুপাধি শুদ্ধ বিম্বভূত পরমাত্ম চৈতন্যকে লাভ করিতে পারিবে। [১৫] অর্থাৎ অসত্তুল্য অব্যাকৃত অবস্থায় ( সুষুপ্তি অবস্থায় ) ভূতসূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদি সকল পতিত হইয়া গেলে, যিনি তখনও নিদ্রাশূন্য অহঙ্কারশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য হইয়া অনষ্ট হইয়াও অহঙ্কার নাশ নিবন্ধন ব্যর্থ ব্যর্থই আপনারে নষ্টবৎ অঙ্গীকার করেন ( অর্থাৎ যেমন বিষয় নষ্ট হইলে তদীয় স্বত্বাধিকারী আপনাকে ব্যর্থ ব্যর্থই নষ্ট ( হাঃ হতোঽস্মি ) বলিয়া বিবেচনা করে, তদ্রূপ সেই দ্রষ্টৃ পুরুষও বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহার স্বরূপের জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যেমন স্পষ্ট স্ফূর্ত্তি থাকে সুষুপ্তি অবস্থায় তদ্রূপ থাকে না। এবং যিনি কার্য্য কারণ সঙ্ঘাত মাত্রের প্রকাশক; যিনি সকলেরই অধিষ্টান স্বরূপ, যিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া “আমি উত্তম নিদ্রিত ছিলাম, আমি অতি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা-বোধক শব্দাভিলাপ করিয়া থাকেন, সেই এই জীবাত্মা, তখন (বিবেক জ্ঞান হইলে) বিশুদ্ধ আত্মাকে ( বিম্বভূত পরমাত্মাকে ) অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১৬ ॥

দেবহূতি বলিলেন, হে প্রভো! পুরুষ ও প্রকৃতি ইঁহারা উভয়েই নিত্য, ইঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, দেখুন, এইজন্য প্রকৃতি, পুরুষকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। [১৭] ফলতঃ গন্ধ যেমন পৃথিবীকে পরিত্যাগ করে না, রস যেমন জলকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপে প্রকৃতিও পুরুষকে পরিত্যাগ করেন না। ইহা ব্যতিরেক মুখ অনুমান দ্বারা সিদ্ধ (*)। [১৮] অতএব পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও যে সমস্ত গুণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন

* ইহার অনুমানের আকার এইরূপ। ইহা—পৃথিবী, কারণ, ইহাতে সমবায় সম্বন্ধে গন্ধ আছে। যদি ইহা সমবায় সম্বন্ধে গন্ধবতী না হইত তাহা হইলে অবশ্য ইহা, পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইত না, যেমন আকাশ জল ইত্যাদি। কিন্তু তাহা কখনই বলা যায় না, ইহাতে ত গন্ধ স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে। যদি বল, পাষাণে গন্ধের উপলব্ধি হয় না সুতরাং গন্ধবত্ত্ব হেতু ব্যভিচারী হইল। না, ইহা আমাদের ভ্রম, যেহেতু পাষাণে যদি গন্ধ নাই তবে তাহার ভস্মে কিরূপে গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ-গুণই ত কার্য্যগুণের জনক? ইহাতে ত আর সন্দেহ নাই। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পাষাণে গন্ধ আছে।

সেইসকল প্রাকৃতিক গুণ বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কিরূপে আর কৈবল্য লাভ করিতে পারিবেন? । ১৯ অবশ্য ইহা স্বীকার করি, জ্ঞানের আলোচনায় কখনো কখনো তাঁহার সংসার ভয় নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সে বৃথা, কেননা সংসারের কারণের যে একদা নিবৃত্তি হয় নাই সুতরাং পুনশ্চ সেই সংসারেই আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, অগ্নির সহিত কাষ্ঠের পূর্ণ সম্বন্ধ থাকিলেও সে যেমন স্বরূপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ পূর্ণ প্রজ্বলিত হইলে, তাহার সেই আশ্রয় কাষ্ঠ শনৈঃ শনৈঃ দগ্ধ হইয়া যায়, তাহার আর কার্য্যকারিত্ব দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত্যাশ্রয় পুরুষের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পুরুষ নিষ্কাম ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে আমার কথা সকল সতত শ্রবণ করিয়া যখন আমাতে তাঁহার ভক্তি তীব্র ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে তখন বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিবে, পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ হইবে। বৈরাগ্য, সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিবে। এইরূপে ক্রমশঃ আত্মসমাধিসম্পন্ন হইলে, প্রকৃতি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াও তদীয় এই আত্মসমাধিরূপ অগ্নি দ্বারা অহর্নিশ দগ্ধ হইতে থাকেন সুতরাং তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ আপনাপনিই তিরোধান প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ দেহসত্ত্বে তাঁহার আর কার্য্যকারিত্ব থাকিবে না, দগ্ধরজ্জুবৎ সংস্কারাবশিষ্ট নাম মাত্র সম্বন্ধ থাকিবে। দেহান্তে সেটুকুও বিলীন হইয়া যাইবে (*)। ২১ । ২২ । ২৩ সে অবস্থায় প্রকৃতি আর পুরুষের অশুভ বিধান করেন না। তিনি পুরুষের নিকট সাক্ষাৎ

---

তবে এইমাত্র বিশেষ যে অন্যান্য পার্থিব বস্তুর ন্যায় ইহাতে গন্ধ গুণ উদ্ভূত নহে, কিন্তু অনুদ্ভূত। এইরূপ ব্যতিরেক অনুমান দ্বারা পুরুষপ্রকৃতিরও পরস্পরাবস্থান সাধিত হইয়া থাকে। তাহার অনুমান এইরূপ। পুরুষ, স্বনিরূপিত আশ্রিতত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতি বিশিষ্ট। কারণ, ইহাঁতে বন্ধ, মোক্ষ ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সকল অনুভূত হইতেছে। যদি ইনি উক্ত সম্বন্ধে প্রকৃতি বিশিষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে অবশ্য বন্ধত্ব মোক্ষত্বাদি ধর্ম্ম যুক্ত হইতেন না। যেমন ঘট পটাদি। কিন্তু তাহা কখনই বলা যায় না, যেহেতু ইহাঁতে বন্ধ মোক্ষাদি ধর্ম্ম সকল স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে।

* ইহার দ্বারা এই স্থিরীকৃত হইল। দেহ সত্ত্বে মুক্তি-জনক জ্ঞান জন্মিলেও প্রকৃতির সম্বন্ধ একেবারে বিনষ্ট হয় না। তাহার কার্য্যকারিত্বের নাশমাত্র হয়। সুতরাং পুরুষ দেহসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হইলে কৈবল্য মুক্তি লাভে সমর্থ হন না ইহা স্থিরনিশ্চয়।

গুণময়ী হইয়াও সতত দৃষ্টদোষা ও ভুক্তভোগা হইয়া পরিত্যক্তা অর্থাৎ পুরুষ স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন তাঁহারে নিয়তই দুষ্টা জানিয়া অগ্রাহ্য করেন তখন সুতরাং তিনিও অভিমানে তাঁহারে আপন মুখ ( স্বরূপ ) আর দেখাইতে ইচ্ছা করেন না।[২৪] ফলতঃ পুরুষ যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জানেন না সুতরাং স্বপ্ন তাঁহারে বহুকষ্ট প্রদান করে পক্ষান্তরে সেই স্বপ্নই আবার যখন ( জাগ্রৎ অবস্থায় ) স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হয় তখন আর সে, পুরুষকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, এইরূপে আত্মসমাধিসম্পন্ন ( আত্মারাম ) পুরুষের মন এক আমাতেই নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিকট সকল তত্ত্বই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, এবং প্রকৃতি তখন প্রকৃতরূপেই ( অলীক রূপেই ) গোচরিত হইতেছেন এই হেতু তিনি আর কখন তাঁহার অশুভ বিধান করিতে সমর্থ হইতেছেন না ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

যে পুরুষ বহুজন্ম জন্মান্তরীণ অনুষ্ঠিত শুক্লকর্ম্মফলে, কালে, অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত=মুনি হইয়া সর্ব্বত্র বৈরাগ্যবান্ হইবেন, এমন কি আব্রহ্ম ভবন পর্য্যন্ত সমস্তই যাঁহার হেয়োপাদেয় ভাবে(*) বিবর্জ্জিত হইয়া যাইবে।[২৭] তিনি আমার ভক্ত। তিনিই আমার পূর্ণ প্রসাদ লাভ করিয়া তত্ত্ব সকলের যথাস্থিত স্বরূপ অবগত হইবেন। প্রকৃত ধীরপদ বাচ্য হইবেন্। আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সকল সংশয় হইতেই বিমুক্ত হইবেন। অতএব ঐরূপ মদীয় ভক্তপুরুষ, যেখানে যোগীগণ লিঙ্গশরীর-নাশে গমন করেন সেই মদাশ্রয় কৈবল্যাখ্য, নিরতিশয়ানন্দাত্মক, মদীয়স্থান অচির কালমধ্যেই লাভ করিবেন ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

হে মাতঃ! যাঁহারা যোগী অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধিতে সিদ্ধ। তাঁহাদের সেই যোগাবস্থায় উক্ত সিদ্ধিগুলি মুক্তির অন্তরায় ( বিঘ্ন ) বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু সিদ্ধিও গুণেরই কার্য্য অতএব ঐ সকল যোগজ গুণকার্য্যেও যখন সিদ্ধ গণের আসক্তি জন্মিবে না তখন অনায়াসে তপোযুক্ত যোগ ও তীব্র আত্মসমাধি সম্পন্ন হইতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রমশঃই আমার নৈশ্রেয়সী গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মদীয় এই নৈশ্রেয়সী গতিতে

---

* যে কোন বিষয় হউক, স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাতে হেয়ভাব অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিবে না। আর কোনবিষয় অতিপ্রয়োজনীয় কিন্তু অনুপস্থিত সে অবস্থায় তাহার জন্য উপাদেয়ভাব অর্থাৎ তাহার সংগ্রহার্থ যত্নও করিবে না। এইরূপে সমস্ত বিষয়ই হেয়োপাদেয়ভাব বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুর আর গর্ব্ব থাকে না অর্থাৎ অন্যান্য স্বর্গাদি গতিতে ক্ষীণপুণ্য হইয়া পুনশ্চ মর্ত্ত্য লোকে আসিতে হয় সুতরাং সেই সকল অচিরানন্দ গতিতে মৃত্যু প্রশ্রয় পাইয়া থাকে কিন্তু ইহা সেরূপ নহে। ইহা চিরানন্দপ্রদ। একদা লাভ করিতে পারিলে, আর কখনও সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না॥ ৩০॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত দেবহূতি কপিল সংবাদে প্রকৃতিপুরুষ বিবেক নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥**

( হারঃ ৫ )

# অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

**শ্রীভগবান্ কহিলেন,** হে রাজনন্দিনি! আমি এক্ষণে তোমাকে যাহাদ্বারা অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় ও যাহাতে একটী আশ্রয় বিশেষ অবলম্বন করে, তাদৃশ সাবলম্বন সমাধির লক্ষণ কহিব, শ্রবণ কর॥ ১॥

( * ) যথাশক্তি স্বীয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, পরকীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরতি, অদৃষ্টাধীন যাহা প্রাপ্ত হইবে তন্মাত্রে পরিতোষ, ব্রহ্মজ্ঞানীগণের শ্রীচরণসেবা। গ্রাম্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান,

(*) এক্ষণে যম ১ নিয়ম ২ আসন ৩ প্রাণায়াম ৪ প্রত্যাহার ৫ ধারণা ৬ ধ্যান ৭ ও সমাধি ৮ এই অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগ মূলে ক্রমশঃ বলিতেছেন। অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহকে যম কহে। শৌচ সন্তোষ তপশ্চরণ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম কহে। পদ্মাসন বীরাসন ভদ্রাসন স্বস্তিকাসন দণ্ডাসন সোপাশ্রয় পর্য্যঙ্ক ক্রৌঞ্চনিষদন হস্তিনিষদন উষ্ট্রনিষদন সমসংস্থান স্থিরসুখ ও যথাসুখ প্রভৃতি চিত্তস্থৈর্য্যজনক ঔপবেশনিক ক্রিয়া বিশেষকে আসন কহে। বাহ্য বায়ুর আচমন, কোষ্ঠ্য বায়ুর নিঃসারণ ও এই দুইয়ের যে গতিবিচ্ছেদ তাহাকে প্রাণায়াম কহে। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রবণতার নিবারণ করাকে

মোক্ষধর্ম্মে অনুরক্তি, পবিত্র অন্নাদির পরিমিত আহার, নিরন্তর নির্জ্জন নির্ব্বাধ স্থানে অবস্থিতি।[৩] অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, আবশ্যকানুযায়ী অর্থমাত্রের সংগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, শৌচ, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) পরমপুরুষের অর্চ্চন।[৪] মৌন. সৎ আসন দ্বারা চিত্তের জয় স্থৈর্য্য, প্রাণজয়, মনোদ্বারা বিষয়োপগত ইন্দ্রিয় গণের বিষয় হইতে প্রত্যাহার অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তন, প্রাণস্থান মূলাধারাদির (*) মধ্যে তাহাদের সহিত প্রাণের অবধারণ, সতত সর্ব্বতোভাবে বৈকুণ্ঠ (শ্রীকৃষ্ণ) লীলার চিন্তন করিয়া সেই স্থানেই মনের সমাধান।[৫]।[৬] এই সকল ক্রিয়া যোগ এবং ব্রত, দান ও নিয়মাদি সৎকার্য্য দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ আলস্য শূন্য ও জিতপ্রাণ হইয়া অসৎপথগামি অপবিত্র মনকে পবিত্র ও সৎপথগামি করিবে।[৭] অনন্তর জিতাসন (†) হইয়া পবিত্র স্থানে আসন (‡) বিস্তার পূর্ব্বক তাহাতে স্বস্তিকাসনে অবক্র শরীরে উপবেশন করিয়া প্রাণ বায়ুর অভ্যাস করিবে।[৮] অর্থাৎ পূরক কুম্ভক ও রেচক ক্রমে অথবা রেচক কুম্ভক পূরক ক্রমে প্রাণায়াম করিয়া প্রাণমার্গের শোধন করিবে। ফলতঃ এরূপে শোধন করিতে হইবে যাহাতে অন্তঃকরণ স্থির হইয়াও পুনশ্চ চঞ্চল হইয়া না পড়ে।[৯] এইরূপে ক্রিয়া সম্পন্ন জিতশ্বাস যোগীর অন্তঃকরণ অচির কালমধ্যেই বায়ু ও অগ্নি-দ্বারা উত্তপ্তীভূত লৌহের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

বহু প্রাণায়াম দ্বারা শারীরিক দোষ সকল নষ্ট হয়। ধারণা দ্বারা মানসিক ক্লেশ সকল নষ্ট হয়। প্রত্যাহার দ্বারা বৈষয়িক সঙ্গ সকল নষ্ট হয় (¶)। ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর প্রাকৃত গুণ সকল নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

---

প্রত্যাহার কহে। নাভিচক্র হৃদয় পুণ্ডরীকে মূর্দ্ধাস্থান জ্যোতি নাসিকার অগ্রভাগে ও জিহ্বার অগ্রভাগ ইত্যাদিরূপ স্থান বিশেষে অথবা বাহ্য বিষয়েই হউক চিত্তের বৃত্তিমাত্রে যে অবস্থান তাহাকে ধারণা কহে। ধারণাদেশে ধ্যেয়ালম্বন চিত্তবৃত্তির যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের প্রবাহ তাহাকে ধ্যান কহে। এই ধ্যানই যখন ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিপুটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধ্যেয়াকার হয় তখন সমাধি বলিয়া অভিহিত হয়।

* ভাগবতের মতে মূলাধার, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধাগ্র, ও আজ্ঞা নামক চক্রে। তন্ত্রশাস্ত্রমতে মূলাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলে) মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামক চক্রে।

† অর্থাৎ পদ্মাসনাদি আসন গুলিতে অভিজ্ঞ হইয়া। ‡ কুশাসনাদি আসন বিছাইয়া।

¶ অর্থাৎ সঙ্গ গেলেই সঙ্গদোষাধীন অনিষ্ট সকল আর হয় না।

এইরূপে ক্রিয়াযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ যখন নির্ম্মল ও সুসমাহিত হইয়া উঠিবে, তখন স্বীয় নাসিকাগ্রে একাগ্র দৃষ্টি পূর্ব্বক ভগবানের আকার ধ্যান করিবে ( * ) ॥ ১২ ॥

তাঁহার বদনকমল অতীব প্রসন্ন। লোচনযুগল কমলগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ। সমস্ত শরীর নীলোৎপল সদৃশ শ্যামল। হস্তচতুষ্টয় যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধারী (†)। পরিধান কমলকেশরের সদৃশ পীতাম্বর। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। স্কন্ধদেশ মণি প্রদীপ্ত কৌস্তুভ বিশিষ্ট। মত্ত মধুকরগণের সুমধুর রবকারিণী বনফুলমালা দ্বারা বিভূষিত অত্যুৎকৃষ্ট হার এবং বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুর দ্বারা সমলঙ্কৃত। শ্রোণিদেশ কাঞ্চীগুণ যুক্ত সুতরাং অতীব শোভমান। বসিবার আসন ভক্তগণের হৃদয় কমল। দর্শনীয়তম। শান্ত। নয়ন ও মনের আনন্দবর্দ্ধন। ভক্তগণের দৃষ্টিতে অতীব সুন্দর মূর্ত্তিধারী। নিরন্তর সকল লোকেই নমস্কৃত। কৈশোর বয়সে অবস্থিত। ভৃত্যগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে ব্যগ্র। কীর্ত্তনীয় যশো-বিশিষ্ট। পুণ্যশ্লোকগণের যশো বিধাতা।

যে পর্য্যন্ত মন বিচলিত না হয় তাবৎকাল এইরূপে তদীয় সমুদায় অঙ্গ ধ্যান করিবে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

ফলতঃ স্থির হইয়াই হউক, আর গমন করিতে করিতেই হউক, বা এক-স্থানে আসীন হইয়াই হউক অথবা—শয্যায় শয়ন করিয়াই হউক, ( যেরূপে যে অবস্থায় থাকিয়া হউক না কেন ) দর্শনীয়লীলাকারি ভগবানকে বিশুদ্ধ চিত্তে সতত ধ্যান করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥

ফলতঃ যিনি মননশীল ( মুনি ) হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি আপন সাবলম্বন (‡) চিত্তকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়া এক একটী মাত্র অঙ্গে নিযুক্ত করিবে। [২০] তন্মধ্যে সর্ব্বাদৌ তাঁহার চরণকমল ধ্যান করিবে।—উহা বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও পদ্মাকার চিহ্নে চিহ্নিত। পাদপদ্মের উত্তুঙ্গ লোহিত নখমণ্ডল, তদীয় অনির্ব্বচনীয় জ্যোৎস্না প্রপাত দ্বারা ধ্যাতাগণের হৃদয়ান্ধকার ( অজ্ঞান বা ভ্রম ) বিদূরিত করিতেছে। [২১] শিব, ঐ পাদপদ্মীয় প্রক্ষালন-নিঃসৃত পবিত্র গঙ্গোদক, মস্তকে ধারণ করিয়া "শিব" (মঙ্গলময়) হইয়া গিয়াছেন। আর ঐ পাদপদ্মই ধ্যাতার মনোমধ্যে অবস্থিত পাপপর্ব্বতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বজ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে (০) ॥ ২২ ॥

---

* ধ্যানের আকার পরশ্লোক হইতে দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, নিম্ন দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ। ঊর্দ্ধ বাম হস্তে গদা, নিম্ন বাম হস্তে চক্র।

‡ অর্থাৎ ভগবানের অবয়ব সমূহে অবস্থিতি।

০ অর্থাৎ বজ্র যেমন যে পর্ব্বতাংশে পাতিত হয় ঐ অংশ একেবারে চূর্ণ হইয়া যায় তদ্রূপ।

অনন্তর সংসারবিনাশন বিভুর জঙ্ঘাযুগল এইরূপে ধ্যান করিবে।—যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিধাতা ব্রহ্মার জননী, যিনি সুরগণ দ্বারা সুপূজিত,—ভগবান্ সেই কমলনয়না লক্ষ্মীদেবীরে জানুর উপরে রাখিয়া স্বীয় করপল্লব দ্বারা স্পর্শ করিয়া সমাদৃত করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর বিভুর নিতম্ব বিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিবে।—উরুদ্বয় গরুড় ভুজাদ্বয়ের উপরে অবস্থাপিত। ভয়ানক বলিষ্ট; এমন কি উহা বলের পূর্ণ আধার বলিয়া প্রতীত হইবে এবং উহা অতসীকুসুমের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন। আগুল্ফ লম্বমান পীতাম্বর। পীতাম্বরের উপরে কাঞ্চীকলাপ অতীব শোভমান হইতেছে ॥ ২৪ ॥

অনন্তর নাভি হ্রদ ধ্যান করিবে।—ভগবানের উদর, নিখিল ভুবনের অধিষ্ঠান ভূত। উহার মধ্যে নাভিহ্রদ। এই নাভিহ্রদ হইতেই আত্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মার নিখিললোকাত্মক পদ্ম সমুত্থিত হয়।

অনন্তর তাঁহার মরকত মণি যুগলসদৃশ কান্তিমান্ স্তনযুগল ধ্যান করিবে।—স্তনযুগলের মধ্যভাগ অতিপ্রশস্ত ও কমনীয় হারাবলির প্রভায় প্রদীপ্ত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর তাঁহার বক্ষ ও গ্রীবা এই দুই অঙ্গের চিন্তা করিবে।—বক্ষস্থল ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ট বিভূতি (মহালক্ষ্মী) দ্বারা অধিকৃত। তিনি ভক্ত পুরুষগণের নয়ন মনের আনন্দ বিধান কর্ত্রী। গ্রীবাদেশ যেন কৌস্তুভমণিরই ভূষণার্থ আবিভূত। নিখিললোক নমস্কৃত ভগবানের স্তনমধ্য ভাগ এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিবে ॥ ২৬ ॥

অনন্তর তদীয় বাহুযুগলের ধ্যান করিবে।—মন্দরাচলের পরিভ্রমণে বাহুবলয় সকল প্রোজ্জ্বলিত হয়। ভগবানের বাহুযুগল সেই সকল প্রোজ্জ্বল বলয় ও লোকপাল গণের নিবাস বিশিষ্ট। এক হস্ত অসহ্য তেজঃ সম্পন্ন দশশতার ( চক্র ) যুক্ত। অপর হস্ত পদ্ম যুক্ত। অন্য এক হস্ত সেই করকমলসমীপে উপবিষ্ট রাজহংসের ন্যায় শঙ্খ যুক্ত। [২৭] অপর এক হস্ত কৌমোদকী ( গদা ) যুক্ত। এই কৌমোদকী গদা ভগবানের দয়িতা স্বরূপ। ইহাঁর অঙ্গ শত্রু যোদ্ধৃগণের শোণিতে অবলিপ্ত।

অনন্তর ইহাঁর কণ্ঠস্থিত মালা ও কৌস্তুভ মণির স্মরণ (চিন্তা) করিবে।—ভগবানের মালাটী মত্তমধুকর সমূহের সুমধুর গুন্ গুন্ নিনাদে নিনাদিত এবং তাঁহার কৌস্তুভমণিটী অমল জীবতত্ত্ব স্বরূপ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর ভৃত্যগণের উপরে অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ গৃহীতমূর্ত্তি সেই মায়ী ভগবানের বদনারবিন্দ ধ্যান করিবে। তাঁহার আনন, প্রকাশমান মকরাকার কুণ্ডল হিল্লোলনে প্রদীপ্ত কপোলদ্বয় যুক্ত। উন্নত নাসিকা যুক্ত। ২৯ এবং স্বীয় শোভাতেই অলিসমূহদ্বারা পরিষেবমান কুটিল কুন্তল সমূহে পরিব্যাপ্ত। মীনদ্বয়ের আশ্রয় ( * ) লক্ষ্মীনিকেতন পদ্মের তিরস্কার কারি পদ্মলোচনদ্বয় ও মনোময়, অনলস, প্রদীপ্ত, সুদীর্ঘ ভ্রূবিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥

অনন্তর স্বীয় হৃদয় কন্দরে সতত তদীয় কৃপাবলোকন ধ্যান করিবে। তাঁহার অবলোকন স্নিগ্ধ স্মিত ( হাস্য ) যুক্ত। বিপুল প্রসাদ গুণ যুক্ত। যখন ভক্তগণের ভয়ঙ্কর তাপত্রয়ের (†) উপশমনার্থ কৃপা বিস্তার করেন, সে সময়ে চক্ষুর্দ্বয় হইতে অত্যধিক রূপে দৃষ্টি নিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর শ্রীহরির হাস্য অনুধ্যান করিবে। ভগবানের হাস্য, অতিশয় উদার ভাব ব্যঞ্জক এবং অবনত লোকগণের তীব্রশোক জনিত প্রবহমান শোকাশ্রুসাগরের শোষণ কারি।

অনন্তর শ্রীহরির ভ্রূমণ্ডল ধ্যান করিবে। এই ভ্রূমণ্ডল, মুনিগণের উপকারার্থ অর্থাৎ মুনি-গণের মোহনার্থ প্রবৃত্ত কামদেবকে মোহিত করিবেন বলিয়াই যেন স্বীয় মায়াদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শ্রীহরির উচ্চ হাস্য ধ্যান করিবে। ভগবানের উচ্চ হাস্য অতি সুন্দররূপে বিনা প্রযত্নেই ধ্যান বিষয় হইয়া থাকে। কারণ, অধরোষ্ঠের দীপ্তিতে ইঁহার সূক্ষ্ম সুগম কুন্দমুকুল-সদৃশ দ্বিজপংক্তি (‡) রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। (আহা এরূপ নয়ন মনো লোভা কান্তিমান্ হাস্য কার না শীঘ্র ধ্যান বিষয় হয় ?) ফলতঃ এইরূপে বিষ্ণুকে স্বীয় হৃদয়াকাশে অবস্থাপিত করিয়া একে একে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল, আর্দ্র ভক্তিদ্বারা অভিনিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করিবে। অন্যদিকে কদাপি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না ॥ ৩৩ ॥

এইরূপে যথারীতি ধ্যান করিলে ভগবানে প্রেমভাব হয়। হৃদয় ভক্তি রসে দ্রবীভূত হয়। শরীর আমোদে পুলকিত হয়। আর তদীয় দর্শনোৎকণ্ঠা প্রযুক্ত অশ্রুপাত হইয়া মুহুর্মুহুই অন্তর

* চক্ষু প্রাশস্ত্যে মীন দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।　　　　† আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের।

‡ অর্থাৎ অধ দন্ত পংক্তি ও উর্দ্ধ দন্ত পংক্তি। দন্ত দুইবার জন্মে বলিয়া দ্বিজশব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যথিত হয়। তখন শনৈঃ শনৈঃ সেই ভগবান্ রূপি দুর্গ্রহ মৎস্যের প্রতি অনায়াসেই চিত্ত-রূপি বড়িশকে নিযোগ করা যাইতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

(*) যখন মন এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে, সেই ধ্যান বিষয়েও বিরক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মাশ্রয় হইয়া পড়ে সুতরাং তখন স্বীয় বৃত্তিরূপতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মাকারে পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ অগ্নিশিখা যেমন সহসা নির্ব্বাণ হইয়া মহাভূতাগ্নি জ্যোতির সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ মনও তখন সহসা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপে উপগত হইয়া যায়। এ অবস্থায় ধ্যাতা পুরুষের আর ধ্যাতৃ ধেয় বিভাগ থাকে না (†)। কেবল অখণ্ড চিদাত্মারই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। এই জন্যই তখন গুণ কার্য্যভূত দেহাদি উপাধি হইতে (‡) মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

মুক্ত পুরুষ (§) এই অবিদ্যা রহিত অন্তিম নিবৃত্তি বৃত্তি দ্বারা সুখ দুঃখ রহিত সেই ব্রহ্মরূপে নিয়ত অবস্থিত থাকে আর কখনই তাঁহাকে সংসারী হইতে হয় না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁর অজ্ঞান ছিল অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তা জ্ঞানে সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া ভ্রম ছিল এখন আর সেরূপ ভ্রম নাই। এখন পুরুষ প্রকৃতির প্রকৃত রূপ অবগত হইয়াছেন সুতরাং পূর্ব্বাবস্থায় সেই আত্মনিষ্ঠ কর্তৃত্ব ও সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম অবিদ্যাতে স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

এবংবিধ মুক্তপুরুষেরা স্বীয় শরীরের প্রতিই লক্ষ্য করেন না, সুখ দুঃখাদির কথাত দূরে থাক্। ফলতঃ মদ্যপায়ী যেমন মদিরামদে অন্ধ হইয়া স্বীয় পরিধান বাস কটিতটে আছে কি স্খলিত হইয়াছে কিছুই জানিতে পারে না. তদ্রূপ সে অবস্থায় তাঁহারাও বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া পড়েন অর্থাৎ, মনে কর, একজন মুক্ত পুরুষ একস্থানে বসিয়া আছেন, দেখিতে দেখিতে উত্থিত হইলেন, উত্থিত হইয়া সেই স্থানেই কিঞ্চিৎ অবস্থান করিলেন। সে স্থানও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুনশ্চ দৈববশাৎ সেই স্থানেই আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন কিন্তু তিনি এই সকল শারীর

---

* সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আকার বলিতেছেন।

† অর্থাৎ তখন, আমি ধ্যাতা এই বস্তুর ধ্যান করিতেছি, এইরূপ ধ্যাতৃ, ধ্যান ও ধ্যেয় লইয়া ত্রিপুটি ভাব আর কিছুমাত্র থাকে না।

‡ অর্থাৎ দেহসত্ত্বে সুখদুঃখে অনাসক্ত হইয়া জড়ের ন্যায় থাকে এবং দেহান্তে কৈবল্য লাভ হয়।

§ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত।

ব্যাপার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছেন না, কারণ, তখন তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ পরমাত্মৈকা ভাব প্রাপ্তি হইয়াছে সুতরাং বাহ্য দেহাদিতে তাঁর সম্বন্ধই কৈ ? যে, তিনি ঐ সকল শরীর ব্যাপার অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৩৭ ॥ বস্তুত তখন তাঁহার সেই দেহটী পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কারাধীন কুলালচক্র ভ্রমির ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। যে পর্য্যন্ত দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগদ্বারা অবসান না হয় সে কাল যাবৎ ঐ শরীর ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সুতরাং পুরুষ, ভোগের অবসান না হইলে দেহ মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন না। এইরূপে সমাধি পর্য্যন্ত (*) যোগাভ্যাসী হইয়া জীবন্মুক্ত হইলে, তাঁহার বিদেহ কৈবল্য লাভ হইতে কিছু মাত্র আর প্রয়াস হয় না। তিনি তখন আত্মতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত। তাঁহার পক্ষে বিদেহ হইবার পূর্ব্বে সেই উপভুক্ত শরীর ও তৎসম্বন্ধি অপত্য কলত্রাদি সমস্তই স্বপ্নকল্পিত বৎ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

লোকে যেমন উত্তপ্ত ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই পদার্থত্রয়ের স্বীয় উপাদানভূত অগ্নি হইতে পৃথক্‌ভাবে ব্যবহার নাই কিন্তু বাস্তবিক ইহারা এক একটি উপাধিভেদে এক একটি পৃথক্ বস্তু, তদ্রূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, এই ভূতাদিত্রয় (১) ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রধান (২) ও জীব (৩) এই ত্রিবিধ তত্ত্বের এতদীয় অন্তঃপ্রবিষ্ট সাক্ষী চৈতন্যের সহিত পৃথক্ ভাব বুঝিতে হইবে (†) ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

ভূতসকলে যেমন মহাভূতভাব অনন্যভাবে হইয়া থাকে তদ্রূপ সিদ্ধ পুরুষও সকলভূতেই আত্মাকে দেখিবেন আবার বিপর্য্যস্তভাবে আত্মাতেও ভূতসকলকে দেখিবেন অর্থাৎ এক আত্মাকেই আধেয়ভাবে ( সকলান্তর্য্যামীরূপে ) দেখিবেন এবং আধারভাবেও ( সত্তা বা অধিষ্ঠানভাবেও ) দেখিবেন ॥ ৪২ ॥

দেখ, অগ্নি জ্যোতি যখন স্বীয় উপাদান কাষ্ঠে অবস্থিত হয়, তখন তাহাকে এক বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু যখন তাহার সেই উপাদান কার্য্যের গুণ বৈষম্য হয় তখন সে নানার

---

* অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত।

† এস্থলে ভূতাদি ত্রয় উত্তপ্ত ধূমস্থানীয়। ঈশ্বরাধিষ্ঠিতপ্রধান জ্বলন্ত কাষ্ঠস্থানীয়। জীবাত্মা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্থানীয় এবং সাক্ষী চৈতন্য ( ব্রহ্ম ) উপাদানাগ্নি স্থানীয়।

ন্যায় প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ প্রকৃতি সম্বদ্ধ আত্মাতেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আত্মা যখন স্বীয় অবস্থায় থাকেন তখন এক অদ্বিতীয় এবং যখন প্রকৃতিদেহে আসিয়া সম্বদ্ধ হন তখন সুতরাং প্রকৃতির বৈচিত্র্যে তাঁহারেও বিবিধরূপে প্রতীয়মান হইতে হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

অতএব যিনি এই জীববন্ধহেতুভুতা বৈষ্ণবীশক্তিস্বরূপা দুর্বিভাব্যা প্রকৃতিদেবীকে (তাঁহারই প্রসাদে) পরাজিত করিতেছেন, তিনিই স্বস্বরূপে অবস্থিত হইতেছেন ॥ ৪৪ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কাপিলেয় সাধনানুষ্ঠান নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

( হরিঃ ওঁ )

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দেবহূতি কহিলেন। হে প্রভো! আপনি সাংখ্য শাস্ত্রে মহদাদি পদার্থের যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ লক্ষিত হয় এবং যাহার ভক্তি-যোগই মূল বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, সেই ভক্তিযোগ কিরূপ? তাহা আমায় বিস্তার পূর্ব্বক বলুন।[১]।[২] হে ভগবন্! আপনাকে জীবগণের নানাবিধ সৃষ্টি সকলও আমায় বলিতে হইবে।—যাহা শ্রবণ করিলে পুরুষের ঐ সকল বিষয়ে আসক্তি নষ্ট হয়।[৩] এবং যাহার ভয়ে লোকসকল পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, যে তোমার ন্যায় মহাপ্রভাবশালী এমন কি লোকে তোমার স্বরূপ বলিয়া যে প্রথিত, সেই কাল পদার্থেরও স্বরূপ কি? আমায় বলুন ॥ ৪ ॥

লোকগণের মিথ্যাভূত শরীরাদিতে 'আমি আমার' বলিয়া অভিমান হইয়া থাকে। তাহারা সুতরাং অন্ধ—জ্ঞানদৃষ্টি বিহীন। তাহাদের বুদ্ধি চিরকালাবধি নানাবিধ শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই তাহারা এই অপার সংসাররূপী ঘোরতর অন্ধকারে চির শয়ানে শায়িত রহিয়াছে। ভগবন্! অধুনা সেই সকল অন্ধকার প্রসুপ্ত-অন্ধলোকগণের দৃষ্টি বিধান এবং তাদৃশ অন্ধকার বিনাশনের জন্য তুমি সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহামুনি এইরূপ আপন মাতার সুমধুর বাক্যে প্রীত ও করুণার্দ্দিত হইয়া সাদরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ভক্তিযোগবিশিষ্টে! মাতঃ! এক্ষণে আপনাকে ভক্তিযোগ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবদ্ভক্তেরা একই ভক্তিযোগকে বহুবিধ করিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ পুরুষগণের (*) স্বভাবভূত যে সকল গুণ আছে তাহারই বৃত্তিভেদে ফলসঙ্কল্পের বিভেদ হয়, সুতরাং ফল সঙ্কল্প ভেদে ভক্তিও নানাবিধ হয় ॥ ৭ ॥

যে ভেদদর্শী ক্রোধী হইয়া হিংসা, দম্ভ, বা মাৎসর্য্য মূলক কার্য্য সাধনার্থ সঙ্কল্প পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার তাদৃশ ভক্তিকে তামসী ভক্তি কহে ॥ ৮ ॥

আর যে ভেদদর্শী বিষয়, যশ, বা ঐশ্বর্য্য লাভ প্রত্যাশায় সর্ব্বদা সকল প্রকার অর্চ্চনাতেই আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার তাদৃশ ভক্তিকে রাজসী ভক্তি কহে ॥ ৯ ॥

অপর যে ভেদদর্শী, পাপক্ষয় বা পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিবার উদ্দেশে যজন করিবে ও বেদ বিহিত বিধিগুলির রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার অর্চ্চনাতেই সর্ব্বাদৌ আমায় অর্চ্চনা করিবে, তাহার তাদৃশ ভক্তিকে সাত্বিকী ভক্তি কহে॥ ১০ ॥

আমি সকল লোকেরই অন্তরে অবস্থান করিয়া থাকি। আমিই পুরুষোত্তম। আমার লীলা শ্রবণমাত্র, যাহার মনের গতি, অগাধ সমুদ্রে ধাবমান গঙ্গাপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন গতির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া আমাতে আসিয়া লয় হইবে, তাহার তাদৃশ মনোগতিকে অহৈতুকী (অর্থাৎ ফলসঙ্কল্পরহিত ভেদদর্শন রহিতা) ভক্তি কহে। ইহাই নিগুর্ণ ভক্তিযোগের লক্ষণ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

যে সকল পুরুষেরা এই রূপ নিগুর্ণ ভক্তিযোগ সম্পন্ন হন, তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত আর কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না, এমন কি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তিও প্রদান করিলে, তাঁহারা (আসক্ত হইয়া) গ্রহণ করেন না॥ ১৩ ॥

ফলত যে মনোবৃত্তি দ্বারা ত্রৈগুণ্য পথের পরিত্যাগ ও নিস্ত্রৈগুণ্য পথে বিচরণ করা যায় এবং অন্তে মদ্ভাব প্রাপ্তি ( ব্রহ্মপ্রাপ্তি ) রূপ পরম ফল লাভ হয়, তাহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ কহে ॥ ১৪ ॥

* পুরুষগণের বলাতে প্রতি শরীরে বিভিন্ন পুরুষের স্বীকার সাংখ্য মতে সূচিত হইল।

প্রত্যহ পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত অর্চ্চনা প্রণালি অনুসারে শ্রদ্ধাদি যুক্ত হওয়া, নিষ্কাম নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া যোগের সুন্দর রূপে অনুষ্ঠান, আমার বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান স্থানের দর্শন, স্পর্শ পূজা, স্তুতি, বন্দনা " এবং সকল ভুতেই আমার অস্তিত্ব দৃষ্টি, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহল্লোকগণের যথাবিহিত মান বিধান, দীন অকিঞ্চন গণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ, আপন সমান ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা, যম, নিয়ম, অধ্যাত্মিক বিষয় সকলের শ্রবণ, মদীয় নাম কীর্ত্তন, শুক্রকর্ম্মের অর্জ্জন, ভক্তিভাজন আর্য্য জনগণের সঙ্গ এবং অহংকার শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ।[১৫] ।[১৬] ।[১৭] ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষের চিত্ত এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা নির্ম্মল হয়, সুতরাং তাদৃশ নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্তপুরুষ, আমাকে ( অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে নিগুর্ণ অথচ উপাসনার্থ শ্রুতমাত্র গুণবান্ পরমাত্মাকে) অতি শীঘ্রই লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৯ ॥

ফলত বাতরথ গন্ধ যেমন আপন গন্ধ স্থানে থাকিয়াই বায়ু দ্বারা সহসা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ যোগরত চিত্তও আপন ধ্যেয় স্থানে থাকিয়াই অবিকারি পরমাত্মারে সহসা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

আমি সকল ভুতেই নিয়ত অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছি, তথাপি, লোকে আমাকে ঐরূপে না জানিয়া যে, কেবল প্রতিমাদিতে পূজা করে, সে, তাহাদের বিড়ম্বনা মাত্র ।[২১] আমি সকল ভুতেই আত্মরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অবস্থিত অতএব যে ব্যক্তি মুর্খতা বশত আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের উপাসনা করিতেছে, তাহার সেই উপাসনা, ভস্মে প্রদত্ত আহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইতেছে ।[২২] যে ব্যক্তি ঐরূপে ভুতশরীরে আমায় প্রত্যক্ষ করে না, প্রত্যুত সেই দৈহিক আত্মার সহিত দ্বেষ করে এবং তন্নিবন্ধন অভেদবাদির সহিত বৈরভাব উৎপন্ন করে, তাদৃশ ভেদদর্শি আত্মভেদাভিমানীর মন কখনও শান্তি লাভ করেনা ।[২৩] হে নিষ্পাপে ! যেব্যক্তি নিন্দা করে, সে যদি নানাবিধ ছোট বড় বস্তুর সম্পাদন করিয়া যাগ যজ্ঞাদি কার্য্য আরম্ভ করে এবং আমারে, সেই সকল কার্য্যে সর্ব্বাদৌ অর্চ্চনাও করে, তথাপি আমি পরিতুষ্ট হই না, কারণ, সে যে আমায় প্রকৃতরূপে অবগত হয় নাই । অবশ্য, সকলপ্রকার অর্চ্চনার অগ্রে আমাকে অর্চ্চনা করা, ইহা একটী আমার সন্তোষের কারণ বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত, সেই বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠাতা, আপন হৃদয়ে আমারে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে, সে পর্য্যন্ত আমি কখনই তাহার প্রতিসন্তুষ্ট হইতেছি না ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি আপন আত্মাকে পরকীয় আত্মার সহিত অত্যল্পও ভেদ করিয়া দেখিতেছে, সে ভিন্নদর্শী। আমি তাহার সম্বন্ধে মৃত্যু রূপী হইয়া অত্যুল্বণ ভয় প্রদর্শন করিতেছি। ২৬ অতএব আমাকে সকল ভূতেরই আত্মা (অন্তর্য্যামী) এবং সকল ভূতই আমার আবাসস্থান জানিয়া, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভক্তির সহিত দান ও মান দ্বারা পূজা করিবেন ॥ ২৭ ॥

হে শুভে! যাহারা জীবন-হীন অর্থাৎ জড়পাদার্থসকল, তাহাদের অপেক্ষা সজীব পদার্থ সকল শ্রেষ্ঠ। সজীবগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ। প্রাণিগণের মধ্যে জ্ঞানবান্ প্রাণিরা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালিরা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালিদের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহিরা শ্রেষ্ঠ। স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহি প্রাণিগণের অপেক্ষা রসনেন্দ্রিয় গ্রাহিরা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের অপেক্ষা গন্ধগ্রাহি প্রাণিরা শ্রেষ্ঠ। গন্ধগ্রাহি প্রাণিগণের অপেক্ষা শব্দগ্রাহিরা শ্রেষ্ঠ। শব্দ-গ্রাহিগণের অপেক্ষা রূপবিশেষগ্রাহিরা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যেও যাহারা দ্বিপংক্তি দন্ত বিশিষ্ট, তাহারা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যেও বহুপদগণ শ্রেষ্ঠ। বহুপদ হইতেও চতুষ্পদগণ শ্রেষ্ঠ। চতুষ্পদ হইতেও দ্বিপদগণ শ্রেষ্ঠ। দ্বিপদের মধ্যেও বর্ণচতুষ্টয় শ্রেষ্ঠ। চারিবর্ণের মধ্যেও ব্রাহ্মণ সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট। ব্রাহ্মণের মধ্যেও বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞগণের মধ্যেও যাঁহারা রীতিমত ষড়ঙ্গের সহিত বেদার্থ অবগত আছেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ বেদার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও সংশয়চ্ছেত্তারা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা স্বীয় বর্ণাশ্রমবিভাগানুযায়ী ধর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মানুষ্ঠাতার অপেক্ষাও একজন শ্রেষ্ঠ আছেন। তিনি মুক্তসঙ্গ। মুক্তসঙ্গ পুরুষ আত্মধর্ম্মের দোহন করেন না বলিয়াই নিষ্কাম হন ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

অতএব যিনি অশেষ ক্রিয়া অশেষ ক্রিয়াফলসকলও দেহ, এ সমুদায়ই আমাতে সমর্পণ করিতেছেন সুতরাংই তিনি আমার সহিত ব্যবধান শূন্য হইতেছেন। আমি এইজন্যই সেই মদর্পিতাত্মা মদর্পিতাকর্ম্মা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য সর্ব্বভূতে সমদর্শন পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও উৎকৃষ্ট দেখি না ॥ ৩৩ ॥

ফলত ঈশ্বর, জীবগণের অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট, ভগবান্ পদবাচ্য, এইরূপ ভাবনা করিয়া মনে মনে সকল ভূতকেই সবিশেষ সম্মান সহকারে প্রণাম করিবে ॥ ৩৪ ॥

হে মানবি! ভক্তিযোগ ও যোগ উভয়ই বর্ণন করিলাম। জীব পুরুষ, এই দুইটীর একটিও লাভ করিলে, পরমপুরুষকে লাভ করিবেক ॥ ৩৫ ॥

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নামে সর্ব্বনিয়ন্তাস্বরূপ ভগবানের এই রূপটী প্রধানের অধিষ্ঠাতা প্রধান পুরুষ হইতেও পর—পরমাত্মা এবং কর্ম্মজনিত নানাবিধ সৃষ্টি জনক দৈব স্বরূপ বলিয়া অভিহিত। এই দিব্য ভেদাস্পদ ভাগবত রূপই কাল বলিয়া ব্যবহৃত। ইহা হইতেই ভেদদর্শী মহদাদি পদার্থাভিমানী জীবগণের ভয় ( সংসার ) হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

যিনি ভুতগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভুতগণ দ্বারাই ভুতগণের সংহার করিতেছেন। যিনি অখিল জীবনিকায়ের আশ্রয়। যাঁহাকে সকলে বিষ্ণু বলিয়া থাকে। যিনি যজ্ঞের ফলদাতা অধিযজ্ঞ নামে প্রতিষ্ঠিত। সেই এই কালাভিধ প্রভু, শুদ্ধ ভক্তিদ্বারা বশীভুত হন। [৩৮] ইহাঁর দয়িতাও নাই, কেহ দ্বেষ্টাও নাই এবং কেহ বান্ধবও নাই। ইনি ভুতসকলে অপ্রমত্ত হইয়া আবিষ্ট হইতেছেন। আবিষ্ট হইয়া প্রমত্ত জনগণের বিনাশ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

এই বায়ু—যাঁহার ভয়ে বহিতেছেন। এই সূর্য্য—যাঁহার ভয়ে তাপ প্রদান করিতেছেন। পর্জ্জন্যদেব—যাঁহার ভয়ে বর্ষিতেছেন। গগণতলে নক্ষত্রগণ—যাঁহার ভয়ে প্রকাশ পাইতেছেন। [৪০] বনস্পতিসকল এবং লতা ও ওষধিসকল—যাঁহার ভয়ে যথাসময়ে ফল পুষ্পসকল ধারণ করিতেছে। [৪১] সরিৎ সকল—যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমুদ্র—যাঁহার ভয়ে স্থির হইয়া রহিয়াছে, উচ্ছলিত হইতেছে না। অগ্নি—যাঁহার ভয়ে দাহ করিতেছে। পৃথিবী—যাহার ভয়ে গিরিগণের সহিত রসাতলে যাইতেছে না। [৪২] এই আকাশ—যাঁহার আজ্ঞা বশবর্ত্তী হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট জীবগণকে থাকিবার স্থান দিতেছে। মহত্তত্ত্ব—যাঁহার আজ্ঞায় সপ্তাবরণ-আবৃত স্বীয় দেহকে লোকরূপে বিস্তার করিতেছেন। [৪৩] ব্রহ্মাদি দেবতা সকল—যাঁহার ভয়ে সর্গাদিতে গুণাভিমানি অর্থাৎ ইন্দ্রিগণের অধিষ্ঠাতা দেবতা হইয়াছেন, এমন কি এই সকল চরাচর সমস্তই যাঁহাদের ( গুণাভিমানি দেবগণের ) বশতাপন্ন হইয়া প্রতিযুগে বারং বার সৃষ্ট হইতেছে। [৪৪] তিনিই সকলের অন্তকৃৎ=কাল, তিনিই অনন্ত, অনাদি, আদি কৃদ্ ও অব্যয় স্বরূপ এবং তিনিই জননশীল দ্বারা জননশীলের জন্ম দিতেছেন ও অন্তে মৃত্যু দ্বারা সংহারও করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কাপিলেয় সংবাদে ভক্তিযোগ নামক একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

( হরিঃ ওঁ )

—∞—

# অথ ত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, মেঘ সকল যেমন বায়ুদ্বারা ইতস্ততঃ নীয়মান হয় কিন্তু বায়ু যে কি, তাহার সামর্থ্যই বা কিয়ৎপরিমিত, তাহা কিছুই অবগত নহে, তদ্রূপ লোক সকলও প্রবলতর কাল দ্বারা সতত সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে কিন্তু তাঁহার প্রভাব কিছুমাত্র অবগত হইতেছে না। ১॥

পুরুষ, সুখের জন্য অতি কষ্টে শ্রেষ্টে যে যে বিষয় সংগ্রহ করিতেছে, ভগবান্ কাল সেই সেই বিষয়েরই বিনাশ করিতেছেন। সুতরাং শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। ২ ফলতঃ দুর্ম্মতির দেহ, কলত্র, পুত্র, পৌত্রাদি ও গৃহ, ক্ষেত্র, ধন ধান্য প্রভৃতি অনিত্য বস্তুকে মোহবশতঃ নিত্য বলিয়া স্বীকার করাই একমাত্র শোকের কারণ॥ ৩॥

জন্তুরা সংসারে আসিয়া যে যে যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতেছে, সেই সেই যোনিতেই দুঃখ লাভ করিতেছে। দুঃখ হইতে কদাপি মুক্ত হইতে পারিতেছে না। ৪ পুরুষ, নরকযোনি লাভ করিয়া এমনিই দৈবীমায়ায় মোহিত হয় যে, তাহার সেই নারকী তনুও পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ হয় না। ৫ অধিকন্তু তাহার হৃদয় শরীর, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধু বান্ধবগণেতে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে, সুতরাং আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতেছে। ৬ সেই দুরাশয় মূঢ়, কেবল "আমি কৃতার্থ হোলেম" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত নহে, আবার সেই সকল পরিজনের ভরণপোষণ করিবার জন্য দুশ্চিন্তাগ্নিতে দগ্ধশরীর হইয়া সতত নানাবিধ পাপাচরণও করিতেছে। ৭ গৃহীদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকল সতত ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে (*)। যেহেতু অসতী স্ত্রীর কপটতা অর্থাৎ একান্তে তাহার পরপুরুষের সহিত সংভাষণ এবং পক্ষে অমৃতভাষি শিশুগণের অস্ফুট বাক্যালাপ, উভয়ই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকারক। ফলতঃ আশ্রমে প্রধানত দুঃখই অধিক, সুখের ভাগ অত্যল্প। যাহা কিছু সুখ আছে, তাহাও শঠতাদি পরিপূর্ণ। কিন্তু আশ্রমীরা এরূপ দুঃখবহুল আশ্রমে আলস্যশূন্য হইয়া সতত দুঃখ সকলের প্রতীকার করত আপনাকে সুখী বলিয়াই বিবেচনা করিতেছে। ৮। ৯ আরও দেখ,

* অর্থাৎ দুঃখাধিক্য ও সুখাধিক্য উভয়ই ক্ষোভের কারণ, গৃহীরা সতত উহা লাভ করিতেছে।

ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে আবার সেই অনর্থমূল অর্থ দ্বারাই বৃহৎ বৃহৎ হিংসা করিতেছে, এবং যাহাদের প্রতিপালনে অধোগতি হয়, সেই সকল অপোষ্য-পোষ্যকে প্রতিপালনও করিতেছে সুতরাং অন্তে স্বয়ংই অধঃপতিত হইতেছে।[১০] এদিগে দেখ, জীবিকা, একবার হয় ত লোপ পাইতেছে, আবার হয় ত হইতেছে। এইরূপে হয় ত তাহার জীবিকা কতবারই হইতেছে ও যাইতেছে। তথাপি এমনিই লোভাভিভূত যে, নিজে অসমর্থ হইয়াও আবার পরের প্রতিপালনের জন্য স্পৃহা করিতেছে॥ ১১ ॥

মূঢ়বুদ্ধি, কুটুম্বভরণে অসমর্থ হইয়া আপনাকে মন্দভাগ্য, ব্যর্থোদ্যম, শ্রীবিহীন ও অসমর্থ বিবেচনা করিয়া মুহু র্মুহুঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রক্ষেপ করিতেছে।[১২] অনন্তর যেমন কৃপণ কৃষকেরা লাঙ্গলচালনে অসমর্থ বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে পূর্ব্বকার ন্যায় আদর করে না, তদ্রূপ সেই পরিজন-প্রতিপালনে অসমর্থ গৃহীকেও পুত্রকলত্রাদিরা আর পূর্ব্বমত সমাদর করিতেছে না।[১৩] কিন্তু কি করে, সে, ঈদৃশ অবস্থায় নিজ প্রতিপালিত সেই সকল পরিজন দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেছে না। এদিগে তাহার শরীর জরাগ্রস্ত হওয়াতে ভয়ানক বিরূপতা প্রাপ্ত হইতেছে, এমন কি সে, এক প্রকার মরণের নিমিত্ত অভিমুখ হইয়াই আছে, হা, তথাপি গৃহেই আছে।[১৪] এবং রোগী হইয়া অল্পাগ্নি অল্পাহার ও অল্পক্রিয় হওয়াতে পরিজনেরা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহার নিকট আহারীয় প্রক্ষিপ্ত করিয়াদিতেছে, সে, গৃহপালিতের ( * ) ন্যায় তাহাই সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক আহার করিতেছে।[১৫] তাহার শরীরের নাড়ী সকল কফেতে আচ্ছন্ন ও দুষ্ট বায়ুদ্বারা নেত্রদ্বয় যেন বহির্নির্গত হইতেছে। শ্বাস ও কাস হওয়াতে কণ্ঠে ঘুর্ ঘুর্ ( ঘর্ ঘর্ ) শব্দ হইতেছে।[১৭] অবশেষে একেবারে জন্মের মতন শয়ান হইতেছে। বন্ধুরা শোকাকুল হইয়া কেহ 'হা বন্ধো!' কেহ বা 'হা তাত!' কেহ বা 'হা পিতঃ!' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু সে, সে অবস্থায় কালপাশে আবদ্ধ সুতরাং নিস্তব্ধ—তাহাদের সহিত কিছুমাত্র সংভাষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না।[১৮] সেই কুটুম্ব ভরণে ব্যাপৃত, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ, এইরূপে স্বীয় বন্ধু বান্ধবগণের ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে মরণ কষ্টে হতজ্ঞান হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিতেছে॥ ১৮ ॥

---

* অর্থাৎ গৃহপালিত কুকুর ও বিড়ালের ন্যায়।

অনন্তর তাহার নিকটে ক্রোধরক্তেক্ষণ ভয়ানক দুইটী যমদূত আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সে তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে একবারে কম্পিত হইয়া শৌচ প্রস্রাব করিয়া ফেলিতেছে। [১৯] কিন্তু রাজভটেরা যেমন দণ্ড্য ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া বল পূর্ব্বক রাজপথ দিয়া লইয়া যায় তদ্রূপ সেই দূতেরাও তাহাকে তাহার যাতনাদেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক পাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বল পূর্ব্বক গলে হস্ত প্রদান করিতে করিতে যমরাজের প্রশস্ত পথদিয়া লইয়া যাইতেছে। [২০] তখন আর কি করে, অগত্যা যাইতে হইতেছে কিন্তু তাহাদের তর্জ্জনে হৃদয় নিতান্তই ত্রাসযুক্ত হইতেছে। ভয়ে মুহু মুহুই কম্পিত হইতেছে। এবং পথে চারিদিগ্ হইতে কুক্কুরগণ আসিয়া যখন দংশন করিতেছে, তখন সে, আপনার পূর্ব্বকৃত পাপ সকল স্মরণ করিয়া চীৎকার করিতেছে। [২১] এদিগে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভযানক কাতর, পথে কোনো খানেও একটি আশ্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। চারিদিকেই তপ্ত বালুকা ধূধূ করিতেছে, তাহার উপরে সূর্য্য ও দাবানল সম্পৃক্ত অগ্নিসম বায়ু হূহু শব্দে বহিতেছে। এবংবিধ ভয়ানক যম পথে গমন করিতে সে যদিও নিতান্ত অসমর্থ তথাপি কি করে, সেই দূতদ্বয়ের কষাঘাতে তাড়িত হইয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে যাইতেই হইতেছে ॥ ২২ ॥

এইরূপে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া কোনো খানে বা সহসা বসিয়া পড়িতেছে, মূর্চ্ছিত হইতেছে এবং কোনো খানে বা তাড়ন ভয়ে বসিয়াও পুনশ্চ উত্থিত হইতেছে। আহা যমদূতদ্বয় এবংবিধ ভয়াবহ পাপ পথ দিয়া তাহাকে এইরূপে কষ্ট প্রদান করিতে করিতে যমরাজ গৃহে লইয়া যাইতেছে। [২৩] যমপুরী যাইবার সেই সুদীর্ঘ পথ, নয় সহস্র ও নবতি যোজন পরিমিত। কিন্তু যমের সেই দূতদ্বয়, কাহাকে বা মুহূর্ত্তত্রয়ের মধ্যে এবং কাহাকেও বা মুহূর্ত্তদ্বয়ের মধ্যেই তাদৃশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া যমসদনে লইয়া যাইতেছে। নর হউন বা নারীই হউন এইরূপে কষ্ট পাইয়া যমসদনের অতিথি হইলে তাহার পর সেখানেও আবার বহুবিধ যাতনা প্রাপ্ত হইতেছে। আহা কোনোখানে অঙ্গারাদি তপ্ত বস্তু দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বেষ্টন পূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছে। কোনো খানে আপনাপনি অথবা অন্য দ্বারা কর্ত্তিত স্বীয় মাংস আহার করিতেছে। [২৫] হয় ত কোনো খানে কুক্কুর ও গৃধ্রেরা জীবিতেরই উদর হইতে নাড়ি সকল বাহির করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। কোনো খানে বা সর্প বৃশ্চিক ও দংশাদির দংশনে আত্মপীড়ার অনুভব করিতেছে। [২৬] এবং এক একটি করিয়া অবয়বগুলি কর্ত্তন করিতেছে। কোনো খানে বা গজাদি বৃহৎ বৃহৎ জন্তু দ্বারা শরীর ভগ্ন হইতেছে।

কেহ বা গিরি শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে। কেহ বা জলে অথবা গর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছে ॥ ২৭ ॥

ফলতঃ তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও রৌরব প্রভৃতি পরস্পর সঙ্গদোষ নির্ম্মিত যত প্রকার নরক যাতনা আছে, নরই হউন নারীই হউন, সেখানে সেসমস্ত, আপন আপন পাপের তারতম্য অনুসারে সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ২৮ ॥

হে মাতঃ! বিদ্বানেরা এই খানেই নরক ও এই খানেই স্বর্গ আছে বলিয়া থাকেন। কারণ, নারকীদের যেসকল যাতনা বর্ণিত হইল, সে সমস্ত এই খানেই লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

গৃহীরা কুটুম্ব প্রতিপালন ও উদর ভরণ, উভয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিয়া ঈদৃশ ফল লাভ করিতেছে। [৩০] যে ব্যক্তি ভুতগণের দ্রোহ করিয়া নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে, তাহার পাপোপার্জ্জিত ধন অনেকেই উপভোগ করিতেছে বটে কিন্তু ফল পাইবার সময় সেই উপস্থিত হইতেছে। সে অন্তে সেই ভুতদ্রোহ পরিপুষ্ট শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই পাপমাত্র পাথেয় লইয়া নরকমার্গে গমন করিতেছে। [৩১] (যদি বল, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে পাপকেও কেন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে না? না, একথা বলিতে পার না, কারণ জীব ত আর ঈশ্বরের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, তিনি যে সম্পূর্ণ দৈবের অধীন) অর্থাৎ হৃতবিত্ত দুঃখিত ব্যক্তি যেমন স্বীয় অদৃষ্টাধীন দুঃখ ভোগ করে তদ্রূপ জীবও অদৃষ্টাধীন হইয়াই শরীরমাত্র বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই কুটুম্বপোষণ জনিত পাপকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরলোকে যাইতেছে এবং সেখানে গিয়া তাদৃশ নরকে নিপাতিত হইয়া সেই পাপের ফল ভোগ করিতেছে। [৩২] (যদি বল, কুটুম্বপোষণ শাস্ত্রবিহিত কার্য্য, সুতরাং ইহা দ্বারা কিরূপে পাপ হইতে পারে? সত্য, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত বলিয়াই কি) কেবল অধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে? কখনই না। অতএব যে জীব কেবল অধর্ম্মদ্বারা কুটুম্বভরণকার্য্যে উৎসাহ যুক্ত, অন্তে সেই ব্যক্তিই নরকের চরম স্থান অন্ধতামিস্র প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

মনুষ্য, শরীরপ্রাপ্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে, যতপ্রকার যাতনা আছে সে সমস্তই ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনশ্চ সেই সকল ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া ইহলোকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কপিল দেবহূতী সংবাদে ভক্তিযোগ নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

# অথ একত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, জীব, দৈবপ্রবর্ত্তিত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদ্বারা শরীর ধারণার্থ পুরুষের কলা মাত্র বীর্য্য আশ্রয় করিয়া স্ত্রীগণের উদরে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ বীর্য্য প্রথম রাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত মাত্র হয়। পঞ্চ রাত্রিরে বর্ত্তুলাকার হয়। দশ দিনে একটি বদরী ফলের ন্যায় হয়। কোন কোন গর্ভে একটি মাংস পিণ্ডের ন্যায় হয়। আবার কোন কোন গর্ভে হয়ত উহা অণ্ডাকারও হয়। ১। ২ এক মাস পরিপূর্ণ হইলে মস্তক হয়। মাসদ্বয়ে বাহু অঙ্ঘ্রি প্রভৃতি অবয়ব সকল হয়। মাসত্রয়ে নখ লোম অস্থি, ও মর্ম্ম স্থান সকল, এবং লিঙ্গ, ও ইন্দ্রিয় দ্বার সকল উৎপন্ন হয়। ৩ চারি মাসে ত্বগাদি সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি হয়। পাঁচ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। ছয় মাসে জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া কুক্ষির দক্ষিণ ভাগে ভ্রমণ করে ( * )। ৪ তখন তাহার শরীর, মাতৃ-ভক্ষিত অন্নপানাদি দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ( † ) এইরূপে সে, স্বীয় অনিচ্ছিত জীবগণের উৎপত্তি স্থানভুত সেই বিণ্ মূত্র সম্বদ্ধ গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সেখানে অনেকগুলি ক্ষুধিত কৃমি আছে। তাহাদের মুহুর্ম্মুহুঃ দংশনে ( কামড়ে ) সেই কোমলাঙ্গ গর্ভশিশুর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়। সুতরাং সে তখন গুরুতর ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬ এবং কটু তিক্ত উষ্ণ লবণ ক্ষার ও অম্ল প্রভৃতি মাতৃভুক্ত দুঃসহ রস সংসর্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইতে থাকে ॥ ৭ ॥

---

* ক্রমসন্দর্ভকার এইরূপ বলেন যে, ইহা পুরুষের লক্ষণ বলা হইল। বস্তুত স্ত্রীলোকের বাম কুক্ষিতেই গতি হইয়া থাকে, ফলতঃ ইহা গর্ভবতী স্ত্রীগণেরই অনুভব বেদ্য।

† মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, যে আপ্যায়িনা নাম্নী একটী নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী নাভি মূল হইতে আবদ্ধ হইয়া জরায়ু মূল ভেদ পূর্ব্বক গর্ভস্থিত বালকের ওষ্ঠ পুট পর্য্যন্ত সংলগ্ন থাকে। মাতা, ভক্ষণ ও পান করিলে অন্নাদির রস ঐ নাড়িদ্বারা গর্ভস্থ বালকের উদরে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতেই তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবারণ হয়। স্ত্রীলোকেরা এই আপ্যায়িনী নাড়ীকে অমৃত নাড়ী বলিয়া থাকেন।

গ্রীবা ও পৃষ্ট দেশ কুটিল করতঃ আপন কুক্ষিমধ্যে মস্তক স্থাপন করিয়া অবস্থান করে। এবং সেই গর্ভের মধ্যে জরায়ুদ্বারা সংবৃত এবং বহির্দ্দেশে নাড়ী সমূহে আবৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ সে, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষির ন্যায় স্বীয় অঙ্গ চালনে নিতান্তই অসমর্থ থাকে।[৮] আহা সেখানে আর কি সুখ লাভ করিবে? বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবশত সে সময়ে তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় স্মরণ হয়। এমন কি তখন পূর্ব্বকৃত একশত জন্মের কর্ম্ম সকলও স্মৃতি পথে উদিত হয়, সুতরাং কি করে কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে সমস্ত সহ্য করিয়াই থাকে ॥ ৯ ॥

তৎপরে, সপ্তম মাস অবধি জ্ঞান লাভ করিয়াও তাহার সহোদর (*) বিষ্ঠাভূ কৃমিগণের ন্যায় প্রসবজনক বায়ুর আঘাতে সততই কম্পিত হইতে থাকে।[১০] সেই সপ্তধাতুময় দেহাত্মদর্শী জীব, এইরূপে ক্লিশ্যমান হইয়াও পাছে পুনরায় গর্ত্তবাস যাতনা ভুগিতে হয়, এই ভয়েই মহা ভীত হয় এবং যাহা দ্বারা সে, উদরে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পরাৎপর জগদ্বিধাতা ভগবান্‌কে কৃতাঞ্জলি হইয়া আকুলবাক্যে স্তব করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

জীব বলেন, যিনি উৎশৃঙ্খল জগতের রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে নানাবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, আর যিনি আমাদের ন্যায় অসৎ জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ গর্ভবাস লক্ষণ অসদ্গতি প্রদান করিতেছেন, আমি অকুতোভয়ে সেই কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা ভগবানের গতিশীল চরণারবিন্দে শরণাগত হইলাম।[১২] যিনি এই আমার মাতৃ শরীরে ভূত ইন্দ্রিয় ও আশয়ময়ী দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সমূহে আবৃতের ন্যায় ও বদ্ধের ন্যায় হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং যিনি এই মদীয় সন্তপ্যমান হৃদয়ে অবিকারী নিরুপাধি এবং অখণ্ড বোধ স্বরূপ প্রতীত হইতেছেন, সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে প্রণাম করিতেছি।[১৩] যিনি সঙ্গ রহিত হইয়াও পঞ্চ মহাভূত দ্বারা রচিত শরীরে মিথ্যাই আচ্ছন্ন থাকেন এবং যাঁহার এইরূপ মিথ্যা আচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্তই ইন্দ্রিয় সকল, গুণ সকল, বিষয় সকল ও চিদাভাস এ সমুদায় ঈশ্বরস্বরূপ হইতে পারে না। আহা! এবংবিধ মিথ্যা শরীর দ্বারা কত অসাধারণ মহিমাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি প্রকৃতি ও

---

* কৃমিরা সেই এক উদরের মধ্যেই জন্মিয়া থাকে বলিয়া "সহোদর" শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুরুষ উভয়েরই নিয়ন্তা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি স্বরূপ। সেই এই সর্ব্বব্যাপী মদীয় রক্ষক পরম পুরুষকে প্রণাম করিতেছি।[১৪] যাঁহার মায়ার জীবগণের স্মৃতি ভ্রংশ হয়, সুতরাং জীব আপন প্রকৃতস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এই গুণ কর্ম্ম বন্ধন জনক সংসারিক পথে সমধিক পরিশ্রম সহকারে বিচরণ করিতেছে কিন্তু পুনশ্চ তাহাদের নিজ স্বরূপলাভের এক ঈশ্বরানুগ্রহ বিনা কোন যুক্তিই আর কার্য্যে লাগিতেছে না।[১৫] জগতের এই অনন্ত জীবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই ত্রিকালবিষয়ক জ্ঞান আমাকে প্রদান করিয়াছে? কেহই নয়, কেবল সেই এক পরমেশ্বরই আমার ঈদৃশ জ্ঞান বিধাতা। আমরা এক্ষণে জীব কর্ম্ম পদবী প্রাপ্ত হইয়া তাপত্রয়ে ক্লিশ্যমান হইতেছি, সুতরাং এই ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই সেই সৃষ্ট স্থাবর ও জঙ্গমের অন্তর্য্যামি পরমেশ্বরকে আরাধনা করিতেছি।[১৬] দেহী রক্ত বিষ্ঠা মূত্রাদি সমাকুল কূপ সদৃশ পরকীয় দেহ বিবরে পতিত ও তদীয় জাঠরাগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া মন্দবীর্য্য হইতেছে অতএব হে ভগবন্। সেই এই দেহকূপ হইতে বহির্নির্গত হইবার ইচ্ছায় এই জীব নিজ ভুক্ত মাস সকল গণনা করতঃ কবে নির্গত হইবে?।[১৭] হে ঈশ্বর! যিনি এই দশ মাসের জীবকে এরূপ জ্ঞান দিয়াছেন, আমাদের সেই নিরুপম দেব—আর কে?—এই বহু দয়াবান্ আপনিই। অতএব এক্ষণে দীননাথ, স্বীয় অনুষ্ঠিত কার্য্য দ্বারাই স্বয়ং তুষ্ট হউন। ফলতঃ এমন কে আছে যে, এক ভক্তি সহকারে যুক্ত করে অবস্থিত হওয়া ব্যতীত, অন্য কোনো উপায় দ্বারা ভগবানের উপকারের প্রতিশোধ দিতে পারে?।[১৮] এই অপর পশ্বাদি জীবগণ, স্বীয়দেহে কেবল শারীর সুখ-দুঃখই ভোগ করিতেছে কিন্তু আমার এই শরীর যাঁহার প্রদত্ত বিবেক ও জ্ঞান দ্বারা শমদমাদি বিশিষ্ট হয়, সেই পুরাণ অনাদি পুরুষ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ অর্থাৎ অহঙ্কারাস্পদ এই ভোক্তাকে যেমন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি তদ্রূপ ইহাঁকেও কি বাহিরে কি অন্তরে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি॥ ১৯॥

হে বিভো! আমি এই বহু দুঃখনিবাস গর্ভে বাস করিয়াও নিসৃত হইতে আর ইচ্ছা করিতেছি না, কারণ, বাহিরেও দেখিতেছি অন্ধকূপ প্রায়। সেখানে যে সকল প্রাণিরা যাইতেছেন, দেব! তোমার মায়া তাহাদিগকে বিমোহিত করিতেছেন সুতরাং তাহারা নষ্টমতি হইয়া স্বীয় শরীরে অহং বুদ্ধি করতঃ পুত্র কলত্রাদি নানাবিধ সম্বন্ধাত্মক সংসার চক্রে

নিপতিত হইতেছ।[২০] অতএব আমি এই খানে থাকিয়াই স্থির হইয়া শরীররূপী রথে অবস্থিত সারথীরূপী বুদ্ধি দ্বারা আত্মারূপী রথীকে এই সংসার হইতে আশু উদ্ধার করিব। এবং আমি যেরূপে আপন হৃদ্‌কমলে ভগবানের চরণযুগল ধারণ করিলাম ইহাতে আর এরূপ নানা গর্ব্ভবাস সম্ভব মহদ্দুঃখ কদাচ হইবে না॥ ২১॥

ভগবান্ বলিলেন, দশ মাসের জীব, গর্ভে এইরূপে বিশুদ্ধমতি হইয়া ভগবানকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎই প্রসব বায়ু, তাহাকে প্রসবার্থ অধোমুখ করে।[২২] অধঃক্ষিপ্ত হইয়া সে, তখন অধঃশির ও আতুর হইয়া পড়ে। এইরূপে অতি কষ্টে শ্রেষ্টে বাহিরে আসিয়া একেবারে উচ্ছ্বাসহীন ও স্মরণশক্তিহীন হইয়া যায়।[২৩] এবং রক্ত ও মূত্রের সহিত ভুমিতে নিপতিত হইয়া ক্রমির ন্যায় চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপ জ্ঞানহীন ও পূর্ব্ব বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত রোদন করিতে আরম্ভ করে।[২৪] অনন্তর সেই শিশু, পরাভিপ্রায়ানভিজ্ঞ মূর্খ প্রতিপালক দ্বারা কিম্বা কষ্ট পায়? মনে কর, সে, উদরব্যথা জন্য রোদন করিতেছে কিন্তু মাতা ক্ষুধোদ্রেক হইয়াছে ভাবিয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন অথবা সে, বাস্তবিক ক্ষুধা নিমিত্তই রোদন করিতেছে কিন্তু মাতা, উদর বেদনা হইয়াছে ভাবিয়া নিম্ব রস পান করাইলেন, এখন বিবেচনা কর দেখি, এ অবস্থায় সেই বালক আর তার কি প্রতীকার করিতে পারে? কিছুই না।[২৫] মনে কর মাতা, স্বেদজ জন্তু সমাকুল মলিন পালঙ্কে তাহারে শায়িত করিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং কিছুক্ষণ পরে তাহার অঙ্গ কণ্ডুয়ন ও সেই শয্যা হইতে উত্থান করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে দুয়েতেই অসমর্থ।[২৬] এইরূপে সেই কোমলতনু শিশুকে দংশ, মশক, মৎকুণ প্রভৃতি সকলেই বেদনা দিতেছে কিন্তু সে, তাহার প্রতীকার করিতে নিতান্তই অসমর্থ সুতরাং কেবল রোদন করিতেছে। কিন্তু হায়, ক্রমিরা ক্রমিকে যেমন ব্যথিত করে তদ্রূপ তাহারা সেই বিগতজ্ঞান রোদনপরায়ণ শিশুকে পুনঃ পুনঃই কষ্ট দিতে থাকে।[২৭] এইরূপে সমস্ত শৈশব কাল (পঞ্চবর্ষ) ক্লেশ ভোগ করিয়া তদনন্তর সমস্ত কৈশোর কালও বিদ্যাধ্যয়ন নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে। অনন্তর যৌবন কালেও সম্পূর্ণ দুঃখ পাইতেছে। অর্থাৎ যৌবনকালে অভীপ্সিত অর্থ লাভ না হওয়াতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছে এবং অজ্ঞান নিবন্ধন তখন উত্তরোত্তর ক্রোধের বৃদ্ধি হইতে থাকে।[২৮] এইরূপে যেমন যেমন শরীর বৃদ্ধি পায় তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্দ্ধমান অভিমান ও বর্দ্ধমান ক্রোধ দ্বারা অন্যান্য কামিগণের সহিত আত্মবিনাশের জন্য বিরোধও করিতেছে॥২৯॥

মূর্খ কুমতি অসারগ্রাহী দেহী, এইভূত পঞ্চকারব্ধ মিথ্যা ভূত দেহে পুনঃ পুনঃই "আমি, আমার" জ্ঞান করিতেছে। [৩০] জীব যাহাতে বদ্ধ হইয়া সংসার লাভ করিবেন তাদৃশ কর্ম্মই করিতেছেন। সেই অবিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন যোগ্য সংসার, জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্লেশ দিয়া পুনঃ পুনঃই দেহে আনিয়া আবদ্ধ করিতেছে। [৩১] যে জীব সৎপথে থাকিয়াও শিশ্নোদর পরায়ণ অসল্লোক সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতেছে তাহাকে সেই পূর্ব্বোক্ত নরকে গমনও করিতে হইতেছে। [৩২] কারণ, সেই অসৎ সঙ্গ নিবন্ধন সত্য শৌচ দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রতাপ এ সমস্তই ক্ষীণ হইয়া থাকে। [৩৩] অতএব যাহারা অশান্ত, মূঢ, এবং দেহাত্মবাদি নাস্তিক, সেই সকল শোচনীয় দশাগ্রস্ত অসাধুগণের সহিত এবং ক্রীড়ার্থ পালিতা মৃগীর ন্যায় অধীন যোষিদ্গণের সহিত কদাচ সঙ্গ করিবে না। [৩৪] ফলতঃ পুরুষগণের যোষিৎ সঙ্গে এবং যাহারা যোষিদ্গণের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গে, সঙ্গ করিলে যেরূপ মোহ ও বন্ধ হয় সেরূপ আর কোনো অসৎসঙ্গে হয় না (*)॥ ৩৫ ॥

প্রজাপতি স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়াও তাঁহার রূপে আকৃষ্টচিত্ত হন। অনন্তর দুহিতা, পিতার আক্রমণ ভয়ে মৃগীরূপ ধারণ করিলে তিনিও মৃগরূপী হন এবং নির্লজ্জ হইয়া সেই মৃগীর পশ্চাৎ ধাবমান হন। [৩৬] এখন এই বিবেচনা কর না কেন, যখন প্রজাপতি স্বয়ং যোষিদ্ দর্শনে আকৃষ্ট চিত্ত হন তখন অন্যের আর কথা কি? দেব মনুষ্যাদি সকল ত তাঁহার সৃষ্টের সৃষ্টের সৃষ্ট (†) অতএব ইহ সংসারে ইহাদের মধ্যে এক নারায়ণ ঋষি বিনা এমন কে হইতে পারে যে আকৃষ্ট চিত্ত হইবে না? [৩৭] আমার স্ত্রীময়ী মায়ার অসাধারণ বল দেখ, ইনি ভ্রূবিজৃম্ভণ মাত্র পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া সমুদায় শূরগণকে জয় করিতেছেন। [৩৮] যিনি যোগের পরম পার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি কখনও প্রমদাগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। যে সকল যোগিরা সাধুগণের সেবা করিয়া আত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমদাকে জীবের নরকদ্বার বলিয়া আখ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

স্ত্রীলোক দেববিনির্ম্মিতা সাক্ষাৎ মায়ারূপিণী। এই মায়ারূপিণী স্ত্রীলোক, যদি কোন পুরুষকে

---

* অর্থাৎ অসৎসঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোষিৎ সঙ্গই প্রধান। † অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি, মরীচ্যাদির সৃষ্ট কশ্যপাদি দশ প্রজাপতি, তৎপরে দেব মনুষ্যাদি সেইসকল কশ্যপাদির সৃষ্ট বুঝিতে হইবে।

শুশ্রূষা চ্ছলেও শনৈঃ শনৈঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে তৃণ সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় আপনার মৃত্যু কারণ বিবেচনা করতঃ প্রতিকূল দৃষ্টিতে দেখিবেন। [৪০] কোনো কোনো মায়ারূপিণী স্ত্রী পুরুষের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা, যে জীব মোহ বশতঃ তাহারে বিত্ত অপত্য ও গৃহাদি প্রদাত্রী পতি বিবেচনা করিতেছে, সে অন্তে সেই স্ত্রীসঙ্গ দোষে স্ত্রীত্বই লাভ করিতেছে। [৪১] অতএব লুব্ধক ব্যক্তির গান যেমন অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মৃগের মৃত্যু স্বরূপ হয় তদ্রূপ জীবও সেই ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীকে পত্যপত্য গৃহাত্মক দৈবদত্ত মৃত্যু স্বরূপ বলিয়া জানিবে। [৪২] পুরুস, লিঙ্গ দেহ দ্বারা এক লোক হইতে অপর লোকে গমন করিতেছে এবং আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া সেই সেই কর্ম্মানুরূপই সতত কর্ম্ম সকল করিতেছে। [৪৩] লিঙ্গশরীর জীবাত্মার উপাধি। এই উপাধিই আত্মার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। আর ভূত ইন্দ্রিয় ও মনোময় এই স্থূল শরীর ইহাঁর ভোগায়তন। এই উভয়ের কার্য্যা ক্ষমতাই জীবের মরণ। আর এই উভয়ের আবির্ভাবই জীবের জন্ম। [৪৪] যাহা দ্বারা দ্রব্যের উপলব্ধি হয় তাহাকে স্থূল শরীর কহে। এই স্থূল শরীর যখন দ্রব্যের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হয় তখন জীবের পঞ্চত্ব হয়। এবং এই স্থূল শরীরে যখন "আমি ও আমার" ইত্যাকার অভিমান জন্মে তখন জীবের জন্ম হয়। অর্থাৎ যেমন চক্ষু গোলকদ্বয়ের যখন দ্রব্যাবয়ব রূপাদির দর্শনে অযোগ্যতা হয় তখন ইন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা হয় এবং গোলক ও তাহার ইন্দ্রিয় উভয়েরই যখন অযোগ্যতা হয় তখন দ্রষ্টপুরুষ জীবেরও দর্শনে অযোগ্যতা হয় তদ্রূপ লিঙ্গশরীরের বৈকল্য হইলে স্থূলশরীরের বৈকল্য হয় এবং লিঙ্গ ও স্থূল উভয়েরই বৈকল্য হইলে জীবের মরণ হয়। [৪৫]। [৪৬] অতএব ইহসংসারে কেহ কখন মরণে ভীত হইবেন না। পক্ষান্তরে অল্প জীবন হইতেও ইচ্ছা করিবেন না এবং দীর্ঘজীবী হইবার জন্যও যত্ন করিবেন না। কেবল মুক্তপুরুষগণের নিরন্তর সঙ্গ করিবেন এবং জীবগণের অবস্থা জ্ঞাত হওতঃ ধীর হইয়া কালাতিপাত করিবেন। [৪৭] অপিচ—এই মায়াবিরচিত সংসারে কেবল মুক্তপুরুষগণের নিকট হইতে সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা অবিনশ্বর এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করিবেন ॥ ৪৮ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কপিল দেবহূতী সংবাদে ভক্তিযোগ নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

# অথ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াই স্বীয় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সকলের পালন করিয়া সেই সকল ধর্ম্মরূপী গো হইতে কাম ও অর্থরূপ ক্ষীর দোহন করিতেছে, তাহার আত্ম কিছুতেই শান্তি নাই সে, পুনঃ পুনঃ সেই সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে থাকে। ১। ফলতঃ এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সে, এমনই কামাহত চিত্ত হইয়া পড়ে যে, তখন আর তাহার ভগবদ্ধর্ম্মে কিছুমাত্র রুচি হয় না। প্রত্যুত তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল যাগ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে এবং শ্রদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণকেই পরিতৃপ্ত করে। ২ এইরূপে তাহার মতি, দেব পিতৃকার্য্য বিষয়িণী শ্রদ্ধাতেই আক্রান্ত হয়। আহা, সেই দেব পিতৃকার্য্যপরায়ণ সোমপায়ী পুরুষ, অন্তে চান্দ্রমস লোকে গমন করিয়াও পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনশ্চ এখানে আগমন করিবেন সন্দেহ নাই। ৩ ফলতঃ তাঁহারা যে লোকে যাইতেছেন সেই লোকই চিরস্থায়ী নহে। যখন অনন্তাসন ভগবান্ শ্রীহরি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন সে সময়ে গৃহীগণের কি ভূলোক কি চন্দ্রমস লোক, সকল লোকই লয় পাইবে ॥ ৪ ॥

আর যে ধীর, কাম ও অর্থের অভিলাষে স্বীয় ধর্ম্মের দোহন করিতেছেন না পরন্তু প্রশান্ত, বিশুদ্ধমতি, নিবৃত্তি ধর্ম্ম পরায়ণ, মমত্ব শূন্য, অহংকার শূন্য ও বিষয় সকলে আসক্তি শূন্য, স্বধর্ম্ম লব্ধ পরিশুদ্ধ সত্ব গুণ সম্পন্ন চিত্তদ্বারা কর্ম্ম সকল ভগবানে সমর্পণ করিতেছেন, তিনিই সুর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ পরাবরেশ পুরুষকে লাভ করিতেছেন। ইনিই শরীরের উপাদান কারণ এবং জীবের উৎপত্তি বিনাশের প্রতি নিমিত্ত কারণও হইতেছেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে যে প্রলয় উপস্থিত হয় উহাকে ব্রহ্ম প্রলয় কহে। যাঁহারা হিরণ্য গর্ভকে পরমেশ্বর দৃষ্টিতে উপাসনা করেন তাঁহারাও সেই সময়ে ঐরূপ সুর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

গুণ ত্রয়াত্মা পরস্বরূপ স্বয়ম্ভু দ্বিপার্দ্ধ কাল সম্পূর্ণ হইল অনুভব করিয়া পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় সকল ও অহঙ্কারাদি পদার্থ যুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই অব্যাকৃত ও পরাৎপরস্বরূপ ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হন ॥ ৯ ॥

যাঁহারা যোগদ্বারা প্রাণসকলের জয় করেন, পর বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশীভুত করেন সেই সকল যোগীরাও এই রূপে সেই ব্রহ্মার সহিত অমৃত পুরাণ ব্রহ্মভুত প্রধান পুরুষে উপগত হন। এবং তাঁহারা ব্রহ্মাকে প্রথমে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র অভিমান করেন না। ১০ আর যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎ উপাসক তাঁহাদিগকে ঐরূপে ব্রহ্মার অনুসরণ করিতে হয় না কিন্তু ব্রহ্মার ন্যায় স্বতই সাক্ষাৎকার করেন। অতএব হে ভাবিনি! এক্ষণে ভুতগণের হৃৎপদ্মে নিবাসকারি সেই ভগবানের অনুভাব সকল ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া শরণাপন্ন হও॥ ১১॥

যিনি সৃষ্ট স্থাবর জঙ্গম গণের আদি জাত এবং গর্ভে বেদ ধারণ করিয়া বেদগর্ভ নামে অভিহিত তিনিও পর সৃষ্টিতে পুনরাগমন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যখন প্রলয় কালের অবসান হয়, ঈশ্বর মূর্ত্তি কাল দ্বারা প্রধানে গুণ বৈষম্য ভাব হইয়া পুনঃ সৃষ্টি কাল উপস্থিত হয়, তখন বেদগর্ভ গুণাধিষ্ঠাতা পুরুষর্ষভ ব্রহ্ম পুরুষকে লাভ করিয়া ঋষিগণ, যোগেশ্বর কুমারগণ ও যোগপ্রবর্ত্তক সিদ্ধগণের সহিত পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা এইরূপে প্রকৃতির গুণবৈষম্য ভাব সময়ে পুনরাগমন করেন সত্য কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম ফলে ইতিপূর্ব্বে অব্যাকৃত অবস্থার পারমেষ্ঠ্য ঐশ্বর্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপেই উপভোগ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল ঋষি মহাশয়েরাও স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম নির্ম্মিত ঐশ্বর্য্য গুলি উত্তমরূপেই উপভোগ করিয়াছিলেন তবে যে ইহাঁদের পুনরাবৃত্তি হইল তাহাঁর কারণ, আর কিছু নহে, কেবল ভেদদর্শন ও কর্ত্তৃত্বাভিমান এই দুইটী হইতেছে। এবং এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য তাঁহারা পুনরাবৃত্তি কালে পূর্ব্বমতই আপন পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তাহার কারণ শুদ্ধ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মই হইতেছে॥১২॥১৩॥১৪॥১৫॥

যাহারা ইহসংসারে আসক্তমনা, গৃহকর্ম্মসমূহে শ্রদ্ধার সহিত নিযুক্ত, অনিষিদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতেছে, প্রতিদিন পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিতেছে, অথচ রজোগুণে বিক্ষিপ্ত কামাত্মা অজিতেন্দ্রিয় এবং গৃহকার্য্য সমুদায়েই নিবিষ্টচিত্ত, তাহারা সংসার হরণশীল মেধাবান্ ও কথনীয় বহু বিক্রমবান্ মধুবৈরী ভগবানের কথায় বিমুখ হইয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভ করিতেছে। আহা তাহারা নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছে, অন্যথা বিষ্ঠা ভোজী শূকরের ন্যায় তাহারা অচ্যুত কথা সুধাপান না করিয়া কেন অসৎ কথা সকল শ্রবণ করিতেছে? ফলতঃ সেই গর্ভাধান আরম্ভ করিয়া শ্মশানান্ত কর্ম্ম সমুদায় কারী

গৃহীপুরুষেরা সূর্য্যের দক্ষিণ দিগের পথ দিয়া পিতৃলোকে গমন করিতেছে এবং ভোগান্তে পুনশ্চ স্বীয় পুত্রপৌত্রাদির ঔরসে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে॥ ১৬॥ ১৭॥ ১৮॥ ১৯॥ ।[২০] অর্থাৎ যখন ভোগ সাধন পুণ্য ক্ষীণ হইয়া উঠে, তখনই দেবগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিবশ হন। অনন্তর সেই ক্ষীণ পুণ্য মহাত্মারা সদাই এই মর্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন॥ ২১॥

অতএব হে মাতঃ! যাহার পদাম্বুজ তদ্গুণাশ্রয় ভক্তি দ্বারা ভজনীয়, সেই পরমেষ্ঠি ভগবান্‌কে তুমি নিষ্কাম হইয়া ভজনা কর। [২২] ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ করিতে পারিলে উহা ব্রহ্মদর্শন সাধন জ্ঞান ও বৈরাগ্য শীঘ্রই প্রসব করিবে। [২৩] যখন ভক্তের চিত্ত ভগবদ্ গুণানুরাগ দ্বারা তাঁহাতে নিশ্চল হইবে, ইন্দ্রবৃত্তি সমূহের বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়সকলে প্রিয় বা অপ্রিয়াত্মক বৈষম্য হইতেছে না জানিবে, তখনই সে, আপনা দ্বারাই আপনাকে নিঃসঙ্গ, সমদৃষ্টি, হেয়োপোদেয় ভাব বর্জ্জিত এবং "আমি পরমানন্দ স্বরূপ" ইত্যাকারক অনুভব বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ করিবে॥ ২৪॥ ২৫॥

পরং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পুরুষ, এই সকল শব্দ দ্বারা এক জ্ঞানেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, ভগবান্ জ্ঞানাংশে এক হইলেও দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণরূপে পৃথক্ হইয়া প্রতীত হইতেছেন। [২৬] যোগীগণের এই প্রপঞ্চের সহিত সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ রাহিত্যই সমগ্র যোগের অভিমত ফল জানিবে। [২৭] ফলতঃ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা শব্দাদি বিষয়রূপেও এক জ্ঞানরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই অবভাত হইতেছেন। তবে যে, ঐ সকল বিষয়ের শব্দাদি ধর্ম্মে বিষয়রূপে প্রতীতি হইতেছে উহা ভ্রম মাত্র। [২৮] দেখ, যেমন এক মহান্ প্রথমে বৈকারিক রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ অহংকাররূপ হন। তৎপরে আকাশাদি ভূতরূপে পঞ্চবিধ এবং অন্তঃকরণ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে একাদশবিধ হইয়া প্রতীত হইতেছেন। অনন্তর ঐ মহাদাদি সমষ্টি হইতেই স্বপ্রকাশও প্রতীত হইতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ সেই স্বপ্রকাশেরই শরীর রূপে প্রতীত হইতেছে, তদ্রূপ এক জ্ঞান স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই শব্দাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট অর্থরূপে প্রতীত হইতেছেন॥ ২৯॥

যিনি সমাহিত চিত্ত, অসৎ সঙ্গ বর্জ্জিত ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যোগাভ্যাস করিতেছেন, তিনিই ঈদৃশ ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন॥ ৩০॥

হে পূজ্যে! আমি আপনাকে এই যে তত্ত্বোপদেশ করিলাম, ব্রহ্মবিদেরা ইহাকেই ব্রহ্ম

দর্শন কহেন। মুমুক্ষুগণের ঈদৃশ ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইলেই প্রকৃতি এবং পুরুষের অন্যতাখ্যাতি ( * ) হয় ॥৩১॥

ফলতঃ জ্ঞানযোগ ও মন্নিষ্ঠ ভক্তিযোগ উভয়েরই ফল একই হইতেছে। জ্ঞানযোগ দ্বারা যে ভগৎ শব্দ বাচ্য পরতর বস্তুর ( ব্রহ্মের ) লাভ হয়, ভক্তিযোগদ্বারাও তাহাই লাভ হইয়া থাকে। [৩২] যেমন রূপরসাদি বহুগুণাশ্রয় দ্রব্য, বস্তুত একই সামগ্রী, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মার্গদ্বারা গ্রহণকারি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে গৃহীত হয় ( অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ মাত্রের গ্রহণ হয় রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রসমাত্রের গ্রহণ হয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শনেরই প্রতীতি হয় ) তদ্রূপ তিনিও বস্তুত এক তথাপি শাস্ত্রপ্রবৃত্ত নানাবিধ পথে প্রবৃত্ত নানাবিধ চিত্ত দ্বারা গৃহীত হওয়াতে নানার ন্যায় অবভাত হইতেছেন মাত্র ॥ ৩৩ ॥

ত্রিবিধ পূর্ত্ত কর্ম্ম, ক্রতুসকল, দান সকল তপ ও স্বাধ্যায়-মীমাংসা সকল সকাম কর্ম্ম এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণের বশীকরণ, সংন্যাস কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ ও ভক্তিযোগ এইসকল নিষ্কাম কর্ম্ম। যিনি এইরূপ উভয়বিধ ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়াশ্রয় হইয়া সগুণ ও নির্গুণ হইয়াছেন, সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্, যেমন সুদৃঢ় পর বৈরাগ্য সহকৃত আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন তদ্রূপ এই সমস্ত সকাম নিষ্কাম ধর্ম্ম পথেও দৃষ্ট হইতেছেন। অর্থাৎ যে পথেই যাও না কেন, সকল পথেরই প্রাপ্য ফল এক তিনিই। যদি বল, সকাম পথে থাকিলে স্বর্গাদিরই লাভ হইবে, ভগবানের আর কিরূপে লাভ হইবে? এ আশঙ্কা আশঙ্কা মাত্র, কারণ স্বর্গাদিও ভগবানেরই সগুণ স্বরূপ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

---

( * ) সাংখ্য দর্শনের মুক্তি জ্ঞান এই খানে বর্ণিত হইল। সাংখ্য সূত্রে এবং ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্যকারিকাতে সত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান নিবন্ধন মুক্তি হইয়া থাকে এই রূপ বর্ণিত হইযাছে। এবং সেস্থলে ঐ ভেদ জ্ঞানটী দ্বৈত সূচক হইলেও পরমার্থত অদ্বৈতেই পর্যবসিত হয়। সেই অভেদাধ্যাস মূলকই জগৎও ঈশ্বর সুতরাং সেই অবস্থাতেই দ্বৈত প্রতীতি হইয়াথাকে। আর যখন সকল মূল সেই প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর অভেদাধ্যাসটীই উক্ত মুক্তিজনক জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইবে তখন আর কিরূপে প্রকৃতীর কার্য্যকারিতা থাকিবে। কার্য্যকারিত্ব না থাকিলেই তাহাতে পুরুষসম্বন্ধাধীন যে সত্তা ( অস্তিত্ব ) টুকু ছিল তাহাও নাই জানিতে হইবে। এইরূপে সত্তাহীন হইলে কাজে কাজেই তখন এক পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকিবে না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন উক্ত মুক্তিজনক প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানটী অবশেষে অভেদেই অর্থাৎ এক ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইল কি না?

মাতঃ ! আপনাকে ভক্তিযোগের স্বরূপ এবং যিনি জন্তুগণের অন্তরে চতুর্বিধ রূপে বিচরণ করিয়াথাকেন তাদৃশ অব্যক্ত গতি কালের স্বরূপ বর্ণন করিলাম। ৩৭ আর আত্মা যে সকলে প্রবিষ্ট হইয়াও আপন গতি অবগত হইতেছেন না সেই সকল অবিদ্যাকর্ম্ম নির্ম্মিত বহুবিধ জীবসৃষ্টি ও বলিলাম। ৩৮ কিন্তু আপনি এই সকল উপদিস্ট তত্ত্ব, সকলকে বলিবেন না। যে ব্যক্তি খল, যে ব্যক্তি অবিনীত যে ব্যক্তি জড়ের ন্যায় স্তব্ধ, যে ব্যক্তি ভেদদর্শী, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ধ্বজ (*) যে ব্যক্তি লোভী, যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্মেই উন্মত্তমতি, যে ব্যক্তি ভগবানের অভক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণেরও অভক্ত, সেই সকল লোকের নিকট কখনও এই সকল উপদেশ দিবেন না। ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্ত যে ব্যক্তি বিনীত, যে ব্যক্তি পরকুৎসালাপ বর্জ্জিত, যে ব্যক্তি সকল ভূতেই মিত্রতা করে, যে ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষা পরায়ণ, যে ব্যক্তির বাহ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, যে ব্যক্তির চিত্ত শান্ত হইয়াছে, যাহার মাৎসর্য্য কিছুমাত্র নাই, যে ব্যক্তি পবিত্রমতি, এবং যাহার আমি সকল প্রকার প্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয় সেই সকল ব্যক্তিকে অনায়াসে যত্ন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

হে অম্ব ! যে পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া একবারও শুনিবেন তিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া মৎপ্রাপ্তি-রূপ ফল লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কপিল দেবহূতী সংবাদে ভক্তিযোগ নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥**

* যে ব্যক্তি ভস্ম বা মৃত্তিকাদি লেপনরূপ বাহ্যানুষ্ঠানদ্বারা আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া লোকগণের নিকটে ভান করে, তাহাকে ধর্ম্ম ধ্বজ কহে।

# অথ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় কহিলেন, সেই কর্দ্দমপত্নী জননী দেবহূতি আপন পুত্রের এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহাবরণ হইতে মুক্ত হইলেন এবং সেই তত্ত্বাঙ্কিত সাংখ্যজ্ঞানোপদেষ্টা পুত্ররূপী ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তুষ্ট করিলেন ॥ ১ ॥

দেবহূতি কহিলেন, যাহা অশেষ কার্য্যবর্গের কারণ স্বরূপ, যাহাতে গুণত্রয়ের প্রবাহ নিরন্তর রহিয়াছে, যাহা ক্ষিত্যাদি ভূতসকল, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল, শব্দাদি অর্থ সকল ও মনো দ্বারা ব্যাপ্ত, এবং যাহা সলিল মধ্যে শয়ান হইয়া থাকাতে ব্যক্ত হইয়াছে ভগবন্! তোমার ঈদৃশ শরীরটী অজ ব্রহ্মা ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। তিনি তোমার এই শরীরেরই নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হন। সেই নাভি কমলোদ্ভব ব্রহ্মাও তুমিই হইতেছ। অতএব তুমি ব্যতিত আর কেহই সৃষ্টি-কর্ত্তা নাই। যদিও তুমি নিষ্ক্রিয়, তথাপি জীবগণের ভোগের জন্য সত্যসঙ্কল্প হইয়া অনন্তশক্তি রূপিণী মায়ার একাংশমাত্র অবলম্বন করত অর্থাৎ অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট হইয়াও গুণ প্রবাহরূপে তাহার বিভাগ করিয়া সেই বিভক্ত শক্তি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছ। [২]। [৩] আহা! নাথ! এই বিশ্ব সমস্ত প্রলয়কালে যাহার উদরে প্রবিষ্ট ছিল, তুমি সেই না ভগবান্? অতএব আমি তোমাকে কিরূপে উদরে ধারণ করিয়াছিলাম? কি আশ্চর্য্য! যিনি মায়ায় যুগান্ত সময়ে এক অদ্বিতীয় হইয়া বটপত্রে শয়ান ছিলেন তিনিই কি না এখন আপন পাদাঙ্গুষ্ট পান করিতেছেন? (*)। [৪] অথবা ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, বিভো! তুমি দুষ্টগণের দমনের জন্য যেমন বরাহাদি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলে, তদ্রূপ এই মূর্ত্তিও একণে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তি গণের সমৃদ্ধির জন্য এবং তাহাদিগকে জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন করিবার জন্যই পরিগৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। [৫] আহা! যাঁহার নাম মাত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, অথবা উদ্দেশে প্রণাম মাত্র করিলে, কিংবা কখনও একবার মাত্র মহিমা স্মরণ করিলে, কুক্কুরভোজী চাণ্ডালেরাও সোমযাগকারী ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্র ও পূজ্য হয়, তাদৃশ ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব। [৬]

---

* অতি শিশুগণের পাদাঙ্গুষ্ঠ পান প্রসিদ্ধই আছে। কোন কোন শিশু হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পান করিয়া থাকে।

কি আশ্চর্য্য! তোমার নাম সতত জিহ্বাগ্রে আছে এই কারণে চণ্ডালও সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? উঃ কি মহিমা!—আহা! ভগবন্! তবে যাহারা তোমারই নাম গ্রহণ করিতেছে, তাহারাই প্রকৃত তপস্যা করিতেছে, তাহারাই প্রকৃত হোম করিতেছে, তাহারাই সকল তীর্থে স্নাত হইতেছে আর তাহারাই তবে যথার্থ সদাচার শীল আর্য্য এবং তাহারাই তবে প্রকৃত বেদাধ্যয়নও করিতেছে॥ ৭॥

ভগবন্ তুমি ব্রহ্মা হইতেও পর, তুমিই আদিপুরুষ, তুমিই প্রত্যাহৃত মনে (*) চিন্তা করিবার যোগ্য। দেব! তোমারই গর্ভে বেদ ছিল আর তুমিই স্বীয় তেজোদ্বারা গুণপ্রবাহের বিনাশ করিয়া থাক অতএব তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু হইয়াও আমার গর্ভে আসিয়া কপিল নামে প্রথিত হইলে, তোমাকে আমি প্রণাম করি॥ ৮॥

মৈত্রেয় কহিলেন, সেই পরাৎপর কপিল নামধেয় মাতৃবৎসল ভগবান্, এইরূপে স্তুত হইয়া গম্ভীর বাক্যে মাতাকে কহিলেন॥ ৯॥

---

* বিষয়বিমুখ বা সমাধি যোগ্য মনকে প্রত্যাহৃত মন কহে। অথবা অপর বৈরাগ্যযুক্ত মনে: বৈরাগ্য দ্বিবিধ, পর ও অপর। দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক বিষয়ের উপস্থিতি এবং মানসেন্দ্রিয়ে সেই সকল বিষয়ের ঔৎসুক্য মাত্রে অবস্থিতি হইলেও দোষ দর্শন দ্বারা সেই সকলে রাগ দ্বেষশূন্য যে উপেক্ষা বুদ্ধি তাহাকে অপর বৈরাগ্য কহে। অর্থাৎ স্ত্রী অন্ন পানীয় ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য প্রভৃতি চেতনা চেতনাত্মক যে সকল পদার্থ লোকে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে দৃষ্ট বিষয় কহে। স্বর্গ, বৈদেহ্য ও প্রকৃতিলয় প্রভৃতি বেদাধিগত যে সকল বিষয় প্রসিদ্ধ আছে, তাহাকে আনুশ্রবিক বিষয় কহে। যাহাকে দুঃখ অভিভব করিতে সমর্থ নহে, দুঃখ দ্বারা কখনও গ্রসিতও হয় না এবং অভিলষিত বিষয় সকল স্বয়ং উপস্থিত হয় এই ত্রিবিধ লক্ষণাক্রান্ত যে সুখবিশেষ তাহাকে স্বর্গ কহে। দেহ রহিত=বিদেহ (ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধি) সেই বিদেহের যে স্বরূপ প্রাপ্তি, তাহাকে বৈদেহ্য কহে। ফল কথা এই, প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খেরা (যাহাদিগকে ভৌতিক কহে) ঐ ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কার ও বুদ্ধিরূপী বিদেহগণকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করে সুতরাং আত্মলাভে তাহারা অসমর্থ হয়। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কিছুকালের জন্য এই দুঃখবহুল সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঐরূপ বিদেহভাব (বৈদেহ্য) প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে এই উপক্রমে প্রকৃতিলয় পদার্থও নিরূপণ করা যাইতেছে। যাহারা পৃথিব্যাদি মহাভূতগণকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করে তাঁহারা একশত বৎসর কাল দুঃখমুক্ত হইয়া সেই সকল পৃথিব্যাদি পদার্থেই লয় হইয়া থাকে। যাহারা

কপিল কহিলেন, হে মাতঃ! আমি তোমাকে যে পথ দেখাইলাম. ইহা তোমার সুখ-সেব্য। তুমি অনায়াসে ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। তাহা হইলেই দেখিবে, তুমি অচির কাল মধ্যেই জীবন্মুক্তি লাভ করিলে। অতএব তুমি মৎপ্রদিষ্ট এই মতেই শ্রদ্ধা কর। ব্রহ্ম-বাদিরাও এই মতেরই অনুষ্ঠান করিয়া অন্তে আমাকে লাভ করিয়াছেন, মাতঃ! এইমতে অনুষ্ঠান করিলে তুমিও এই অভয় আত্মারে প্রাপ্ত হইবে। যাহারা মূর্খ, তাহারাই অন্য-পথে গিয়া ভয়াবহ সংসার চক্রে পুনঃ পুনঃ নিপতিত হইতেছে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান্ কপিল এইরূপ কমনীয় আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া সেই ব্রহ্ম-বাদিনী নিজ মাতার অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করিলেন।[১২] এবং তিনিও পুত্রোক্ত যোগাদেশ মতে যোগানুষ্ঠান করতঃ সেই পুষ্পমুকুট তুল্য সরস্বতী তীরস্থ আশ্রমে ( বিন্দু সরোবরে ) সমাহিত হইয়া রহিলেন ॥ ১৩ ॥

সেই অবধি তিনি ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার কেশ সকল পিঙ্গলবর্ণ এবং আপনাপনিই কুটিল হইয়া উঠিল। এবং যৎসামান্য এক চীর বসন মাত্র পরিধান করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কায় ক্লেশে থাকিয়া দিন দিন তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া উঠিল ॥ ১৪ ॥

আহা! তখন তিনি কি না ত্যাগ করেন, যাহা স্বর্গীয় বৈমানিকেরাও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এবং যাহা কর্দ্দম প্রজাপতির তপ ও যোগ বলে উপার্জ্জিত হয়, তাদৃশ অনুপম স্বীয় গার্হস্থ্য সুখেও তিনি জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আহা! তাঁহার গার্হস্থ্যে কি না ছিল! হস্তিদন্ত

---

অহঙ্কার পদার্থকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা এক সহস্র বৎসর দুঃখ মুক্ত হইয়া সেই উপাস্যমান অহং পদার্থে লীন হইয়া থাকে। যাহারা বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা দশ সহস্র বৎসর দুঃখমুক্ত হইয়া সেই বুদ্ধিতে লীন থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে আত্ম ভাবে উপাসনা করে, তাহারা সেই সকল ইন্দ্রিয়তে দশ মন্বন্তরকাল লীন হইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা প্রকৃতিতে আত্ম বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করে, তাহারা দুঃখমুক্ত হইয়া লক্ষ বৎসর মাত্র ঐ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত থাকে। কিন্তু যাঁহারা যথার্থই নির্গুণ পরাৎপর ( প্রকৃতি হইতেও পর ) ভগবানের সাক্ষাৎকার করিয়া উপাসনা করিতেছেন তাঁহাদের দুঃখ একেবারে চিরকালের জন্য তিরোহিত হয়। ফলতঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে সুখের আর কাল সংখ্যা নাই।

দ্বারা বিচিত্রী কৃত স্বর্ণময় মঞ্চক ছিল, তাহার উপরে দুগ্ধ ফেণ নিভ মৃদু ও শুভ্র শয্যা ছিল, সামান্য বসিবার পীঠাদি পর্য্যন্ত স্বর্ণময় ছিল, এবং তাহার উপরকার বসিবার আস্তর গুলিও সুখস্পর্শ ছিল। আহা! নিবাস করিবার অট্টালিকাও কি অনির্ব্বচনীয় ছিল, তাহার কোনো কোনো ভিত্তি স্বচ্ছ স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত কোনো কোনো ভিত্তি মরকত মণি (পান্না) দ্বারা নির্ম্মিত, এবং সেই সকল গৃহ ভিত্তিতে অবস্থিত রত্ন প্রদীপ সকল কামিনীগণের রত্নপ্রভা সংযোগে বিবিধ রূপে প্রতিভাত হইত। আহা! তাঁহার গৃহোদ্যানও কি অনির্ব্বচনীব সুন্দর ছিল! উহা কুসুমিত অমর বৃক্ষের বাহুল্যে কি অপূর্ব্ব রমণীয়ই হইত। কোনো খানে বা বিহঙ্গম যুগল আপন আপন সুখে কূজন করিত, কোনো খানে বা মত্ত মধুকরেরা গুন্ গুন্ শব্দে, গান করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিত। আহা! দেবতানুচরগণ তাঁহার সেই গৃহোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য উৎপল-গন্ধি বাপীতে, কর্দ্দমলালিত আত্মাকে (দেবহূতিকে) ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কি না তর্ক করিতেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

আহা তিনি তখন এইরূপ ইন্দ্রপত্নীগণের স্পৃহনীয়তম গার্হস্থ্য উপভোগ সমূহেও সত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পুত্ররূপী ঈশ্বর বিরহে আকুল হইয়া রোদন করেন ॥২০॥

ফলতঃ যদিও তিনি সেই পুত্ররূপী ঈশ্বরের নিকট প্রকৃষ্টরূপেই জ্ঞান- লাভ করেন, সত্য, তথাপি কি অনির্ব্বচনীয় মায়া! সে অবস্থায় বৎসলা গো যেমন বিবৎসা হইলে আতুরা হয় তদ্রূপ তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ কাল আতুরা হইতে হয় ॥ ২১ ॥

হে বৎস বিদুর! তৎপরে, তিনি সেই নিজ পুত্ররূপী কপিল নামধেয় শ্রীহরিকে একান্ত হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে তাদৃশ অমর স্পৃহণীয় গৃহাদিতেও স্পৃহা শূন্য হয় এবং তাঁহার সেই প্রসন্নানন পুত্র, যেরূপ ভগবানের রূপ বর্ণন করিয়াছিলেন তিনি সেই মতই অর্থাৎ আদৌ এক একটী অঙ্গের ধ্যান করিয়া পরে সমস্ত শরীরের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

সে অবস্থায় তাঁহার অন্তঃকরণের তাদৃশ ধ্যান সামর্থ্য প্রভূতরূপেই ছিল। কারণ, তখন তাঁহার ভক্তিপ্রবাহাত্মক যোগ ও বলবান্ বৈরাগ্য থাকাতে তদ্যুক্ত অনুষ্ঠান জাত, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হেতু ভূত যে জ্ঞান, তাহা যথেষ্ট হয় সুতরাং মন তখন অতীব নির্ম্মল ছিল। ফলতঃ তিনি তখন এইরূপে নির্ম্মলান্তঃকরণে যে রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন, উহা বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ছিল, কারণ, মায়া গুণ সমূহে পরিচ্ছিন্ন হইলেও পুনশ্চ স্বরূপ প্রকাশ হওয়াতে ঐ

মায়িক পরিচ্ছেদ কিছুমাত্র ছিল না। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য তখন তাঁহার বুদ্ধি জীবগণের আশ্রয়ভূত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মেই অবস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

সতী, এইরূপে ব্রহ্মাবস্থিতমতি হইলে, তখন তাঁহার জীবভাব অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত বন্ধ মোক্ষ ধর্ম্ম শালী আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং দ্বৈত জন্য ক্লেশসমূহ হইতেও মুক্ত হন। এবং ঐরূপ সমাধিতে নিরন্তর আরূঢ় হওয়াতে, মায়াগুণ নিমিত্ত ভ্রমও নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইরূপে নিবৃত্তমোহা হইলে তখন অভিমানাস্পদ আত্মারে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গোত্থিত পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের যেমন বিস্মৃতি হয় তদ্রূপ জীবাত্মার সম্বন্ধেও তাঁহার বিস্মৃতি হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

আহা! তৎপরে তাঁহার সেই কর্দ্দম সৃষ্ট বিদ্যাধরীগণ সেবিত শরীর কৃশ হইয়াও মনোগ্লানি বর্জ্জিত হওয়াতে দিন দিন অকৃশ হইয়া উঠিল এবং তিনি তখন অপারিচ্ছিন্ন থাকিয়াও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অন্তঃ প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন। ২৭ আহা! তখন তাঁহার মতি বাসুদেবে এমনই মগ্না হয় যে, বাহ্য জ্ঞান আর কিছুমাত্র ছিল না। কেশ মুক্ত হইয়াছে এবং পরিধান অম্বর কটিতট হইতে বিগলিত হইয়াছে বলিয়া কি তিনি কিছু মাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন? কিছুই না। অধিক-কি, স্বীয় সেই তপোযোগময় শরীরই আছে বলিয়া জানিতে পারেন নাই, অন্য বিষয় আর কি জানিবেন? ॥ ২৮ ॥

এই রূপে তিনি কপিল প্রদর্শিত মার্গ দ্বারা অতিশীঘ্রই সেই পরতর নিত্য মুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

হে বিদুর! সেই দেবহূতি এইরূপে যেখানে সিদ্ধি লাভ করেন সেই স্থান সিদ্ধ পদ নামে ত্রিলোক বিশ্রুত হয় এবং উহা সেই অবধি অতীব পবিত্র ক্ষেত্র হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

হে সৌম্য! অনন্তর তাঁহার দৈহিক ধাতুমল সকল যোগদ্বারা বিলীন হইয়া পরিত্যক্ত হইলে, উহাই সেখানে সরিৎরূপে প্রবাহিত হয়। সেই সরিৎ এক্ষণে স্রোতস্বতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এবং সর্ব্বদাই উহা সিদ্ধগণ দ্বারা সেবিত হইয়া সিদ্ধি-প্রদা হইতেছে ॥ ৩১ ॥

এদিগে মহাযোগী ভগবান্ কপিলও মাতার অনুজ্ঞা লইয়া পিতৃ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমত উত্তরদিগে গমন করিলেন তৎপরে অগ্নিকোণ অবলম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ৩২ সেসময়ে তাঁহাকে কি সিদ্ধগণ, কি চারণগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি মুনিগণ, কি অপ্সরোগণ

সকলেই প্রশংসা বা স্তব করিয়াছিল এমন কি সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নিজ-নিকেতন প্রদান করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

এখনও তিনি তৎপরবর্ত্তী সংখ্যাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে স্তূয়মান হইতেছেন এবং যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক লোক ত্রয়ের লোকগণের শান্তি বিধানার্থ সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন ॥৩৪॥

তাতঃ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা সমস্তই বলিলাম। হে নিষ্পাপ এই কপিল ও দেবহূতীর সংবাদ পরম পবিত্র হইতেছে। যে ব্যক্তি ইহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতেছেন আর যে ব্যক্তি এই কপিল মুনির গুহ্য আত্মযোগ সতত আলোচনা করিতেছে, তাহাদের মতি গরুড়ধ্বজ ভগবানে আশু আবিষ্ট হইতেছে এবং অন্তে তাহারাই ভগবানের পাদারবিন্দ লাভ করিতেছে জানিবে ॥ ৩৬ ॥

## ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদান্তর্গত কপিল-দেবহূতী সংবাদে ভক্তিযোগ নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীকাশীনিবাসী পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমত্তারক ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী যতীন্দ্র বর (গৌড়স্বামী নামে প্রসিদ্ধ) এবং কাশীনিবাসি ত্রিবেদ বিদ্যাবিশারদ গুর্জ্জর দেশীয় ৺ নন্দ রাম ত্রিপাঠী সামবেদী মহাশয় তথা কাশীনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কেশরী সাংখ্যযোগনিপুণ ৺ রাজারাম শাস্ত্রি মহাশয়ের অনুগৃহীত ছা[illegible]ধ্যায়ী তূপনামক শ্রীব্রহ্মব্রত ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের সটিপ্পনী অনু[illegible]বাদ সমাপ্ত হইল ॥

(ওঁ)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের

তৃতীয় স্কন্ধের অনুবাদ

সম্পূর্ণ ॥